صحيح سنن الترمذي

(الجزء الخامس)

للإمام الحافظ محمد بن عيسى بن سورة الترمذي
المتوفى سنة ٢٧٩ هـ رحمه الله

تأليف

محمد ناصر الدين الألباني

সহীহ
আত্-তিরমিযী
[পঞ্চম খণ্ড]

মূল
ইমাম হাফিয মুহাম্মাদ বিন ঈসা সাওরাহ
আত্-তিরমিযী (রহিমাহুমুল্লাহ)
মৃত্যু ঃ ২৭৯ হিজরী

তাহক্বীক্ব
মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আলবানী (রাহঃ)
(আবূ 'আবদুর রহমান)

অনুবাদ ও সম্পাদনায়
হুসাইন বিন সোহরাব
অনার্স হাদীস
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, মাদীনা, সৌদী আরব

শাইখ মোঃ ঈসা মিঞা বিন খলিলুর রহমান
লিসান্স, মাদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সৌদী আরব
শিক্ষক– মাদ্‌রাসা মুহাম্মাদীয়া 'আরাবীয়া
৭৯/ক, উত্তর যাত্রাবাড়ী, ঢাকা-১২০৪

Contents

সহীহ্ আত্-তিরমিযী

মূল : ইমাম হাফিয মুহাম্মাদ বিন 'ঈসা সাওরাহ্ আত্-তিরমিযী (রহ্ঃ)

তাহ্কীক্ব : মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আলবানী(আবূ 'আবদুর রহ্মান)

প্রকাশনায়

হুসাইন আল-মাদানী প্রকাশনী

৩৮, নর্থ সাউথ রোড, বংশাল, ঢাকা- ১১০০,

ফোন : ৭১১৪২৩৮, মোবাইল : ০১৯১৫-৭০৬৩২৩

www.hussainalmadani.com

e-mail : info@hussainalmadani.com

দ্বিতীয় সংস্করণ

এপ্রিল : ২০১৩ ঈসায়ী

মুদ্রণে

নিউ সোসাইটি প্রেস

৪৬,জিন্দাবাহার ১ম লেন, ঢাকা- ১১০০

মূল্যঃ ৩০১/= টাকা মাত্র

Published by **Hossain Al-Madani Prokashoni**
Dhaka, Bangladesh. 2nd Edition : April- 2013
Price Tk- 301/= US $: 11

ISBN NO. 984 : 605 : 081-X

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

হুসাইন বিন সোহ্‌রাব সাহেবের কথা

সকল প্রশংসা একমাত্র মহান রব্বুল 'আলামীনের জন্য এবং দরূদ ও সালাম মহানাবী মুহাম্মাদ ﷺ-এর প্রতি।

দুনিয়ার বুকে আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক নির্দেশিত পূর্ণ জীবন বিধান হচ্ছে ইসলাম। সহীহ হাদীসের আলোকেই ইসলামকে জানতে এবং বুঝতে হবে। অতএব মুসলিম হিসেবে আমাদেরকে সহীহ হাদীস জানা ও বুঝা একান্ত অপরিহার্য।

আমাদের দেশে অধিকাংশ মুসলিম আরবী ভাষা বুঝতে অক্ষম, অথচ কুরআন ও হাদীসের ভাষা আরবী। হাদীসের ভাষা বুঝতে হলে বঙ্গানুবাদের সাহায্য গ্রহণ ব্যতীত বিকল্প পথ নেই। এ ক্ষেত্রে যত বেশি সহীহ হাদীস বঙ্গানুবাদ করা হবে ততই মঙ্গল।

পূর্বে হাদীসের প্রসিদ্ধ তিরমিযী গ্রন্থ বাংলায় অনূদিত হলেও অনুবাদকগণের কেউই প্রসিদ্ধ তিরমিযী গ্রন্থকে যঈফ মুক্ত করেননি। অতএব সহীহ হাদীসের উপর আমলকারীদের জন্য নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি ও সচ্ছ চিন্তার অধিকারী বর্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস, নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ) কর্তৃক তাহক্বীক্ব কৃত সহীহ তিরমিযীর অনুবাদ গ্রন্থ একান্তই কাম্য।

গ্রন্থটি অনুবাদে আমার বন্ধু শাইখ মোঃ ঈসা (লিসান্স মদিনা বিশ্ববিদ্যালয়, সৌদী আরব) আমাকে সাহায্য করায় আমি তাঁর এই প্রশংসনীয় আন্তরিকতাকে স্বাগত জানাই। তিনি অনুবাদ প্রসঙ্গে মুক্ত নীতি অবলম্বন করেছেন। এজন্য তিনি অত্যন্ত সঙ্গতভাবেই ধন্যবাদ পাওয়ার হকদার। আমি তাকে আন্তরিক মুবারাকবাদ জানাই। আমি সত্যিকার অর্থেই অনুভব করছি যে, আমার বন্ধু শাইখ ঈসা এই মহৎ কাজে কতটা শ্রম স্বীকার করেছেন। তাঁর এই পরিশ্রম সফল ও সার্থক হোক এটাই আমি কামনা করি। শাইখ মোঃ ঈসা মিঞা-এর দীর্ঘদিনের সহযোগিতার শুভ ফল বঙ্গানুবাদ সহীহ তিরমিযী প্রকাশ হওয়ায় বহুদিনের সুন্দর একটি চাহিদা পূর্ণ হয়েছে বলে আমি মনে করি।

আমি আশা করছি– পুস্তকটি সমাজে ব্যাপকভাবে মূল্যায়ন হবে।

হে আল্লাহ! তুমি আমার এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে ক্ববূল কর এবং আমাকে এরূপ আরো বেশী বেশী খিদমাত করার তাওফীক্ব দান কর। –আমীন ॥

নির্ভুল ছাপার চেষ্টা করলেও ভুল-ত্রুটি থেকে যাওয়া স্বাভাবিক। প্রুফ সংশোধনে সময় দিতে না পারায় আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত।

পাঠকবৃন্দের চোখে যে কোন ধরনের ভুল ধরা পড়লে আমাকে তা সংশোধনের জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। ইনশাআল্লাহ পরবর্তী সংস্করণে ভুল-ভ্রান্তি শুদ্ধ করে প্রকাশ করতে চেষ্টা করব।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

শাইখ মোঃ ঈসা মিঞা বিন খলিলুর রহমান সাহেবের মন্তব্য

মহান আল্লাহ তা'আলার অসংখ্য ও অফুরন্ত প্রশংসা যিনি বর্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ) কতৃক তাহক্বীক্বকৃত সহীহ তিরমিযীর বঙ্গানুবাদ ও সম্পাদনায় হুসাইন বিন সোহ্‌রাব সাহেবকে সহযোগিতা করার তাওফীক্ব প্রদান করেছেন। অতঃপর প্রিয় নাবী মুহাম্মাদ ﷺ-এর প্রতি অসংখ্য দরূদ ও সালাম।

আমার বন্ধু হুসাইন বিন সোহ্‌রাব (বহু গ্রন্থ প্রণেতা) নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ) কর্তৃক তাহক্বীক্ব কৃত সহীহ তিরমিযীর বাংলা অনুবাদে আমাকে সহযোগিতা করার জন্য অনুরোধ করেছেন। এ অনুরোধ রক্ষা করার যোগ্যতা আমার কতটা আছে সে সম্পর্কে আমি নিশ্চিত নই তবে তার অনুরোধে সাড়া দিতে পেরে আমি আনন্দিত ও নিজেকে ধন্য মনে করছি।

বাংলাদেশের মানুষের কাছে মাতৃভাষার গুরুত্ব যেমন অনেক বেশী, তেমনি তাদের কাছে সহীহ হাদীসের চাহিদাও অনেক। অথচ এদেশীয় জনগণের মাতৃভাষা বাংলায় অনুবাদকৃত সহীহ হাদীসের তীব্র অভাব। সহীহ হাদীসের জ্ঞান না থাকার কারণে বর্তমানে মুসলিমগণ নির্ভরযোগ্য হাদীসের সন্ধান না পেয়ে সত্যিকার সহীহ ও সঠিক পথ থেকে সরে বিভিন্ন মতবাদের শিকারে পরিণত হচ্ছে।

আমাদের দেশের মুসলিমদের কাছে সহীহ হাদীস জানার আগ্রহ বহুদিনের। এই দীর্ঘদিনের অভাব দূরীকরণের উদ্দেশে সমস্যা ও চাহিদার দিকে লক্ষ্য করে হুসাইন বিন সোহ্‌রাব যে মহতি উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন তজ্জন্য আমি তাকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাই। সহীহ হাদীস জানার, মুসলিমদের সহীহ ও সঠিক পথে চলার দিক নির্দেশক যে সমস্ত সহীহ হাদীসের কিতাব রয়েছে তন্মধ্যে এই সহীহ তিরমিযীর অনুবাদ গ্রন্থ উল্লেখযোগ্য।

এ ধরনের একটি হাদীসের অনুবাদের আবশ্যকতা পাঠকগণ যে তীব্রভাবে অনুভব করছিলেন তার কিছুটা হলেও পূরণ হবে বলে আমি বিশ্বাস করি। সহীহ তিরমিযীর মত একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ বাংলায় প্রকাশনা বাংলা ভাষাভাষী মুসলিম জনগোষ্ঠীর কাছে নিঃসন্দেহে একটি উল্লেখযোগ্য ব্যাপার।

পরিশেষে মহান আল্লাহ তা'আলার কাছে দু'আ করছি তিনি যেন তাকে আরও অধিক ধর্মীয় গ্রন্থ প্রকাশ করে দ্বীনী খিদমাত করার তাওফীক্ব দান করেন। জনাব হুসাইন বিন সোহ্‌রাব দ্বীন-ইসলামের খিদমাত মনে করে নিরলস চেষ্টা সাধনা ও ত্যাগ স্বীকার করে বহু গ্রন্থ অনুবাদ ও রচনা করেছেন। আল্লাহ তাঁর দ্বীনী খিদমাত কবূল করুন। আমীন!

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সহীহ আত্-তিরমিযী'র ভূমিকা

প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ তা'আলার জন্য। দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উপর, তাঁর পরিবারবর্গ, সহচরবৃন্দ এবং তাঁদের উপর যাঁরা তাঁদের অনুসরণ করতে থাকবেন ক্বিয়ামাত পর্যন্ত।

অতঃপর সুনানে তিরমিযী গ্রন্থের তাহক্বীক্ব এবং এর মধ্যে নিহিত সহীহ ও যঈফ হাদীসগুলো পৃথক করার যে দায়িত্ব রিয়াদস্থ মাকতাবাতুত তারবিয়্যাহ আল-আরাবী'র পক্ষ থেকে আমার উপর অর্পিত হয়েছিল তা আমি ১৪০৬ হিজরী সনের ১০ জিলক্বাদ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যাবেলা সমাপ্ত করেছি।

আর এতে আমি সেই পন্থাই অবলম্বন করেছি, যে পন্থা অবলম্বন করেছিলাম সুনানে ইবনু মাযাহ'র তাহক্বীক্ব করার ক্ষেত্রে। এখানে আমি সেইসব পরিভাষাই ব্যবহার করেছি, যেসব পরিভাষা সেটাতে ব্যবহার করেছি। আর তা আমি ইবনু মাযাহ'র ভূমিকায় উল্লেখ করেছি। তাই একই জিনিস পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। তবে এই ভূমিকাতে কিছু বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করার নিমিত্তে আলোকপাত করছি।

প্রথমতঃ পাঠকবৃন্দ অনেক হাদীসের শেষে দেখতে পাবেন হাদীসের স্তর বা মর্যাদা বর্ণনার ক্ষেত্রে বিষয়টিকে আমি ইবনু মাযাহ'র বরাত দিয়েছি। যেমনটি আমি এই গ্রন্থের পঞ্চম নং হাদীসের ক্ষেত্রে বলেছি- সহীহ ইবনু মাযাহ ২৯৮ নং হাদীস।

আমি এরূপ করেছি সংক্ষিপ্ত করার উদ্দেশে। সময় বাঁচানোর জন্য ও একই বিষয় বার-বার উল্লেখ করা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য। কেননা আপনি যদি ইবনু মাযাহতে উল্লিখিত নম্বরযুক্ত হাদীসটি খোঁজ করেন তাহলে দেখতে পাবেন, সেখানে লিখা আছে "সহীহ" ইরওয়াহ ৪১ নং সহীহ আবূ দাউদ ৩নং আর-রওজ ৭৬ নং। এই বরাত দ্বারা আমি নিজেকে অনুরূপ

কথা পুনরুল্লেখ করা থেকে রক্ষা করেছি। কোন কোন ক্ষেত্রে এই ধরনের উদ্ধৃতি দীর্ঘ, আবার কোন কোন ক্ষেত্রে তা সংক্ষিপ্ত তাহকীককৃত হাদীসের মূল গ্রন্থের আধিক্য বা স্বল্পতার ফলে।

দ্বিতীয়তঃ পাঠকবৃন্দ দেখতে পাবেন যে, কোন কোন হাদীস একেবারেই তাখরীজ করা হয়নি। শুধুমাত্র সেটার মর্যাদা উল্লেখ করেছি। কারণ ঐ হাদীসগুলো আমি ঐ গ্রন্থসমূহে পাইনি। আবার কখনো কখনো এক হাদীস অন্য একটি হাদীসের অংশ হিসেবে পাওয়া গেছে। কিন্তু সুনানে তিরমিযীর ঐ হাদীসগুলোর সনদ সম্পর্কে হুকুম লাগানো প্রয়োজন ছিল। সুনানে ইবনু মাজাহ এ ধরনের হাদীসের ক্ষেত্রেও আমি এমনটিই করেছি। আর ঐ হাদীসগুলোর মর্যাদা আমি এভাবে বর্ণনা করেছি–

১– সনদ সহীহ অথবা হাসান;

২– সনদ দুর্বল;

আর এ দুটি স্পষ্ট ও সহজবোদ্ধ;

৩– সহীহ অথবা হাসান।

অর্থাৎ– তিরমিযী বহির্ভূত কোন শাহিদ বা মুতাবি' দ্বারা সহীহ। কোন কোন সময় এভাবেও বলি "সেটার পূর্বেরটা দ্বারা" অর্থাৎ পূর্বের শাহিদ বা মুতাবি' দ্বারা সহীহ।

আবার কোন সময় বলি– সহীহ; দেখুন ওর পূর্বেরটা। অর্থাৎ পূর্বের হাদীসেই এর তাখরীজ করা হয়েছে।

তৃতীয়তঃ অল্প কিছু হাদীস এমনও রয়েছে যে, ইমাম তিরমিযী সেটার সনদ বর্ণনা করেছেন কিন্তু তার মতন পূর্বের হাদীসের বরাত দিয়েছেন। যেমন তিনি বলেন, 'মিসলুহু' যেমন ৬২ নং হাদীসটি। অথবা তিনি বলেন– 'নাহবুহু' যেমন ২২৬ নং হাদীস। এ ধরনের হাদীসের ক্ষেত্রে আমি কোন হুকুম লাগাইনি। তার শেষে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আমি কিছু লিখিনি পূর্ববর্তী হাদীসের হুকুমই যথেষ্ট মনে করে। কেননা আলোচনার বিষয়ই হচ্ছে হাদীসের মতন। সেটার সনদ নয়। কিন্তু যেখানে সেটার মতনের মর্যাদা জানা একান্তই জরুরী সেখানে তা উল্লেখ করেছি।

চতুর্থতঃ সুনানে তিরমিযীর পাঠকবৃন্দ অবগত আছেন যে, "কুতুবুস সিত্তাহ" এর মধ্যে ইমাম তিরমিযী'র বাচনভঙ্গী অন্যান্য লেখকদের চাইতে ভিন্ন। তন্মধ্যে একটি এই যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে তিনি হাদীস বর্ণনা করার পর বলেছেন, সহীহ্ অথবা হাসান বা যঈফ। যা তাঁর গ্রন্থের একটি সৌন্দর্য। যদি তাঁর এই সহীহকরণের ক্ষেত্রে তাসাহুল অর্থাৎ নম্রতা না থাকতো যে বিষয়ে তিনি হাদীস বিশারদগণের নিকট প্রসিদ্ধ। আমার অনেক গ্রন্থেই বিষয়টির প্রতি আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি। আর এজন্যই আমি এক্ষেত্রে তার অনুসরণ করিনি। বরং আমি হুকুম বর্ণনা করি আমার অনুসন্ধান ও গবেষণা আমাকে যে জ্ঞান দান করে তারই ভিত্তিতে। এ জন্যই লেখকের অনেক দুর্বল হুকুম লাগানো হাদীসকেও সহীহ্ অথবা হাসানের স্তরে উন্নত করতে সক্ষম হয়েছি। আর এর প্রশংসা একমাত্র আল্লাহরই। যেমন সুনানে তিরমিযী গ্রন্থে কিতাবুত্ তাহারাতে নিম্নবর্তী নম্বরযুক্ত হাদীসগুলো– ১৪, ১৭, ৫৫, ৮৬, ১১৩, ১১৮, ১২৬, ১৩৫, ১৩৯। অন্যান্য অধ্যায়ে এরূপ আরো অনেক উদাহরণ রয়েছে। আমি যা উল্লেখ করলাম উদাহরণের জন্য এটাই যথেষ্ট। আর এর মাধ্যমেই সেটার যঈফ হাদীসের নিসবাত নেমে (দূর হয়ে) গেছে। আর প্রশংসামাত্রই একমাত্র আল্লাহর।

আর যে হাদীসগুলোকে তিনি হাসান বলে মন্তব্য করেছেন, আমি অনেক জ্ঞানগর্ভ আলোচনা-সমালোচনা দ্বারা এবং মুতাবি' ও শাহিদগুলো অনুসন্ধানের মাধ্যমে সেটাকে সহীহ'র মর্যাদায় উন্নীত করেছি। আপনি সেগুলো ঐভাবেই বর্ণনা করুন এতে কোন ক্ষতি নেই। আল্লাহ চাহে তো পাঠকগণ অনেক অধ্যায়েই এরূপ দেখতে পাবেন। কিন্তু এই হাদীসগুলোর বিপরীতে আরো কতগুলো হাদীস রয়েছে যেগুলোকে লেখক (ইমাম তিরমিযী) শক্তিশালী বলে মন্তব্য করেছেন। আমার সমালোচনায় ঐ হাদীসগুলো দুর্বল সনদের। যা দূর করার কোন কিছু নেই। বরং কিছু হাদীস রয়েছে যা মাওজূ বা জাল। শুধুমাত্র কিতাবুত্ তাহারাতে ও কিতাবুস্ সালাতে বর্ণিত নিম্নবর্তী নম্বরযুক্ত হাদীসগুলো– ১২৩, ১৪৫, ১৪৬, ১৫৫, ১৭১ (এই হাদীসগুলো মাওজূ) ১৭৯, ১৮৪, ২৩৩, ২৪৪, ২৫১, ২৬৮, ৩১১, ৩২০, ৩৫৭, ৩৬৬, ৩৮০, ৩৯৬, ৪১১, ৪৮০, ৪৮৮, ৪৯৪, ৫৩৪, ৫৫৬, ৫৫৭, ৫৬৭, ৫৮৩, ৬১৬।

ইমাম তিরমিযী (রহঃ) তাঁর অভ্যাসগতভাবেই হাদীস বর্ণনা করার সময় বলে থাকেন– "এই অধ্যায়ে আলী, যাইদ ইবনু আরক্বাম, জাবির ও ইবনু মাস'উদ (রাঃ) হতে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। কোন কোন সময় হাদীসকে সাহাবীর উপর মু'আল্লাক করে থাকেন, সেটার সনদ বর্ণনা করেন না। এই ধরনের এবং এর পূর্বে বর্ণিত পদ্ধতির হাদীসগুলো আমি তাখরীজের গুরুত্ব দেইনি। কেননা ওগুলোর তাখরীজের জন্য অনেক দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন। বর্তমানে আমি যে কাজে ব্যস্ত তাতে ঐ কাজ করার জন্য সময় যথেষ্ট নয়।

গুরুত্বপূর্ণ সতর্কবাণী ঃ ইমাম তিরমিযী রচিত হাদীসের গ্রন্থটি 'আলিম সমাজের নিকট দু'টি নামে প্রসিদ্ধ–

এক- জামিউত্ তিরমিযী

দুই- সুনানুত্ তিরমিযী।

গ্রন্থটি প্রথম নামেই অধিক প্রসিদ্ধ। সাম'আনী, মিজ্জি, যাহাবী এবং আসক্বালানীর মতো প্রসিদ্ধ হাফিজগণ সেটাকে প্রথম নামেই উল্লেখ করেছেন। কিন্তু কিছু কিছু লেখক প্রথম নাম জামি' এর সাথে সহীহ শব্দটি যুক্ত করে সেটাকে আল-জামি'উস্ সহীহ্ বলে উল্লেখ করেছেন। তন্মধ্যে কাতিব জালাবী তার রচিত গ্রন্থ "কাশফুজ্ জুনুনে" এই নামে উল্লেখ করেছেন "সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম" বলার পর। বুখারী ও মুসলিম এরই উপযুক্ত শুধুমাত্র সহীহ হাদীস বর্ণনা করার জন্য। কিন্তু তিরমিযী এর ব্যতিক্রম। আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে এই যে, 'আল্লামাহ্ আহমাদ শাকিরের মতো ব্যক্তিও তার অনুকরণে সুনানে তিরমিযীকে আল-জামি'উস্ সহীহ নাম দিয়ে গ্রন্থটি প্রকাশ করেছেন। এ সত্ত্বেও যে, তিনি এই গ্রন্থের জ্ঞানগর্ভ অতুলনীয় তাহক্বীক্ব করেছেন এবং তার অনেক হাদীসের সমালোচনা করেছেন। এর কোন কোন হাদীসকে যঈফ বলে সাব্যস্ত করেছেন। অতঃপর কিতাব প্রচার ও প্রসারের উদ্দেশ্যে কোন কোন প্রকাশক তার অনুকরণ করেছে। যেমনটি করেছে বৈরুতস্থ "দারুল ফিক্র"।

আমার দৃষ্টিতে বিভিন্ন কারণেই এমনটি করা অনুচিত ঃ

Contents

১ম কারণ ঃ এটা হাদীস শাস্ত্রের হাফিজগণের রীতি বিরুদ্ধ "যেমনটি আমি সবেমাত্র উল্লেখ করেছি" এবং তাদের সাক্ষ্যের খেলাফ। যার বর্ণনা অচিরেই আসবে।

২য় কারণ ঃ হাফিয ইবনু কাসীর তাঁর "ইখতিসারু 'উলূমুল হাদীস" গ্রন্থের ৩২ পৃষ্ঠায় বলেছেন– "হাকিম আবূ আব্দিল্লাহ এবং আল-খাতীব বাগদাদী তিরমিযী'র কিতাবকে আল-জামি'উস্ সহীহ নামকরণ করেছেন। এটা তাদের গাফলতি। কেননা এই গ্রন্থে অনেক মুনকার হাদীস রয়েছে।

৩য় কারণ ঃ লেখকের রচনাশৈলীই এরূপ নামকরণকে অস্বীকৃতি জানায়। কেননা তিনি সেটাতে অনেক হাদীসকে স্পষ্টভাবেই সহীহ না হওয়ার কথা বলেছেন এবং সেটার ত্রুটিও উল্লেখ করেছেন কখনো সেটার বর্ণনাকারীকে দুর্বল বলে, আবার কখনো সেটার সনদ ইজতিরাব বলে, আবার কখনো মুর্সাল বলে। যেমনটি পাঠকগণ তার গ্রন্থে দেখতে পাবেন। আর এটা ছিল তাঁর কিতাব রচনার পদ্ধতির বাস্তবায়ন। যা তিনি কিতাবুল 'ইলালে বর্ণনা করেছেন। যা তার কিতাব তিরমিযীর শেষে রয়েছে। যার সার সংক্ষেপ এই–

"এই কিতাব জামে'তে আমি হাদীসের যে সমস্ত ত্রুটি বর্ণনা করেছি তা মানুষের উপকারের আশায়ই করেছি। আর আমি অনেক ইমামকেই সনদের রাবী সম্পর্কে সমালোচনা করতে এবং দুর্বলতা প্রকাশ করতে দেখেছি।"

৪র্থ কারণ ঃ জামি'উত্ তরিমিযী নামের এই দিকটি গ্রন্থের বাস্তবতার দিক থেকে উপযোগী অন্য যে কোন নামের চেয়ে। কেননা তিনি এতে অনেক উপকারী ও জ্ঞানের বিষয় একত্রিত করেছেন। যা তাঁর উস্তাদ ইমাম বুখারীর জামিউস্ সহীহ বা অন্য কোন হাদীস গ্রন্থের মধ্যে নেই। এ দিকে ইঙ্গিত করেই হাফিয যাহাবী তার গ্রন্থ সিয়ারে 'আলামিন নুবালার ৩/২৭৪ পৃষ্ঠায় বলেছেন জামি' এর মধ্যে উপকারী জ্ঞান স্থায়ী উপকার, মাস্'আলার মূল সহীহ রয়েছে। যা ইসলামী নিয়মাবলীর একটি মূল বিষয়। যদি সেটাতে ঐ হাদীসসমূহ না থাকতো যা ভিত্তিহীন বা মাওজূ' আর তা অধিকাংশই ফাযায়েলের ক্ষেত্রে।

ইমাম আবূ বাকার ইবনুল 'আরাবী তার রচিত তিরমিযী ভাষ্য গ্রন্থের শুরুতে বিষয়টিকে আরো স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন, তাতে (তিরমিযীতে) চৌদ্দ প্রকার জ্ঞান রয়েছে। যা 'আমালের অধিক নিকটবর্তী ও নিরাপদও বটে।

সনদ বর্ণনা করেছেন, সহীহ ও যঈফ বর্ণনা করেছেন, একই বিভিন্ন তুরুক বর্ণনা করেছেন, রাবীর দোষ-গুণ বর্ণনা করেছেন, রাবীর নাম ও উপনাম উল্লেখ করেছেন, যোগসূত্রতা ও বিচ্ছিন্নতা বর্ণনা করেছেন, যা 'আমালযোগ্য বা 'আমাল হয়ে আসছে তা বর্ণনা করেছেন আর যা পরিত্যক্ত সেটাও।

হাদীস গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার ব্যাপারে 'উলামাদের মতভেদ বর্ণনা করেছেন এবং হাদীসের ব্যাখ্যায় তাদের মতভেদ উল্লেখ করেছেন। এই 'ইল্‌মসমূহ প্রত্যেকটিই তার অধ্যায়ে একটি মূল বিষয়। তার অংশ যে একক। ঐ গ্রন্থের পাঠক যেন সর্বদাই একটি স্বচ্ছ বাগানে, সুসজ্জিত ও সমন্বিত জ্ঞান-ভাণ্ডারে বিচরণ করে। আর এটা এমন বিষয় যা স্থায়ী জ্ঞান, অধিক পরিপক্কতা এবং সদা সর্বদা চিন্তা গবেষণা ব্যতীত ব্যাপকতা লাভ করে না।

যদি বলা হয় যে, আপনি যা উল্লেখ করেছেন তা তাহ্‌যীবুত তাহ্‌যীব গ্রন্থে ইমাম তিরমিযীর জীবনীতে যা এসেছে তার বিপরীত। কারণ মানসুর খালেদী বলেন, "আবূ ঈসা (তিরমিযী) বলেছেন আমি এই কিতাব (আল-মুসনাদ আস্-সহীহ) রচনা করার পর হিযায, খুরাসান ও ইরাকের উলামাদের নিকট পেশ করেছি। তাঁরা এতে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন।"

আমি বলবো ঃ "না তা কক্ষণও নয়" এর কারণ অনেক। তার বর্ণনা এই–

প্রথমঃ "মুসনাদ সহীহ" কথাটি যে ইমাম তিরমিযীর নিজের নয় তা অত্যন্ত স্পষ্ট। এটা কোন বর্ণনাকারীর ব্যাখ্যা মাত্র। আর সম্ভবতঃ ঐ ব্যাখ্যাকারী মানসুর খালেদী। আর ব্যাপারটি যদি তাই হয়, তাহলে এ কথার কোন মূল্যই নেই। কেননা সর্বোত্তম অবস্থায় তার এই কথাটি ইমাম হাকিম

এবং খাতীব বাগদাদীর ন্যায়ধরা হতে পারে যদি খালেদী ঐ দুই জনের মতো বিশ্বস্ত হন। এ সত্ত্বেও ইমাম ইবনু কাসীর তাদের ঐ কথাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন যেরূপ পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। আর এটা কিভাবে সম্ভব তিনি (খালেদী) তো ধ্বংসপ্রাপ্ত।

দ্বিতীয়ঃ তাহযীবের বর্ণনাটি তাজকিরাহ ও সিয়ারু 'আলামিন নুবালা' এর বর্ণনার বিপরীত। কারণ ঐ দুই গ্রন্থে তিরমিযীকে 'জামি' বলেছেন মুসনাদ সহীহ বলেননি। তাছাড়া খালেদীর বর্ণনায় মুসনাদ শব্দটি আরেকটি শাজ শব্দ। মুসনাদ গ্রন্থ ফিকহের মতো অধ্যায়ে রচিত হয় না যা মুহাদ্দিসগণের নিকট সুপরিচিত।

তৃতীয়ঃ দু'টি কারণে এই উক্তিকে ইমাম তিরমিযীর উক্তি বলে গণ্য করা ঠিক নয়। কারণ বর্ণনাকারী ক্রুটি যুক্ত। আর তিনি হচ্ছেন মানসূর ইবনু 'আব্দিল্লাহ আবূ আলী আল খালেদী। তাকে সকলেই ঘৃণার চোখে দেখতে একমত। (১) আল-খাতীব তার তারীখে বাগদাদ গ্রন্থের ১৩/৮৪ পৃষ্ঠায় বলেছেন তিনি অনেকের নিকট থেকে গারীব ও মুনকার হাদীস বর্ণনা করেছেন। (২) আবূ 'সাদ ইদরীসী বলেছেন, 'তিনি মিথ্যুক তার কথার উপর নির্ভর করা যায় না' এটা খাতীব বর্ণনা করেছেন। (৩) সামা'আনী আনসাব গ্রন্থে বলেছেন, "আমার নিকট সংবাদ পৌঁছেছে যে, তিনি লেখার সময় হাদীসের মধ্যে জাল হাদীস ঢুকিয়ে দিতেন।" (৪) ইবনু আসীর লুবাব গ্রন্থে বলেছেন– 'আবূ আব্দুল্লাহ আল-হাকিম তার নিকট থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি তার সমকালীন, আর তিনি সিক্বাহ্ নন। আমি বলবো যে, লুবাব গ্রন্থটি সাম'আনীর 'আনসাব' গ্রন্থেরই সংক্ষেপ। কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে ইস্তিদরাক করেছেন। আর এটা ইসতিদরাকের অন্তর্ভুক্ত নয়। কেননা আনসাবেও অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে, তিনি সিক্বাহ্ নন এই কথা বাদে। আর এটা স্পষ্ট যে, ইউরোপীয় সংস্করণ থেকে এই কথাটি বাদ পরে গেছে। (৫) যদিও ঐ বর্ণনাটি এই ক্রুটিযুক্ত রাবীর বর্ণনা থেকে নিরাপত্তা লাভ করে তথাপি সেটা তিনি ও ইমাম তিরমিযীর মাঝে বিচ্ছিন্নতার ক্রুটি মুক্ত নয়। কারণ তাদের উভয়ের মাঝে ব্যবধান অনেক। খালিদী মৃত্যুবরণ করেছেন ৪০২ হিজরীতে ইমাম তিরমিযী মৃত্যুবরণ করেছেন ২৭৬ (মতান্তরে ২৭৯)

হিজরী সালে, দু'জনের মৃত্যুর মাঝের ব্যবধান ১২৬ বছর। সুতরাং দুই জনের মাঝে দুই বা ততোধিক বরাত রয়েছে। এদিক থেকেও বর্ণনাটি মু'জাল।

দ্বিতীয়তঃ ঐ বর্ণনার পূর্ণরূপ এই রকম যা ইমাম যাহাবীর গ্রন্থে এই শব্দে রয়েছে, "যার ঘরে এই গ্রন্থ বিদ্যমান রয়েছে অর্থাৎ আল-জামি' যেন তার ঘরে নাবী কথা বলছেন"। আর এই ধরনের বর্ণনা ইমাম তিরমিযীর না হওয়ার ধারণাকেই শক্তিশালী করে।

কারণ এতে তাঁর গ্রন্থের প্রশংসার আধিক্য রয়েছে। আর এ ধরনের উক্তি তাঁর থেকে হওয়া খুবই দুরূহ ব্যাপার। কেননা তিনি স্বয়ং জানেন যে, এই গ্রন্থে এমনও দুর্বল ও মুনকার হাদীস রয়েছে যা বিশ্লেষণ ব্যতীত বর্ণনা করা অবৈধ– যার ফলে তিনি তা বর্ণনা করেছেন। যা না করলে তার গ্রন্থটি ত্রুটিযুক্ত হয়ে যেত। যা তাঁর নির্মলতাকে ময়লাযুক্ত করে দিতো।

এটা পরিতাপের বিষয় যে, এই কিতাবের অনেক মুহাক্কিক ও মু'আল্লিক এই দিকে দৃষ্টি দেননি যে, এই ধরনের কথা সনদ ও মতন উভয় দিক থেকেই বাতিল।

যদি তিরমিযীর জামি' সম্পর্কে এই ধরনের কথা বলা বৈধ হয় আর আপনি অবগত আছেন যে, ঐ কিতাবে কত ভিত্তিহীন হাদীস রয়েছে যা লেখক নিজেই স্বীকার করেছেন, তাহলে লোকেরা বুখারী ও মুসলিমের কিতাব 'জামি' সহীহ্' সম্পর্কে কি বলবেন? আর তারা উভয়েই শুধুমাত্র সহীহ্ হাদীস বর্ণনা করার ইচ্ছাই করেছেন।

আমার ভয় হয় যে, কোন ব্যক্তি বলে ফেলতে পারেন, তার ঘরে নাবী আছেন তিনিই কথা বলছেন। যদি কেউ এ ধরনের বলে বুখারী ও মুসলিমের সম্পর্কে যা বলা হয়েছে জামি' তিরমিযী সম্পর্কে। আর এ ধরনের কথা বলে সেটাকে সহীহাইনের মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছেন অথবা সহীহাইনের প্রতি অবিচার করেছেন, আর এ উভয় কথাই তিক্ত। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, এ ধরনের কথা সম্পর্কে অন্ততঃপক্ষে এটা বলা যায় যে, এতে কোন কল্যাণ নেই। আর নাবী ﷺ বলেছেন ঃ "যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও পরকালকে বিশ্বাস

Contents

করে সে যেন ভাল কথা বলে অথবা নীরব থাকে।" বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী– ২০৫০।

পূর্বের বর্ণনা দ্বারা যা প্রকাশ পেল তাতে এটা জানা গেল যে, সহীহাইন এবং সুনানে আরবা'আহ্কে একত্রে সিহাহ সিত্তাহ্ বলা ভুল। কেননা সুনানের লেখকগণ শুধুমাত্র সহীহ্ হাদীস বর্ণনা করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেননি। তিরমিযীও তাদের একজন। হাদীস শাস্ত্রের পণ্ডিতগণ তা বর্ণনা করেছেন। যেমন, ইবনু সারাহ, ইবনু কাসীর, আল-ইরাকী আরো অনেকে। 'আল্লামা সুয়ূতী তাঁর আলফিয়াহ গ্রন্থের ১৭ পৃষ্ঠায় বলেছেন, আবূ দাউদ যতটুকু পেরেছেন মজবুত সনদের বর্ণনা করেছেন অতঃপর যেখানে যঈফ ব্যতীত অন্য কিছু পাননি সেখানে তিনি যঈফও বর্ণনা করেছেন। নাসাঈ তাদের একজন যারা যঈফ হাদীস বর্ণনা না করার ক্ষেত্রে একমত হননি। অন্যরা ইবনু মাজাহকেও এর সাথে শামিল করেছেন। আর যারা এদেরকে সহীহ বর্ণনাকারীদের সাথে একত্র করেছেন তাদের মধ্যে দুর্বলতা রয়েছে। যারা তাদের ক্ষেত্রে সহীহ শব্দ প্রয়োগ করেছেন তারা বিষয়টিকে হালকা করে দেখেছেন। দারিমী এবং মুনতাক্বাও এদেরই অন্তর্ভুক্ত। অবশেষে বলবো, আশা করি জামি' তিরমিযীর হাদীসগুলোকে সহীহ্ থেকে যঈফ পৃথক করতে সক্ষম হয়েছি। যেমনটি ইতোপূর্বে ইবনু মাযাহ'র ক্ষেত্রে করেছি। আল্লাহ যেন আমার এই প্রচেষ্টাকে সুন্দরভাবে গ্রহণ করেন এবং আমাকে ও যাঁদের উৎসাহে এই কাজ করেছি তাঁদের সবাইকে উত্তম পুরস্কার দান করেন। নিশ্চয়ই তিনি শ্রবণকারী ও উত্তরদানকারী।

"হে আল্লাহ! প্রশংসার সহিত তোমার পবিত্রতা ঘোষণা করছি। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুমি ছাড়া প্রকৃতপক্ষে কোন ইলাহ নেই, তোমার কাছেই ক্ষমা চাই আর তোমার দিকেই প্রত্যাবর্তন করি।"

লেখক
মুহাম্মদ নাসিরুদ্দীন আলবানী
আবূ 'আবদুর রহমান

আম্মান, রোববার, রাত্রি
২০ জিলক্বাদ, ১৪০৬ হিজরী

Contents

সূচীপত্র

Contents

Contents

Contents

Contents

Contents

٣٨ - كِتَابُ الْإِيْمَانِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ

অধ্যায় ৩৮ ঃ ঈমান

Contents

Contents

Contents

٤٠ - كِتَابُ الْاِسْتِئْذَانِ، عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ

অধ্যায় ৪০ ঃ অনুমতি প্রার্থনা

Contents

Contents

Contents

Contents

Contents

Contents

Contents

Contents

Contents

٤٣ - كِتَابُ الْقِرَاءَاتِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ

অধ্যায় ৪৩ ঃ ক্বিরাআত

Contents

٢٣ - بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ ২৩ ॥ (রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উপর কত সময় দরূদ পড়বে)

٢٤٥٧ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ : حَدَّثَنَا قَبِيْصَةُ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيْلٍ، عَنِ الطُّفَيْلِ بْنِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، عَنْ أَبِيْهِ، قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا ذَهَبَ ثُلُثَا اللَّيْلِ؛ قَامَ، فقال : يَا أَيُّهَا النَّاسُ! اذْكُرُوا اللّٰهَ، اذْكُرُوا اللّٰهَ، جَاءَتِ الرَّاجِفَةُ، تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ، جَاءَ الْمَوْتُ بِمَا فِيْهِ، جَاءَ الْمَوْتُ بِمَا فِيْهِ، قَالَ أُبَيٌّ : قُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! إِنِّيْ أُكْثِرُ الصَّلَاةَ عَلَيْكَ؛ فَكَمْ أَجْعَلُ لَكَ مِنْ صَلَاتِيْ؟ فَقَالَ : مَا شِئْتَ، قَالَ : قُلْتُ : الرُّبُعَ؟ قَالَ : مَا شِئْتَ، فَإِنْ زِدْتَ؛ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، قُلْتُ : النِّصْفَ؟ قَالَ : مَا شِئْتَ، فَإِنْ زِدْتَ؛ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، قَالَ : قُلْتُ : فَالثُّلُثَيْنِ؟ قَالَ مَا شِئْتَ، فَإِنْ زِدْتَ؛ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، قُلْتُ : أَجْعَلُ لَكَ صَلَاتِيْ كُلَّهَا؟ قَالَ : إِذاً تُكْفَى هَمَّكَ، وَيُغْفَرُ لَكَ ذَنْبُكَ.

- حسن : الصحيحة (٩٥٤)، فضل الصلاة على النبي ﷺ رقم (١٣ و ١٤).

২৪৫৭। উবাই ইবনু কা'ব (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাতের দুই-তৃতীয়াংশ চলে যাওয়ার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘুম থেকে জেগে দাঁড়িয়ে বলতেন ঃ হে মানবগণ! তোমরা আল্লাহ্ তা'আলাকে স্মরণ কর, তোমরা আল্লাহ্ তা'আলাকে স্মরণ কর। কম্পন সৃষ্টিকারী প্রথম শিঙ্গাধ্বনি এসে

পড়েছে এবং এর পরপর আসবে পরবর্তী শিঙ্গাধ্বনি। মৃত্যু তার ভয়াবহতা নিয়ে উপস্থিত হয়েছে, মৃত্যু তার ভয়াবহতা নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। উবাই (রাঃ) বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ﷺ)! আমি তো খুব অধিক হারে আপনার প্রতি দরূদ পাঠ করি। আপনার প্রতি দরূদ পাঠের জন্য আমি আমার সময়ের কতটুকু খরচ করবো? তিনি বললেন, তুমি যতক্ষণ ইচ্ছা কর। আমি বললাম, এক-চতুর্থাংশ সময়? তিনি বললেন, তুমি যতটুকু ইচ্ছা কর, তবে এর চেয়ে অধিক পরিমাণে পাঠ করতে পারলে এতে তোমারই মঙ্গল হবে। আমি বললাম, তাহলে আমি কি অর্ধেক সময় দরূদ পাঠ করবো? তিনি বললেন, তুমি যতক্ষণ চাও, যদি এর চেয়েও বাড়াতে পারো সেটা তোমার জন্যই কল্যাণকর। আমি বললাম, তাহলে দুই-তৃতীয়াংশ সময় দরূদ পাঠ করবো? তিনি বললেন, তুমি যতক্ষণ ইচ্ছা কর, তবে এর চেয়েও বাড়াতে পারলে তোমারই ভাল। আমি বললাম, তাহলে আমার পুরো সময়টাই আপনার উপর দরূদ পাঠে কাটিয়ে দিব? তিনি বললেন ঃ তাহলে তোমার চিন্তা ও কষ্টের জন্য তা যথেষ্ট হবে এবং তোমার পাপসমূহ ক্ষমা করা হবে।

হাসান ঃ সহীহাহ্ (৯৫৪), ফাযলুস সালাত আলান্নাবী (১৩, ১৪)।

আবূ 'ঈসা বলেন, এই হাদীসটি হাসান সহীহ।

٢٤ - بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ ২৪ ॥ (আল্লাহ্‌কে যথাযথ লজ্জা করা)

٢٤٥٨ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ أَبَانَ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ الصَّبَّاحِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُرَّةَ الْهَمْدَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : اسْتَحْيُوْا مِنَ اللّٰهِ حَقَّ الْحَيَاءِ، قَالَ : قُلْنَا : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! إِنَّا نَسْتَحْيِي؛ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ؟ قَالَ : لَيْسَ ذَاكَ، وَلَكِنَّ الاِسْتِحْيَاءَ مِنَ اللّٰهِ حَقَّ الْحَيَاءِ : أَنْ تَحْفَظَ

الرَّأْسَ وَمَا وَعَى، وَالْبَطْنَ وَمَا حَوَى، وَلْتَذْكُرِ الْمَوْتَ وَالْبِلَى، وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ؛ تَرَكَ زِينَةَ الدُّنْيَا، فَمَنْ فَعَلَ ذٰلِكَ؛ فَقَدِ اسْتَحْيَا مِنَ اللّٰهِ حَقَّ الْحَيَاءِ.

– حسن : الروض النضير (٦٠١)، المشكاة (١٦٠٨ –التحقيق الثاني).

২৪৫৮। 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা আল্লাহ্ তা'আলাকে যথাযথভাবে লজ্জা কর। আমরা বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল (ﷺ)! আমরা তো নিশ্চয়ই লজ্জা করি, সকল প্রশংসা আল্লাহ্ তা'আলার জন্য। তিনি বললেন ঃ তা নয়, বরং আল্লাহ্ তা'আলাকে যথাযথভাবে লজ্জা করার অর্থ এই যে, তুমি তোমার মাথা এবং এর মধ্যে যা কিছু রয়েছে তা সংরক্ষণ করবে এবং পেট ও এর মধ্যে যা কিছু রয়েছে তা হিফাযাত করবে, মৃত্যুকে এবং এরপর পঁচে-গলে যাবার কথা স্মরণ করবে। আর যে লোক পরকালের আশা করে, সে যেন দুনিয়াবী জাঁকজমক পরিহার করে। যে লোক এইসকল কাজ করতে পারে সে-ই আল্লাহ্ তা'আলাকে যথাযথভাবে লজ্জা করে।

হাসান ঃ রাওযুন নাযীর (৬০১), মিশকাত তাহক্বীক্ব সানী (১৬০৮)।

আবূ 'ঈসা বলেন, এই হাদীসটি গারীব। আমরা এই হাদীসটি শুধুমাত্র আব্বাস ইবনু ইসহাক হতে আস-সাব্বাহ ইবনু মুহাম্মাদের সূত্রেই এভাবে জেনেছি।

٢٧ – بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ ২৭ ॥ (রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর শরীরে চাটাইয়ের দাগ পড়া প্রসঙ্গে)

٢٤٦١ – حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِي ثَوْرٍ، قَالَ : سَمِعْتُ

ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ : أَخْبَرَنِيْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، قَالَ : دَخَلْتُ عَلَىٰ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ؛ فَإِذَا هُوَ مُتَّكِئٌ عَلَىٰ رَمْلِ حَصِيْرٍ، فَرَأَيْتُ أَثَرَهُ فِيْ جَنْبِهِ.

– صحيح : تخريج الترغيب (٤/١١٤)ق.

২৪৬১। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, ‘উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) বর্ণনা করেছেন ঃ কোন এক সময় আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট গিয়ে দেখলাম একটি মাদুরের উপর তিনি কাৎ হয়ে শুয়ে আছেন। আমি তাঁর শরীরের পিঠের অংশে মাদুরের দাগ দেখতে পেলাম।

সহীহ ঃ তাখরীজুত্ তারগীব (৪/১১৪), বুখারী, মুসলিম।

আবূ ‘ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি হাসান সহীহ গারীব। হাদীসটিতে একটি দীর্ঘ ঘটনা আছে।

٢٨ – بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ ২৮ ॥ (দুনিয়াবী আসক্তি ধ্বংসের কারণ হবে)

٢٤٦٢ – حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، وَيُوْنُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ، أَنَّ الْمِسْوَرَ ابْنَ مَخْرَمَةَ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ عَوْفٍ- وَهُوَ حَلِيْفُ بَنِيْ عَامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ، وَكَانَ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ أَخْبَرَهُ-: أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بَعَثَ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ، فَقَدِمَ بِمَالٍ مِنَ الْبَحْرَيْنِ، وَسَمِعَتِ الْأَنْصَارُ بِقُدُوْمِ أَبِيْ عُبَيْدَةَ، فَوَافَوْا صَلَاةَ الْفَجْرِ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ، فَلَمَّا صَلَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ انْصَرَفَ، فَتَعَرَّضُوْا لَهُ، فَتَبَسَّمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَ رَآهُمْ، ثُمَّ قَالَ : أَظُنُّكُمْ سَمِعْتُمْ أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ قَدِمَ بِشَيْءٍ؟، قَالُوْا

Contents

: أَجَلْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! قَالَ : فَأَبْشِرُوْا، وَأَمِّلُوْا مَا يَسُرُّكُمْ؛ فَوَاللّٰهِ مَا الْفَقْرَ أَخْشَىٰ عَلَيْكُمْ، وَلَكِنِّيْ أَخْشَىٰ أَنْ تُبْسَطَ الدُّنْيَا عَلَيْكُمْ؛ كَمَا بُسِطَتْ عَلَىٰ مَنْ قَبْلَكُمْ، فَتَنَافَسُوْهَا كَمَا تَنَافَسُوْهَا، فَتُهْلِكَكُمْ كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ.

- صحيح : ابن ماجه (٣٩٩٧) ق.

২৪৬২। ‘আম্‌র ইবনু ‘আওফ (রাঃ) হতে বর্ণিত। (যিনি আমির ইবনু লুয়াই বংশের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ ছিলেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে বাদ্‌রের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন), তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আবূ ‘উবাইদাহ্‌ ইবনুল জাররাহ্‌ (রাঃ)-কে (বাহ্‌রাইনে) প্রেরণ করেন। পরে তিনি বাহ্‌রাইন হতে কিছু ধন-দৌলত নিয়ে মাদীনায় ফিরে আসেন। আনসারগণ আবূ ‘উবাইদাহ্‌ (রাঃ)-এর ফিরে আসার খবর পেয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে ফজরের নামাযে উপস্থিত হন। রাসূলুল্লাহ ﷺ নামায আদায় শেষে মুসল্লীদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বসলেন। আনসারগণ তখন তার নিকটে এসে গেলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের দেখে সামান্য হেসে বললেন, আমার ধারণা তোমরা হয়তো শুনেছো যে, আবূ ‘উবাইদাহ্‌ কিছু ধন-সম্পদ নিয়ে ফিরে এসেছে। তারা বললেন, হ্যাঁ, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ﷺ)! তিনি বললেন, তাহলে তোমরা সুখবর গ্রহণ কর। তোমরা যাতে সন্তুষ্ট হবে এমন বিষয়ের আশা পোষণ কর। আল্লাহ্‌র কসম! আমি তোমাদের গরিবী ও অভাব-অনটনের ভয় করি না, বরং ভয় করি পৃথিবীটা তোমাদের জন্য সম্প্রসারিত করা হবে, তোমাদের পূর্ববর্তীদের জন্য যেভাবে করা হয়েছিল। তারপর তোমরা পৃথিবীর প্রতি অনুরক্ত হয়ে যাবে, যেভাবে তারা অনুরক্ত হয়েছিল। ফলে পৃথিবী তোমাদেরকে বিনাশ করে দিবে, যেভাবে তাদেরকে বিনাশ করেছিল।

সহীহ ঃ ইবনু মা-জাহ (৩৯৯৭), বুখারী, মুসলিম।

আবূ ‘ঈসা বলেন, এই হাদীসটি হাসান সহীহ।

٢٩ - بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ ২৯ ॥ (গ্রহণকারীর চাইতে প্রদানকারী উত্তম)

٢٤٦٣ - حَدَّثَنَا سُوَيْدٌ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، وَابْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ حَكِيْمَ بْنَ حِزَامٍ قَالَ : سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ، فَأَعْطَانِيْ، ثُمَّ سَأَلْتُهُ، فَأَعْطَانِيْ، ثُمَّ سَأَلْتُهُ، فَأَعْطَانِيْ، ثُمَّ قَالَ : يَا حَكِيْمُ! إِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ، فَمَنْ أَخَذَهُ بِسَخَاوَةِ نَفْسٍ؛ بُوْرِكَ لَهُ فِيْهِ، وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسٍ؛ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيْهِ، وَكَانَ كَالَّذِيْ يَأْكُلُ وَلاَ يَشْبَعُ، وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَىٰ، فَقَالَ حَكِيْمٌ : فَقُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! وَالَّذِيْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ؛ لاَ أَرْزَأُ أَحَدًا بَعْدَكَ شَيْئًا، حَتَّىٰ أُفَارِقَ الدُّنْيَا!

فَكَانَ أَبُوْ بَكْرٍ يَدْعُوْ حَكِيْمًا إِلَى الْعَطَاءِ، فَيَأْبَىٰ أَنْ يَقْبَلَهُ، ثُمَّ إِنَّ عُمَرَ دَعَاهُ لِيُعْطِيَهُ، فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَ مِنْهُ شَيْئًا، فَقَالَ عُمَرُ : إِنِّيْ أُشْهِدُكُمْ يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِيْنَ! عَلَى حَكِيْمٍ؛ أَنِّيْ أَعْرِضُ عَلَيْهِ حَقَّهُ مِنْ هَذَا الْفَيْءِ، فَيَأْبَى أَنْ يَأْخُذَهُ، فَلَمْ يَرْزَأْ حَكِيْمٌ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ شَيْئًا بَعْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ حَتَّى تُوُفِّيَ.

- صحيح : ق.

২৪৬৩। হাকীম ইবনু হিযাম (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আমি কিছু ধন-সম্পদ চাইলাম। তিনি আমাকে (সেটা) দিলেন। আমি আবার চাইলে তিনি আবারো দিলেন। আমি আবার

চাইলে তিনি আবারো দিলেন, তারপর বললেন, হে হাকীম! ধন-দৌলত হলো সবুজ-শ্যামল ও লোভনীয় বস্তু। সুতরাং যে লোক এটাকে উদার মনে গ্রহণ করবে, তার জন্য এতেই মঙ্গল ও রাহমাত প্রদান করা হবে। আর যে লোক তা লোভাতুর মনোভাব নিয়ে গ্রহণ করবে, সে তাতে বারকাত ও মঙ্গলপ্রাপ্ত হবে না। সে এমন লোকের সাথে তুলনীয়, যে খাদ্য গ্রহণ করে প্রচুর কিন্তু তৃপ্ত হয় না। উপরের হাত (দাতার হাত) নিচের (প্রার্থনাকারীর) হাত হতে উত্তম। হাকীম (রাঃ) বলেন ঃ আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল (ﷺ)! সেই মহান সত্তার শপথ, যিনি আপনাকে সত্যসহকারে প্রেরণ করেছেন! আমি মৃত্যুর পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত আপনার পর আর কারো নিকট প্রার্থনা করে তার সম্পদে কমতি করবো না। তারপর আবূ বাক্র (রাঃ) তার আমলে হাকীম (রাঃ)-কে কিছু দেয়ার জন্য ডেকে পাঠান। কিন্তু তিনি তা নিতে অসম্মতি জানান। তারপর 'উমার (রাঃ)-ও তাকে কিছু দেয়ার জন্য ডেকে আনেন। কিন্তু তিনি কিছু নিতে অসম্মতি প্রকাশ করেন। অতঃপর 'উমার (রাঃ) বললেন, হে মুসলিম সমাজ! আমি হাকীমের ব্যাপারে তোমাদেরকে সাক্ষী করছি যে, আমি তাকে গানীমাতের সম্পদ হতে তার প্রাপ্য উপস্থাপন করেছি, কিন্তু তিনি তা নিতে অসম্মতি জানান। তারপর হাকীম (রাঃ) মৃত্যুর পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পরে আর কারো নিকট হতে কোন কিছুই নেননি।

সহীহ ঃ বুখারী, মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন, এই হাদীসটি সহীহ।

٢٤٦٤ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا أَبُو صَفْوَانَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ، قَالَ : ابْتُلِيْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِالضَّرَّاءِ؛ فَصَبَرْنَا، ثُمَّ ابْتُلِيْنَا بِالسَّرَّاءِ بَعْدَهُ؛ فَلَمْ نَصْبِرْ.

- صحيح الإسناد.

Contents

২৪৬৪। 'আবদুর রাহ্মান ইবনু আওফ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে আমাদেরকে বিপদাপদ দিয়ে পরীক্ষা করা হয়েছে। আমরা এতে ধৈর্য ধারণ করেছি। তাঁর মৃত্যুর পরে সুখ-স্বাচ্ছন্দ ও আরাম-আয়িশ দ্বারা আমাদেরকে পরীক্ষা করা হলে আমরা ধৈর্য ও সহনশীলতার স্বাক্ষর রাখতে পারিনি।

সনদ সহীহ।

আবূ 'ঈসা বলেন, এই হাদীসটি হাসান।

٢٤٦٥ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ : حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ، عَنِ الرَّبِيْعِ بْنِ صَبِيْحٍ، عَنْ يَزِيْدَ بْنِ أَبَانَ- وَهُوَ الرَّقَاشِيُّ-، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : مَنْ كَانَتِ الْآخِرَةُ هَمَّهُ؛ جَعَلَ اللّٰهُ غِنَاهُ فِيْ قَلْبِهِ، وَجَمَعَ لَهُ شَمْلَهُ، وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، وَمَنْ كَانَتِ الدُّنْيَا هَمَّهُ؛ جَعَلَ اللّٰهُ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، وَفَرَّقَ عَلَيْهِ شَمْلَهُ، وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا قُدِّرَ لَهُ.

- صحيح : الصحيحة (٩٤٩-٩٥٠).

২৪৬৫। আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তির একমাত্র চিন্তার বিষয় হবে পরকাল, আল্লাহ তা'আলা সেই ব্যক্তির অন্তরকে অভাবমুক্ত করে দিবেন এবং তার যাবতীয় বিচ্ছিন্ন কাজ একত্রিত করে সুসংযত করে দিবেন, তখন তার নিকট দুনিয়াটা নগণ্য হয়ে দেখা দিবে। আর যে ব্যক্তির একমাত্র চিন্তার বিষয় হবে দুনিয়া, আল্লাহ তা'আলা সেই ব্যক্তির গরীবি ও অভাব-অনটন দুচোখের সামনে লাগিয়ে রাখবেন এবং তার কাজগুলো এলোমেলো ও ছিন্নভিন্ন করে দিবেন। তার জন্য যা নির্দিষ্ট রয়েছে, দুনিয়াতে সে এর চাইতে বেশি পাবে না।

সহীহ ঃ সহীহা (৯৪৯-৯৫০)।

٢٤٦٦ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ : أَخْبَرَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ زَائِدَةَ بْنِ نَشِيْطٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ أَبِيْ خَالِدٍ الْوَالِبِيِّ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : إِنَّ اللّٰهَ - تَعَالَى - يَقُوْلُ : يَا ابْنَ آدَمَ! تَفَرَّغْ لِعِبَادَتِيْ؛ أَمْلأْ صَدْرَكَ غِنًى، وَأَسُدَّ فَقْرَكَ، وَإِلاَّ تَفْعَلْ؛ مَلأْتُ يَدَيْكَ شُغْلاً، وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ.

- صحيح : ابن ماجه (٤١٠٧).

২৪৬৬। আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ হে আদম সন্তান! তুমি আমার ইবাদাতের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা কর, আমি তোমার অন্তরকে ঐশ্বর্যে পূর্ণ করে দিব এবং তোমার অভাব দূর করে দিব। তুমি তা না করলে আমি তোমার দুইহাত কর্মব্যস্ততায় পরিপূর্ণ করে দিব এবং তোমার অভাব-অনটন রহিত করবো না।

সহীহ ঃ ইবনু মা-জাহ (৪১০৭)।

আবূ 'ঈসা বলেন, এই হাদীসটি হাসান গারীব। আবূ খালিদ আল-ওয়ালিবীর নাম হুরমুয।

٣١ - بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ ৩১ ॥ (ওজন করায় বারকাত চলে গেল)

٢٤٦٧ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ : حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ : تُوُفِّيَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ؛ وَعِنْدَنَا شَطْرٌ مِنْ شَعِيْرٍ، فَأَكَلْنَا مِنْهُ مَا شَاءَ اللّٰهُ، ثُمَّ قُلْتُ لِلْجَارِيَةِ : كِيْلِيْهِ،

فَكَالَتْهُ، فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ فَنِيَ، قَالَتْ : فَلَوْ كُنَّا تَرَكْنَاهُ؛ لَأَكَلْنَا مِنْهُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ.

- صحيح : خ (٦٤٥١)، م (٨/٢١٨) مختصرا.

২৪৬৭। 'আয়িশাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মৃত্যুর সময় আমাদের ঘরে সামান্য কিছু যব ছিল। আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছানুযায়ী আমরা তা হতে খেতে থাকলাম। আমি একদিন দাসীকে বললাম, এগুলো কৌটা দ্বারা পরিমাপ কর। সে তা পরিমাপ করল। এরপর কিছু দিনের মধ্যেই তা শেষ হয়ে গেল। তিনি ['আয়িশাহ্ (রাঃ)] বলেন, আমরা এগুলো এমনি রেখে দিলে (যদি না পরিমাপ করতাম) আরো অধিক দিন খেতে পারতাম।

সহীহ ঃ বুখারী (৬৪৫১), মুসলিম (৮/২১৮) সংক্ষেপিত।

আবূ 'ঈসা বলেন, এই হাদীসটি সহীহ। শাত্রুন শব্দের অর্থ 'সামান্য কিছু'।

٣٢ - بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ ৩২ ॥ (ছবিযুক্ত কাপড় দিয়ে পর্দা না বানানো)

٢٤٦٨ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ عَزْرَةَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِمْيَرِيِّ، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ : كَانَ لَنَا قِرَامُ سِتْرٍ فِيْهِ تَمَاثِيْلُ عَلَى بَابِيْ، فَرَآهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ، فَقَالَ : انْزَعِيْهِ؛ فَإِنَّهُ يُذَكِّرُنِيْ الدُّنْيَا، قَالَتْ : وَكَانَ لَنَا سَمَلُ قَطِيْفَةٍ- تَقُوْلُ : عَلَمُهَا مِنْ حَرِيْرٍ-، كُنَّا نَلْبَسُهَا.

- صحيح : غاية المرام (١٣٦) م.

Contents

২৪৬৮। 'আয়িশাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাদের ঘরের দরজায় একটি পাতলা রঙিন পর্দা ঝুলানো ছিল, এতে কিছু ছবি ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তা দেখে বললেন ঃ এটা খুলে নামিয়ে ফেলো। যেহেতু, এটা আমাকে দুনিয়ার কথা মনে করিয়ে দেয়। তিনি ['আয়িশাহ্ (রাঃ)] আরো বলেন, আমাদের নিকট একটি রেশমী বুটিদার চাদর ছিল, আমরা তা পরিধান করতাম।

সহীহ ঃ গাইয়াতুল মারাম (১৩৬), মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন, এই হাদীসটি হাসান সহীহ এবং উপর্যুক্ত সূত্রে গারীব।

٢٤٦٩ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ : حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ : كَانَتْ وِسَادَةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ الَّتِيْ يَضْطَجِعُ عَلَيْهَا؛ مِنْ أَدَمٍ، حَشْوُهَا لِيْفٌ.

- صحيح : مختصر الشمائل (٢٨٢) ق.

২৪৬৯। 'আয়িশাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ঘুমানোর বালিশটি ছিল চামড়ার তৈরী এবং তার ভিতর ছিল খেজুর গাছের ছাল-বাকলে ভরা।

সহীহ ঃ মুখতাসার শামায়িল (২৮২), বুখারী, মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি সহীহ।

٣٣ - بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৩ ॥ (দানকৃত বস্তুই অবশিষ্ট থাকে)

٢٤٧٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِيْ إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِيْ مَيْسَرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّهُمْ ذَبَحُوا

شَاةً، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : مَا بَقِيَ مِنْهَا؟، قَالَتْ : مَا بَقِيَ مِنْهَا إِلاَّ كَتِفُهَا، قَالَ : بَقِيَ كُلُّهَا؛ غَيْرَ كَتِفِهَا.

- صحيح : الصحيحة (٢٥٤٤).

২৪৭০। ‘আয়িশাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, কোন একদিন সাহাবীগণ একটি ছাগল যবেহ করলেন। নাবী ﷺ প্রশ্ন করলেন, এর আর কি বাকী আছে? তিনি (‘আয়িশাহ্) বললেন, এর কাঁধের অংশ ছাড়া আর কিছু বাকী নেই (দান করা হয়েছে)। তিনি বললেন, কাঁধ ব্যতীত সবটুকুই অবশিষ্ট রয়েছে (যা কিছু দান করা হয়েছে তা-ই আল্লাহ্ তা‘আলার নিকট বাকী রয়েছে)।

সহীহ ঃ সহীহা (২৫৪৪)।

আবূ ‘ঈসা বলেন, এই হাদীসটি সহীহ। আবূ মাইসারার নাম ‘আম্‌র ইবনু শুরাহ্‌বিল আল-হামদানী।

٣٤ - بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৪ ॥ (রাসূল ﷺ-এর দারিদ্র্যতা)

٢٤٧١ - حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيُّ : حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ : إِنْ كُنَّا - آلَ مُحَمَّدٍ - نَمْكُثُ شَهْرًا، مَا نَسْتَوْقِدُ بِنَارٍ، إِنْ هُوَ إِلاَّ الْمَاءُ وَالتَّمْرُ.

- صحيح : مختصر الشمائل (١١١) ق.

২৪৭১। ‘আয়িশাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা মুহাম্মাদ ﷺ-এর পরিবারের সদস্যগণ সারামাস যাবত এমন অবস্থায়ও কাটিয়েছি যে, চুলায় আগুন ধরাইনি। আমাদের খাবারের জন্য পানি ও খেজুর ব্যতীত আর কিছুই থাকতো না।

সহীহ ঃ মুখতাসার শামায়িল (১১১), বুখারী, মুসলিম।

আবূ ‘ঈসা বলেন, এই হাদীসটি হাসান সহীহ।

٢٤٧٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ : حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ أَسْلَمَ أَبُوْ حَاتِمٍ الْبَصْرِيُّ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ : حَدَّثَنَا ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : لَقَدْ أُخِفْتُ فِيْ اللّٰهِ؛ وَمَا يُخَافُ أَحَدٌ، وَلَقَدْ أُوْذِيْتُ فِيْ اللّٰهِ؛ وَمَا يُؤْذَى أَحَدٌ، وَلَقَدْ أَتَتْ عَلَيَّ ثَلَاثُوْنَ مِنْ بَيْنِ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ؛ وَمَا لِيْ وَلِبِلَالٍ طَعَامٌ يَأْكُلُهُ ذُوْ كَبِدٍ؛ إِلَّا شَيْءٌ يُوَارِيْهِ إِبْطُ بِلَالٍ.

- صحيح : ابن ماجه (١٥١).

২৪৭২। আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ আমাকে আল্লাহ্‌র পথে যেভাবে ভয় দেখানো হয়েছে, আর কাউকে ঐভাবে ভয় দেখানো হয়নি। আমাকে আল্লাহ্ তা'আলার উদ্দেশ্যে যেভাবে যন্ত্রণা দেয়া হয়েছে আর কোন ব্যক্তিকে সেইভাবে যন্ত্রণা প্রদান করা হয়নি। আমার উপর দিয়ে ত্রিশটি দিবারাত্রি এমনভাবে অতিবাহিত হয়েছে যে, বিলালের বগলের মধ্যে রক্ষিত সামান্য খাদ্য ছিল আমার ও বিলালের সম্বল। তা ছাড়া এতটুকু আহারও ছিল না যা কোন প্রাণধারী প্রাণী খেয়ে বাঁচতে পারে।

সহীহ ঃ ইবনু মা-জাহ (১৫১)।

আবূ 'ঈসা বলেন, এই হাদীসটি হাসান সহীহ। এই হাদীসের অর্থ হলো নাবী ﷺ বিলাল (রাঃ)-কে নিয়ে যখন মক্কা হতে (তায়িফে) পলায়ন করেছিলেন, তখন বিলাল (রাঃ) তাঁর বগলের নিচে দাবিয়ে নিতে পারে এতটুকু খাবার সাথে বহন করে নিয়েছিলেন। তাঁরা এই খাবার খেয়ে দীর্ঘ একমাস অতিবাহিত করেন।

٢٤٧٥ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ : حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ، قَالَ : بَعَثَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ

ﷺ؛ وَنَحْنُ ثَلَاثُ مِائَةٍ، نَحْمِلُ زَادَنَا عَلَى رِقَابِنَا، فَفَنِيَ زَادُنَا، حَتَّى إِنْ كَانَ يَكُونُ لِلرَّجُلِ مِنَّا كُلَّ يَوْمٍ تَمْرَةٌ، فَقِيلَ لَهُ : يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ! وَأَيْنَ كَانَتْ تَقَعُ التَّمْرَةُ مِنَ الرَّجُلِ؟! فَقَالَ : لَقَدْ وَجَدْنَا فَقْدَهَا حِيْنَ فَقَدْنَاهَا، وَأَتَيْنَا الْبَحْرَ، فَإِذَا نَحْنُ بِحُوتٍ قَدْ قَذَفَهُ الْبَحْرُ، فَأَكَلْنَا مِنْهُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْمًا؛ مَا أَحْبَبْنَا.

– صحيح ابن ماجه (٤١٥٩) ق.

২৪৭৫। জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক অভিযানে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের তিনশত লোকের একটি বাহিনী প্রেরণ করেন। আমরা আমাদের রসদপত্র ও অন্যান্য সামগ্রী আমাদের কাঁধে নিয়ে যাত্রা শুরু করলাম। রসদ (পাথেয়) (ছিল খুবই সামান্য, কাজেই তাড়াতাড়ি তা) ফুরিয়ে গেল। এমনকি প্রতি জনের জন্য দিনশেষে একটি করে খেজুর নির্ধারিত হতো। তাকে বলা হলো, হে আবূ 'আবদুল্লাহ! একজন লোকের জন্য সারাদিনে একটি খেজুরে কি হতো? তিনি বললেন, একটি খেজুরে কিছুই হতো না, কিন্তু আমরা একটির উপকারিতাও তখন বুঝতে পারলাম, যখন হতে একটি করে খেজুর পাবার সুযোগও ফুরিয়ে গেল। তারপর আমরা সাগরের সামনে এসে একটি বিরাট আকারের মৎস্য দেখতে পেলাম। সমুদ্র তা নিক্ষেপ করেছে। আমরা আঠার দিন পর্যন্ত এটা খেলাম। আমাদের নিকট তা কতই না প্রিয় ছিল।

সহীহ ঃ ইবনু মা-জাহ (৪১৫৯), বুখারী, মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন, এই হাদীসটি হাসান সহীহ। এই হাদীসটি জাবির (রাঃ) হতে একাধিক সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। এটিকে ওয়াহ্‌ব ইবনু কাইসানের সূত্রে মালিক ইবনু আনাস (রাঃ) আরো পরিপূর্ণ ও লম্বা করে বর্ণনা করেছেন।

Contents

٣٦ - بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৬ ॥ (আহ্লে সুফ্ফার মধ্যে দুধ বণ্টন)

٢٤٧٧ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ : حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ : حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ ذَرٍّ : حَدَّثَنَا مُجَاهِدٌ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : كَانَ أَهْلُ الصُّفَّةِ أَضْيَافَ أَهْلِ الْإِسْلَامِ، لَا يَأْوُونَ عَلَى أَهْلٍ وَلَا مَالٍ، وَاللّٰهِ الَّذِيْ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ؛ إِنْ كُنْتُ لَأَعْتَمِدُ بِكَبِدِيْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْجُوْعِ، وَأَشُدُّ الْحَجَرَ عَلَى بَطْنِيْ مِنَ الْجُوْعِ، وَلَقَدْ قَعَدْتُ يَوْمًا عَلَى طَرِيْقِهِمُ الَّذِيْ يَخْرُجُوْنَ فِيْهِ، فَمَرَّ بِيْ أَبُوْ بَكْرٍ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللّٰهِ؟ مَا أَسْأَلُهُ إِلَّا لِيُشْبِعَنِيْ، فَمَرَّ وَلَمْ يَفْعَلْ، ثُمَّ مَرَّ بِيْ عُمَرُ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللّٰهِ؟ مَا أَسْأَلُهُ إِلَّا لِيُشْبِعَنِيْ، فَمَرَّ وَلَمْ يَفْعَلْ، ثُمَّ مَرَّ أَبُوْ الْقَاسِمِ ﷺ، فَتَبَسَّمَ حِيْنَ رَآنِيْ، وَقَالَ : أَبَا هُرَيْرَةَ! قُلْتُ : لَبَّيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! قَالَ : الْحَقْ، وَمَضَى، فَاتَّبَعْتُهُ، وَدَخَلَ مَنْزِلَهُ، فَاسْتَأْذَنْتُ، فَأَذِنَ لِيْ، فَوَجَدَ قَدَحًا مِنْ لَبَنٍ، فَقَالَ : مِنْ أَيْنَ هَذَا اللَّبَنُ لَكُمْ؟، قِيْلَ : أَهْدَاهُ لَنَا فُلَانٌ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : أَبَا هُرَيْرَةَ! قُلْتُ : لَبَّيْكَ! فَقَالَ : الْحَقْ إِلَى أَهْلِ الصُّفَّةِ؛ فَادْعُهُمْ، وَهُمْ أَضْيَافُ الْإِسْلَامِ، لَا يَأْوُوْنَ عَلَى أَهْلٍ وَلَا مَالٍ، إِذَا أَتَتْهُ صَدَقَةٌ؛ بَعَثَ بِهَا إِلَيْهِمْ، وَلَمْ يَتَنَاوَلْ مِنْهَا شَيْئًا، وَإِذَا أَتَتْهُ هَدِيَّةٌ؛ أَرْسَلَ إِلَيْهِمْ، فَأَصَابَ مِنْهَا، وَأَشْرَكَهُمْ فِيْهَا، فَسَاءَنِيْ ذَلِكَ، وَقُلْتُ : مَا هَذَا الْقَدَحُ بَيْنَ أَهْلِ الصُّفَّةِ؟! وَأَنَا

رَسُوْلَهُ إِلَيْهِمْ، فَسَيَأْمُرُنِيْ أَنْ أُدِيْرَهُ عَلَيْهِمْ، فَمَا عَسَى أَنْ يُصِيْبَنِيْ مِنْهُ؟! وَقَدْ كُنْتُ أَرْجُوْ أَنْ أُصِيْبَ مِنْهُ مَا يُغْنِيْنِيْ؛ وَلَمْ يَكُنْ بُدٌّ مِنْ طَاعَةِ اللّٰهِ وَطَاعَةِ رَسُوْلِهِ، فَأَتَيْتُهُمْ، فَدَعَوْتُهُمْ، فَلَمَّا دَخَلُوْا عَلَيْهِ؛ فَأَخَذُوْا مَجَالِسَهُمْ، فَقَالَ : أَبَا هُرَيْرَةَ! خُذِ الْقَدَحَ وَأَعْطِهِمْ، فَأَخَذْتُ الْقَدَحَ، فَجَعَلْتُ أُنَاوِلُهُ الرَّجُلَ، فَيَشْرَبُ حَتَّى يَرْوَى، ثُمَّ يَرُدُّهُ، فَأُنَاوِلُهُ الْآخَرَ، حَتَّى انْتَهَيْتُ بِهِ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ، وَقَدْ رَوِيَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ، فَأَخَذَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْقَدَحَ، فَوَضَعَهُ عَلَى يَدَيْهِ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، فَتَبَسَّمَ، فَقَالَ : أَبَا هُرَيْرَةَ! اشْرَبْ، فَشَرِبْتُ، ثُمَّ قَالَ : اشْرَبْ، فَلَمْ أَزَلْ أَشْرَبُ، وَيَقُوْلُ : اشْرَبْ، حَتَّى قُلْتُ : وَالَّذِيْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ؛ مَا أَجِدُ لَهُ مَسْلَكًا، فَأَخَذَ الْقَدَحَ، فَحَمِدَ اللّٰهَ، وَسَمَّى، ثُمَّ شَرِبَ.

- صحيح : خ (٦٤٥٢).

২৪৭৭। আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, সুফ্ফাবাসীগণ ছিলেন মুসলিমদের অতিথি, তাদের আশ্রয় লাভের মতো ধন-দৌলত, পরিবার-স্বজন কিছুই ছিল না। আল্লাহ্র শপথ, যিনি ব্যতীত আর কোন মা'বূদ নেই! আমি ক্ষুধার কষ্টে আমার পেট মাটিতে চেপে ধরে থাকতাম, আর কখনো পেটে পাথর বেঁধে রাখতাম। কোন একদিন আমি তাদের (সাহাবাদের) পথে বসে গেলাম। এমন সময় আবূ বাক্র (রাঃ) আমাকে পাশ কাটিয়ে যাচ্ছিলেন। আমি আল্লাহ্র কিতাবের একটি আয়াত প্রসঙ্গে তাকে প্রশ্ন করলাম। উদ্দেশ্য ছিল তিনি আমাকে তার পিছনে যেতে বলেন (এবং কিছু খেতে দেন)। কিন্তু তিনি চলে গেলেন, কিছুই করলেন না। এরপর 'উমার (রাঃ) এই পথ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন। আমি তাকেও আল্লাহ্ তা'আলার কিতাবের একটি আয়াত প্রসঙ্গে সেই একই

উদ্দেশে প্রশ্ন করলাম, কিন্তু তিনিও চলে গেলেন এবং কিছুই করলেন না। তারপর আবুল কাসিম ﷺ আমার সামনে দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি আমাকে দেখা মাত্রই (আসল ব্যাপার বুঝতে পেরে) মুচ্‌কি হাসলেন এবং বললেন, হে আবূ হুরাইরাহ্! আমি বললাম, লাব্বাইকা ইয়া (রাসূলাল্লাহ ﷺ)। তিনি বললেন, চলো, তারপর তিনি চললেন, আমি তাঁর অনুসরণ করলাম। তিনি তাঁর গৃহে প্রবেশ করলেন, আমিও ঢোকার অনুমতি চাইলাম। তিনি আমাকে সম্মতি প্রদান করলেন। তিনি ঘরে এক পেয়ালা দুধ দেখে জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের জন্য এই দুধ কোথা হতে এসেছে? বলা হলো, আমাদের জন্য অমুক ব্যক্তি উপহারস্বরূপ পাঠিয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ হে আবূ হুরাইরাহ্! আমি বললাম, লাব্বাইকা। তিনি বললেন, যাও সুফ্‌ফাবাসীদেরকে ডেকে নিয়ে এসো, তারা তো মুসলিমদের অতিথি, তাদের নির্ভর করার মতো ধন-সম্পদ, পরিবার পরিজন বলতে কিছুই নেই। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট সাদাকাহ্‌র কোন মাল আসলে তিনি তার কোন অংশই না রেখে তাদের জন্য সবটুকু পাঠিয়ে দিতেন। আর উপহার আসলে তিনি তা হতে তাদের জন্য কিছু পাঠিয়ে দিতেন এবং নিজেও কিছু নিতেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আদেশ শুনে আমি নিরাশ হয়ে গেলাম এবং (মনে মনে) বললাম, এই এক পেয়ালা দুধ দিয়ে আসহাবে সুফ্‌ফার কি হবে? অথচ আমাকে তাঁদের নিকট পাঠানো হচ্ছে। এই দুধ তাদের মধ্যে পরিবেশন করার জন্য তো তিনি আমাকেই আদেশ করবেন। তখন তার কোন অংশই আমার জন্য জুটবে না। অথচ আমি আশা করছিলাম যে, আমি এটুকু পান করতে পারলে আমার জন্য যথেষ্ট হবে। কিন্তু আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আদেশ পালন করা ব্যতীত আর কোন পথও নেই। অতএব আমি তাদের নিকট এসে তাদেরকে ডাকলাম। তারা এসে ঘরে প্রবেশ করে নিজ নিজ আসন গ্রহণ করলে তিনি বললেন ঃ হে আবূ হুরাইরাহ্! পেয়ালাটা নিয়ে তাদেরকে দুধ পরিবেশন কর। আমি পেয়ালাটি নিলাম তারপর আমি একজন করে দিতে থাকলাম। সে পান করে পরিতৃপ্ত হয়ে পেয়ালাটি আমাকে ফিরত দিলে আমি অন্যজনকে দিতাম। সেও পরিতৃপ্ত হতো। এভাবে আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট পৌঁছলাম। সমবেত সকলেই পরিতৃপ্ত হলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ পেয়ালাটি তাঁর হাতে নিয়ে মাথা তুলে আমার দিকে তাকিয়ে মুচ্‌কি

হাসলেন এবং বললেন, আবূ হুরাইরাহ্! এখন তুমি পান কর। আমি পান করলাম। তিনি আবার বললেন, পান কর। তারপর আমি পান করতেই থাকলাম আর তিনি বলতেই থাকলেন, পান কর। অবশেষে আমি বলতে বাধ্য হলাম যে, আল্লাহ্র শপথ! যিনি আপনাকে সত্য দ্বীনসহকারে পাঠিয়েছেন, আমার পেটে আর জায়গা নেই। তারপর তিনি পেয়ালা হাতে নিয়ে আল্লাহ্ তা'আলার প্রশংসা করলেন এবং বিস্‌মিল্লাহ বলে অবশিষ্ট দুধ পান করলেন।

সহীহ ঃ বুখারী (৬৪৫২)।

আবূ 'ঈসা বলেন, এই হাদীসটি হাসান সহীহ।

٣٧ - بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৭ ॥ (পেট পূর্ণ করে খাদ্যগ্রহণকারী ব্যক্তি ক্বিয়ামাতের দিন ক্ষুধার্ত থাকবে)

٢٤٧٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ الرَّازِيُّ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْقُرَشِيُّ : حَدَّثَنَا يَحْيَى الْبَكَّاءُ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ : تَجَشَّأَ رَجُلٌ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ : كُفَّ عَنَّا جُشَاءَكَ؛ فَإِنَّ أَكْثَرَهُمْ شِبَعًا فِيْ الدُّنْيَا؛ أَطْوَلُهُمْ جُوْعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

- حسن : ابن ما جه (٣٣٥٠-٣٣٥١).

২৪৭৮। ইবনু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, কোন একদিন এক ব্যক্তি নাবী ﷺ-এর সামনে ঢেকুর তুললো। তিনি বললেন, আমাদের সামনে তোমার ঢেকুর তোলা বন্ধ কর। অবশ্যই যে সকল ব্যক্তি দুনিয়াতে বেশি পরিতৃপ্ত হবে তারাই ক্বিয়ামাতের দিন সবচেয়ে বেশি ক্ষুধার্ত থাকবে।

হাসান ঃ ইবনু মা-জাহ (৩৩৫০-৩৩৫১)।

আবূ 'ঈসা বলেন, এই হাদীসটি হাসান এই সনদসূত্রে গারীব। আবূ জুহাইফা (রাঃ) হতেও এই অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে।

٣٨ - باب
অনুচ্ছেদ ঃ ৩৮ ॥ (সাহাবীদের জীর্ণ পোশাক)

٢٤٧٩ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيْ بُرْدَةَ بْنِ أَبِيْ مُوْسَى، عَنْ أَبِيْهِ، قَالَ : يَا بُنَيَّ لَوْ رَأَيْتَنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَأَصَابَتْنَا السَّمَاءُ لَحَسِبْتَ أَنَّ رِيْحَنَا رِيْحُ الضَّأْنِ.

- صحيح : ابن ماجه (٣٥٦٢).

২৪৭৯। আবূ বুরদা (রাহঃ) হতে তাঁর বাবা মূসা (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণিত, তিনি (আবূ মূসা) বলেন, হে বাছা! যদি তুমি আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে বৃষ্টিতে সিক্ত অবস্থায় দেখতে তাহলে নিশ্চয়ই আমাদের শরীরের গন্ধকে ভেড়ার গন্ধ বলে ধারণা করতে।

সহীহ ঃ ইবনু মা-জাহ (৩৫৬২)।

আবূ 'ঈসা বলেন, এই হাদীসটি সহীহ। এই হাদীসের মর্ম এই যে, তাদের শরীরে পশমী কাপড় থাকতো, বৃষ্টির পানিতে ভিজলে তা হতে ভেড়ার শরীরের দুর্গন্ধের মতো দুর্গন্ধ বের হতো।

٣٩ - بَابٌ
অনুচ্ছেদ ঃ ৩৯ ॥ (যে ব্যক্তি বিনয়ের পোশাক পরিধান করে)

٢٤٨١ - حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّوْرِيُّ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يَزِيْدَ الْمُقْرِئُ : حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ أَبِيْ أَيُّوْبَ، عَنْ أَبِيْ مَرْحُوْمٍ عَبْدِ الرَّحِيْمِ بْنِ مَيْمُوْنٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ الْجُهَنِيِّ، عَنْ أَبِيْهِ، أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : مَنْ تَرَكَ اللِّبَاسَ تَوَاضُعًا لِلّٰهِ، وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ؛

دَعَاهُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رُءُوْسِ الْخَلَائِقِ، حَتَّى يُخَيِّرَهُ مِنْ أَيِّ حُلَلِ الْإِيْمَانِ شَاءَ يَلْبَسُهَا.

– حسن : الصحيحة (٧١٧).

২৪৮১। মু'আয ইবনু আনাস আল-জুহানী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যে লোক ক্ষমতা থাকার পরেও আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি নম্রতাবশতঃ দামী জামা পরা ছেড়ে দিবে, তাকে ক্বিয়ামাত দিবসে আল্লাহ্ তা'আলা সকল সৃষ্টির সামনে ডেকে আনবেন এবং ঈমানদারদের পোশাকের মধ্যে যে কোন পোশাক পরিধান করার অধিকার দিবেন।

হাসান ঃ সহীহা (৭১৭)।

এ হাদীসটি হাসান। 'হুলালুল ঈমান' শব্দের অর্থ ঈমানদারগণকে জান্নাতের যে পোশাক পরতে দেয়া হবে তা।

٤٠ – بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ ৪০ ॥ (সব ব্যয় আল্লাহ্ তা'আলার পথে, অট্টালিকা নির্মাণের ব্যয় ব্যতীত)

٢٤٨٣ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ : أَخْبَرَنَا شَرِيْكٌ، عَنْ أَبِيْ إِسْحَاقَ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرِّبٍ، قَالَ : أَتَيْنَا خَبَّابًا نَعُوْدُهُ؛ وَقَدِ اكْتَوَى سَبْعَ كَيَّاتٍ، فَقَالَ : لَقَدْ تَطَاوَلَ مَرَضِيْ، وَلَوْلَا أَنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : لَا تَمَنَّوُا الْمَوْتَ؛ لَتَمَنَّيْتُ، وَقَالَ : يُؤْجَرُ الرَّجُلُ فِيْ نَفَقَتِهِ كُلِّهَا؛ إِلَّا التُّرَابَ – أَوْ قَالَ : فِيْ الْبِنَاءِ –.

– صحيح : ق، ومضى (٩٥٧).

২৪৮৩। হারিসা ইবনু মুযাররিব (রাহঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, কোন একদিন আমরা রুগ্ন খাব্বাব (রাঃ)-কে দেখতে গেলাম। তখন তিনি তার শরীরে সাতবার উত্তপ্ত লোহার দাগ দিয়েছেন। তিনি বললেন, আমার রোগ দীর্ঘস্থায়ী হলো। যদি আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে না শুনতাম ঃ "তোমরা মৃত্যু কামনা করো না", তাহলে আমি নিশ্চয়ই মৃত্যু কামনা করতাম। তিনি আরো বললেন, মানুষকে শুধুমাত্র মাটিতে খরচ (দালান-কোঠা স্থাপনে খরচ) ছাড়া, সকল খরচেই নেকি দেয়া হবে।

সহীহ ঃ বুখারী, মুসলিম। ৯৫৭ নং হাদীস পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

আবূ 'ঈসা বলেন, এই হাদীসটি হাসান সহীহ।

٤٢ - بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ ৪২ ॥ (সালামের প্রসার, খাদ্যদান ও গভীর রাতে নামায)

٢٤٨٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، وَابْنُ أَبِيْ عَدِيٍّ، وَيَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ، عَنْ عَوْفِ بْنِ أَبِيْ جَمِيْلَةَ الْأَعْرَابِيِّ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَلَامٍ، قَالَ : لَمَّا قَدِمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْمَدِيْنَةَ؛ انْجَفَلَ النَّاسُ إِلَيْهِ، وَقِيْلَ : قَدِمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ، قَدِمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ، قَدِمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ، فَجِئْتُ فِيْ النَّاسِ لِأَنْظُرَ إِلَيْهِ، فَلَمَّا اسْتَثْبَتُّ وَجْهَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ؛ عَرَفْتُ أَنَّ وَجْهَهُ لَيْسَ بِوَجْهِ كَذَّابٍ، وَكَانَ أَوَّلَ شَيْءٍ تَكَلَّمَ بِهِ؛ أَنْ قَالَ : أَيُّهَا النَّاسُ! أَفْشُوْا السَّلَامَ، وَأَطْعِمُوْا الطَّعَامَ، وَصَلُّوْا وَالنَّاسُ نِيَامٌ؛ تَدْخُلُوْا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ.

- صحيح : ابن ماجه (١٣٣٤ و ٣٢٥١).

Contents

২৪৮৫। 'আবদুল্লাহ ইবনু সালাম (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন মাদীনায় এসে পৌঁছলেন, মানুষ তখন দলে দলে তাঁর নিকট দৌড়ে গেল। বলাবলি হতে লাগলো যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এসেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এসেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এসেছেন। অতএব তাঁকে দেখার জন্য আমিও লোকদের সাথে উপস্থিত হলাম। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চেহারার দিকে তাকিয়ে দেখে বুঝতে পারলাম যে, এই চেহারা কোন মিথ্যুকের চেহারা নয়। তখন তিনি সর্বপ্রথম যে কথা বললেন তা এই ঃ হে মানুষগণ! তোমরা সালামের প্রসার ঘটাও, খাদ্য দান কর এবং মানুষ ঘুমিয়ে থাকাবস্থায় (তাহাজ্জুদ) নামায আদায় কর। তাহলে নিশ্চয়ই তোমরা সহীহ-সালামতে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

সহীহ ঃ ইবনু মা-জাহ (১৩৩৪, ৩২৫১)।

আবূ 'ঈসা বলেন, এই হাদীসটি সহীহ।

٤٣ - بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৩ ॥(কৃতজ্ঞ ভোজনকারী)

٢٤٨٦ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الأَنْصَارِيُّ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعَنٍ الْمَدَنِيُّ الْغِفَارِيُّ : حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : الطَّاعِمُ الشَّاكِرُ؛ بِمَنْزِلَةِ الصَّائِمِ الصَّابِرِ.

- صحيح : ابن ماجه (١٧٦٤ و ١٧٦٥).

২৪৮৬। আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নাবী ﷺ বলেছেন ঃ কৃতজ্ঞ আহারকারী ধৈর্যশীল রোযাদারের সমান মর্যাদাশীল।

সহীহ ঃ ইবনু মা-জাহ (১৭৬৪, ১৭৬৫)।

আবূ 'ঈসা বলেন, এই হাদীসটি হাসান গারীব।

٤٤ - بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৪ ॥ (মুহাজিরদের প্রতি আনসারদের উদারতা)

٢٤٨٧ - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ الْمَرْوَزِيُّ- بِمَكَّةَ-: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ : حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ : لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَدِيْنَةَ؛ أَتَاهُ الْمُهَاجِرُوْنَ، فَقَالُوْا : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! مَا رَأَيْنَا قَوْمًا أَبْذَلَ مِنْ كَثِيْرٍ، وَلَا أَحْسَنَ مُوَاسَاةً مِنْ قَلِيْلٍ؛ مِنْ قَوْمٍ نَزَلْنَا بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ؛ لَقَدْ كَفَوْنَا الْمُؤْنَةَ، وَأَشْرَكُوْنَا فِي الْمَهْنَإِ، حَتَّى لَقَدْ خِفْنَا أَنْ يَذْهَبُوْا بِالْأَجْرِ كُلِّهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : لَا؛ مَا دَعَوْتُمُ اللّٰهَ لَهُمْ، وَأَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِمْ.

- صحيح : المشكاة (٣٢٠٦)، التعليق الرغيب (٢/٥٦).

২৪৮৭। আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নাবী ﷺ যখন মাদীনায় আগমন করলেন, মুহাজিরগণ তখন তাঁর নিকট এসে বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ﷺ)! আমরা যাদের কাছে হিজরাত করে এসেছি, তাদের মতো আর কাউকে দেখিনি সম্পদশালী অবস্থায় ও অস্বচ্ছল অবস্থায় (আল্লাহ্ তা'আলার পথে) এত ব্যয় করতে এবং এত উত্তমরূপে সহানুভূতি দেখাতে। আমাদের দুঃখ-দুর্দশা কমানোর জন্য তারাই যথেষ্ট এবং তারা নিজেদের পরিশ্রমে অর্জিত সম্পদে আমাদেরকে ভাগীদার করেছেন। এমনকি আমাদের ভয় হচ্ছে যে, তারাই সমস্ত সাওয়াব নিয়ে যাবেন। এসব কথা শুনে নাবী ﷺ বললেন, না, তোমরা যতদিন তাদের জন্য দু'আ করবে এবং তাদের গুণগান করবে ততদিন তোমাদেরও সাওয়াব হতে থাকবে।

সহীহ ঃ মিশকাত (৩২০৬), তা'লীকুর রাগীব (২/৫৬)।

আবূ 'ঈসা বলেন, এই হাদীসটি হাসান সহীহ, এই সূত্রে গারীব।

٤٥ - بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৫ ॥ (যে ব্যক্তির জন্য জাহান্নাম হারাম)

٢٤٨٨ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ : حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو الْأَوْدِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِمَنْ يَحْرُمُ عَلَى النَّارِ - أَوْ بِمَنْ تَحْرُمُ عَلَيْهِ النَّارُ -؟! عَلَى كُلِّ قَرِيْبٍ هَيِّنٍ سَهْلٍ.

- صحيح : الصحيحة (٩٣٥).

২৪৮৮। ‘আবদুল্লাহ ইবনু মাস‘ঊদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমি কি তোমাদেরকে জানিয়ে দিবো না, কোন ব্যক্তির জন্য জাহান্নাম হারাম এবং জাহান্নামের জন্য কোন ব্যক্তি হারাম? যে ব্যক্তি মানুষের কাছাকাছি (জনপ্রিয়), সহজ-সরল, নম্রভাষী ও সদাচারী।

সহীহ ঃ সহীহাহ্ (৯৩৫)।

আবূ ‘ঈসা বলেন, এই হাদীসটি হাসান গারীব।

٢٤٨٩ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيْدَ، قَالَ : قُلْتُ لِعَائِشَةَ : أَيَّ شَيْءٍ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَصْنَعُ إِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ؟ قَالَتْ : كَانَ يَكُوْنُ فِيْ مِهْنَةِ أَهْلِهِ، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ؛ قَامَ فَصَلَّى.

- صحيح : مختصر الشمائل (٢٩٣).

২৪৮৯। আসওয়াদ ইবনু ইয়াযীদ (রাহঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ‘আয়িশাহ্ (রাঃ) কে প্রশ্ন করলাম, নাবী ﷺ ঘরে থাকাবস্থায় কি করতেন? তিনি বললেন, তিনি সংসারের বিভিন্ন কাজে সাহায্য করতেন,

তারপর নামাযের সময় ঘনিয়ে এলে তিনি উঠে গিয়ে নামায আদায় করতেন।

সহীহ ঃ মুখতাসার শামায়িল (২৯৩)।

আবূ 'ঈসা বলেন, এই হাদীসটি হাসান সহীহ।

٤٧ - بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৭ ॥ (অহঙ্কারীর পরিণতি)

٢٤٩١ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ : حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : خَرَجَ رَجُلٌ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فِي حُلَّةٍ لَهُ؛ يَخْتَالُ فِيهَا، فَأَمَرَ اللّٰهُ الأَرْضَ فَأَخَذَتْهُ؛ فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ فِيهَا - أَوْ قَالَ : يَتَلَجْلَجُ فِيهَا - إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

- صحيح : الصحيح الجامع (٣٢١٧) ق، أبي هريرة.

২৪৯১। 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আম্র (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমাদের আগের উম্মাতের মধ্যে কোন এক লোক তার দামী জামা পরে গর্বভরে পথে বের হলে আল্লাহ তা'আলা তখন তাকে গ্রাস করার জন্য যমীনকে নির্দেশ দিলেন। অতএব যমীন তাকে গ্রাস করে এবং সে ক্বিয়ামাত পর্যন্ত এভাবে ধ্বসতেই থাকবে।

সহীহ ঃ আস-সহীহ আল জামি' (৩২১৭), বুখারী, মুসলিম আবূ হুরাইরাহ্ হতে।

আবূ 'ঈসা বলেন, এই হাদীসটি সহীহ।

٢٤٩٢ - حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : يُحْشَرُ الْمُتَكَبِّرُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؛ أَمْثَالَ الذَّرِّ فِي صُوَرِ الرِّجَالِ؛

يَغْشَاهُمُ الذُّلُّ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، فَيُسَاقُوْنَ إِلَى سِجْنٍ فِيْ جَهَنَّمَ- يُسَمَّى بُوْلَسَ -، تَعْلُوْهُمْ نَارُ الْأَنْيَارِ، يُسْقَوْنَ مِنْ عُصَارَةِ أَهْلِ النَّارِ؛ طِيْنَةِ- الْخَبَالِ.

- حسن : المشكاة (٥١١٢ -التحقيق الثاني)، التعليق الرغيب (١٨/٤).

২৪৯২। 'আম্‌র ইবনু শু'আইব (রাহঃ) হতে ক্রমানুসারে তার বাবা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত, নাবী ﷺ বলেছেন, দাম্ভিক ব্যক্তিদেরকে ক্বিয়ামাত দিবসে ক্ষুদ্র পিপড়ার ন্যায় মানুষের রূপে সমবেত করা হবে। তাদেরকে চারদিক হতে অপমান ও লাঞ্ছনা ছেয়ে ফেলবে। জাহান্নামের 'বূলাস' নামক একটি কারাগারের দিকে তাদেরকে টেনে নেয়া হবে, আগুন তাদেরকে গ্রাস করবে, জাহান্নামীদের গলিত রক্ত ও পুঁজ তাদেরকে পান করানো হবে।

হাসান ঃ মিশকাত তাহক্বীক্ব সানী (৫১১২), তা'লীকুর রাগীব (৪/১৮)।

আবূ 'ঈসা বলেন, এই হাদীসটি হাসান সহীহ।

٤٨ - بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৮ ॥ (ক্রোধ সংবরণকারীর মর্যাদা)

٢٤٩٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وَعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّوْرِيُّ، قَالَا : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يَزِيْدَ الْمُقْرِئُ : حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ أَبِيْ أَيُّوْبَ : حَدَّثَنِيْ أَبُوْ مَرْحُوْمٍ عَبْدُ الرَّحِيْمِ بْنُ مَيْمُوْنٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَبِيْهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : مَنْ كَظَمَ غَيْظًا؛ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يُنَفِّذَهُ دَعَاهُ اللّٰهُ عَلَى رُءُوْسِ الْخَلَائِقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، حَتَّى يُخَيِّرَهُ فِيْ أَيِّ الْحُوْرِ شَاءَ.

- حسن : الروض النضير (٤٨١، ٨٥٤)، التعليق الرغيب (٢٧٩/٣).

২৪৯৩। মু'আয ইবনু আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নাবী ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি রাগ কার্যকর করার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও তা দমন করে, আল্লাহ্ তা'আলা ক্বিয়ামাতের দিন তাকে আহবান করে সকল মাখলূকের (সৃষ্টি) সামনে আনবেন এবং তাকে তার ইচ্ছামতো যে কোন হূর বেছে নেয়ার ক্ষমতা (স্বাধীনতা) দিবেন।

হাসান ঃ রাওযুন নাযীর (৪৮১, ৮৫৪), তা'লীকুর রাগীব (৩/২৭৯)।

আবূ 'ঈসা বলেন, এই হাদীসটি হাসান গারীব।

٤٩ - بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৯ ॥ (আল্লাহ্ তা'আলা বান্দাহর তাওবায় অত্যধিক খুশি হন)

٢٤٩٧ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُوَيْدٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ بِحَدِيثَيْنِ؛ أَحَدِهِمَا عَنْ نَفْسِهِ، وَالْآخَرِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَرَى ذُنُوبَهُ؛ كَأَنَّهُ فِي أَصْلِ جَبَلٍ؛ يَخَافُ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهِ، وَإِنَّ الْفَاجِرَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَذُبَابٍ وَقَعَ عَلَى أَنْفِهِ، قَالَ بِهِ هَكَذَا، فَطَارَ.

- صحيح : خ(٦٣٠٨)، م(٩٢/٨).

২৪৯৭। আল-হারিস ইবনু সুয়াইদ (রাহঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাদের নিকট 'আবদুল্লাহ (রাঃ) দুটি হাদীস বর্ণনা করেছেন, একটি তাঁর পক্ষ হতে এবং আরেকটি নাবী ﷺ-এর নিকট হতে। 'আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন, ঈমানদার লোক তার পাপকে এমনভাবে ভয় করে যেন সে পাহাড়ের গোড়ায় অবস্থান করছে, আর ভয় করছে যে, পাহাড় ভেঙ্গে তার উপর পড়বে। আর অসৎ লোক তার পাপকে মনে করে যেন তার নাকের ডগায় বসা একটি মাছি, হাত নাড়ালো আর অমনি তা উড়ে গেল।

সহীহ ঃ বুখারী (৬৩০৮), মুসলিম (৮/৯২)।

Contents

٢٤٩٨ - وَقَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : لَلّٰهُ أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ أَحَدِكُمْ؛ مِنْ رَجُلٍ بِأَرْضِ فَلَاةٍ دَوِيَّةٍ مَهْلَكَةٍ- مَعَهُ رَاحِلَتُهُ- عَلَيْهَا زَادُهُ وَطَعَامُهُ وَشَرَابُهُ وَمَا يُصْلِحُهُ، فَأَضَلَّهَا، فَخَرَجَ فِيْ طَلَبِهَا، حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْمَوْتُ؛ قَالَ : أَرْجِعُ إِلَى مَكَانِيَ الَّذِيْ أَضْلَلْتُهَا فِيْهِ، فَأَمُوْتُ فِيْهِ! فَرَجَعَ إِلَى مَكَانِهِ، فَغَلَبَتْهُ عَيْنُهُ، فَاسْتَيْقَظَ؛ فَإِذَا رَاحِلَتُهُ عِنْدَ رَأْسِهِ؛ عَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ وَمَا يُصْلِحُهُ.

- صحيح : ق أيضا.

২৪৯৮। তিনি আরো বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ আল্লাহ তা'আলা তোমাদের কারো তাওবায় সেই ব্যক্তির চেয়েও বেশি সন্তুষ্ট হন, যে এমন এক জন-মানবশূন্য প্রান্তরে যাত্রা করেছে, যেখানে পদে পদে ভয়, আতংকজনক ও ভীতিপূর্ণ অবস্থা। তার সাথে আছে একটি জন্তুযান, এর উপর তার আহার-পানীয় ও অন্যান্য মাল সামান। হঠাৎ জন্তুটি হারিয়ে গেল। সে তা খোঁজ করতে লাগলো। অবশেষে সে ক্ষুধা-তৃষ্ণায় মৃতপ্রায় হয়ে গেল। মনে মনে সে বললো, আমি জন্তুটি যে জায়গায় হারিয়েছি সে জায়গায় গিয়েই মৃত্যুবরণ করবো। তারপর সে পূর্বের জায়গায় ফিরে এলো এবং গভীর ঘুমে অচেতন হলো। সে জেগে উঠে দেখতে পেলো যে, তার জন্তুযানটি তার শিয়রে দাঁড়ানো এবং তার পিঠে খাবার-পানীয় ও অন্যান্য বস্তু-সামগ্রী যথাযথ আছে। (এই ব্যক্তি হারানো জন্তু ও বস্তু-সামগ্রী পেয়ে যেমন আহলাদিত হয়, আল্লাহ তা'আলা তার বান্দাহর তাওবাতে এর চেয়েও বেশি তুষ্ট হন)।

সহীহ ঃ বুখারী, মুসলিম।

আবূ ঈসা বলেন, এই হাদীসটি হাসান সহীহ। আবূ হুরাইরাহ, নু'মান ইবনু বাশীর ও আনাস ইবনু মালিক (রাঃ)-এর সূত্রেও এই অনুচ্ছেদে রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে হাদীস বর্ণিত আছে।

٢٤٩٩ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ : حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَسْعَدَةَ الْبَاهِلِيُّ : حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : كُلُّ ابْنِ آدَمَ خَطَّاءٌ، وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ.

- حسن : ابن ماجه (٤٢٥١).

২৪৯৯। আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নাবী ﷺ বলেছেন ঃ মানুষ মাত্রই গুনাহ্গার (অপরাধী)। আর গুনাহ্গারদের মধ্যে তাওবাহকারীরাই উত্তম।

হাসান ঃ ইবনু মা-জাহ (৪২৫১)।

আবূ 'ঈসা বলেন, এই হাদীসটি গারীব। আমরা এই হাদীসটি শুধুমাত্র আলী ইবনু মাসআদা হতে কাতাদা (রাহঃ)-এর সূত্রেই জেনেছি।

٥٠ - بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ ৫০ ॥ (উত্তম কথা বল অন্যথায় চুপ থাকো)

٢٥٠٠ - حَدَّثَنَا سُوَيْدٌ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ؛ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ؛ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ.

- صحيح : الإرواء (٢٥٢٥) ق.

২৫০০। আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নাবী ﷺ বলেছেন ঃ যে লোক আল্লাহ্ তা'আলা ও আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস রাখে, সে যেন তার অতিথির অভ্যর্থনা ও আদর-যত্ন করে। আর যে লোক আল্লাহ্ তা'আলা ও আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস রাখে সে যেন উত্তম কথা বলে অথবা নীরব থাকে।

সহীহ ঃ ইরওয়া (২৫২৫), বুখারী, মুসলিম।

Contents

আবূ 'ঈসা বলেন, এই হাদীসটি সহীহ। 'আয়িশাহ্, আনাস, আবূ শুরাইহ আল-কাবী (রাঃ) হতেও এই অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ শুরাইহ্ আল-কাবী হলেন আল-আদাবী, তার নাম খুওয়াইলিদ ইবনু 'আম্র।

٢٥٠١ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ، عَنْ يَزِيْدَ بْنِ عَمْرٍو الْمَعَافِرِيِّ، عَنْ أَبِيْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْحُبُلِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : مَنْ صَمَتَ؛ نَجَا.

- صحيح : الصحيحة (٥٣٥).

২৫০১। 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আম্র (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যে লোক নীরব থাকলো, সে নাজাত (মুক্তি) পেলো।

সহীহ ঃ সহীহাহ্ (৫৩৫)।

আবূ 'ঈসা বলেন, এই হাদীসটি গারীব। আমরা এই হাদীস প্রসঙ্গে শুধুমাত্র ইবনু লাহীআর বর্ণনা হতেই জেনেছি। আবূ 'আবদুর রাহ্মান আল-হুবালীর নাম 'আবদুল্লাহ ইবনু ইয়াযীদ।

٥١ - بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ ৫১ ॥ (ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করা বা নকল সাজা নিষেধ)

٢٥٠٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَا : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْأَقْمَرِ، عَنْ أَبِيْ حُذَيْفَةَ- وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ : حَكَيْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ رَجُلاً، فَقَالَ : مَا يَسُرُّنِيْ أَنِّيْ حَكَيْتُ رَجُلاً، وَأَنَّ لِيْ كَذَا وَكَذَا، قَالَتْ : فَقُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! إِنَّ صَفِيَّةَ امْرَأَةٌ؛ وَقَالَتْ بِيَدِهَا هٰكَذَا- كَأَنَّهَا تَعْنِيْ قَصِيْرَةً-، فَقَالَ : لَقَدْ مَزَجْتِ بِكَلِمَةٍ، لَوْ مَزَجْتِ بِهَا مَاءَ الْبَحْرِ؛ لَمُزِجَ.

- صحيح : المشكاة (٤٨٥٣ و ٤٨٥٧ -التحقيق الثاني)، غاية المرام (٤٢٧).

২৫০২। 'আয়িশাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, কোন এক সময় নাবী ﷺ-কে আমি জনৈক ব্যক্তির চালচলন নকল করে দেখালাম। তিনি বললেন ঃ আমাকে এই পরিমাণ সম্পদ প্রদান করা হলেও কারো চালচলন নকল করা আমাকে আনন্দ দেয় না। 'আয়িশাহ্ (রাঃ) বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল (ﷺ)! সাফিয়্যা তো বামন মহিলা লোক, এই বলে তিনি তা হাতের ইশারায় দেখালেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ তুমি এমন একটি কথার দ্বারা বিদ্রুপ করেছো, তা সাগরের পানির সাথে মিশালেও তা উক্ত পানিকে দূষিত করে ফেলতো।

সহীহ ঃ মিশকাত তাহক্বীক্ব সানী (৪৮৫৩, ৪৮৫৭), গাইয়াতুল মারাম (৪২৭)।

٢٥٠٣ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الأَقْمَرِ، عَنْ أَبِي حُذَيْفَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : مَا أُحِبُّ أَنِّي حَكَيْتُ أَحَدًا؛ وَأَنَّ لِي كَذَا.

- صحيح : المشكاة (٤٨٥٧ -التحقيق الثاني).

২৫০৩। 'আয়িশাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ আমাকে এত এত পরিমাণ সম্পদ দিলেও আমি কারো বিকৃত করে নকল করা পছন্দ করি না।

সহীহ ঃ মিশকাত তাহক্বীক ছানী (৪৮৫৭)।

আবূ 'ঈসা বলেন, এই হাদীসটি হাসান সহীহ। আবূ হুজাইফা আল-কূফী ইবনু মাস'ঊদ (রাঃ)-এর শিষ্যগণের অন্তর্ভুক্ত। তার নাম সালামা ইবনু সুহাইবাহ্ বলে পরিচিত।

Contents

٥٢ - بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ ৫২ ॥ (উত্তম মুসলিম)

٢٥٠٤ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعِيْدٍ الْجَوْهَرِيُّ : حَدَّثَنَا أَبُوْ أُسَامَةَ : حَدَّثَنَا بُرِيدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ، عَنْ أَبِيْ بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيْ مُوسَى، قَالَ : سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : أَيُّ الْمُسْلِمِيْنَ أَفْضَلُ؟، قَالَ : مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ.

- صحيح : ق.

২৫০৪। আবূ মূসা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে প্রশ্ন করা হলো ঃ সবচেয়ে ভাল মুসলিম কে? তিনি বললেন ঃ যে ব্যক্তির জিহ্বা (কথাবার্তা) ও হাত (কাজ) হতে মুসলিমগণ নির্বিঘ্ন থাকে।

সহীহ ঃ বুখারী, মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন, এই হাদীসটি সহীহ এবং আবূ মূসা (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণিত হাদীস হিসাবে গারীব।

٥٥ - بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৫ ॥ (মানুষের সাথে মেলামেশাকারী ও তাদের কষ্ট সহ্যকারী ব্যক্তিই উত্তম)

٢٥٠٧ - حَدَّثَنَا أَبُوْ مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ عَدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَعْمَشِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ وَثَّابٍ، عَنْ شَيْخٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : الْمُسْلِمُ إِذَا كَانَ مُخَالِطًا النَّاسَ، وَيَصْبِرُ عَلَى أَذَاهُمْ؛ خَيْرٌ مِنَ الْمُسْلِمِ الَّذِيْ لَا يُخَالِطُ النَّاسَ، وَلَا يَصْبِرُ عَلَى أَذَاهُمْ.

- صحيح : ابن ماجه (٤٠٣٢).

২৫০৭। ইয়াহ্ইয়া ইবনু ওয়াস্সাব (রাহঃ) হতে নাবী ﷺ-এর এক বয়োজ্যেষ্ঠ সাহাবীর সূত্রে বর্ণিত আছে যে, নাবী ﷺ বলেছেন ঃ যে মুসলিম মানুষদের সাথে মেলামেশা করে এবং তাদের দেয়া যন্ত্রণায় ধৈর্য ধারণ করে সে এমন মুসলিমের চেয়ে উত্তম যে মানুষদের সাথে মেলামেশাও করে না এবং তাদের দেয়া যন্ত্রণায় ধৈর্যও ধরে না।

সহীহ ঃ ইবনু মা-জাহ (৪০৩২)।

আবূ 'ঈসা বলেন, ইবনু আবূ আদী বলেছেন, শুবা মনে করতেন যে, উক্ত সাহাবী ইবনু 'উমার (রাঃ)।

٥٦ - بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৬ ॥ (পরস্পর সুসম্পর্ক স্থাপন ও বিদ্বেষ বর্জন)

٢٥٠٨ - حَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْبَغْدَادِيُّ : حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْمَخْرَمِيُّ- هُوَ مِنْ وَلَدِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ-، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَخْنَسِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : إِيَّاكُمْ وَسُوءَ ذَاتِ الْبَيْنِ؛ فَإِنَّهَا الْحَالِقَةُ.

- حسن : المشكاة (٥٠٤١ -التحقيق الثاني).

২৫০৮। আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত বর্ণিত আছে যে, নাবী ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা পরস্পর হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করা হতে নিবৃত্ত থাকো। যেহেতু, তা দ্বীনকে মুণ্ডন (বিনাশ) করে দেয়।

হাসান ঃ মিশকাত তাহক্বীক ছানী (৫০৪১)।

আবূ 'ঈসা বলেন, এই হাদীসটি সহীহ, তবে এই সূত্রে গারীব। "সূআযাতিল বাইন" কথার অর্থ ঃ পরস্পর শত্রুতা ও হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ। আর "আল-হালিকাতু" শব্দের অর্থ ঃ দ্বীনকে মুণ্ডনকারী (বিনাশকারী)।

٢٥٠٩ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ : حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَفْضَلَ مِنْ دَرَجَةِ الصِّيَامِ، وَالصَّلَاةِ، وَالصَّدَقَةِ؟!، قَالُوْا : بَلَى، قَالَ : صَلَاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ؛ فَإِنَّ فَسَادَ ذَاتِ الْبَيْنِ هِيَ الْحَالِقَةُ.

- صحيح : غاية المرام (٤١٤)، المشكاة (٥٠٣٨ -التحقيق الثاني).

২৫০৯। আবুদ দারদা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ আমি কি তোমাদেরকে নামায, রোযা ও সাদাকাহ্র চেয়ে উত্তম কাজ প্রসঙ্গে অবহিত করবো না? সাহাবীগণ বলেন, হ্যাঁ। তিনি বললেন ঃ পরস্পর সুসম্পর্ক স্থাপন। কারণ, পরস্পর সুসম্পর্ক নষ্ট হওয়ার অর্থ হলো দ্বীন বিনাশ হওয়া।

সহীহ ঃ গাইয়াতুল মারাম (৪১৪), মিশকাত তাহক্বীক্ব সানী (৫০৩৮)।

আবূ 'ঈসা বলেন, এই হাদীসটি সহীহ। নাবী ﷺ হতে আরো বর্ণিত আছে, তিনি বলেন ঃ "এটা মুণ্ডন করে দেয়। আমি বলছি না যে, তা মাথা মুড়িয়ে দেয়, বরং তা দ্বীনকে মুণ্ডন করে দেয় (বিনাশ করে)"।

٢٥١٠ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيْعٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ حَرْبِ بْنِ شَدَّادٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيْرٍ، عَنْ يَعِيْشَ بْنِ الْوَلِيْدِ، أَنَّ مَوْلَى الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ، أَنَّ الزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ حَدَّثَهُ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : دَبَّ إِلَيْكُمْ دَاءُ الْأُمَمِ قَبْلَكُمْ؛ الْحَسَدُ وَالْبَغْضَاءُ؛ هِيَ الْحَالِقَةُ، لَا أَقُوْلُ : تَحْلِقُ الشَّعْرَ؛ وَلَكِنْ تَحْلِقُ الدِّيْنَ، وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ؛ لَا تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوْا، وَلَا تُؤْمِنُوْا حَتَّى تَحَابُّوْا، أَفَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِمَا يُثَبِّتُ ذَاكُمْ لَكُمْ؟! أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ.

- حسن : التعليق الرغيب (٣/١٢)، الإرواء (٢٣٨)، تخريج مشكلة الفقر (٢٠)، غاية المرام (٤١٤)، صحيح الأدب (١٩٧).

২৫১০। যুবাইর ইবনুল আওয়াম (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নাবী ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের আগেকার উম্মাতদের রোগ তোমাদের মধ্যেও সংক্রমিত হয়েছে। তা হলো পরস্পর হিংসা-বিদ্বেষ ও ঘৃণা। আর এই রোগ মুণ্ডন করে দেয়। আমি বলছি না যে, চুল মুণ্ডন করে দেয়, বরং এটা দ্বীনকে মুণ্ডন (বিনাশ) করে দেয়। সেই মহান সত্তার শপথ, যাঁর হাতে আমার জীবন! তোমরা ঈমানদার না হওয়া পর্যন্ত জান্নাতে প্রবেশ করবে না। তোমরা যদি পরস্পরকে না ভালবাস তাহলে ঈমানদার হতে পারবে না। আমি কি তোমাদেরকে বলবো না যে, পারস্পরিক ভালবাসা কোন্ কাজের মাধ্যমে মজবুত হয়? তোমরা পরস্পর সালামের বিস্তার ঘটাও।

হাসান ঃ তা'লীকুর রাগীব (৩/১২), ইরওয়া (২৩৮), তাখরীজু মুশকিলাতিল ফাক্‌র (২০), গাইয়াতুল মারাম (৪১৪), সহীহুল আদব (১৯৭)।

আবূ 'ঈসা বলেন, এই হাদীসটি ইয়াহ্ইয়া ইবনু আবূ কাসীর হতে বর্ণনার ক্ষেত্রে বর্ণনাকারীগণ মতবিরোধ করেছেন। তাদের অনেকে এই হাদীসটি ইয়াহ্ইয়া ইবনু আবূ কাসীর-ইয়াঈশ ইবনুল ওয়ালীদ হতে, তিনি যুবাইরের আযাদকৃত গোলাম হতে, তিনি নাবী ﷺ হতে এই সূত্রে বর্ণনা করেছেন এবং সনদের মধ্যে যুবাইর (রাঃ)-এর নাম যুক্ত করেননি।

৫৭ - بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৭ ॥ (দু'টি পাপের শাস্তি দুনিয়াতে এবং পরকালেও দেয়া হয়)

٢٥١١ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ : أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُيَيْنَةَ بْنِ عَبْدِالرَّحْمٰنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ

ﷺ : مَا مِنْ ذَنْبٍ أَجْدَرُ أَنْ يُعَجِّلَ اللّٰهُ لِصَاحِبِهِ الْعُقُوبَةَ فِيْ الدُّنْيَا مَعَ مَا يَدَّخِرُ لَهُ فِيْ الْآخِرَةِ؛ مِنَ الْبَغْيِ وَقَطِيْعَةِ الرَّحِمِ.

– صحيح : ابن ماجه (٤٢١١).

২৫১১। আবূ বাক্রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ (ন্যায়পরায়ণ শাসকের বিরুদ্ধে) বিদ্রোহ ও রক্তসম্পর্কীয় আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করার মতো মারাত্মক আর কোন পাপ নেই, আল্লাহ তা'আলা যার সাজা পৃথিবীতেও প্রদান করেন এবং আখিরাতের জন্যও অবশিষ্ট রাখেন।

সহীহ ঃ ইবনু মা-জাহ (৪২১১)।

আবূ 'ঈসা বলেন, এই হাদীসটি হাসান সহীহ।

٥٨ – بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৮ ॥ (দ্বীনের ব্যাপারে উচ্চশ্রেণীর এবং দুনিয়াবী ব্যাপারে নিম্নশ্রেণীর লোকের প্রতি দৃষ্টিপাত করা)

٢٥١٣ – حَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، وَوَكِيعٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : انْظُرُوْا إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، وَلَا تَنْظُروا إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ؛ فَإِنَّهُ أَجْدَرُ أَنْ لَا تَزْدَرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ.

– صحيح : ابن ماجه (٤١٤٢) م.

২৫১৩। আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা তোমাদের চেয়ে কম সম্পদশালী মানুষদের প্রতি (পার্থিব ব্যাপারে) দৃষ্টি দিও, তোমাদের চেয়ে ধনশালী মানুষদের দিকে নয়। এতে করে তোমাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলার দেয়া নি'আমাতসমূহ নগণ্য মনে হবে না।

সহীহ ঃ ইবনু মা-জাহ (৪১৪২), মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন, এই হাদীসটি সহীহ।

Contents

٥٩ - بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৯ ॥ (রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে সাহাবীগণের এক অবস্থা এবং পরে অন্য অবস্থা)

٢٥١٤ - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ هِلَالٍ الْبَصْرِيُّ : حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيْدٍ الْجُرَيْرِيِّ، قَالَ. (ح) وَحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْبَزَّازُ : حَدَّثَنَا سَيَّارٌ : حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيْدٍ الْجُرَيْرِيِّ - الْمَعْنَى وَاحِدٌ-، عَنْ أَبِيْ عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، عَنْ حَنْظَلَةَ الْأُسَيِّدِيِّ- وَكَانَ مِنْ كُتَّابِ النَّبِيِّ ﷺ - : أَنَّهُ مَرَّ بِأَبِيْ بَكْرٍ؛ وَهُوَ يَبْكِيْ، فَقَالَ : مَالَكَ يَا حَنْظَلَةُ؟! قَالَ : نَافَقَ حَنْظَلَةُ يَا أَبَا بَكْرٍ! نَكُوْنُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ؛ يُذَكِّرُنَا بِالنَّارِ وَالْجَنَّةِ؛ كَأَنَّا رَأْيَ عَيْنٍ، فَإِذَا رَجَعْنَا إِلَى الْأَزْوَاجِ وَالضَّيْعَةِ؛ نَسِيْنَا كَثِيْرًا، قَالَ : فَوَاللّٰهِ إِنَّا لَكَذَلِكَ؛ انْطَلِقْ بِنَا إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ، فَانْطَلَقْنَا، فَلَمَّا رَآهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ؛ قَالَ : مَا لَكَ يَا حَنْظَلَةُ؟!، قَالَ : نَافَقَ حَنْظَلَةُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! نَكُوْنُ عِنْدَكَ؛ تُذَكِّرُنَا بِالنَّارِ وَالْجَنَّةِ؛ كَأَنَّا رَأْيَ عَيْنٍ، فَإِذَا رَجَعْنَا؛ عَافَسْنَا الْأَزْوَاجَ وَالضَّيْعَةَ، وَنَسِيْنَا كَثِيْرًا، قَالَ : فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : لَوْ تَدُوْمُوْنَ عَلَى الْحَالِ الَّذِيْ تَقُوْمُوْنَ بِهَا مِنْ عِنْدِيْ؛ لَصَافَحَتْكُمُ الْمَلَائِكَةُ فِيْ مَجَالِسِكُمْ، وَفِيْ طُرُقِكُمْ، وَعَلَى فُرُشِكُمْ، وَلَكِنْ يَا حَنْظَلَةُ! سَاعَةً وَسَاعَةً، وَسَاعَةً وَسَاعَةً.

- صحيح : ابن ماجه (٤٢٣٦) م.

২৫১৪। হানযালা আল-উসাইদী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সচিবগণের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি কোন একদিন কাঁদতে কাঁদতে আবূ বাক্‌র (রাঃ)-এর সম্মুখ দিয়ে যাচ্ছিলেন। আবূ বাক্‌র (রাঃ) তাঁকে প্রশ্ন করেন, হে হানযালা! তোমার কি হয়েছে? তিনি বললেন, হে আবূ বাক্‌র! হানযালা তো মুনাফিক্ব হয়ে গেছে। আমরা যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মাজলিসে অবস্থান করি এবং তিনি আমাদেরকে জান্নাত-জাহান্নামের স্মরণে নাসীহাত করেন, তখন মনে হয় যেন আমরা সেগুলো স্বচক্ষে দেখছি। কিন্তু বাড়ী ফিরে আসার পর স্ত্রী-পুত্র-পরিজন ও বিষয়-সম্পদের কাজে ব্যাকুল হয়ে পড়ি এবং অনেক কিছুই ভুলে যাই। আবূ বাক্‌র (রাঃ) বললেন, আল্লাহ্‌র শপথ! আমাদেরও তো এই অবস্থা। চলো আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট যাই। তারপর আমরা সেদিকে যাত্রা শুরু করলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে দেখে প্রশ্ন করেন, হে হানযালা! কি সংবাদ? তিনি বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ﷺ)! হানযালা তো মুনাফিক্ব হয়ে গেছে। আমরা যখন আপনার নিকটে থাকি আর আপনি জান্নাত-জাহান্নামের নাসীহাত করেন, তখন মনে হয় যেন আমরা সেগুলো প্রত্যক্ষভাবে দেখছি। পরে যখন বাড়ী ফিরে গিয়ে স্ত্রী-পুত্র-পরিজন ও বিষয় সম্পদের কাজে ব্যাকুল হয়ে পড়ি তখন অনেক কিছুই ভুলে যাই। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ তোমরা আমার নিকট হতে যে অবস্থায় ফিরে যাও, যদি সবসময় সেই অবস্থায় থাকতে তাহলে অবশ্যই তোমাদের বৈঠকে, বিছানায় এবং পথে-ঘাটে ফেরেশতারা তোমাদের সাথে মুসাফাহা (করমর্দন) করতো। হে হান্‌যালা! সেই অবস্থা মাঝে মধ্যে হয়ে থাকে।

সহীহ ঃ ইবনু মা-জাহ (৪২৩৬), মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন, এই হাদীসটি হাসান সহীহ।

٢٥١٥ – حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ؛ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ.

– صحيح : ابن ماجه (٦٦).

২৫১৫। আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নাবী ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি নিজের জন্য যা পছন্দ করে সেটা তার ভাইয়ের জন্যও পছন্দ না করা পর্যন্ত ঈমানদার হতে পারবে না।

সহীহ ঃ ইবনু মা-জাহ (৬৬)।

আবূ 'ঈসা বলেন, এই হাদীসটি হাসান সহীহ।

٢٥١٦ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ : أَخْبَرَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، وَابْنُ لَهِيْعَةَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ الْحَجَّاجِ، قَالَ. (ح) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ : أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ : حَدَّثَنَا لَيْثُ ابْنُ سَعْدٍ : حَدَّثَنِي قَيْسُ بْنُ الْحَجَّاجِ - الْمَعْنَى وَاحِدٌ -، عَنْ حَنَشٍ الصَّنْعَانِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : كُنْتُ خَلْفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَوْمًا، فَقَالَ : يَا غُلَامُ! إِنِّي أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ : احْفَظِ اللّٰهَ؛ يَحْفَظْكَ، احْفَظِ اللّٰهَ؛ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ، إِذَا سَأَلْتَ؛ فَاسْأَلِ اللّٰهَ، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللّٰهِ، وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ؛ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوْكَ بِشَيْءٍ؛ لَمْ يَنْفَعُوْكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللّٰهُ لَكَ، وَلَوِ اجْتَمَعُوْا عَلَى أَنْ يَضُرُّوْكَ بِشَيْءٍ؛ لَمْ يَضُرُّوْكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللّٰهُ عَلَيْكَ، رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ، وَجَفَّتِ الصُّحُفُ.

- صحيح : المشكاة (٥٣٠٢)، ظلال الجنة (٣١٦-٣١٨).

২৫১৬। ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, কোন এক সময় আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পিছনে ছিলাম। তিনি বললেন ঃ হে তরুণ! আমি তোমাকে কয়েকটি কথা শিখিয়ে দিচ্ছি– তুমি আল্লাহ্ তা'আলার (বিধি-নিষেধের) রক্ষা করবে, আল্লাহ তা'আলা তোমাকে রক্ষা করবেন। তুমি আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টির প্রতি লক্ষ্য রাখবে, আল্লাহ্ তা'আলাকে তুমি কাছে পাবে। তোমার কোন কিছু চাওয়ার প্রয়োজন হলে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট চাও, আর সাহায্য প্রার্থনা করতে হলে আল্লাহ্ তা'আলার নিকটেই কর। আর জেনে রাখো, যদি সকল উম্মাতও তোমার কোন উপকারের

উদ্দেশে ঐক্যবদ্ধ হয় তাহলে ততটুকু উপকারই করতে পারবে, যতটুকু আল্লাহ্ তা'আলা তোমার জন্যে লিখে রেখেছেন। অপরদিকে যদি সকল উম্মাত তোমার কোন ক্ষতি করার উদ্দেশে একতাবদ্ধ হয়, তাহলে ততটুকু ক্ষতিই করতে সক্ষম হবে, যতটুকু আল্লাহ্ তা'আলা তোমার তাক্বদিরে লিখে রেখেছেন। কলম তুলে নেয়া হয়েছে এবং লিখিত কাগজসমূহও শুকিয়ে গেছে।

সহীহ ঃ মিশকাত (৫৩০২), যিলালুল জান্নাত (৩১৬-৩১৮)।

আবূ 'ঈসা বলেন, এই হাদীসটি হাসান সহীহ।

٦٠ - بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ ৬০ ॥ [উট বাঁধো তারপর তাওয়াক্কুল (ভরসা) কর]

٢٥١٧ - حَدَّثَنَا أَبُوْ حَفْصٍ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ الْقَطَّانُ : حَدَّثَنَا الْمُغِيْرَةُ بْنُ أَبِيْ قُرَّةَ السَّدُوْسِيُّ، قَالَ : سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ : قَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! أَعْقِلُهَا وَأَتَوَكَّلُ، أَوْأُطْلِقُهَا وَأَتَوَكَّلُ؟ قَالَ : اعْقِلْهَا وَتَوَكَّلْ.

- حسن : تخريج المشكلة (٢٢).

২৫১৭। আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, কোন একজন লোক বললো, হে আল্লাহর রাসূল (ﷺ)! আমি কি সেটা (উট) বেঁধে রেখে আল্লাহ্ তা'আলার উপর ভরসা করবো, না বাঁধন খুলে রেখে আল্লাহ্ তা'আলার উপর ভরসা করবো? তিনি বললেন ঃ তুমি সেটা বেঁধে রেখে (আল্লাহ্ তা'আলা উপর) ভরসা করবে।

হাসান ঃ তাখরীজুল মুশকিলাহ (২২)।

ইয়াহ্ইয়া বলেন, আমার মতে এই হাদীসটি 'মুন্কার'। আবূ 'ঈসা বলেন, এই হাদীসটি আনাস (রাঃ)-এর বর্ণনা হিসাবে গারীব। শুধুমাত্র উপরোক্ত সূত্রেই আমরা এই হাদীসটি জেনেছি। 'আম্র ইবনু উমাইয়্যা (রাঃ)-এর সূত্রে নাবী ﷺ হতে উপরোক্ত হাদীসের মতো হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

٢٥١٨ – حَدَّثَنَا أَبُوْ مُوسَى الأَنْصَارِيُّ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ أَبِيْ مَرْيَمَ، عَنْ أَبِي الْحَوْرَاءِ السَّعْدِيِّ، قَالَ : قُلْتُ لِلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ : مَا حَفِظْتَ مِنْ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ؟ قَالَ : حَفِظْتُ مِنْ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ : دَعْ مَا يُرِيْبُكَ إِلَى مَا لَا يُرِيْبُكَ؛ فَإِنَّ الصِّدْقَ طُمَأْنِينَةٌ، وَإِنَّ الْكَذِبَ رِيْبَةٌ.

– صحيح : الإرواء (١٢) و(٢٠٧٤)، الظلال (١٧٩)، الروض النضير (١٥٢).

২৫১৮। আবুল হাওরা আস-সা'দী (রাহঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হাসান ইবনু 'আলী (রাঃ)-কে আমি প্রশ্ন করলাম, আপনি রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে কোন কথাটা মনে রেখেছেন? তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এই কথাটি মনে রেখেছি ঃ যে বিষয়ে তোমার সন্দেহ হয়, তা ছেড়ে দিয়ে যাতে সন্দেহের সম্ভাবনা নেই তা গ্রহণ কর। যেহেতু, সত্য হলো শান্তি ও স্বস্তি এবং মিথ্যা হলো দ্বিধা-সন্দেহ।

সহীহ ঃ ইরওয়াহ্ (১২, ২০৭৪), আযযিলাল (১৭৯), আর রাওযুন নাযীর (১৫২)। এ হাদীসটিতে আরো বক্তব্য আছে।

আবুল হাওরা আস-সা'দীর নাম রাবী'আহ্ ইবনু শাইবান। আবূ 'ঈসা বলেন ঃ এই হাদীসটি সহীহ। বুনদার মুহাম্মাদ ইবনু জাফর হতে, তিনি শু'বাহ্ হতে, তিনি বুরাইদ (রাহঃ)-এর সূত্রে উপরোক্ত হাদীসের সমার্থবোধক হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٢٥٢١ – حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّوْرِيُّ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيْدَ : حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ أَبِيْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِيْ مَرْحُومٍ عَبْدِ الرَّحِيْمِ بْنِ مَيْمُوْنٍ، عَنْ سَهْلِ ابْنِ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ الْجُهَنِيِّ، عَنْ أَبِيْهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : مَنْ أَعْطَى

لِلّٰهِ، وَمَنَعَ لِلّٰهِ، وَأَحَبَّ لِلّٰهِ، وَأَبْغَضَ لِلّٰهِ، وَأَنْكَحَ لِلّٰهِ؛ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ إِيمَانَهُ.

- حسن : الصحيحة (١/١١٣).

২৫২১। মু'আয ইবনু আনাস আল-জুহানী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যে লোক আল্লাহ্ তা'আলার উদ্দেশে দান-খায়রাত করে, আল্লাহ্ তা'আলার উদ্দেশে (দান করা হতে) নিবৃত্ত থাকে, আল্লাহ্ তা'আলার জন্য ভালবাসে, আল্লাহ্ তা'আলার জন্যই ঘৃণা করে এবং আল্লাহ্ তা'আলার (সন্তুষ্টির) উদ্দেশে বিয়ে প্রদান করে, সে তার ঈমান সুসম্পন্ন করেছে।

হাসান ঃ সহীহাহ্ (১/১১৩)।

আবূ 'ঈসা বলেন, এই হাদীসটি মুন্‌কার।

٢٥٢٢ - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ الدُّورِيُّ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوسَى : أَخْبَرَنَا شَيْبَانُ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ؛ قَالَ : أَوَّلُ زُمْرَةٍ تَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، وَالثَّانِيَةُ عَلَى لَوْنِ أَحْسَنِ كَوْكَبٍ دُرِّيٍّ فِي السَّمَاءِ؛ لِكُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ زَوْجَتَانِ، عَلَى كُلِّ زَوْجَةٍ سَبْعُونَ حُلَّةً؛ يَبْدُو مُخُّ سَاقَيْهَا مِنْ وَرَائِهَا.

- صحيح : الصحيحة (١٧٣٦)

২৫২২। আবূ সাঈদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নাবী ﷺ বলেছেন ঃ সর্বপ্রথম যে দলটি জান্নাতে প্রবেশ করবে সেই দলের সদস্যগণ হবেন পূর্ণিমার চাঁদের ন্যায় উজ্জ্বল। আর দ্বিতীয় দলের সদস্যগণ হবেন আকাশের মুক্তার মতো ঝল্‌ঝল্‌কারী তারকার ন্যায়। তাদের প্রত্যেকের দু'জন করে স্ত্রী থাকবে এবং প্রত্যেক স্ত্রীর শরীরে সত্তরজোড়া কাপড় থাকবে। এই সব কাপড়ের ভিতর থেকেও তার পায়ের জংঘার মগজ প্রকাশ পাবে।

সহীহ ঃ সহীহাহ্ (১৭৩৬)।

আবূ 'ঈসা বলেন, এই হাদীসটি হাসান সহীহ।

٣٦ - كِتَابُ صِفَةِ الْجَنَّةِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ

অধ্যায় ৩৬ ঃ জান্নাতের বিবরণ

١ - بَابُ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ شَجَرِ الْجَنَّةِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১ ॥ জান্নাতের গাছের বর্ণনা

٢٥٢٣ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِيْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ، أَنَّهُ قَالَ :

«إِنَّ فِيْ الْجَنَّةِ لَشَجَرَةً، يَسِيْرُ الرَّاكِبُ فِيْ ظِلِّهَا مِائَةَ سَنَةٍ».

- صحيح : خ (٣٢٥٢) أبي هريرة.

২৫২৩। আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ জান্নাতে এক বিশাল গাছ আছে, যার ছায়াতলে যে কোন যাত্রী একশত বছর ধরে চলতে থাকবে (কিন্তু তা অতিক্রম করে যেতে পারবে না)।

সহীহ ঃ বুখারী (৩২৫২)।

আনাস ও আবূ সা'ঈদ (রাযিঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি সহীহ।

٢٥٢٤ - حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّوْرِيُّ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ شَيْبَانَ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِيْ سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : «فِي الْجَنَّةِ شَجَرَةٌ، يَسِيْرُ الرَّاكِبُ فِي ظِلِّهَا مِائَةَ عَامٍ، لاَ يَقْطَعُهَا»، وَقَالَ : «ذَلِكَ الظِّلُّ الْمَمْدُوْدُ».

- صحيح : ق.

২৫২৪। আবূ সা'ঈদ আল-খুদরী (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, নাবী ﷺ বলেছেন ঃ জান্নাতে এমন একটি গাছ আছে, যার ছায়াতলে যে কোন যাত্রী একশত বছর ধরে চলতে থাকবে কিন্তু তা অতিক্রম করে যেতে পারবে না। আর এটাই হলো (কুরআনে বর্ণিত) "সম্প্রসারিত ছায়া"। (সূরা ওয়াক্বি'আহ্ ৩০)

সহীহ ঃ বুখারী, মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ আবূ সা'ঈদ (রাঃ)-এর বর্ণনা হিসেবে হাদীসটি হাসান গারীব।

٢٥٢٥ - حَدَّثَنَا أَبُوْ سَعِيْدٍ الأَشَجُّ : حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ الْفُرَاتِ الْقَزَّازُ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ أَبِيْ حَازِمٍ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «مَا فِيْ الْجَنَّةِ شَجَرَةٌ؛ إِلاَّ وَسَاقُهَا مِنْ ذَهَبٍ».

- صحيح : «التعليق الرغيب» (٤/٢٥٧).

২৫২৫। আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ জান্নাতের প্রতিটি গাছের কাণ্ডই স্বর্ণ দ্বারা নির্মিত।

সহীহ ঃ তা'লীকুর রাগীব (৪/২৫৭)।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান। আবূ সা'ঈদের বর্ণনা হিসেবে গারীব।

٢ - بَابُ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ الْجَنَّةِ وَنَعِيْمِهَا

অনুচ্ছেদ ঃ ২ ॥ জান্নাত ও এর উপকরণাদির বর্ণনা

٢٥٢٦ - حَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ حَمْزَةَ الزَّيَّاتِ، عَنْ زِيَادٍ الطَّائِيِّ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، قَالَ : قُلْنَا : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! مَا لَنَا إِذَا كُنَّا عِنْدَكَ؛ رَقَّتْ قُلُوْبُنَا، وَزَهِدْنَا فِيْ الدُّنْيَا، وَكُنَّا مِنْ أَهْلِ الْآخِرَةِ، فَإِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِكَ، فَآنَسْنَا أَهَالِيْنَا، وَشَمَمْنَا أَوْلَادَنَا؛ أَنْكَرْنَا أَنْفُسَنَا؟! فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ : «لَوْ أَنَّكُمْ تَكُوْنُونَ إِذَا خَرَجْتُمْ مِنْ عِنْدِي؛

كُنْتُمْ عَلَى حَالِكُمْ ذَلِكَ؛ لَزَارَتْكُمُ الْمَلاَئِكَةُ فِيْ بُيُوْتِكُمْ، وَلَوْ لَمْ تُذْنِبُوْا؛ لَجَاءَ اللّٰهُ بِخَلْقٍ جَدِيْدٍ؛ كَيْ يُذْنِبُوْا، فَيَغْفِرَ لَهُمْ»، قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! مِمَّ خُلِقَ الْخَلْقُ؟ قَالَ : «مِنَ الْمَاءِ»، قُلْنَا : الْجَنَّةُ؛ مَا بِنَاؤُهَا؟ قَالَ : «لَبِنَةٌ مِنْ فِضَّةٍ، وَلَبِنَةٌ مِنْ ذَهَبٍ، وَمِلاَطُهَا الْمِسْكُ الأَذْفَرُ، وَحَصْبَاؤُهَا اللُّؤْلُؤُ وَالْيَاقُوْتُ، وَتُرْبَتُهَا الزَّعْفَرَانُ، مَنْ دَخَلَهَا؛ يَنْعَمُ لاَ يَبْأَسُ، وَيَخْلُدُ لاَ يَمُوْتُ، لاَ تَبْلَى ثِيَابُهُمْ، وَلاَ يَفْنَى شَبَابُهُمْ»، ثُمَّ قَالَ : «ثَلاَثَةٌ لاَ تُرَدُّ دَعْوَتُهُمْ : الإِمَامُ الْعَادِلُ، وَالصَّائِمُ حِيْنَ يُفْطِرُ، وَدَعْوَةُ الْمَظْلُوْمِ؛ يَرْفَعُهَا فَوْقَ الْغَمَامِ؛ وَتُفَتَّحُ لَهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ، وَيَقُوْلُ الرَّبُّ - عَزَّ وَجَلَّ :- وَعِزَّتِيْ لأَنْصُرَنَّكَ، وَلَوْ بَعْدَ حِيْنٍ».

- صحيح : دون قوله : «مم خلق الخلق»، «الصحيحة (٢/٦٩٢-٦٩٣)، «غاية المرام» (٣٧٣).

২৫২৬। আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা বললাম ঃ হে আল্লাহ্র রাসূল (ﷺ)! আমাদের কি হলো যে, আমরা আপনার নিকট থাকাবস্থায় আমাদের অন্তর খুবই নরম হয়ে যায়, আমরা দুনিয়ার প্রতি উদাসীন হয়ে যাই এবং আমাদেরকে পরকালবাসীদের অন্তর্ভুক্ত মনে করতে থাকি। তারপর আপনার কাছ থেকে সরে গিয়ে পরিবার-পরিজনের নিকট ফিরে গিয়ে দুনিয়াবী কাজে জড়িয়ে পড়ি এবং সন্তানাদির সুগন্ধ পেতে থাকি, তখন আমাদের অবস্থা সম্পূর্ণ উল্টো হয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ তোমরা যে অবস্থায় আমার নিকট হতে বেরিয়ে যাও, সবসময় যদি সেই অবস্থায় থাকতে তাহলে ফেরেশতারা তোমাদের বাড়ীতে গিয়ে তোমাদের সাথে সাক্ষাৎ করতো। আর তোমরা অপরাধ না করলে আল্লাহ তা'আলা নতুন প্রাণী সৃষ্টি করতেন। যাতে তারা অপরাধ করে আর তিনি তাদেরকে ক্ষমা করেন। আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ)

বলেন, আমি প্রশ্ন করলাম ঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ﷺ)! কি দিয়ে প্রাণী সৃষ্টি করা হয়েছে? তিনি বললেন ঃ পানি দিয়ে। আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, কি দিয়ে জান্নাত তৈরি করা হয়েছে? তিনি বললেন ঃ সোনা-রুপার ইট দিয়ে। একটি রূপার ইট, তারপর একটি সোনার ইট, এভাবে গাঁথা হয়েছে। এর গাঁথুনির উপকরণ(চুন-সুরকি-সিমেন্ট) সুগন্ধি মৃগনাভি এবং কংকরসমূহ মণি-মুক্তার ও মাটি হলো জাফ্‌রান। জান্নাতে প্রবেশকারী লোক অত্যন্ত সুখ-স্বাচ্ছন্দে থাকবে, কোন দুঃখ-কষ্ট ও অভাব-অনটন তাকে স্পর্শ করবে না। সে অনন্তকাল এতে অবস্থান করবে আর মৃত্যুবরণ করবে না। না তার পরনের পোশাক পুরাতন হবে আর না তার যৌবনকাল শেষ হবে (অনন্তযৌবনা হবে)। তিনি পুনরায় বললেন ঃ তিনজনের দু'আ ফিরিয়ে দেয়া হয়নাঃ ন্যায়পরায়ণ শাসকের দু'আ, রোযাদারের ইফতারের সময়কালীন দু'আ এবং মাযলুমের দু'আ। আল্লাহ তা'আলা একে (মাযলুমের দু'আ) মেঘমালার উপর তুলে নেন, তার জন্য আকাশের দরজাসমূহ উন্মুক্ত হয়ে যায় এবং আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ আমার ইজ্জাত ও সম্মানের শপথ! কিছু দেরিতে হলেও আমি তোমাকে সাহায্য করবো।

"কি দিয়ে প্রাণী সৃষ্টি করা হয়েছে" অংশটুকু ব্যতীত হাদীসটি সহীহ, সহীহাহ্ (২/৬৯২-৬৯৩), গাইয়াতুল মারাম (৩৭৩)।

আবূ 'ঈসা বলেন, এই হাদীসের সনদ খুব একটা মজবুত নয়। আর আমার মতে এর সনদসূত্র মুত্তাসিল (পরস্পর সংযুক্ত) নয়। এই হাদীসটি অন্য সনদেও আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ)-এর সূত্রে নাবী ﷺ হতে বর্ণিত হয়েছে।

٣ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ صِفَةِ غُرَفِ الْجَنَّةِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৩ ॥ জান্নাতের প্রাসাদসমূহের বিবরণ

٢٥٢٧ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ : «إِنَّ فِيْ الْجَنَّةِ لَغُرَفًا، يُرَى ظُهُوْرُهَا مِنْ بُطُوْنِهَا، وَبُطُوْنُهَا مِنْ

ظُهُورِهَا»، فَقَامَ إِلَيْهِ أَعْرَابِيٌّ، فَقَالَ : لِمَنْ هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟! قَالَ : «هِيَ لِمَنْ أَطَابَ الْكَلاَمَ، وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ، وَأَدَامَ الصِّيَامَ، وَصَلَّى لِلَّهِ بِاللَّيْلِ؛ وَالنَّاسُ نِيَامٌ».

- حسن : «التعليق الرغيب» (٢/٤٦)، «المشكاة» (١٢٣٣).

২৫২৭। 'আলী (রাযিঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ জান্নাতের প্রাসাদগুলো এমন হবে যে, এর ভিতর থেকে বাইরের সবকিছু দেখা যাবে এবং বাইরে থেকে ভিতরের সবকিছু দেখা যাবে। এক বিদুঈন উঠে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করলো, হে আল্লাহ্র রাসূল (ﷺ)! এসব প্রাসাদ কাদের জন্য? তিনি বললেন ঃ যারা উত্তম ও সুমধুর কথা বলে, ক্ষুধার্তকে খাবার দেয়, প্রায়ই রোযা রাখে এবং লোকেরা রাতে ঘুমিয়ে থাকাবস্থায় জাগ্রত থেকে আল্লাহ তা'আলার জন্য নামায আদায় করে তাদের জন্য।

হাসান ঃ তা'লীকুর রাগীব (২/৪৬), মিশকাত (১২৩৩)।

আবূ 'ঈসা বলেন, এই হাদীসটি গারীব। কোন কোন হাদীস বিশারদ 'আবদুর রাহ্মান ইবনু ইসহাকের স্মৃতিশক্তির সমালোচনা করেছেন। তিনি কূফার বাসিন্দা। অন্যদিকে 'আবদুর রাহ্মান ইবনু ইসহাক আল-কুরাশী মাদীনার অধিবাসী। ইনি প্রথম ব্যক্তির চাইতে বেশি নির্ভরযোগ্য।

٢٥٢٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ أَبُو عَبْدِ الصَّمَدِ الْعَمِّيُّ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : «إِنَّ فِي الْجَنَّةِ جَنَّتَيْنِ، آنِيَتُهُمَا وَمَا فِيهِمَا مِنْ فِضَّةٍ، وَجَنَّتَيْنِ، آنِيَتُهُمَا وَمَا فِيهِمَا مِنْ ذَهَبٍ، وَمَا بَيْنَ الْقَوْمِ وَبَيْنَ أَنْ يَنْظُرُوا إِلَى رَبِّهِمْ؛ إِلاَّ رِدَاءُ الْكِبْرِيَاءِ عَلَى

وَجْهِهِ فِيْ جَنَّةِ عَدْنٍ».

- صحيح : «ابن ماجه» (١٨٦) ق.

وَبِهَذَا الإِسْنَادِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : «إِنَّ فِي الجَنَّةِ لَخَيْمَةً مِنْ دُرَّةٍ مُجَوَّفَةٍ، عَرْضُهَا سِتُّونَ مِيْلاً؛ فِيْ كُلِّ زَاوِيَةٍ مِنْهَا أَهْلٌ، مَا يَرَوْنَ الآخَرِيْنَ، يَطُوْفُ عَلَيْهِمُ الْمُؤْمِنُ».

- صحيح : خ (٣٢٤٣)، م (١٤٨/٨).

২৫২৮। 'আবদুল্লাহ ইবনু ক্বাইস (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, নাবী ﷺ বলেছেন ঃ জান্নাতে দু'টি বাগান আছে, যার সকল পাত্রসমূহ ও অন্যান্য সামগ্রী রুপা দিয়ে নির্মিত এবং আরো দু'টি বাগান আছে, যার পাত্রসমূহ ও এতে যা কিছু আছে সবই স্বর্ণ দিয়ে নির্মিত। আর আদন নামক জান্নাতে মানুষ ও তাদের পালনকর্তার সাক্ষাতের মাঝে মহাপরাক্রমশালীর গৌরবের চাদর ছাড়া আর কিছুই অন্তরাল থাকবে না।

সহীহ ঃ ইবনু মা-জাহ (১৮৬), বুখারী, মুসলিম।

একই সনদে নাবী ﷺ হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন ঃ জান্নাতে মণি-মুক্তা দিয়ে নির্মিত একটি তাঁবুর প্রস্থ ষাট মাইল। এর প্রতিটি কোণে এক একজন করে হূর থাকবে। অন্যরা তাকে দেখতে পাবে না। ঈমানদারগণ তাদের (নিজ নিজ হূরের) নিকট যাতায়াত করবে।

সহীহ ঃ বুখারী (৩২৪৩), মুসলিম (৮/১৪৮)।

আবূ 'ঈসা বলেন, এই হাদীসটি হাসান সহীহ। আবূ 'ইমরান আল-জাওনীর নাম 'আবদুল মালিক ইবনু হাবীব। আহ্‌মাদ ইবনু হাম্বাল (রাহঃ) বলেন, আবূ বাক্‌র ইবনু আবূ মূসার নাম অজানা। আবূ মূসা আল-আশ'আরী (রাযিঃ)-এর নাম 'আবদুল্লাহ ইবনু কাইস। আবূ মালিক আল-আশ'আরী (রাযিঃ)-এর নাম সা'দ ইবনু তারিক ইবনু আশইয়াম।

٤ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ صِفَةِ دَرَجَاتِ الْجَنَّةِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৪ ॥ জান্নাতের স্তরসমূহের বিবরণ

٢٥٢٩ - حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الْعَنْبَرِيُّ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُوْنَ : أَخْبَرَنَا شَرِيْكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «فِي الْجَنَّةِ مِائَةُ دَرَجَةٍ، مَا بَيْنَ كُلِّ دَرَجَتَيْنِ مِائَةُ عَامٍ».

- صحيح : «الصحيحة» (٩٢٢)، «المشكاة» (٥٦٣٢).

২৫২৯। আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ জান্নাতের একশত স্তর (ধাপ) রয়েছে। প্রত্যেক দু' স্তরের মাঝখানে রয়েছে একশত বছরের ব্যবধান।

সহীহ ঃ সহীহাহ্ (৯২২), মিশকাত (৫৬৩২)।

আবূ 'ঈসা বলেন, এই হাদীসটি হাসান গারীব।

٢٥٣٠ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ الْبَصْرِيُّ، قَالاَ : حَدَّثَنَا عَبْدُالْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ، وَصَلَّى الصَّلَوَاتِ، وَحَجَّ الْبَيْتَ - لاَ أَدْرِيْ : أَذَكَرَ الزَّكَاةَ أَمْ لاَ؟-؛ إِلاَّ كَانَ حَقًّا عَلَى اللّٰهِ أَنْ يَغْفِرَ لَهُ؛ إِنْ هَاجَرَ فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ، أَوْ مَكَثَ بِأَرْضِهِ الَّتِيْ وُلِدَ بِهَا»، قَالَ مُعَاذٌ : أَلاَ أُخْبِرُ بِهَا النَّاسَ؟! فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ : «ذَرِ النَّاسَ يَعْمَلُوْنَ؛ فَإِنَّ فِي الْجَنَّةِ مِائَةَ دَرَجَةٍ، مَا بَيْنَ كُلِّ دَرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، وَالْفِرْدَوْسُ أَعْلَى الْجَنَّةِ وَأَوْسَطُهَا، وَفَوْقَ ذَلِكَ عَرْشُ الرَّحْمَنِ، وَمِنْهَا تُفَجَّرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ، فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللّٰهَ؛ فَسَلُوْهُ الْفِرْدَوْسَ».

- صحيح : «الصحيحة» (٩٢١).

২৫৩০। মু'আয ইবনু জাবাল (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যে লোক রামাযানের রোযা রেখেছে, নামায আদায় করেছে এবং বাইতুল্লাহ্র হাজ্জ আদায় করেছে, বর্ণনাকারী বলেন, মু'আয (রাযিঃ) যাকাতের কথা বলেছেন কি-না আমার মনে নেই, তার অপরাধ ক্ষমা করা আল্লাহ তা'আলার দায়িত্ব হয়ে যায়, চাই সে আল্লাহ তা'আলার রাস্তায় হিজরাত করুক কিংবা আপন জন্মস্থানেই অবস্থান করুক। মু'আয (রাযিঃ) বলেন, আমি কি মানুষের নিকট এই খবর পৌছে দিব না? রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ লোকদেরকে 'আমাল করতে ছেড়ে দাও। কেননা, জান্নাতে একশ স্তর রয়েছে। প্রত্যেক দু' স্তরের মাঝখানে আসমান-যমীনের সমান ব্যবধান বিদ্যমান। আর সর্বোচ্চ ও সর্বোৎকৃষ্ট জান্নাত হচ্ছে ফিরদাউস। এর উপরেই রয়েছে আল্লাহ তা'আলার আরশ এবং এখান থেকেই জান্নাতের ঝর্ণাসমূহ প্রবাহমান। সুতরাং তোমরা আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রার্থনা করার সময় ফিরদাউসের প্রার্থনা করবে।

সহীহ ঃ সহীহাহ্ (৯২১)।

আবূ 'ঈসা বলেন, এই হাদীসটি এভাবেই হিশাম ইবনু সা'ঈদ হতে, তিনি যাইদ ইবনু আসলাম হতে, তিনি আতা ইবনু ইয়াসার হতে, তিনি মু'আয ইবনু জাবাল হতে এই সনদে বর্ণিত হয়েছে। আমার মতে এই হাদীসটি অধিক সহীহ। হাম্মামের সূত্রে যাইদ ইবনু আসলাম হতে, তিনি আতা ইবনু ইয়াসার হতে, তিনি 'উবাদাহ্ ইবনু সামিত হতে এই সনদে বর্ণিত হাদীসের চাইতে। আতা মু'আয ইবনু জাবালের সাক্ষাৎ পাননি। মু'আজ ইবনু জাবাল 'উমার (রাযিঃ)-এর খিলাফাতকালে মৃত্যুবরণ করেন।

٢٥٣١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ : أَخْبَرَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ : أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ : حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَال : «فِيْ الْجَنَّةِ مِائَةُ دَرَجَةٍ، مَا بَيْنَ كُلِّ دَرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ الأَرْضِ وَالسَّمَاءِ، وَالْفِرْدَوْسُ أَعْلاَهَا دَرَجَةً، وَمِنْهَا

تُفَجَّرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ الأَرْبَعَةُ، وَمِنْ فَوْقِهَا يَكُونُ الْعَرْشُ، فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ؛ فَسَلُوْهُ الْفِرْدَوْسَ».

- صحيح : المصدر نفسه.

২৫৩১। 'উবাদাহ্ ইবনুস সামিত (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ জান্নাতে একশতটি স্তর রয়েছে। প্রতি দুই স্তরের মাঝে আসমান-যমীনের সমান ব্যবধান বর্তমান। ফিরদাউস হচ্ছে সবচেয়ে উঁচু স্তরের জান্নাত, সেখান থেকেই জান্নাতের চারটি ঝর্ণা প্রবাহিত হয় এবং এর উপরেই (আল্লাহ তা'আলার) আরশ স্থাপিত। তোমরা আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রার্থনা করার সময় ফিরদাউসের প্রার্থনা করবে।

সহীহ ঃ প্রাগুক্ত।

আহমাদ ইবনু মানী-ইয়াযীদ ইবনু হারূন হতে, তিনি হাম্মাম হতে, তিনি যাইদ ইবনু আসলাম (রাহঃ) হতে এই সূত্রেও উপরের হাদীসের সমার্থবোধক হাদীস বর্ণিত আছে।

٥ - بَابٌ فِيْ صِفَةِ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৫ ॥ জান্নাতী রমণীদের বিবরণ

٢٥٣٥ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ : حَدَّثَنَا أَبِيْ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ مَرْزُوقٍ، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : «إِنَّ أَوَّلَ زُمْرَةٍ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ : ضَوْءُ وُجُوهِهِمْ؛ عَلَى مِثْلِ ضَوْءِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، وَالزُّمْرَةُ الثَّانِيَةُ : عَلَى مِثْلِ أَحْسَنِ كَوْكَبٍ دُرِّيٍّ فِي السَّمَاءِ، لِكُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ زَوْجَتَانِ، عَلَى كُلِّ زَوْجَةٍ سَبْعُونَ حُلَّةً؛ يُرَى مُخُّ سَاقِهَا مِنْ وَرَائِهَا».

- صحيح : «الصحيحة» (١٧٣٦)، «المشكاة» (٥٦٣٥ - التحقيق الثاني)، «التعليق الرغيب» (٢٦١).

২৫৩৫। আবূ সা'ঈদ আল-খুদরী (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, নাবী ﷺ বলেছেন ঃ যে দলটি কিয়ামাত দিবসে সর্বপ্রথম জান্নাতে প্রবেশ করবে, তাদের মুখমণ্ডল হবে পূর্ণিমার রাতের চাঁদের মতো উজ্জ্বল, আর দ্বিতীয় দলের মুখমণ্ডল হবে আকাশে মুক্তার ন্যায় ঝলঝলে তারকার মতো উজ্জ্বল। তাদের মধ্যে প্রত্যেক পুরুষের জন্য দু'জন করে স্ত্রী (হূর) থাকবে এবং প্রত্যেক স্ত্রীর সত্তরজোড়া জামা থাকবে। এই জামার ভিতর দিয়েও তার পায়ের জংঘার অস্থিমজ্জা দেখা যাবে।

সহীহ ঃ সহীহাহ্ (১৭৩৬), মিশকাত তাহক্বীক্ব সানী (৫৬৩৫), তা'লীকুর রাগীব (২৬১)।

আবূ 'ঈসা বলেন, এই হাদীসটি হাসান সহীহ।

٦ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ صِفَةِ جِمَاعِ أَهْلِ الْجَنَّةِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৬ ॥ জান্নাতীদের সঙ্গমশক্তি

٢٥٣٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، وَمَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ، قَالاَ : حَدَّثَنَا أَبُوْ دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، عَنْ عِمْرَانَ الْقَطَّانِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : «يُعْطَى الْمُؤْمِنُ فِي الْجَنَّةِ قُوَّةَ كَذَا وَكَذَا مِنَ الْجِمَاعِ»، قِيْلَ : يَا رَسُولَ اللّٰهِ! أَوَ يُطِيْقُ ذَلِكَ؟! قَالَ : «يُعْطَى قُوَّةَ مِائَةٍ».

- حسن صحيح : «المشكاة» (٥٦٣٦).

২৫৩৬। আনাস (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, নাবী ﷺ বলেছেন ঃ জান্নাতে প্রত্যেক মু'মিনকে এত এত পরিমাণ সঙ্গমশক্তি প্রদান করা হবে। প্রশ্ন করা হলো, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ﷺ)! তারা এমন করতে সক্ষম হবে? তিনি বলেন ঃ প্রত্যেককে একশত জনের সমান সঙ্গমশক্তি প্রদান করা হবে।

হাসান সহীহ ঃ মিশকাত (হাঃ ৫৬৩৬)।

যাইদ ইবনু আরকাম (রাযিঃ) হতেও এই অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ 'ঈসা বলেন, এই হাদীসটি সহীহ গারীব। 'ইমরান আল-কাত্তান

(রাহঃ) ছাড়া কাতাদা হতে আনাস (রাযিঃ)-এর সূত্রে বর্ণিত হাদীস হিসেবে এটি সম্বন্ধে আমাদের জানা নেই।

٧ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ صِفَةِ أَهْلِ الْجَنَّةِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৭ ॥ জান্নাতবাসীগণের বৈশিষ্ট্য

٢٥٣٧ - حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ : أَخْبَرَنَا عَبْدُاللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ : «أَوَّلُ زُمْرَةٍ تَلِجُ الْجَنَّةَ : صُوْرَتُهُمْ عَلَى صُوْرَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، لاَ يَبْصُقُوْنَ فِيهَا، وَلاَ يَمْخُطُونَ، وَلاَ يَتَغَوَّطُونَ، آنِيَتُهُمْ فِيْهَا الذَّهَبُ، وَأَمْشَاطُهُمْ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَمَجَامِرُهُمْ مِنَ الأُلُوَّةِ، وَرَشْحُهُمُ الْمِسْكُ، وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ زَوْجَتَانِ؛ يُرَى مُخُّ سُوْقِهِمَا مِنْ وَرَاءِ اللَّحْمِ مِنَ الْحُسْنِ، لاَ اخْتِلاَفَ بَيْنَهُمْ وَلاَ تَبَاغُضَ، قُلُوْبُهُمْ قَلْبُ رَجُلٍ وَاحِدٍ؛ يُسَبِّحُونَ اللّٰهَ بُكْرَةً وَعَشِيًّا».

- صحيح : خ (٣٢٤٥)، م (٨/١٤٦-١٤٧).

২৫৩৭। আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যে দলটি সর্বপ্রথম জান্নাতে প্রবেশ করবে, সেই দলের মানুষদের আকৃতি হবে পূর্ণিমার চাঁদের মতো উজ্জ্বল। তারা সেখানে থুথু ফেলবে না, নাকের শিক্‌নিও বের হবে না, প্রস্রাব-পায়খানাও করবে না। তাদের ব্যবহার্য পাত্রসমূহ হবে স্বর্ণের তৈরি আর সোনা-রুপার সংমিশ্রণে তৈরি হবে চিরুনি। চন্দন কাঠ ও আগরবাতি জ্বালানো থাকবে। তাদের শরীরের ঘাম হবে মিশ্‌কের মতো সুগন্ধময়। তাদের প্রত্যেকের জন্য দুজন করে স্ত্রী (হূর) থাকবে। সৌন্দর্যের কারণে মাংসের ভিতর দিয়ে তাদের পায়ের জংঘার হাড়ের মজ্জা পর্যন্ত দৃষ্টিগোচর হবে। তাদের মধ্যে না থাকবে ঝগড়া-বিবাদ,

আর না থাকবে হিংসা-বিদ্বেষ। তাদের সকলের অন্তর যেন একটি অন্তরে পরিণত হবে। সকাল-বিকাল তারা আল্লাহ তা'আলার পবিত্রতা বর্ণনা করবে।

সহীহ ঃ বুখারী (৩২৪৫), মুসলিম (৮/১৪৬-১৪৭)।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি সহীহ। আল উলুওয়াতু ঃ চন্দন কাঠ।

٢٥٣٨ - حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نصرٍ : أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ : أَخْبَرَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ يَزِيْدَ بْنِ أَبِيْ حَبِيْبٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : لَوْ أَنَّ مَا يُقِلُّ ظُفُرٌ مِمَّا فِي الْجَنَّةِ بَدَا؛ لَتَزَخْرَفَتْ لَهُ مَا بَيْنَ خَوَافِقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ، وَلَوْ أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ اطَّلَعَ، فَبَدَا أَسَاوِرُهُ؛ لَطَمَسَ ضَوْءَ الشَّمْسِ؛ كَمَا تَطْمِسُ الشَّمْسُ ضَوْءَ النُّجُومِ».

- صحيح : «المشكاة» (٥٦٣٧- التحقيق الثاني).

২৫৩৮। সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্কাস (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, নাবী ﷺ বলেছেন ঃ যদি জান্নাতের কোন জিনিসের এক চিমটি পরিমাণও (পৃথিবীতে) আসতে পারতো তাহলে আসমান-যমীন সকল স্থান আলোকিত ও সৌন্দর্যমণ্ডিত হয়ে যেতো। কোন জান্নাতী যদি দুনিয়াতে উঁকি দিত এবং তার হস্তালংকার প্রকাশিত হয়ে পড়তো তাহলে তা সূর্যের আলোকে নিস্তেজ করে দিত যেভাবে সূর্যের আলো নক্ষত্রসমূহের আলোকে নিস্তেজ করে দেয়।

সহীহ ঃ মিশকাত তাহক্বীক্ব ছানী (৫৬৩৭)।

আবূ 'ঈসা বলেন, এই হাদীসটি গারীব। এই হাদীসটি শুধুমাত্র ইবনু লাহীআর বর্ণনা হিসেবেই আমরা জেনেছি। ইয়াহ্‌ইয়া ইবনু আইয়ূব এই হাদীসটি ইয়াযীদ ইবনু আবূ হাবীবের সূত্রে বর্ণনা করেছেন এবং (আমির-এর স্থলে) 'উমার ইবনু সা'দ ইবনু আবূ ওয়াক্কাস (রাযিঃ) নাবী ﷺ হতে, এই সূত্র উল্লেখ করেছেন।

٨ - بَابُ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ ثِيَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৮ ॥ জান্নাতীদের পোশাকের বর্ণনা

٢٥٣٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، وَأَبُوْ هِشَامٍ الرِّفَاعِيُّ، قَالاَ : حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَامِرٍ الأَحْوَلِ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ : «أَهْلُ الْجَنَّةِ جُرْدٌ مُرْدٌ كُحْلٌ؛ لاَ يَفْنَى شَبَابُهُمْ، وَلاَ تَبْلَى ثِيَابُهُمْ».

- حسن : «المشكاة» (٥٦٣٨ و ٥٦٣٩- التحقيق الثاني)، «التعليق الرغيب» (٢٤٥/٤).

২৫৩৯। আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ জান্নাতীদের শরীরে কোন লোম থাকবে না, দাড়ি-গোঁফ থাকবে না এবং চোখে সুরমা লাগানো থাকবে। কখনো তাদের যৌবন শেষ হবে না, জামাও পুরাতন হবে না।

হাসান ঃ মিশকাত তাহ্কীক্ব সানী (৫৬৩৮, ৫৬৩৯), তা'লীকুর রাগীব (৪/২৪৫)।

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ এই হাদীসটি গারীব।

١٠ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ صِفَةِ طَيْرِ الْجَنَّةِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১০ ॥ জান্নাতের পাখির বর্ণনা

٢٥٤٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ : أَخْبَرَنَا عَبْدُاللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ : سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : مَا الْكَوْثَرُ؟ قَالَ : «ذَاكَ نَهْرٌ أَعْطَانِيهِ اللّٰهُ - يَعْنِي : فِي الْجَنَّةِ-؛ أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ، وَأَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ، فِيهَا طَيْرٌ؛

أَعْنَاقُهَا كَأَعْنَاقِ الْجُزُرِ»، قَالَ عُمَرُ : إِنَّ هَذِهِ لَنَاعِمَةٌ! قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ : «أَكَلَتُهَا أَحْسَنُ مِنْهَا».

- حسن صحيح : «المشكاة» (٥٦٤١)، «الصحيحة» (٢٥١٤).

২৫৪২। আনাস ইবনু মালিক (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হাওযে কাওসার প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ ﷺকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন ঃ তা একটি ঝর্ণা যা আল্লাহ তা'আলা জান্নাতে আমাকে প্রদান করেছেন। এর পানি দুধের চেয়ে সাদা এবং মধুর চেয়ে মিষ্টি। এতে অনেক পাখি রয়েছে যাদের ঘাড় উটের ঘাড়ের মতো উঁচু। 'উমার (রাযিঃ) বলেন, তাহলে তো এগুলো সতেজ হবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ যারা এগুলো আহার করবে, তারা আরো সুন্দর ও সুখী হবে।

সহীহ ঃ মিশকাত (৫৬৪১), সহীহাহ্ (২৫১৪)।

আবূ 'ঈসা বলেন, এই হাদীসটি হাসান গারীব। মুহাম্মাদ ইবনু 'আবদুল্লাহ ইবনু মুসলিম হলেন ইবনু শিহাব যুহ্রীর ভাইয়ের ছেলে। 'আবদুল্লাহ ইবনু মুসলিম ইবনু 'উমার ও আনাস ইবনু মালিক (রাযিঃ) হতে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

١٢ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ سِنِّ أَهْلِ الْجَنَّةِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১২ ॥ জান্নাতীদের বয়সের বর্ণনা

٢٥٤٥ - حَدَّثَنَا أَبُوْ هُرَيْرَةَ مُحَمَّدُ بْنُ فِرَاسٍ الْبَصْرِيُّ : حَدَّثَنَا أَبُوْ دَاوُدَ : حَدَّثَنَا عِمْرَانُ أَبُو الْعَوَّامِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : «يَدْخُلُ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ؛ جُرْدًا مُرْدًا مُكَحَّلِينَ؛ أَبْنَاءَ ثَلاَثِينَ- أَوْ ثَلاَثٍ وَثَلاَثِينَ- سَنَةً».

- حسن : انظر الحديث (٢٥٣٩).

২৫৪৫। মু'আয ইবনু জাবাল (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নাবী ﷺ বলেছেন ঃ জান্নাতীরা জান্নাতে প্রবেশের সময় তাদের শরীরে লোম থাকবে না, দাড়ি-গোঁফও থাকবে না এবং চোখে সুরমা লাগানো থাকবে। তারা হবে ত্রিশ অথবা তেত্রিশ বছরের যুবক।

হাসান ঃ দেখুন হাদীস নং (২৫৩৯)।

আবূ 'ঈসা বলেন, এই হাদীসটি হাসান গারীব। উক্ত হাদীসটি কাতাদার কোন কোন শিষ্য তার সূত্রে মুরসালভাবে বর্ণনা করেছেন, মুসনাদরূপে বর্ণনা করেননি।

١٣ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ صَفِّ أَهْلِ الْجَنَّةِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৩ ॥ জান্নাতীদের কাতারসমূহের বর্ণনা

٢٥٤٦ - حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ يَزِيدَ الطَّحَّانُ الْكُوْفِيُّ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ ضِرَارِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ : «أَهْلُ الْجَنَّةِ عِشْرُونَ وَمِائَةُ صَفٍّ، ثَمَانُونَ مِنْهَا مِنْ هَذِهِ الأُمَّةِ، وَأَرْبَعُونَ مِنْ سَائِرِ الأُمَمِ».

-صحيح : «ابن ماجه» (٤٢٨٩).

২৫৪৬। বুরাইদাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ জান্নাতীদের একশত বিশটি কাতার হবে, তার মধ্যে এই উম্মাতের হবে আশিটি কাতার এবং অন্যান্য সকল উম্মাতের হবে চল্লিশটি।

সহীহ ঃ ইবনু মা-জাহ (৪২৮৯)।

আবূ 'ঈসা বলেন, এই হাদীসটি হাসান। এই হাদীসটি আলকামা ইবনু মারসাদ হতে, তিনি সুলাইমান ইবনু বুরাইদাহ্ হতে, তিনি নাবী ﷺ হতে এই সূত্রে মুরসাল হিসেবেও বর্ণিত আছে। বর্ণনাকারীগণের মধ্যে কেউ বলেছেন, সুলাইমান ইবনু বুরাইদাহ্ হতে তার বাবার সূত্রে বর্ণিত। আবূ সিনান-মুহারিব ইবনু দিসার সূত্রে বর্ণিত হাদীসটি হাসান। আবূ সিনানের নাম

যিরার ইবনু মুর্‌রাহ্ এবং আবূ সিনান আশ-শাইবানীর নাম সা'ঈদ ইবনু সিনান, তিনি বাসরাবাসী। আবূ সিনান আশ-শামীর নাম 'ঈসা ইবনু সিনান আল-কাসমালী।

٢٥٤٧ - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ : حَدَّثَنَا أَبُوْ دَاوُدَ : أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ : سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ مَيْمُونٍ يُحَدِّثُ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ : كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي قُبَّةٍ نَحْوًا مِنْ أَرْبَعِيْنَ، فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ : «أَتَرْضَوْنَ أَنْ تَكُونُوْا رُبُعَ أَهْلِ الْجَنَّةِ؟»، قَالُوْا : نَعَمْ، قَالَ : «أَتَرْضَوْنَ أَنْ تَكُوْنُوْا ثُلُثَ أَهْلِ الْجَنَّةِ؟»، قَالُوْا : نَعَمْ، قَالَ : «أَتَرْضَوْنَ أَنْ تَكُوْنُوْا شَطْرَ أَهْلِ الْجَنَّةِ؟، إِنَّ الْجَنَّةَ لاَ يَدْخُلُهَا إِلاَّ نَفْسٌ مُسْلِمَةٌ، مَا أَنْتُمْ فِيْ الشِّرْكِ؛ إِلاَّ كَالشَّعْرَةِ الْبَيْضَاءِ فِي جِلْدِ الثَّوْرِ الْأَسْوَدِ - أَوْ كَالشَّعْرَةِ السَّوْدَاءِ فِي جِلْدِ الثَّوْرِ الأَحْمَرِ - ».

- صحيح : «ابن ماجه» (٤٢٨٣) ق.

২৫৪৭। 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা একটি তাঁবুতে প্রায় চল্লিশজন লোক নাবী ﷺ-এর সঙ্গে ছিলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন আমাদেরকে বললেন ঃ তোমরা কি এই কথায় সন্তুষ্ট যে, তোমরা জান্নাতীদের সংখ্যার এক-চতুর্থাংশ হবে? সমবেত সাহাবীগণ বললেন, হ্যাঁ। তিনি আবার বললেন ঃ তোমরা কি এক-তৃতীয়াংশ সংখ্যক হতে খুশি আছো? তাঁরা বললেন, হ্যাঁ। তিনি আবার বললেন ঃ তোমরা কি অর্ধেক সংখ্যক হলে খুশি আছো? মুসলিম ব্যক্তি ছাড়া অন্য কেউ জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। তোমরা তো মুশ্‌রিকদের তুলনায় কালো ষাঁড়ের চামড়ায় সাদা লোমসদৃশ অথবা লাল ষাঁড়ের চামড়ায় কালো লোমসদৃশ।

সহীহ, ইবনু মা-জাহ (৪২৮৩), বুখারী, মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন, এই হাদীসটি হাসান সহীহ। 'ইমরান ইবনু হুসাইন ও আবূ সা'ঈদ আল-খুদরী (রাযিঃ) হতেও এই অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে।

١٦ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ رُؤْيَةِ الرَّبِّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى

অনুচ্ছেদ ঃ ১৬ ॥ আল্লাহ তা'আলার দীদার (সাক্ষাৎ) লাভ

٢٥٥١ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ : حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِيْ خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِيْ حَازِمٍ، عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْبَجَلِيِّ، قَالَ : كُنَّا جُلُوْسًا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ، فَنَظَرَ إِلَى الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، فَقَالَ : «إِنَّكُمْ سَتُعْرَضُوْنَ عَلَى رَبِّكُمْ، فَتَرَوْنَهُ كَمَا تَرَوْنَ هَذَا الْقَمَرَ؛ لاَ تُضَامُّوْنَ فِي رُؤْيَتِهِ، فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لاَ تُغْلَبُوْا عَلَى صَلاَةٍ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ، وَصَلاَةٍ قَبْلَ غُرُوْبِهَا؛ فَافْعَلُوا»، ثُمَّ قَرَأَ ﴿وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوْبِ﴾. (سورة ق : ٣٩)

– صحيح : «ابن ماجه» (١٧٧) ق.

২৫৫১। জারীর ইবনু 'আবদুল্লাহ আল-বাজালী (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা এক পূর্ণিমার রাতে নাবী ﷺ-এর সামনে উপবিষ্ট ছিলাম। তিনি চাঁদের দিকে দৃষ্টিপাত করে বললেন ঃ তোমাদেরকে খুব শীঘ্রই তোমাদের প্রভুর সামনে উপস্থিত করা হবে। তখন তোমরা অবাধে তাঁর সাক্ষাৎ লাভ করবে, যেমনভাবে এই চাঁদকে দেখতে পাচ্ছো। তাঁকে দেখার মধ্যে কোন রকম সংশয় থাকবে না। তোমরা দুনিয়ার কাজে পরাভূত না হয়ে সূর্যোদয়ের পূর্বে ও সূর্যাস্তের পূর্বের নামায অর্থাৎ– ফজর ও আসরের নামায আদায় কর। তারপর তিনি এই আয়াতটি তিলাওয়াত করেন ঃ "সূর্যোদয়ের পূর্বে ও সূর্যাস্তের পরে তোমার প্রভুর সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর"– (সূরা ক্বাফ ৩৯)।

সহীহ ঃ ইবনু মা-জাহ (১৭৭), বুখারী, মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন, এই হাদীসটি হাসান সহীহ।

٢٥٥٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ صُهَيْبٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ : فِيْ قَوْلِهِ : ﴿لِلَّذِيْنَ أَحْسَنُوْا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ﴾، قَالَ : «إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ؛ نَادَى مُنَادٍ : إِنَّ لَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ مَوْعِدًا»، قَالُوْا : أَلَمْ يُبَيِّضْ وُجُوْهَنَا، وَيُنَجِّنَا مِنَ النَّارِ، وَيُدْخِلْنَا الْجَنَّةَ؟ قَالُوْا : بَلَى، قَالَ : «فَيَنْكَشِفُ الْحِجَابُ»، قَالَ : «فَوَاللّٰهِ مَا أَعْطَاهُمْ شَيْئًا؛ أَحبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّظَرِ إِلَيْهِ».

- صحيح : «ابن ماجه» (١٨٧) م.

২৫৫২। সুহাইব (রাযিঃ) হতে আল্লাহ তা'আলার বাণী "যারা মঙ্গলজনক কাজ করে তাদের জন্য রয়েছে মঙ্গল এবং আরো অধিক"– (সূরা ইউনুস ২৬) প্রসঙ্গে বর্ণিত। এ আয়াতের ব্যাখ্যায় নাবী ﷺ বলেছেন ঃ জান্নাতীরা জান্নাতে প্রবেশের পর একজন আহ্বানকারী (ফেরেশতা) ডেকে বলবেন, তোমাদের জন্য আল্লাহ তা'আলার নিকট আরো প্রতিশ্রুতি রয়েছে। তারা (জান্নাতীরা) বলবে, তিনি কি আমাদের চেহারা উজ্জ্বল করে এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করাননি? ফেরেশ্তারা বলবেন, হ্যাঁ। তারপর পর্দা খুলে যাবে (এবং আল্লাহ তা'আলার সাক্ষাৎ সংঘটিত হবে)। তিনি বলেন, আল্লাহ্র কসম! তিনি মানুষকে তাঁর সাক্ষাতের চেয়ে বেশি পছন্দনীয় ও আকাঙ্ক্ষিত কোন জিনিসই প্রদান করেননি।

সহীহ ঃ ইবনু মা-জাহ (১৮৭), মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন, এই হাদীসটি হাম্মাদ ইবনু সালামা (রাহঃ) মুসনাদ ও মারফূ হিসেবে বর্ণনা করেছেন। সুলাইমান ইবনুল মুগীরা এই হাদীসটি সাবিত আল-বুনানীর বরাতে 'আবদুর রাহ্মান ইবনু আবূ লাইলার বক্তব্য হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

Contents

١٧ - بَابٌ مِنْهُ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৭ ॥ (আল্লাহ্‌র সাক্ষাতে কোন ভীড় হবে না)

٢٥٥٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَرِيفٍ الْكُوفِيُّ : حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ نُوحٍ الْحِمَّانِيُّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «أَتُضَامُّونَ فِي رُؤْيَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، وَتُضَامُّونَ فِي رُؤْيَةِ الشَّمْسِ؟»، قَالُوا : لاَ، قَالَ : «فَإِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ؛ كَمَا تَرَوْنَ الْقَمَرَ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، لاَ تُضَامُّونَ فِي رُؤْيَتِهِ».

صحيح : «ابن ماجه» (١٧٨)ق.

২৫৫৪। আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সাহাবীদেরকে প্রশ্ন করেন ঃ পূর্ণিমার রাতে চাঁদ দেখতে তোমরা কি কোন প্রকার ভীড় অনুভব কর? সূর্য দেখার মধ্যে কি তোমরা কোন রকম ভীড় অনুভব কর? তারা বললেন, না। তিনি বললেন ঃ তোমরা যেমনিভাবে পূর্ণিমার চাঁদ দেখতে পাও, ঠিক তেমনিভাবে তোমাদের প্রভুকেও দেখতে পাবে। আর এতে কোন ভীড় অনুভব করবে না।

সহীহ ঃ ইবনু মা-জাহ (১৭৮), বুখারী, মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ গারীব। ইয়াহইয়া ইবনু 'ঈসা আর-রামলী (রাহঃ) প্রমুখ আ'মাশ হতে, তিনি আবূ সালিহ হতে, তিনি আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) হতে, তিনি নাবী ﷺ হতে, এই সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। 'আবদুল্লাহ ইবনু ইদরীস (রাহঃ) আমাশ হতে, তিনি আবূ সালিহ হতে, তিনি আবূ সা'ঈদ (রাযিঃ) হতে, তিনি নাবী ﷺ হতে এই সূত্রে বর্ণনা করেছেন। 'আবদুল্লাহ ইবনু ইদরীস-আমাশের সূত্রে বর্ণিত হাদীসটি সুরক্ষিত নয়। আবূ সালিহ-আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) হতে, তিনি নাবী ﷺ হতে এই সূত্রে বর্ণিত হাদীসটি অনেক বেশি সহীহ। সুহাইল ইবনু আবূ সালিহ (রাহঃ) তার বাবা হতে, তিনি আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) হতে, তিনি নাবী

Contents

ﷺ হতে একই রকম বর্ণনা করেছেন। এই হাদীসটি আবূ সা'ঈদ (রাযিঃ)-এর সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে ভিন্নভাবে বর্ণিত আছে। এই সূত্রটিও সহীহ।

١٨ - بَابٌ مِنْهُ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৮ ॥ (আল্লাহ তা'আলা জান্নাতীদেরকে ডেকে বলবেন)

٢٥٥٥ - حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ : أَخْبَرَنَا عَبْدُاللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ : أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «إِنَّ اللّٰهَ يَقُوْلُ لأَهْلِ الْجَنَّةِ : يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ! فَيَقُوْلُوْنَ : لَبَّيْكَ رَبَّنَا وَسَعْدَيْكَ! فَيَقُوْلُ : هَلْ رَضِيتُمْ؟ فَيَقُوْلُوْنَ : مَا لَنَا لاَ نَرْضَى؛ وَقَدْ أَعْطَيْتَنَا مَا لَمْ تُعْطِ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ؟! فَيَقُولُ : أَنَا أُعْطِيْكُمْ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ؛ قَالُوْا : أَيُّ شَيْءٍ أَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ، قَالَ : أُحِلُّ عَلَيْكُمْ رِضْوَانِيْ؛ فَلاَ أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أَبَدًا».

- صحيح : ق.

২৫৫৫। আবূ সা'ঈদ আল-খুদরী (রাযিঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ আল্লাহ তা'আলা জান্নাতবাসীদেরকে ডেকে বলবেন, হে জান্নাতবাসীগণ! তারা বলবে, "লাব্বাইকা রব্বানা ওয়া সা'দাইকা" (হে প্রভু! আমরা উপস্থিত)। তিনি বলবেন, তোমরা কি খুশি হয়েছো? তারা বলবে, আমরা কেন খুশি হবো না? আপনি তো আমাদেরকে ঐ সমস্ত জিনিস প্রদান করেছেন যা আপনার আর কোন সৃষ্টিকেই দেননি। তিনি বলবেন, আমি তোমাদেরকে এর চেয়েও উত্তম জিনিস প্রদান করবো। তারা বলবে, এর চেয়েও উত্তম জিনিস আর কি আছে? তিনি বলবেন, আমি তোমাদের উপর আমার চির সন্তুষ্টি বর্ষণ করছি, এরপর আর কখনো তোমাদের উপর অসন্তুষ্ট হবো না।

সহীহ ঃ বুখারী, মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন, এই হাদীসটি হাসান সহীহ।

١٩ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ تَرَائِيْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فِي الْغُرَفِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৯ ॥ জান্নাতবাসীরা নিজ নিজ বালাখানা (প্রাসাদ) থেকে পরস্পরকে দেখবে

٢٥٥٦ - حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ : أَخْبَرَنَا عَبْدُاللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ : أَخْبَرَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ هِلَالِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : «إِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ لَيَتَرَاءَوْنَ فِي الْغُرْفَةِ؛ كَمَا تَتَرَاءَوْنَ الْكَوْكَبَ الشَّرْقِيَّ، أَوِ الْكَوْكَبَ الْغَرْبِيَّ الْغَارِبَ فِي الْأُفُقِ وَالطَّالِعَ؛ فِيْ تَفَاضُلِ الدَّرَجَاتِ»، فَقَالُوْا : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! أُولَئِكَ النَّبِيُّوْنَ؟ قَالَ : «بَلَى، وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ؛ وَأَقْوَامٌ آمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ، وَصَدَّقُوْا الْمُرْسَلِيْنَ».

- صحيح : «الروض النضير» (٢/ ٣٦٠-٣٦١)، «التعليق الرغيب» (٤/ ٢٥١) ق.

২৫৫৬। আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নাবী ﷺ বলেছেনঃ জান্নাতবাসীরা নিজেদের অট্টালিকা (প্রাসাদ) থেকে সম্মান অনুযায়ী পরস্পরকে দেখতে পাবে, যেভাবে তোমরা পূর্বাকাশে উদয়াচলে ও পশ্চিমাকাশে অস্তাচলে নক্ষত্রসমূহ দেখতে পাও। তারা প্রশ্ন করেন, হে আল্লাহর রাসূল (ﷺ)! তারা কি নাবীগণ? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ, সেই মহান সত্তার শপথ, যাঁর হাতে আমার জীবন! সেসব ব্যক্তিও উচ্চ সম্মানের আসনে থাকবে যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং রাসূলদেরকে সত্য বলে স্বীকার করেছে।

সহীহ ঃ রাওযুন নাযীর (২/৩৬০-৩৬১), তা'লীকুর রাগীব (৪/২৫১), বুখারী, মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন, এই হাদীসটি হাসান সহীহ।

٢٠ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ خُلُودِ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَأَهْلِ النَّارِ

অনুচ্ছেদ ঃ ২০ ॥ জান্নাতী ও জাহান্নামীদের চিরস্থায়ী বাসস্থান

٢٥٥٧ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْعَلاَءِ ابْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : «يَجْمَعُ اللّٰهُ النَّاسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيْ صَعِيْدٍ وَاحِدٍ، ثُمَّ يَطَّلِعُ عَلَيْهِمْ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ، فَيَقُوْلُ : أَلاَ يَتْبَعُ كُلُّ إِنْسَانٍ مَا كَانُوْا يَعْبُدُونَهُ؟ فَيُمَثَّلُ لِصَاحِبِ الصَّلِيْبِ صَلِيْبُهُ، وَلِصَاحِبِ التَّصَاوِيْرِ تَصَاوِيْرُهُ، وَلِصَاحِبِ النَّارِ نَارُهُ، فَيَتْبَعُوْنَ مَا كَانُوْا يَعْبُدُوْنَ، وَيَبْقَى الْمُسْلِمُوْنَ، فَيَطَّلِعُ عَلَيْهِمْ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ، فَيَقُوْلُ : أَلاَ تَتَّبِعُوْنَ النَّاسَ؟ فَيَقُوْلُوْنَ : نَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْكَ، نَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْكَ، اللّٰهُ رَبُّنَا! هَذَا مَكَانُنَا حَتَّى نَرَى رَبَّنَا؛ وَهُوَ يَأْمُرُهُمْ وَيُثَبِّتُهُمْ، ثُمَّ يَتَوَارَى، ثُمَّ يَطَّلِعُ، فَيَقُولُ : أَلاَ تَتَّبِعُوْنَ النَّاسَ، فَيَقُوْلُوْنَ : نَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْكَ، نَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْكَ، اللّٰهُ رَبُّنَا! وَهَذَا مَكَانُنَا حَتَّى نَرَى رَبَّنَا؛ وَهُوَ يَأْمُرُهُمْ وَيُثَبِّتُهُمْ»، قَالُوْا : وَهَلْ نَرَاهُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ؟! قَالَ : «وَهَلْ تُضَارُّوْنَ فِي رُؤْيَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ؟!»، قَالُوْا : لاَ، يَا رَسُولَ اللّٰهِ! قَالَ : «فَإِنَّكُمْ لاَ تُضَارُّوْنَ فِيْ رُؤْيَتِهِ تِلْكَ السَّاعَةَ، ثُمَّ يَتَوَارَى، ثُمَّ يَطَّلِعُ، فَيُعَرِّفُهُمْ نَفْسَهُ، ثُمَّ يَقُوْلُ : أَنَا رَبُّكُم؛ فَاتَّبِعُوْنِي، فَيَقُوْمُ الْمُسْلِمُوْنَ،

Contents

وَيُوْضَعُ االصِّرَاطُ، فَيَمُرُّوْنَ عَلَيْهِ مِثْلُ جِيَادِ الْخَيْلِ وَالرِّكَابِ، وَقَوْلُهُمْ عَلَيْهِ : سَلِّمْ سَلِّمْ، وَيَبْقَى أَهْلُ النَّارِ، فَيُطْرَحُ مِنْهُمْ فِيْهَا فَوْجٌ، ثُمَّ يُقَالُ : ﴿هَلِ امْتَلأْتِ﴾؟ فَتَقُوْلُ : ﴿هَلْ مِنْ مَزِيْدٍ﴾؟ ثُمَّ يُطْرَحُ فِيهَا فَوْجٌ، فَيُقَالُ : ﴿هَلِ امْتَلأْتِ﴾؟ فَتَقُوْلُ : ﴿هَلْ مِنْ مَزِيْدٍ﴾ حَتَّى إِذَا أَوْعِبُوْا فِيْهَا؛ وَضَعَ الرَّحْمَنُ قَدَمَهُ فِيْهَا، وَأُزْوِيَ بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ، ثُمَّ قَالَ : قَطْ؟ قَالَتْ : قَطْ قَطْ، فَإِذَا أَدْخَلَ اللّٰهُ أَهْلَ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ، وَأَهْلَ النَّارِ النَّارَ - قَالَ-: أُتِيَ بِالْمَوْتِ مُلَبَّبًا، فَيُوْقَفُ عَلَى السُّوْرِ بَيْنَ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَأَهْلِ النَّارِ، ثُمَّ يُقَالُ : يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ! فَيَطَّلِعُونَ خَائِفِينَ، ثُمَّ يُقَالُ : يَا أَهْلَ النَّارِ! فَيَطَّلِعُوْنَ مُسْتَبْشِرِيْنَ، يَرْجُوْنَ الشَّفَاعَةَ، فَيُقَالُ لِأَهْلِ الْجَنَّةِ، وَأَهْلِ النَّارِ : هَلْ تَعْرِفُوْنَ هَذَا؟ فَيَقُوْلُوْنَ- هَؤُلاَءِ وَهَؤُلاَءِ-: قَدْ عَرَفْنَاهُ، هُوَ الْمَوْتُ الَّذِيْ وُكِّلَ بِنَا، فَيُضْجَعُ، فَيُذْبَحُ ذَبْحًا عَلَى السُّوْرِ الَّذِيْ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، ثُمَّ يُقَالُ : يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ! خُلُوْدٌ لاَ مَوْتَ، وَيَا أَهْلَ النَّارِ! خُلُوْدٌ لاَ مَوْتَ».

- صحيح : «تخريج الطحاوية» (٥٧٦) وهو في ق نحوه باختصار.

২৫৫৭। আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ ক্বিয়ামাত দিবসে আল্লাহ্ তা'আলা সমস্ত মানুষকে একটি ময়দানে একত্রিত করবেন, তারপর রাব্বুল 'আলামীন তাদের সামনে আত্মপ্রকাশ করে বলবেন ঃ পৃথিবীতে যে যার অনুসরণ করতো, এখন কেন সে তার পদাঙ্ক অনুসরণ করবে না? অতএব, ক্রুশ পূজারীদের জন্য ক্রুশ, মূর্তি পূজারীদের জন্য মূর্তি, অগ্নি উপাসকদের জন্য আগুন উপস্থাপন করা হবে এবং সকলেই নিজ নিজ পূজনীয় মা'বূদদের সাথে চলবে। আর মুসলিমগণ

Contents

তাদের জায়গাতেই থেকে যাবে। রাব্বুল 'আলামীন তাদের সামনে প্রকাশিত হয়ে বলবেন ঃ তোমরা কেন ঐসব মানুষদের অনুসরণ করছো না? তারা বলবে, নাঊযুবিল্লাহ মিন্‌কা, নাঊযুবিল্লাহ মিন্‌কা (আল্লাহ্ তা'আলার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি)। আল্লাহ্ তা'আলাই আমাদের প্রভু। আর এটা আমাদের জায়গা। আমরা আমাদের প্রভুর সাক্ষাৎ পাবার পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত এ স্থান ছেড়ে যাবো না। তিনি তাদেরকে নির্দেশ দিবেন এবং তাদেরকে নিজ জায়গায় অটল রাখবেন। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা অদৃশ্য হয়ে যাবেন। তিনি পুনরায় তাদের সামনে প্রকাশিত হয়ে বলবেন, তোমরা কেন ঐসব মানুষের অনুসরণ করছো না? তারা বলবে, নাঊযুবিল্লাহ্ মিন্‌কা, নাঊযুবিল্লাহ্ মিন্‌কা, আল্লাহ্ আমাদের রব এবং এটা আমাদের অবস্থানস্থল। আমরা আমাদের রবের দেখা পাওয়ার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত এ জায়গা ছেড়ে যাবো না। তিনি তাদেরকে আদেশ দিবেন এবং স্বস্থানে দৃঢ় রাখবেন। সাহাবীগণ প্রশ্ন করলেন, হে আল্লাহর রাসূল (ﷺ)! আমরা কি আমাদের প্রভুর দেখা পাবো? তিনি বললেন ঃ তোমাদের কি পূর্ণিমার রাতের চাঁদ দেখতে অন্যদেরকে কষ্ট দিতে হয়? তারা বললেন, না, হে আল্লাহ্র রাসূল (ﷺ)! তিনি বললেন ঃ অনুরূপভাবে সে সময় তোমরা তাঁকে দেখার জন্য তোমাদের কাউকেও যন্ত্রণা দিতে হবে না। তারপর আল্লাহ তা'আলা আড়ালে চলে যাবেন। তিনি পুনরায় তাদের সামনে প্রকাশিত হয়ে নিজের পরিচিতি উপস্থাপন করে বলবেন ঃ আমিই তোমাদের প্রভু। তোমরা আমার অনুসরণ কর। মুসলিমগণ উঠে দাঁড়াবে। চলার পথে পুলসিরাত স্থাপন করা হবে। তারা তা খুব সহজেই দ্রুতগামী ঘোড়া ও উটের মতো অতিক্রম করবে এবং এর উপরে তাদের ধ্বনি হবে ঃ 'সাল্লিম সাল্লিম' (হে আল্লাহ্ আমাদেরকে শান্তিতে রাখো)। জাহান্নামীরা অতিক্রম না করতে পেরে এখানেই থেকে যাবে। তাদের মধ্য হতে একটি দলকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে এবং জাহান্নামকে প্রশ্ন করা হবে, তোর পেট ভরেছে কি? সে বলবে, আরো আছে কি? আবার আরেকটি দলকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে এবং প্রশ্ন করা হবে, তোর পেট ভরেছে কি? সে বলবে, আরো আছে কি? এভাবে সমস্ত জাহান্নামীকে যখন জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে, তখন দয়ালু প্রভু আল্লাহ

তা'আলা তাঁর পা এর উপর রাখবেন এবং এর এক অংশ আরেক অংশের সাথে সংকুচিত হয়ে যাবে। তিনি বলবেন, যথেষ্ট হয়েছে তো। জাহান্নাম বলবে, হ্যাঁ, যথেষ্ট হয়েছে, যথেষ্ট হয়েছে।

এরপর আল্লাহ তা'আলা যখন জান্নাতীদেরকে জান্নাতে এবং জাহান্নামীদেরকে জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন, তখন 'মৃত্যু'-কে গলায় কাপড় বেঁধে টেনে আনা হবে এবং জান্নাতী ও জাহান্নামীদের মাঝখানের প্রাচীরে রাখা হবে। তারপর ডেকে বলা হবে, হে জান্নাতীগণ! তারা ভয়ে ভয়ে আত্মপ্রকাশ করবে। তারপর বলা হবে, হে জাহান্নামীগণ! তারাও সুসংবাদ মনে করে শাফা'আত লাভের আশায় আত্মপ্রকাশ করবে। তারপর জান্নাতী ও জাহান্নামীদেরকে প্রশ্ন করা হবে, তোমরা কি একে চিনো? জান্নাতী ও জাহান্নামীরা বলবে, হ্যাঁ আমরা একে চিনে ফেলেছি। এটা 'মৃত্যু' যা আমাদের উপর নির্দিষ্ট করা হয়েছিল। তারপর মৃত্যুকে চিৎ করে শোয়ানো হবে এবং জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যকার প্রাচীরের উপর যবেহ করা হবে। তারপর বলা হবে, হে জান্নাতীগণ! তোমরা চিরকাল জান্নাতে থাকবে। এরপর আর মৃত্যু নেই। হে জাহান্নামীগণ! তোমরা চিরকাল জাহান্নামে থাকবে, এরপর আর মৃত্যু নেই।

সহীহ ঃ তাখরীজ তাহাভীয়া (৫৭৬), হাদীসটি বুখারী ও মুসলিমে সংক্ষিপ্তভাবে আছে।

আবূ 'ঈসা বলেন, এই হাদীসটি হাসান সহীহ। নাবী ﷺ হতে আল্লাহ তা'আলার সাক্ষাৎ লাভ বিষয়ক এরকম অনেক হাদীস বর্ণিত আছে। মানুষ আল্লাহ তা'আলার সাক্ষাৎ লাভ করবে এবং (তাঁর) পা বা একই রকম বিষয়েরও উল্লেখ আছে। সুফ্ইয়ান সাওরী, মালিক ইবনু আনাস, ইবনু মুবারাক, সুফ্ইয়ান ইবনু উআইনা ও ওয়াকী (রাহঃ) প্রমুখ ইমামগণ এই জাতীয় বিষয় বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন, তা বর্ণনা করা যাবে এবং আমরা এগুলোতে বিশ্বাস করি। কিন্তু এগুলো কেমন হবে তা প্রশ্ন করা যাবে না। মুহাদ্দিসগণও এই মতামত গ্রহণ করেছেন যে, যেভাবে এই জাতীয় হাদীস বর্ণিত হয়ে এসেছে, ঠিক সেভাবেই বর্ণনা করা যাবে এবং এই বিষয়ের উপর বিশ্বাসও রাখতে হবে। কিন্তু এর ব্যাখ্যা করা যাবে না এবং

সংশয় পোষণও করা যাবে না, তাঁর হাত-পা এগুলো কেমন তাও বলা যাবে না। আলিমগণ এই অভিমতই অবলম্বন করেছেন। আর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে "তিনি তাদের সামনে তাঁর পরিচিতি উপস্থাপন করবেন"-এর তাৎপর্য এই যে, তিনি তাদের সামনে নিজের নূরের তাজাল্লী প্রকাশ করবেন।

٢٥٥٨ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ : حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ مَرْزُوقٍ، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، يَرْفَعُهُ، قَالَ : «إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ؛ أُتِيَ بِالْمَوْتِ كَالْكَبْشِ الْأَمْلَحِ، فَيُوقَفُ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، فَيُذْبَحُ؛ وَهُمْ يَنْظُرُونَ، فَلَوْ أَنَّ أَحَدًا مَاتَ فَرَحًا لَّمَاتَ أَهْلُ الْجَنَّةِ وَلَوْ أَنَّ أَحَدًا مَّاتَ حُزْنًا لَّمَاتَ أَهْلُ النَّارِ».

- صحيح : دون قوله : «فلو أن احداً»، «الضعيفة» (٢٦٦٩) ق.

২৫৫৮। আবূ সা'ঈদ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত। তিনি মারফু' হিসেবে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ কিয়ামাত দিবসে মৃত্যুকে উপস্থিত করা হবে সাদা-কালো বর্ণের ভেড়ার আকারে এবং জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝখানে দাঁড় করিয়ে যবেহ করা হবে। আর তারা (জান্নাতী ও জাহান্নামীরা) তা দেখতে থাকবে। কেউ যদি আনন্দ-উল্লাসের কারণে মৃত্যুবরণ করতো, তাহলে জান্নাতবাসীরা (এতে আশ্চর্য হয়ে) মারা যেতো। আর কেউ যদি চিন্তা ও দুঃখের কারণে মৃত্যুবরণ করতো তাহলে জাহান্নামীরা (দুঃখ ও ক্ষোভে) মারা যেতো।

"কেউ যদি মৃত্যুবরণ করতো" এই অংশ ব্যতীত হাদীসটি সহীহ, যঈফাহ (২৬৬৯), বুখারী, মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ।

٢١ - بَابُ مَا جَاءَ حُفَّتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ وَحُفَّتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ

অনুচ্ছেদ ঃ ২১ ॥ জান্নাত কষ্টদায়ক কার্য দ্বারা এবং জাহান্নাম কু-প্রবৃত্তি ও লালসা দ্বারা বেষ্টিত

٢٥٥٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُاللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ : أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ : أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ، وَثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : «حُفَّتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ، وَحُفَّتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ».

- صحيح : م (٨/١٤٢-١٤٣).

২৫৫৯। আনাস (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ জান্নাত দুঃখ-কষ্ট ও শ্রমসাধ্য বিষয় দ্বারা ঘেরা এবং জাহান্নাম কু-প্রবৃত্তি ও লোভ-লালসা দ্বারা ঘেরা।

সহীহ ঃ মুসলিম (৮/১৪২-১৪৩)।

আবূ 'ঈসা বলেন, এই হাদীসটি হাসান সহীহ এবং উপরোক্ত সূত্রে গরীব।

٢٥٦٠ - حَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ : حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ عَمْرٍو : حَدَّثَنَا أَبُوْ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ، قَالَ : «لَمَّا خَلَقَ اللّٰهُ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ؛ أُرْسَلَ جِبْرِيْلَ إِلَى الْجَنَّةِ، فَقَالَ : انْظُرْ إِلَيْهَا، وَإِلَى مَا أَعْدَدْتُ لأَهْلِهَا فِيْهَا، قَالَ : فَجَاءَهَا، وَنَظَرَ إِلَيْهَا، وَإِلَى مَا أَعَدَّ اللّٰهُ لأَهْلِهَا فِيْهَا، قَالَ : فَرَجَعَ إِلَيْهِ، قَالَ : فَوَعِزَّتِكَ لاَ يَسْمَعُ بِهَا أَحَدٌ إِلاَّ دَخَلَهَا، فَأَمَرَ بِهَا، فَحُفَّتْ بِالْمَكَارِهِ، فَقَالَ : ارْجِعْ إِلَيْهَا، فَانْظُرْ إِلَى مَا أَعْدَدْتُ لأَهْلِهَا فِيْهَا، قَالَ : فَرَجَعَ إِلَيْهَا؛ فَإِذَا هِيَ قَدْ حُفَّتْ بِالْمَكَارِهِ، فَرَجَعَ إِلَيْهِ، فَقَالَ : وَعِزَّتِكَ؛ لَقَدْ خِفْتُ أَنْ لاَ يَدْخُلَهَا أَحَدٌ، قَالَ

: اذْهَبْ إِلَى النَّارِ، فَانْظُرْ إِلَيْهَا، وَإِلَى مَا أَعْدَدْتُ لأَهْلِهَا فِيهَا، فَإِذَا هِيَ يَرْكَبُ بَعْضُهَا بَعْضًا، فَرَجَعَ إِلَيْهِ، فَقَالَ : وَعِزَّتِكَ لاَ يَسْمَعُ بِهَا أَحَدٌ، فَيَدْخُلَهَا، فَأَمَرَ بِهَا، فَحُفَّتْ بِالشَّهَوَاتِ، فَقَالَ : ارْجِعْ إِلَيْهَا، فَرَجَعَ إِلَيْهَا، فَقَالَ : وَعِزَّتِكَ لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ لاَ يَنْجُوَ مِنْهَا أَحَدٌ إِلاَّ دَخَلَهَا».

- حسن صحيح : «تخريج التنكيل» (١٧٧/٢).

২৫৬০। আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ আল্লাহ তা'আলা জান্নাত-জাহান্নাম সৃষ্টি করার পর জিবরীল ('আঃ)-কে জান্নাতের দিকে পাঠিয়ে দিয়ে বলেন ঃ জান্নাত এবং আমি এর মধ্যে জান্নাতীদের জন্য যেসব দ্রব্যাদি সৃষ্টি করে রেখেছি, তুমি সেগুলো দেখে এসো। তিনি বলেন ঃ তারপর তিনি জান্নাতে গিয়ে আল্লাহ্ তা'আলার সৃষ্টিকৃত সমস্ত দ্রব্যাদি দেখলেন এবং তাঁর নিকট ফিরে এসে বললেন, আপনার সম্মানের শপথ! যে কেউ জান্নাতের সুখ-স্বাচ্ছন্দ প্রসঙ্গে শুনবে, সে-ই তাতে প্রবেশের চেষ্টা করবে। তারপর তিনি আদেশ করলেন। ফলে কষ্ট-মুসীবাতের বস্তু দ্বারা জান্নাতকে ঘেরাও করা হলো। তিনি জিবরীল ('আঃ)-কে পুনরায় বললেন ঃ তুমি আবার জান্নাতে প্রবেশ কর এবং জান্নাতীদের জন্য আমার তৈরিকৃত সামগ্রী দেখে এসো। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ তারপর তিনি সেখানে ফিরে গিয়ে দেখতে পেলেন যে, তা কষ্ট ও মুসীবাতের বস্তু দ্বারা ঘেরাও করে রাখা হয়েছে। তিনি আল্লাহ্ তা'আলার নিকট ফিরে এসে বললেন, আপনার সম্মানের শপথ! আমার ভয় হচ্ছে যে, এতে কোন ব্যক্তিই যেতে পারবে না। এবার আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে বললেন ঃ আমি জাহান্নাম এবং জাহান্নামীদের জন্য যে আযাব তৈরী করে রেখেছি তুমি গিয়ে তা দেখে এসো। তিনি সেখানে গিয়ে দেখতে পেলেন যে, এর একাংশ অন্য অংশের উপর চড়াও হচ্ছে (একটি অন্যটিকে গ্রাস করছে)। তিনি তা দেখার পর আল্লাহ্ তা'আলার সামনে ফিরে এসে বললেন, আপনার সম্মানের শপথ! যে ব্যক্তি এর বর্ণনা শুনবে সে এতে প্রবেশ করবে না। তারপর তাঁর নির্দেশে জাহান্নামকে লোভ-লালসা দ্বারা

ঘিরে ফেলা হলো। এবার জিবরীল ('আঃ)-কে তিনি বললেন ঃ তুমি আবার সেখানে যাও (এবং তা দেখে এসো)। তিনি সেখানে আবারো গেলেন এবং ফিরে এসে বললেন, আপনার সম্মানের কসম! আমার তো ধারণা হচ্ছে যে, কেউই এই থেকে মুক্তি পাবে না, সকলেই এতে প্রবেশ করবে।

হাসান সহীহ ঃ তাখরীজুত্ তানকীল (২/১৭৭)।

আবূ 'ঈসা বলেন, এই হাদীসটি হাসান সহীহ।

٢٢ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ احْتِجَاجِ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ

অনুচ্ছেদ ঃ ২২ ॥ জান্নাত ও জাহান্নামের তর্ক-বিতর্ক

٢٥٦١ - حَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ : حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ : «احْتَجَّتِ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ، فَقَالَتِ الْجَنَّةُ : يَدْخُلُنِي الضُّعَفَاءُ وَالْمَسَاكِينُ، وَقَالَتِ النَّارُ : يَدْخُلُنِي الْجَبَّارُوْنَ وَالْمُتَكَبِّرُوْنَ، فَقَالَ لِلنَّارِ : أَنْتِ عَذَابِيْ؛ أَنْتَقِمُ بِكِ مِمَّنْ شِئْتُ، وَقَالَ لِلْجَنَّةِ : أَنْتِ رَحْمَتِيْ؛ أَرْحَمُ بِكِ مَنْ شِئْتُ».

- حسن صحيح : «ظلال الجنة» (٥٢٨) م.

২৫৬১। আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যে তর্ক-বির্তক হলো। জান্নাত বললো, গরীব-মিস্‌কীন ও দুর্বল ব্যক্তি আমার মধ্যে প্রবেশ করবে। জাহান্নাম বললো, যতো স্বৈরাচারী যালিম ও অহংকারীরা আমার মধ্যে প্রবেশ করবে। আল্লাহ তা'আলা জাহান্নামকে বলেন ঃ তুই আমার আযাব, আমি তোর দ্বারা যার থেকে ইচ্ছা প্রতিশোধ গ্রহণ করবো। তিনি জান্নাতকে বলেন ঃ তুমি আমার রাহ্‌মাত, আমি তোমার দ্বারা যাকে ইচ্ছা উপকৃত করবো।

হাসান সহীহ ঃ যিলালুল জান্নাত (৫২৮), মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন, এই হাদীসটি হাসান সহীহ।

٢٣ - بَابُ مَا جَاءَ مَا لِأَدْنَى أَهْلِ الْجَنَّةِ مِنْ الْكَرَامَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ ২৩ ॥ অতি সাধারণ জান্নাতীর মর্যাদা প্রসঙ্গে

٢٥٦٣ - حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ : حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ : حَدَّثَنَا أَبِيْ، عَنْ عَامِرٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ أَبِيْ الصِّدِّيْقِ النَّاجِيِّ، عَنْ أَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «الْمُؤْمِنُ إِذَا اشْتَهَى الْوَلَدَ فِيْ الْجَنَّةِ؛ كَانَ حَمْلُهُ وَوَضْعُهُ وَسِنُّهُ فِيْ سَاعَةٍ؛ كَمَا يَشْتَهِيْ».

- صحيح : المصدر نفسه.

২৫৬৩। আবূ সা'ঈদ আল-খুদরী (রাযিঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ কোন মু'মিন লোক যদি জান্নাতে সন্তানের আকাঙ্ক্ষা করে তাহলে সঙ্গে সঙ্গে তার স্ত্রী গর্ভধারণ করবে ও সন্তান প্রসব করবে এবং সন্তানটি হবে বয়সে যুবক। তার ইচ্ছা অনুযায়ী মুহূর্তের মধ্যেই এসব হয়ে যাবে।

সহীহ ঃ প্রাগুক্ত।

আবূ 'ঈসা বলেন, এই হাদীসটি হাসান গারীব। আলিমদের মধ্যে এই বিষয়ে মতপার্থক্য রয়েছে। কেউ বলেন, জান্নাতে সম্ভোগ হবে কিন্তু সন্তান জন্মগ্রহণ করবে না। তাউস, মুজাহিদ ও ইবরাহীম নাখঈ প্রমুখ হতে এই রকম বর্ণিত আছে। মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈল আল-বুখারী (রাহঃ) বলেন, উক্ত হাদীস প্রসঙ্গে ইসহাক ইবনু ইবরাহীম বলেন যে, মু'মিন লোক জান্নাতে সন্তানের ইচ্ছা করা মাত্র সন্তান ভূমিষ্ঠ হবে, কিন্তু সে এমন কিছু ইচ্ছা করবে না। মুহাম্মাদ (রাহঃ) আরো বলেন, আবূ রাযীন আল-উকাইলী হতেও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অনুরূপ হাদীস বর্ণিত আছে যে, সেখানে কোন জান্নাতীদের কোন সন্তান জন্মগ্রহণ করবে না। আবূ সিদ্দীক আন্ নাজীর-এর নাম বাক্‌র ইবনু 'আম্‌র তাকে বাক্‌র ইবনু কাইসও বলা হয়।

Contents

٢٤ - بَابُ مَا جَاءَ فِي كَلَامِ الْحُورِ الْعِيْنِ

অনুচ্ছেদ ঃ ২৪ ॥ জান্নাতের হূরদের কথার বর্ণনা

٢٥٦٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِيْ كَثِيْرٍ : فِيْ قَوْلِهِ - عَزَّ وَجَلَّ ﴿فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ﴾؛ قَالَ : السَّمَاعُ.

- صحيح الإسناد مقطوعاً.

২৫৬৫। ইয়াহ্ইয়া ইবনু কাসীর (রাহঃ) হতে আল্লাহ তা'আলার বাণী, "তারা তো বাগানের মধ্যে আনন্দিত থাকবে" (রূম ঃ ১৫) আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন ঃ তারা গান শুনবে।

সনদ সহীহ মাকতূ, হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী গানের অর্থ হলো হূরদের উচ্চকণ্ঠে গানের আওয়াজ।

٢٦ - بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ ২৬ ॥ (ফুরাতের ভাণ্ডার)

٢٥٦٩ - حَدَّثَنَا أَبُوْ سَعِيدٍ الْأَشَجُّ : حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ جَدِّهِ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ : «يُوْشِكُ الْفُرَاتُ يَحْسِرُ عَنْ كَنْزٍ مِنْ ذَهَبٍ، فَمَنْ حَضَرَهُ؛ فَلَا يَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئًا».

- صحيح : ق.

২৫৬৯। আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ ফুরাত নদী শীঘ্রই তার স্বর্ণের ভাণ্ডার প্রকাশ করে দিবে। তখন যে লোক সেখানে উপস্থিত থাকবে, সে যেন তা থেকে কিছুই না নেয়।

সহীহ ঃ বুখারী, মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন, এই হাদীসটি হাসান সহীহ।

٢٥٧٠ – حَدَّثَنَا أَبُوْ سَعِيدٍالْأَشَجُّ : حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ، عَنْ أَبِيْ الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ . . . مِثْلَهُ؛ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ : «يَحْسِرُ عَنْ جَبَلٍ مِنْ ذَهَبٍ».

– صحيح : ق.

২৫৭০। আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ)-এর সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে উপরোক্ত হাদীসের একই রকম বর্ণনা আছে। তবে এতে তিনি বলেছেন ঃ "ফুরাত হতে স্বর্ণের একটি পাহাড় বের হবে"।

সহীহ ঃ বুখারী, মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন, এই হাদীসটি হাসান সহীহ।

٢٧ – بَابُ مَا جَاءَ فِيْ صِفَةِ أَنْهَارِ الْجَنَّةِ

অনুচ্ছেদ ঃ ২৭ ॥ জান্নাতের নদীসমূহের বর্ণনা

٢٥٧١ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ : أَخْبَرَنَا الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : «إِنَّ فِيْ الْجَنَّةِ بَحْرَ الْمَاءِ، وَبَحْرَ الْعَسَلِ، وَبَحْرَ اللَّبَنِ، وَبَحْرَ الْخَمْرِ، ثُمَّ تُشَقَّقُ الْأَنْهَارُ – بَعْدُ –».

– صحيح : «المشكاة» (٥٦٥٠ – التحقيق الثاني).

২৫৭১। হাকীম ইবনু মু'আবিয়াহ্ (রাহঃ) হতে তার বাবার সূত্রে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ জান্নাতের মধ্যে পানি, মধু, দুধ ও মদের সমুদ্র আছে। এগুলো থেকে আরো ঝর্ণা বা নদীসমূহ প্রবাহিত হবে।

সহীহ ঃ মিশকাত তাহক্বীক্ব সানী (৫৬৫০)।

আবূ 'ঈসা বলেন, এই হাদীসটি হাসান সহীহ। হাকীম ইবনু মু'আবিয়া হলেন বাহ্য (রাহঃ)-এর বাবা। আল জুরাইরীর উপনাম আবূ মাস'ঊদ। তার নাম সা'ঈদ ইবনু ইয়াস।

٢٥٧٢ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ : حَدَّثَنَا أَبُوْ الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِيْ إِسْحَاقَ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ أَبِيْ مَرْيَمَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ : «مَنْ سَأَلَ اللّٰهَ الْجَنَّةَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ؛ قَالَتِ الْجَنَّةُ : اللّٰهُمَّ! أَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ، وَمَنِ اسْتَجَارَ مِنَ النَّارِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ؛ قَالَتِ النَّارُ : اللّٰهُمَّ أَجِرْهُ مِنَ النَّارِ».

- صحيح : «المشكاة» (٢٤٧٨ - التحقيق الثاني)، «التعليق الرغيب» (٢٢٢/٤).

২৫৭২। আনাস ইবনু মালিক (রাযিঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ কোন লোক জান্নাতের জন্য আল্লাহ তা'আলার নিকট তিনবার প্রার্থনা করলে জান্নাত তখন বলে, হে আল্লাহ্! তাকে জান্নাতে প্রবেশ করান। আর কোন লোক তিনবার জাহান্নাম হতে পানাহ্ (আশ্রয়) চাইলে জাহান্নাম তখন আল্লাহ তা'আলার নিকট বলে, হে আল্লাহ্! তাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিন।

সহীহ ঃ মিশকাত তাহক্বীক্ব সানী (২৪৭৮), তা'লীকুর রাগীব (৪/২২২)।

ইউনুস (রাহঃ) এ হাদীসটি আবূ ইসহাক হতে, তিনি বুরাইদ ইবনু আবূ মারইয়াম হতে, তিনি আনাস (রাযিঃ) হতে, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে এই সূত্রে একই রকম বর্ণনা করেছেন। আবূ ইসহাক হতে বুরাইদ ইবনু আবূ মারইয়াম এর বরাতে আনাস (রাযিঃ)-এর বক্তব্য হিসেবেও বর্ণিত হয়েছে।

٣٧ - كِتَابُ صِفَةِ جَهَنَّمَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ

অধ্যায় ৩৭ ঃ জাহান্নামের বিবরণ

١ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ صِفَةِ النَّارِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১ ॥ জাহান্নামের বিবরণ

٢٥٧٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ : أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ ابْنِ غِيَاثٍ : حَدَّثَنَا أَبِيْ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ خَالِدٍ الْكَاهِلِيِّ، عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «يُؤْتَى بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ؛ لَهَا سَبْعُوْنَ أَلْفَ زِمَامٍ، مَعَ كُلِّ زِمَامٍ سَبْعُوْنَ أَلْفَ مَلَكٍ يَجُرُّوْنَهَا».

- صحيح : م (١٤٩/٨).

২৫৭৩। ‘আবদুল্লাহ ইবনু মাস‘উদ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যেদিন জাহান্নামকে উপস্থিত করা হবে সেদিন এর সত্তর হাজার লাগাম থাকবে। প্রতিটি লাগামের জন্য নিয়োজিত থাকবে সত্তর হাজার ফেরেশতা। তারা এগুলো ধরে এটাকে টানতে থাকবে।

সহীহ ঃ মুসলিম (৮/১৪৯)

‘আবদুল্লাহ বলেন, সুফ্ইয়ান সাওরী মারফূভাবে এ হাদীসটি বর্ণনা করেননি। আব্দ ইবনু হুমাইদ-‘আবদুল মালিক ইবনু ‘আম্র ও আবূ আমির আল-আকাদী হতে, তিনি সুফ্ইয়ান হতে, তিনি আলা ইবনু খালিদ (রাহঃ) হতে এই সনদ সূত্রে উপরিউক্ত হাদীসের মতো হাদীস বর্ণনা করেছেন, কিন্তু মারফূভাবে নয়।

٢٥٧٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْجُمَحِيُّ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ ابْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ

رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «تَخْرُجُ عُنُقٌ مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لَهَا عَيْنَانِ تُبْصِرَانِ، وَأُذُنَانِ تَسْمَعَانِ، وَلِسَانٌ يَنْطِقُ؛ يَقُوْلُ : إِنِّيْ وُكِّلْتُ بِثَلاَثَةٍ : بِكُلِّ جَبَّارٍ عَنِيْدٍ، وَبِكُلِّ مَنْ دَعَا مَعَ اللّٰهِ إِلَهًا آخَرَ، وَبِالْمُصَوِّرِيْنَ».

- صحيح : «الصحيحة» (٥١٢)، «التعليق الرغيب» (٥٦/٤).

২৫৭৪। আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ ক্বিয়ামাত দিবসে জাহান্নাম হতে একটি গর্দান (মাথা) বের হবে। এর দু'টি চোখ থাকবে যা দিয়ে সে দেখবে, দু'টি কান থাকবে যা দিয়ে সে শুনবে এবং একটি জিহ্বা থাকবে যা দিয়ে সে কথা বলবে। সে বলবে, তিন ধরনের লোকের জন্য আমাকে নিয়োজিত করা হয়েছে ঃ (১) প্রতিটি অবাধ্য অহংকারী যালিমের জন্য, (২) আল্লাহ তা'আলার সাথে অন্য কোন কিছুকে যে ব্যক্তি ইলাহ বলে ডাকে তার জন্য এবং (৩) ছবি নির্মাতাদের জন্য।

সহীহ ঃ সহীহাহ্ (৫১২), তা'লীকুর রাগীব (৪/৫৬)

আবূ সা'ঈদ (রাযিঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান গারীব। কোন কোন বর্ণনাকারী আ'মাশ হতে, তিনি আতিয়্যাহ হতে, তিনি আবূ সা'ঈদ হতে, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে এ সূত্রে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। আশআস্ ইবনু সাওয়ার আতিয়্যাহ হতে, তিনি আবূ সা'ঈদ খুদরী (রাযিঃ) হতে, তিনি নাবী ﷺ হতে এই সূত্রে একই রকম বর্ণনা করেছেন।

٢ - بَابُ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ قَعْرِ جَهَنَّمَ

অনুচ্ছেদ ঃ ২ ॥ জাহান্নামের গহ্বরের বর্ণনা

٢٥٧٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ : حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْجُعْفِيُّ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ عِيَاضٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ : قَالَ عُتْبَةُ بْنُ غَزْوَانَ عَلَى مِنْبَرِنَا هَذَا؛ مِنْبَرِ الْبَصْرَةِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : «إِنَّ الصَّخْرَةَ

الْعَظِيمَةَ؛ لَتُلْقَى مِنْ شَفِيرِ جَهَنَّمَ، فَتَهْوِيْ فِيْهَا سَبْعِيْنَ عَامًا، وَمَا تُفْضِيْ إِلَى قَرَارِهَا».

- صحيح : «الصحيحة» (١٦١٢) م.

২৫৭৫। হাসান বাসরী (রাহঃ) হতে বর্ণিত, 'উত্বাহ্ ইবনু গাযওয়ান (রাযিঃ) আমাদের এই বসরার মিম্বারে দাঁড়িয়ে বলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ জাহান্নামের এক প্রান্ত হতে বড় একটি পাথরকে গড়িয়ে ছেড়ে দেয়া হলে এটা সত্তর বছর পর্যন্ত গড়াতেই থাকবে তবু স্থির হবার জায়গায় আসতে পারবে না।

সহীহ ঃ সহীহাহ্ (১৬১২), মুসলিম।

বর্ণনাকারী বলেন, 'উমার (রাযিঃ) বলতেন, তোমরা বেশি বেশি জাহান্নামের কথা স্মরণ কর। কেননা এটার গরম তীব্র, এর গহ্বর অনেক গভীর এবং এর ডাণ্ডাগুলো লোহা দ্বারা নির্মিত।

আবূ 'ঈসা বলেন, 'উতবাহ্ ইবনু গাযওয়ান (রাযিঃ)-এর নিকট হতে হাসান বাসরী (রাহঃ) সরাসরিভাবে কিছু শুনেছেন বলে আমাদের জানা নেই। 'উমার ইবনুল খাত্তাব (রাযিঃ)-এর খিলাফাতকালে 'উত্বাহ্ ইবনু গাযওয়ান (রাযিঃ) বসরায় আগমন করেন। আর হাসান বাসরী (রাহঃ) 'উমার (রাযিঃ)-এর খিলাফাতের দুই বছর বাকি থাকতে জন্মগ্রহণ করেন।

٣ - بَابُ مَا جَاءَ فِي عِظَمِ أَهْلِ النَّارِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৩ ॥ জাহান্নামীদের শরীর হবে বিরাট আকৃতির

٢٥٧٧ - حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّوْرِيُّ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوسَى : أَخْبَرَنَا شَيْبَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : «إِنَّ غِلَظَ جِلْدِ الْكَافِرِ؛ اثْنَانِ وَأَرْبَعُوْنَ ذِرَاعًا، وَإِنَّ ضِرْسَهُ مِثْلُ أُحُدٍ، وَإِنَّ مَجْلِسَهُ مِنْ جَهَنَّمَ؛ كَمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِيْنَةِ».

- صحيح : «المشكاة» (٥٦٧٥)، «الصحيحة»، (١١٠٥)، «الظلال» (٦١٠).

২৫৭৭। আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ জাহান্নামে কাফির ব্যক্তির গায়ের চামড়া হবে বিয়াল্লিশ গজ মোটা, তার মাড়ির দাঁত হবে উহুদের সমান বড় এবং মাক্কা-মাদীনার দূরত্বের সমান বিস্তৃত হবে তার বসার জায়গা (নিতম্বদেশ)।

সহীহ ঃ মিশকাত (৫৬৭৫), সহীহাহ্ (১১০৫), আযযিলা-ল (৬১০)

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ এবং আ'মাশের বর্ণনা হিসেবে গারীব।

٢٥٧٨ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمَّارٍ : حَدَّثَنِي جَدِّي مُحَمَّدُ ابْنُ عَمَّارٍ، وَصَالِحٌ- مَوْلَى التَّوْأَمَةِ-، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ : «ضِرْسُ الْكَافِرِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِثْلُ أُحُدٍ، وَفَخِذُهُ مِثْلُ الْبَيْضَاءِ، وَمَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ؛ مَسِيرَةُ ثَلَاثٍ مِثْلُ الرَّبَذَةِ».

- حسن : «الصحيحة» (٩٥/٣).

২৫৭৮। আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ ক্বিয়ামাত দিবসে কাফির ব্যক্তির মাড়ির দাঁত হবে উহূদ পাহাড়সম বড়, তার উরু হবে 'বাইযা' পাহাড়সম বিশাল এবং তার নিতম্বদেশ হবে রাবাযার মতো তিনদিন চলার পথের দূরত্বের সমান বিস্তৃত।

হাসান ঃ সহীহাহ্ (৩/৯৫)

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান গারীব। "মাসালুর রাবাযা" অর্থ মাদীনা ও রাবাযা নামক স্থানের মাঝখানের দূরত্বের সমান। আর 'বাইযা' একটি পাহাড়ের নাম যা উহূদ পাহাড়ের সমতুল্য।

٢٥٧٩ - حَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ : حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ الْمِقْدَامِ، عَنْ فُضَيْلِ ابْنِ غَزْوَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، رَفَعَهُ، قَالَ : «ضِرْسُ الْكَافِرِ مِثْلُ أُحُدٍ».

- صحيح : «التعليق الرغيب» (٤/٢٣٧)، «الصحيحة» (٣/٩٦).

২৫৭৯। আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ জাহান্নামে কাফির ব্যক্তির মাড়ির দাঁত হবে উহুদ পাহাড়ের সমান

সহীহ ঃ তা'লীকুর রাগীব (৪/২৩৭), সহীহাহ্ (৩/৯৬)

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান। আবূ হাযিম হলেন আল-আশজা গোত্রীয়, তার নাম সালমান, আয্যাহ্ আল-আশজাইয়্যার মুক্তদাস।

٧ - بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ نَارَكُمْ هَذِهِ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِيْنَ جُزْءًا مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ

অনুচ্ছেদ ঃ ৭ ॥ তোমাদের এ (দুনিয়ার) আগুন জাহান্নামের আগুনের সত্তরভাগের একভাগ

٢٥٨٩ - حَدَّثَنَا سُوَيْدٌ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ ابْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : «نَارُكُمْ هَذِهِ الَّتِيْ تُوْقِدُوْنَ؛ جُزْءٌ وَاحِدٌ مِنْ سَبْعِيْنَ جُزْءًا مِنْ حَرِّ جَهَنَّمَ»، قَالُوْا : «وَاللهِ إِنْ كَانَتْ لَكَافِيَةً يَا رَسُوْلَ اللهِ؟! قَالَ : «فَإِنَّهَا فُضِّلَتْ بِتِسْعَةٍ وَسِتِّيْنَ جُزْءًا، كُلُّهُنَّ مِثْلُ حَرِّهَا».

- صحيح : «التعليق الرغيب» (٤/٢٢٦) ق.

২৫৮৯। আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের এই আগুন যা তোমরা প্রজ্বলিত কর তা জাহান্নামের

আগুনের উত্তাপের সত্তর ভাগের এক ভাগ। সাহাবীগণ বলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল ﷺ! আল্লাহ্র কসম! এ আগুনই তো জাহান্নামীদের আযাবের জন্য যথেষ্ট ছিল। তিনি বললেন ঃ এটাকে ঊনসত্তর গুণ বৃদ্ধি করা হয়েছে এবং প্রতিটি অংশের উত্তাপ এর সমান হবে।

সহীহ ঃ তা'লীকুর রাগীব (৪/২২৬), বুখারী ও মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ। হাম্মাম ইবনু মুনাব্বিহ হলেন ওয়াহ্ব ইবনু মুনাব্বিহ-এর ভাই। ওয়াহ্বও তার সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٢٥٩٠ - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ الدُّوْرِيُّ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوسَى : حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِيْ سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : «نَارُكُمْ هَذِهِ الَّتِيْ تُوْقِدُوْنَ؛ جُزْءٌ وَاحِدٌ مِنْ سَبْعِيْنَ جُزْءًا مِنْ حَرِّ جَهَنَّمَ، لِكُلِّ جُزْءٍ مِنْهَا حَرُّهَا».

- صحيح بما قبله.

২৫৯০। আবূ সা'ঈদ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ জাহান্নামের আগুনের তুলনায় তোমাদের এই দুনিয়ার আগুন (তাপ) মাত্র সত্তর ভাগের এক ভাগ। প্রতিটি ভাগের উত্তাপ এরই সমান।

পূর্বের হাদীসের সহায়তায় সহীহ

আবূ 'ঈসা বলেন, হাদীসটি হাসান। আবূ সা'ঈদ (রাযিঃ)-এর বর্ণনা হিসেবে গারীব।

٩ - بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ لِلنَّارِ نَفَسَيْنِ وَمَا ذُكِرَ مَنْ يُخْرَجُ مِنَ النَّارِ مِنْ أَهْلِ التَّوْحِيدِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৯ ॥ জাহান্নামের দু'টি নিঃশ্বাস রয়েছে এবং তাওহীদে বিশ্বাসীগণকে জাহান্নাম থেকে বের করে আনা প্রসঙ্গে

٢٥٩٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ الْوَلِيدِ الْكِنْدِيُّ الْكُوفِيُّ : حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ بْنُ صَالِحٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ : «اشْتَكَتِ النَّارُ إِلَى رَبِّهَا، وَقَالَتْ : أَكَلَ بَعْضِي بَعْضًا، فَجَعَلَ لَهَا نَفَسَيْنِ : نَفَسًا فِيْ الشِّتَاءِ، وَنَفَسًا فِيْ الصَّيْفِ،فَأَمَّا نَفَسُهَا فِي الشِّتَاءِ؛ فَزَمْهَرِيرٌ، وَأَمَّا نَفَسُهَا فِيْ الصَّيْفِ؛ فَسَمُومٌ».

- صحيح : «ابن ماجه» (٤٣١٩) ق.

২৫৯২। আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ কোন একদিন জাহান্নাম তার প্রভুর নিকট অভিযোগ করে বললো যে, আমার এক অংশ অন্য অংশকে গ্রাস করছে। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা তার জন্য দু'টি নিঃশ্বাসের ব্যবস্থা করেন। এর একটি নিঃশ্বাস শীতকালে এবং অন্যটি গ্রীষ্মকালে। শীতকালের নিঃশ্বাস 'যামহারীর' (শৈত্যপ্রবাহ) এবং গ্রীষ্মের নিঃশ্বাস সামূম (লু হাওয়া)।

সহীহ ঃ ইবনু মা-জাহ (৪৩১৯), বুখারী ও মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ। এটি আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ)-এর সূত্রে নাবী ﷺ হতে একাধিক সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। হাদীস বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন মুফায্যাল ইবনু সালিহ খুবএকটা স্মৃতিশক্তি সম্পন্ন বর্ণনাকারী নন।

٢٥٩٣ - حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ : حَدَّثَنَا أَبُوْ دَاوُدَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، وَهِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : «يَخْرُجُ مِنَ

النَّارِ - وَقَالَ شُعْبَةُ : أَخْرِجُوْا مِنَ النَّارِ - مَنْ قَالَ : لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللّٰهُ، وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ شَعِيرَةً، أَخْرِجُوْا مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ : لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللّٰهُ، وَكَانَ فِيْ قَلْبِهِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ بُرَّةً أَخْرِجُوْا مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لاَ اِلَهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَكَانَ فِيْ قَلْبِهِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ ذَرَّةً - وَقَالَ شُعْبَةُ : مَا يَزِنُ ذُرَةً- مُخَفَّفَةً».

- صحيح : «ابن ماجه» (٤٣١٢) ق.

২৫৯৩। আনাস (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা বলবেন ঃ (হিশামের বর্ণনায়) জাহান্নাম থেকে বের হয়ে আসবে অথবা (শু'বাহ্‌র বর্ণনায়) যে 'লা- ইলা-হা ইল্লাল্লাহ' (আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত কোন প্রভু নেই) বলেছে তাকে বের করে আন তার অন্তরে যবের দানা পরিমাণ ঈমান থাকলেও। আর যে 'লা- ইলা-হা ইল্লাল্লাহ' বলেছে এবং তার অন্তরে যদি গমের দানা পরিমাণও ঈমান থাকে তবে তাকেও জাহান্নাম হতে বের করে আন। যে 'লা- ইলা-হা ইল্লাল্লাহ' বলেছে এবং তার অন্তরে যদি অণু পরিমাণও (শু'বাহ্‌র বর্ণনায় আছে, একটি হালকা জোয়ারদানা পরিমাণ) ঈমান থাকে তবে তাকেও জাহান্নাম থেকে বের করে আন।

সহীহ ঃ ইবনু মা-জাহ (৪৩১২), বুখারী ও মুসলিম।

জাবির, আবূ সা'ঈদ ও 'ইমরান ইবনু হুসাইন (রাযিঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ।

١٠ - بَابٌ مِنْهُ

অনুচ্ছেদ ঃ ১০ ॥ (সর্বশেষ যে ব্যক্তি জাহান্নাম হতে বের হবে)

٢٥٩٥ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ : حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ، عَنْ عُبَيْدَةَ السَّلْمَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ، قَالَ : قَالَ

رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «إِنِّيْ لَأَعْرِفُ آخِرَ أَهْلِ النَّارِ خُرُوْجًا : رَجُلٌ يَخْرُجُ مِنْهَا زَحْفًا، فَيَقُوْلُ : يَا رَبِّ! قَدْ أَخَذَ النَّاسُ الْمَنَازِلَ - قَالَ - فَيُقَالُ لَهُ : انْطَلِقْ، فَادْخُلِ الْجَنَّةَ - قَال - فَيَذْهَبُ لِيَدْخُلَ، فَيَجِدُ النَّاسَ قَدْ أَخَذُوْا الْمَنَازِلَ، فَيَرْجِعُ، فَيَقُوْلُ : يَا رَبِّ! قَدْ أَخَذَ النَّاسُ الْمَنَازِلَ - قَالَ -، فَيُقَالُ لَهُ : أَتَذْكُرُ الزَّمَانَ الَّذِيْ كُنْتَ فِيهِ؟ فَيَقُوْلُ : نَعَمْ، فَيُقَالُ لَهُ : تَمَنَّ، قَالَ : فَيَتَمَنَّى، فَيُقَالُ لَهُ : فَإِنَّ لَكَ مَا تَمَنَّيْتَ، وَعَشْرَةَ أَضْعَافِ الدُّنْيَا- قَالَ -، فَيَقُوْلُ : أَتَسْخَرُ بِيْ؛ وَأَنْتَ الْمَلِكُ؟!»، قَالَ : فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ ضَحِكَ، حَتّٰى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ.

- صحيح : «ابن ماجه» (٤٣٣٩) ق.

২৫৯৫। ‘আবদুল্লাহ ইবনু মাস‘উদ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যে লোক সবার শেষে জাহান্নাম থেকে বেরিয়ে আসবে, আমি তাকে জানি। সে নিতম্বের উপর ভর দিয়ে (জাহান্নাম থেকে) হেঁচড়িয়ে বের হয়ে আসবে। সে বলবে, হে প্রভু! জান্নাতের জায়গাগুলো তো মানুষজন দখল করে নিয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ তাকে বলা হবে, তুমি জান্নাতের দিকে অগ্রসর হও এবং তাতে প্রবেশ কর। তখন সে জান্নাতে প্রবেশের উদ্দেশে অগ্রসর হবে এবং দেখতে পাবে যে, সম্পূর্ণ জায়গা মানুষজন দখল করে নিয়েছে। সে ফিরে এসে বলবে, হে প্রভু! সমস্ত জায়গা তো মানুষজন দখল করে নিয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, তাকে বলা হবে, সে সময়ের কথা স্মরণ আছে কি যাতে তুমি অবস্থান করছিলে? সে বলবে, হ্যাঁ স্মরণ আছে। বলা হবে, তুমি আকাঙ্ক্ষা কর। সে তখন আকাঙ্ক্ষা পেশ করবে। বলা হবে, তুমি যা আকাঙ্ক্ষা করেছো তা দেয়া হল তদুপারি দুনিয়ার দশ গুণ দেয়া হল। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ এ কথা শোনার পর সে বলবে, আপনি বাদশাহ্ হয়ে আমার সাথে উপহাস করছেন?

ইবনু মাস'ঊদ (রাযিঃ) বলেন, এ কথা বলার পর আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে হাসতে দেখলাম, এমনকি তাঁর মুখের দাঁত প্রকাশিত হল।

সহীহ ঃ ইবনু মা-জাহ (৪৩৩৯), বুখারী ও মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ।

٢٥٩٦ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ : حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ الْمَعْرُوْرِ بْنِ سُوَيْدٍ، عَنْ أَبِيْ ذَرٍّ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «إِنِّيْ لَأَعْرِفُ آخِرَ أَهْلِ النَّارِ خُرُوْجًا مِنَ النَّارِ، وَآخِرَ أَهْلِ الْجَنَّةِ دُخُوْلاً الْجَنَّةَ؛ يُؤْتَى بِرَجُلٍ، فَيَقُوْلُ : سَلُوْا عَنْ صِغَارِ ذُنُوْبِهِ، وَاخْبَأُوْا كِبَرَهَا، فَيُقَالُ لَهُ : عَمِلْتَ كَذَا وَكَذَا يَوْمَ كَذَا، وَكَذَا عَمِلْتَ كَذَا وَكَذَا فِيْ يَوْمِ كَذَا وَكَذَا - قَالَ-، فَيَقَالُ لَهُ : فَإِنَّ لَكَ مَكَانَ كُلِّ سَيِّئَةٍ حَسَنَةً - قَالَ -، فَيَقُولُ : يَا رَبِّ! لَقَدْ عَمِلْتُ أَشْيَاءَ، مَا أَرَاهَا هَا هُنَا؟!»، قَالَ : فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ ضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ.

- صحيح : م.

২৫৯৬। আবূ যার (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যে সবার শেষে জাহান্নাম থেকে বের হয়ে আসবে এবং সবার শেষে জান্নাতে প্রবেশ করবে আমি অবশ্যই তাকে চিনি। তাকে হাযির করা হলে আল্লাহ তা'আলা বলবেন ঃ তোমরা ছোটখাটো গুনাহ প্রসঙ্গে তাকে প্রশ্ন কর এবং মারাত্মক গুনাহগুলো গোপন রাখো। সে মোতাবিক তাকে প্রশ্ন করা হবে, অমুক অমুক দিন তুমি এই এই গুনাহ করেছো, অমুক অমুক দিন এই এই গুনাহ করেছো। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ তারপর তাকে বলা হবে, কিন্তু আজ প্রতিটি গুনাহর বিনিময়ে তোমাকে সাওয়াব দান করা হচ্ছে। সে বলবে, হে প্রভু! আমি তো এগুলো ব্যতীত আরো অনেক গুনাহ করেছি, কিন্তু এখানে সেগুলো দেখতে পাচ্ছি না। বর্ণনাকারী বলেন, এ সময় আমি

রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এমনভাবে হাসতে দেখলাম যে, তাঁর মুখের দাঁত পর্যন্ত প্রকাশিত হয়ে যায়।

সহীহ ঃ মুসলিম

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ।

٢٥٩٧ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ : حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِيْ سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ : قَالَ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ : «يُعَذَّبُ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ التَّوْحِيدِ فِيْ النَّارِ، حَتَّى يَكُوْنُوْا فِيهَا حُمَمًا، ثُمَّ تُدْرِكُهُمُ الرَّحْمَةُ، فَيُخْرَجُوْنَ، وَيُطْرَحُوْنَ عَلَى أَبْوَابِ الْجَنَّةِ - قَالَ -، فَيَرُشُّ عَلَيْهِمْ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْمَاءَ، فَيَنْبُتُوْنَ كَمَا يَنْبُتُ الْغُثَاءُ فِيْ حِمَالَةِ السَّيْلِ، ثُمَّ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ».

- صحيح : «الصحيحة» (٢٤٥١).

২৫৯৭। জাবির (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ কিছু তাওহীদবাদী লোককেও জাহান্নামের শাস্তি প্রদান করা হবে। এমনকি তারা তাতে পুড়তে পুড়তে কয়লার মতো হয়ে যাবে। তারপর আল্লাহ তা'আলার রাহমাতে তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করা হবে এবং জান্নাতের দরজায় নিক্ষেপ করা হবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ জান্নাতে বসবাসকারীরা তাদের উপর পানি ছিটিয়ে দিবে। যার ফলে তারা সজীব হয়ে যাবে যেমনটি বন্যার স্রোত চলে যাবার পর মাটিতে উদ্ভিদ গজায়। তারপর তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে।

সহীহ ঃ সহীহাহ্ (২৪৫১)

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ। জাবির (রাযিঃ) হতে এটি ভিন্ন সনদসূত্রেও বর্ণিত হয়েছে।

٢٥٩٨ - حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيْبٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِيْ سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ،

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : «يُخْرَجُ مِنَ النَّارِ مَنْ كَانَ فِيْ قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنَ الْإِيْمَانِ».

قَالَ أَبُوْ سَعِيدٍ : فَمَنْ شَكَّ؛ فَلْيَقْرَأْ ﴿إِنَّ اللّٰهَ لاَ يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ﴾.

- صحيح : ق.

২৫৯৮। আবূ সা'ঈদ আল-খুদরী (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নাবী ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তির অন্তরে অনু পরিমাণ ঈমানও রয়েছে সে ব্যক্তিকেও জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেয়া হবে। আবূ সা'ঈদ (রাযিঃ) বলেন, কারো এ ব্যাপারে সন্দেহ হলে সে এ আয়াতটি তিলাওয়াত করুক ঃ "আল্লাহ তা'আলা অণু পরিমাণও যুল্‌ম করেন না"– (সূরা নিসা ঃ ৪০)।

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ।

٢٦٠٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ ذَكْوَانَ، عَنْ أَبِيْ رَجَاءٍ الْعُطَارِدِيِّ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : «لَيَخْرُجَنَّ قَوْمٌ مِنْ أُمَّتِيْ مِنَ النَّارِ بِشَفَاعَتِيْ؛ يُسَمَّوْنَ : الْجَهَنَّمِيُّونَ».

- صحيح : «ابن ماجه» (٤٣١٥) خ.

২৬০০। 'ইমরান ইবনু হুসাইন (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নাবী ﷺ বলেছেন ঃ আমার আবেদনের কারণে আমার উম্মাতের এক দল জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে। তাদের নাম হবে জাহান্নামী।

সহীহ ঃ ইবনু মা-জাহ (৪৩১৫), বুখারী

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ। আবূ রাজা আল-উতারিদীর নাম 'ইমরান ইবনু তাইম, মতান্তরে ইবনু মিলহান।

٢٦٠١ - حَدَّثَنَا سُوَيْدٌ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «مَا رَأَيْتُ مِثْلَ النَّارِ نَامَ هَارِبُهَا، وَلاَ مِثْلَ الْجَنَّةِ نَامَ طَالِبُهَا».

- حسن : «الصحيحة» (٩٥١).

২৬০১। আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ আমি জাহান্নামের মতো এমন কিছু দেখিনি যা হতে আত্মরক্ষাকারীগণ ঘুমে অচেতন এবং জান্নাতের মতো এমন কিছুও দেখিনি যার অন্বেষণকারীগণও ঘুমে অচেতন।

হাসান ঃ সহীহাহ্ (৯৫১)

আবূ 'ঈসা বলেন, আমরা শুধুমাত্র ইয়াহ্ইয়া ইবনু 'উবাইদুল্লাহ্র সূত্রে এ হাদীসটি জেনেছি। অধিকাংশ মুহাদ্দিসগণের মতে তিনি যঈফ। শু'বাহ্ তার সমালোচনা করেছেন। ইয়াহ্ইয়া ইবনু 'উবাইদুল্লাহ, যিনি ইবনু মাওহাব তিনি মাদীনার অধিবাসী।

١١ - بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ النِّسَاءُ

অনুচ্ছেদ ঃ ১১ ॥ জাহান্নামীদের বেশিরভাগই মহিলা

٢٦٠٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ : حَدَّثَنَا أَيُّوْبُ، عَنْ أَبِيْ رَجَاءٍ الْعُطَارِدِيِّ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «اطَّلَعْتُ فِيْ الْجَنَّةِ؛ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا الْفُقَرَاءَ، وَاطَّلَعْتُ فِيْ النَّارِ؛ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ».

- صحيح : «الضعيفة» تحت الحديث (٢٨٠٠) ق.

২৬০২। ইবনু 'আব্বাস (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ (মি'রাজের রাতে) আমি জান্নাতের মধ্যে উঁকি দিয়ে দেখতে পেলাম যে,

এর বেশিরভাগ অধিবাসীই গরীব এবং জাহান্নামের মধ্যে উঁকি দিয়ে দেখতে পেলাম যে, এর বেশিরভাগ অধিবাসীই মহিলা।

সহীহ ঃ যঈফার (২৮০০) নং হাদীসের অধীনে, বুখারী ও মুসলিম।

٢٦٠٣ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ عَدِيٍّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، وَعَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، قَالُوْا : حَدَّثَنَا عَوْفٌ- هُوَ ابْنُ أَبِيْ جَمِيلَةَ-، عَنْ أَبِيْ رَجَاءٍ الْعُطَارِدِيِّ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «اطَّلَعْتُ فِيْ النَّارِ؛ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ، وَاطَّلَعْتُ فِيْ الْجَنَّةِ؛ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا الْفُقَرَاءَ».

- صحيح : انظر ما قبله.

২৬০৩। 'ইমরান ইবনু হুসাইন (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ (মি'রাজের রাতে) আমি জাহান্নামে উঁকি দিয়ে দেখলাম যে, এর বেশিরভাগ অধিবাসীই মহিলা এবং জান্নাতে উঁকি দিয়ে দেখলাম যে, এর বেশিরভাগ অধিবাসীই গরীব।

সহীহ ঃ দেখুন পূর্বের হাদীস

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ। আবূ রাজা (রাহঃ) হতে তিনি 'ইমরান ইবনু হুসাইন (রাযিঃ) সূত্রে 'আওফ (রাহঃ) এবং আবূ রাজা (রাহঃ) হতে তিনি ইবনু 'আব্বাস (রাযিঃ) সূত্রেও 'আওফ (রাহঃ) একই রকম বর্ণনা করেছেন। এই দু'টো হাদীসের ব্যাপারে কোন মতানৈক্য নেই। সম্ভবতঃ আবূ রাজা উভয় সাহাবীর নিকট হতেই হাদীস শ্রবণ করেছেন। আবূ রাজা 'ইমরান (রাযিঃ) হতে এই সূত্রে 'আওফ (রাহঃ) ব্যতীত অন্যরাও উক্ত হাদীস বর্ণনা করেছেন।

١٢ - بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ ১২ ॥ (জাহান্নামে সর্বাধিক কম আযাব আস্বাদনকারীর অবস্থা)

٢٦٠٤ - حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ : حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيْرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِيْ إِسْحَاقَ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ، أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : «إِنَّ أَهْوَنَ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ : رَجُلٌ؛ فِيْ أَخْمَصِ قَدَمَيْهِ جَمْرَتَانِ؛ يَغْلِيْ مِنْهُمَا دِمَاغُهُ».

- صحيح : «الصحيحة» (١٦٨٠) ق.

২৬০৪। নু'মান ইবনু বাশীর (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তিকে জাহান্নামীদের মধ্যে সবচাইতে কম শাস্তি প্রদান করা হবে তার পায়ের তালুর নীচে দু'টি জ্বলন্ত অঙ্গার রাখা হবে। তাতে তার মগজ পর্যন্ত টগবগ করে ফুটতে থাকবে।

সহীহ ঃ সহীহাহ্ (১৬৮০), বুখারী ও মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ। আবূ সা'ঈদ, আল-'আব্বাস ইবনু 'আবদুল মুত্তালিব ও আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে।

١٣ - بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৩ ॥ (জান্নাত ও জাহান্নামের অধিবাসী)

٢٦٠٥ - حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ : حَدَّثَنَا أَبُوْ نُعَيْمٍ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَعْبَدِ بْنِ خَالِدٍ، قَالَ : سَمِعْتُ حَارِثَةَ بْنَ وَهْبٍ الْخُزَاعِيَّ يَقُوْلُ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ : «أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ الْجَنَّةِ؟! كُلُّ ضَعِيْفٍ مُتَضَعَّفٍ، لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللّٰهِ لَأَبَرَّهُ، أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ النَّارِ؟! كُلُّ عُتُلٍّ جَوَّاظٍ مُتَكَبِّرٍ».

- صحيح : «ابن ماجه» (٤١١٦) ق.

২৬০৫। হারিসা ইবনু ওয়াহ্ব আল-খুজাঈ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺকে বলতে শুনেছি ঃ আমি কি তোমাদেরকে জানিয়ে দিব না যে, কারা জান্নাতী হবে? জান্নাতী তারা হবে যারা দুর্বল, অসহায় এবং যেসব ব্যক্তিকে দুর্বল মনে করা হয়। তারা আল্লাহ তা'আলার নামে (কোন বিষয়ে) শপথ করলে আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই তা পূরণ করেন। আমি কি তোমাদেরকে জানিয়ে দিব না যে, কোন সব ব্যক্তি জাহান্নামী হবে? প্রত্যেক অবাধ্য, আহাম্মক ও অহংকারী (জাহান্নামী হবে)।

সহীহ ঃ ইবনু মা-জাহ (৪১১৬), বুখারী ও মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ।

٣٨ - كِتَابُ الْإِيْمَانِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ

অধ্যায় ৩৮ ঃ ঈমান

١ - بَابُ مَا جَاءَ أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتّٰى يَقُوْلُوْا : لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ

অনুচ্ছেদ ঃ ১ ॥ যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ 'লা- ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ' না বলবে ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে ক্বিতাল করতে আমি আদেশপ্রাপ্ত হয়েছি।

٢٦٠٦ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ : حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتّٰى يَقُوْلُوْا : لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ، فَإِذَا قَالُوْهَا؛ مَنَعُوْا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ؛ إِلاَّ بِحَقِّهَا، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللّٰهِ».

- صحيح متواتر : «ابن ماجه» (٧١) ق.

২৬০৬। আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ মানুষ "আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত আর কোন প্রভু নেই"-এর স্বীকারোক্তি না করা পর্যন্ত আমি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আদেশপ্রাপ্ত হয়েছি। তারা এটা বললে (একত্ববাদে ঈমান আনলে) তাদের রক্ত (জান) ও সম্পদ আমার থেকে নিরাপদ হবে। তবে ইসলামের অধিকার সম্পর্কে ভিন্ন কথা (অর্থাৎ– অপরাধ করলে শাস্তি পেতে হবে)। আর তাদের চূড়ান্ত হিসাব আল্লাহ তা'আলার দায়িত্বে।

সহীহ মুতাওয়াতির ঃ ইবনু মা-জাহ (৭১), বুখারী ও মুসলিম।

জাবির, আবূ সা'ঈদ ও ইবনু 'উমার (রাযিঃ) হতেও এই অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ 'ঈসা বলেন, এই হাদীসটি হাসান সহীহ।

٢٦٠٧ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ : أَخْبَرَنِي عُبَيْدُاللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : لَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وَاسْتُخْلِفَ أَبُوْ بَكْرٍ بَعْدَهُ؛ كَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِأَبِي بَكْرٍ : كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ؛ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُوْلُوا : لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَمَنْ قَالَ : لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ؛ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلاَّ بِحَقِّهِ، وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ»؟! قَالَ أَبُوْ بَكْرٍ : وَاللَّهِ لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الزَّكَاةِ وَالصَّلاَةِ، وَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ، وَاللَّهِ لَوْ مَنَعُوْنِي عِقَالاً كَانُوْا يُؤَدُّوْنَهُ إِلَى رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ؛ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهِ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : فَوَاللَّهِ مَا هُوَ إِلاَّ أَنْ رَأَيْتُ أَنَّ اللَّهَ قَدْ شَرَحَ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ لِلْقِتَالِ، فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ

- صحيح : «الصحيحة» (٤٠٧)، «صحيح أبي داود» (١٣٩١-١٣٩٣) ق.

২৬০৭। আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মৃত্যুর পর আবূ বাক্র (রাযিঃ) যখন খালীফা নির্বাচিত হন, তখন আরবের কিছু সংখ্যক লোক কাফির হয়ে যায়। 'উমার ইবনুল খাত্তাব (রাযিঃ) আবূ বাক্র (রাযিঃ)-কে বললেন, আপনি এদের বিরুদ্ধে কিভাবে অস্ত্রধারণ করবেন, অথচ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ মানুষ যে পর্যন্ত না "আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত আর কোন প্রভু নেই" এই কথার স্বীকৃতি দিবে সেই পর্যন্ত আমি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আদিষ্ট হয়েছি। আর যে ব্যক্তি বললো, "আল্লাহ ব্যতীত আর কোন প্রভু নেই" সে আমার থেকে তার মাল ও রক্ত (জীবন) নিরাপদ করে নিল। তবে ইসলামের অধিকার সম্পর্কে ভিন্ন কথা। আর তাদের প্রকৃত হিসাব-নিকাশ রয়েছে আল্লাহ্ তা'আলার দায়িত্বে। আবূ বাক্র (রাযিঃ) বললেন ঃ আল্লাহ্র শপথ! নামায ও যাকাতের মধ্যে যে ব্যক্তি পার্থক্য করে আমি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবোই। কেননা যাকাত

সম্পদের হাক্ব। কেউ উটের একটি রশি দিতেও যদি অস্বীকার করে, যা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দিত, আল্লাহ্‌র কসম! আমি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবোই। তারপর 'উমার ইবনুল খাত্তাব (রাযিঃ) বলেন, আল্লাহ্‌র শপথ! আমি দেখতে পেলাম আল্লাহ্ যেন যুদ্ধের জন্য আবূ বাক্‌রের অন্তর উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। অতঃপর আমি বুঝতে পারলাম যে, তাঁর সিদ্ধান্তই যথার্থ।

সহীহ ঃ সহীহাহ্ (৪০৭), সহীহ আবূ দাউদ (১৩৯১-১৩৯৩), বুখারী ও মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন, এই হাদীসটি হাসান সহীহ। শু'আইব ইবনু আবী হামযা (রাহঃ) যুহ্‌রী হতে, তিনি 'উবাইদুল্লাহ ইবনু 'আব্দিল্লাহ হতে, তিনি আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ)-এর সূত্রে একই রকম বর্ণনা করেছেন। এই হাদীস মামার-যুহ্‌রী হতে, তিনি আনাস (রাযিঃ) হতে, তিনি আবূ বাক্‌র (রাযিঃ) হতে এই সূত্রে 'ইমরান আল-কাত্তান বর্ণনা করেছেন। এ বর্ণনাটি ভুল। 'ইমরানের ব্যাপারে মা'মার হতে বর্ণিত বর্ণনাতে বিরোধিতা করা হয়েছে।

٢ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ أُمِرْتُ بِقِتَالِهِمْ حَتّٰى يَقُوْلُوْا لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَيُقِيْمُوْا الصَّلاَةَ :

অনুচ্ছেদ ঃ ২ ॥ আমি লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আদিষ্ট হয়েছি যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা 'লা- ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ' বলবে এবং নামায আদায় করবে

٢٦٠٨ - حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ يَعْقُوْبَ الطَّالِقَانِيُّ : حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ : أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيْلُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ، حَتّٰى يَشْهَدُوْا أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، وَأَنْ يَسْتَقْبِلُوا قِبْلَتَنَا، وَيَأْكُلُوْا ذَبِيحَتَنَا، وَأَنْ يُصَلُّوْا صَلاَتَنَا، فَإِذَا فَعَلُوْا ذٰلِكَ؛ حُرِّمَتْ عَلَيْنَا دِمَاؤُهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ؛ إِلاَّ بِحَقِّهَا؛ لَهُمْ مَا لِلْمُسْلِمِيْنَ، وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ».

– صحيح : «الصحيحة» (٣٠٣) و (١٥٢/١)، «صحيح أبي داود» (٢٣٧٤) خ نحوه.

২৬০৮। আনাস ইবনু মালিক (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ আমি লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য আদিষ্ট হয়েছি যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা সাক্ষ্য দিবে যে, আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত আর কোন প্রভু নেই এবং মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহ তা'আলার বান্দা ও তাঁর রাসূল এবং আমাদের কিবলামুখী হয়ে নামায আদায় করবে, আমাদের যবেহকৃত পশুর গোশত খাবে এবং আমাদের মতো নামায আদায় করবে। তারা এগুলো করলে তাদের জান ও মালে হস্তক্ষেপ করা আমাদের জন্য হারাম হয়ে যাবে। কিন্তু ইসলামের অধিকারের বিষয়টি ভিন্ন। মুসলিমদের প্রাপ্য সুযোগ-সুবিধা তারাও পাবে এবং মুসলিমদের উপর অর্পিত দায়-দায়িত্ব তাদের উপরও বর্তাবে।

সহীহ ঃ সহীহাহ্ (৩০৩) ও (১/১৫২), সহীহ আবূ দাঊদ (২৩৭৪), বুখারী অনুরূপ।

মু'আয ইবনু জাবাল ও আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) হতেও এই অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ 'ঈসা বলেন, এই হাদীসটি হাসান সহীহ এবং উপরোক্ত সূত্রে গারীব। ইয়াহ্ইয়া (রাহঃ) হুমাইদ হতে, তিনি আনাস (রাযিঃ)-এর সূত্রে একই রকম হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٣ - بَابُ مَا جَاءَ بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ

অনুচ্ছেদ ঃ ৩ ॥ পাঁচটি ভিত্তির উপর ইসলাম প্রতিষ্ঠিত

٢٦٠٩ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ عُمَرَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ سُعَيْرِ بْنِ الْخِمْسِ التَّمِيْمِيِّ، عَنْ حَبِيْبِ بْنِ أَبِيْ ثَابِتٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللّٰهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ، وَإِقَامِ الصَّلاَةِ، وَإِيْتَاءِ الزَّكَاةِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ، وَحَجِّ الْبَيْتِ».

Contents

– صـحـيـح : «الإرواء» (٧٨١)، «إيمان أبي عـبـيـد» (٢)، «الروض النضير» (٢٧٠).

২৬০৯। ইবনু ‘উমার (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ পাঁচটি ভিত্তির উপর ইসলাম প্রতিষ্ঠিত ঃ (১) এই কথার সাক্ষ্য প্রদান করা যে, আল্লাহ তা‘আলা ব্যতীত আর কোন প্রভু নেই এবং মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহ্‌র রাসূল, (২) নামায প্রতিষ্ঠা করা, (৩) যাকাত প্রদান করা, (৪) রামাযানের রোযা রাখা ও (৫) বাইতুল্লাহ্‌র হাজ্জ সম্পাদন করা।

সহীহ ঃ ইরওয়াহ্ (৭৮১), ঈমান আবী ‘উবাইদ (২), রাওযুন নাযীর (২৭০)।

জারীর ইবনু ‘আব্দুল্লাহ (রাযিঃ) হতেও এই অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ ‘ঈসা বলেন, এই হাদীসটি হাসান সহীহ। ইবনু ‘উমার (রাযিঃ)-এর বরাতে একাধিক সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে একই রকম হাদীস বর্ণিত আছে। সুআইর ইবনু খিম্‌স হাদীস বিশারদগণের মতে সিকাহ বর্ণনাকারী। আবূ কুরাইব-ওয়াকী‘ হতে, তিনি হানযালা ইবনু আবূ সুফ্‌ইয়ান আল-জুমাহী হতে, তিনি ইকরিমাহ্ ইবনু খালিদ আল-মাখযূমী হতে, তিনি ইবনু ‘উমার (রাযিঃ) হতে উপরোক্ত হাদীসের সমার্থক হাদীস বর্ণিত আছে। এই সনদে বর্ণিত হাদীসটিও হাসান সহীহ।

٤ – بَابُ مَا جَاءَ فِيْ وَصْفِ جِبْرِيْلَ لِلنَّبِيِّ ﷺ الْإِيْمَانَ وَالْإِسْلَامَ

অনুচ্ছেদ ঃ ৪ ॥ জিবরীল (আঃ) কর্তৃক রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে ঈমান ও ইসলামের পরিচয় প্রদান

٢٦١٠ – حَدَّثَنَا أَبُوْ عَمَّارٍ الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ الْخُزَاعِيُّ : أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ، عَنْ كَهْمَسِ بْنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ، قَالَ : أَوَّلُ مَنْ تَكَلَّمَ فِيْ الْقَدَرِ مَعْبَدٌ الْجُهَنِيُّ، قَالَ : فَخَرَجْتُ أَنَا وَحُمَيْدُ بْنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ الْحِمْيَرِيُّ، حَتَّى أَتَيْنَا الْمَدِينَةَ، فَقُلْنَا : لَوْ لَقِيْنَا

رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ ، فَسَأَلْنَاهُ عَمَّا أَحْدَثَ هَؤُلاَءِ الْقَوْمُ؟ قَالَ : فَلَقِيْنَاهُ - يَعْنِيْ : عَبْدَ اللّٰهِ ابْنَ عُمَرَ -؛ وَهُوَ خَارِجٌ مِنَ الْمَسْجِدِ، قَالَ : فَاكْتَنَفْتُهُ أَنَا وَصَاحِبِيْ، قَالَ : فَظَنَنْتُ أَنَّ صَاحِبِيْ سَيَكِلُ الْكَلاَمَ إِلَيَّ، فَقُلْتُ : يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ! إِنَّ قَوْمًا يَقْرَءُوْنَ الْقُرْآنَ، وَيَتَقَفَّرُوْنَ الْعِلْمَ، وَيَزْعُمُوْنَ أَنْ لاَ قَدَرَ، وَأَنَّ الْأَمْرَ أُنُفٌ، قَالَ : فَإِذَا لَقِيْتَ أُوْلَئِكَ؛ فَأَخْبِرْهُمْ أَنِّيْ مِنْهُمْ بَرِيْءٌ، وَأَنَّهُمْ مِنِّيْ بُرَءَاءُ، وَالَّذِيْ يَحْلِفُ بِهِ عَبْدُ اللّٰهِ؛ لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا؛ مَا قُبِلَ ذَلِكَ مِنْهُ، حَتَّى يُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ؛ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، قَالَ : ثُمَّ أَنْشَأَ يُحَدِّثُ، فَقَالَ : قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : كُنَّا عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ، فَجَاءَ رَجُلٌ شَدِيْدُ بَيَاضِ الثِّيَابِ، شَدِيْدُ سَوَادِ الشَّعْرِ، لاَ يُرَى عَلَيْهِ أَثَرُ السَّفَرِ، وَلاَ يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ، حَتَّى أَتَى النَّبِيَّ ﷺ، فَأَلْزَقَ رُكْبَتَهُ بِرُكْبَتِهِ، ثُمَّ قَالَ : يَا مُحَمَّدُ! مَا الْإِيْمَانُ؟ قَالَ : «أَنْ تُؤْمِنَ بِاللّٰهِ، وَمَلاَئِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَالْقَدَرِ؛ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ»، قَالَ : فَمَا الْإِسْلاَمُ؟ قَالَ : «شَهَادَةُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللّٰهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، وَإِقَامُ الصَّلاَةِ، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، وَحَجُّ الْبَيْتِ، وَصَوْمُ رَمَضَانَ»، قَالَ : فَمَا الْإِحْسَانُ؟ قَالَ : «أَنْ تَعْبُدَ اللّٰهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ؛ فَإِنَّكَ إِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ؛ فَإِنَّهُ يَرَاكَ»، قَالَ : فِيْ كُلِّ ذَلِكَ يَقُوْلُ لَهُ : صَدَقْتَ، قَالَ : فَتَعَجَّبْنَا مِنْهُ؛ يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ! قَالَ : فَمَتَى السَّاعَةُ؟ قَالَ : «مَا الْمَسْؤُوْلُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ»، قَالَ : فَمَا أَمَارَتُهَا؟ قَالَ : «أَنْ تَلِدَ الْأَمَةُ رَبَّتَهَا، وَأَنْ تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ أَصْحَابَ الشَّاءِ؛ يَتَطَاوَلُوْنَ فِيْ الْبُنْيَانِ»، قَالَ عُمَرُ :

فَلَقِيَنِي النَّبِيُّ ﷺ بَعْدَ ذَلِكَ بِثَلاَثٍ، فَقَالَ : «يَا عُمَرُ! هَلْ تَدْرِي مَنِ السَّائِلُ؟ ذَاكَ جِبْرِيلُ؛ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ مَعَالِمَ دِينِكُمْ».

- صحيح : «ابن ماجه» (٦٣) م.

২৬১০। ইয়াহ্ইয়া ইবনু ইয়ামার (রাহঃ) হতে বর্ণিত, তাক্বদীর মতবাদের ব্যাপারে সর্বপ্রথম মা'বাদ আল-জুহানীই কথা বলেন। কোন এক সময় আমি ও হুমাইদ ইবনু 'আব্দুর রাহমান আল-হিময়ারী মাদীনায় আসলাম এবং নিজেদের মধ্যে আলোচনা করলাম, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কোন সাহাবীর সাক্ষাৎ পেলে এসব লোকেরা যে নতুন কথা বের করেছে সেই বিষয়ে তাকে প্রশ্ন করতাম। আমরা 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাযিঃ)-এর দেখা পেলাম। তিনি মাসজিদ থেকে বের হচ্ছিলেন। আমি ও আমার সাথী গিয়ে তার পাশে পাশে চললাম। আমি মনে করলাম আমার সঙ্গী আমার উপরি কথা বলার দায়িত্ব দিবেন। তাই আমি বললাম, হে আবূ 'আব্দুর রাহমান! কিছু সংখ্যক লোক কুরআন তিলাওয়াত করে, জ্ঞানও অন্বেষণ করে, কিন্তু তাদের ধারণায় তাক্বদীর বলতে কিছু নেই, যা কিছু হচ্ছে তা তাৎক্ষণিকভাবে ঘটে। ইবনু 'উমার (রাযিঃ) বললেন, তাদের সাথে তোমার দেখা হলে বলবে, তাদের সাথে আমার কোন সর্ম্পক নেই এবং তারাও আমার হতে সম্পর্ক মুক্ত। তারপর ইবনু 'উমার (রাযিঃ) আল্লাহ তা'আলার নামে শপথ করে বলেন, তাদের কেউ উহুদ পাহাড় সমান স্বর্ণ দান-খাইরাত করলেও তা গ্রহণ করা হবে না, তাক্বদীরের ভাল-মন্দের উপর যে পর্যন্ত না সে ঈমান আনবে। তারপর তিনি বললেন, 'উমার ইবনু খাত্তাব (রাযিঃ) বলেছেন, কোন এক সময় আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে বসে ছিলাম। এমন সময় সাদা ধব্‌ধবে জামা পরা এবং কালো কুচকুচে চুলধারী এক লোক এসে উপস্থিত। তার মধ্যে সফরের কোন চিহ্নও ছিল না এবং আমাদের মধ্যে কেউই তাকে চিনতে পারলো না। তারপর তিনি নাবী ﷺ-এর সামনে এসে তাঁর হাঁটুদ্বয় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাঁটুদ্বয়ের সাথে মিলিয়ে বসলেন। অতঃপর তিনি প্রশ্ন করেন, হে মুহাম্মাদ! ঈমান কি? তিনি বললেন ঃ ঈমান হলো-তুমি আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতাকুলে, কিতাবসমূহে, রাসূলগণে,

পরকালে এবং তাক্বদীরের ভাল-মন্দের উপর বিশ্বাস স্থাপন কর। আগন্তুক প্রশ্ন করলেন, ইসলাম কি? তিনি বললেন ঃ এ কথার সাক্ষ্য প্রদান করা যে, আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত আর কোন প্রভু নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহ্র বান্দাহ ও তাঁর রাসূল, নামায প্রতিষ্ঠা করা, যাকাত প্রদান করা, বাইতুল্লাহ্র হাজ্জ আদায় করা এবং রামাযানের রোযা রাখা। তিনি আবার প্রশ্ন করেন, ইহ্সান কি? তিনি বললেন ঃ তুমি (এমনভাবে) আল্লাহ তা'আলার 'ইবাদাত করবে যেন তুমি তাঁকে দেখছো। তুমি যদি তাঁকে না দেখ তাহলে অবশ্যই তিনি তোমাকে দেখেন। বর্ণনাকারী বলেন, প্রতিটি প্রশ্নের উত্তরেই তিনি বলতেন, আপনি সত্যই বলেছেন। তার এই আচরণে আমরা অবাক হলাম যে, তিনিই প্রশ্ন করছেন আবার তিনিই তা সমর্থন করছেন। তিনি আবার প্রশ্ন করেন, কখন্ ক্বিয়ামাত সংঘটিত হবে? তিনি এবার বললেন ঃ জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি এই ব্যাপারে প্রশ্নকারীর চাইতে বেশি কিছু জানে না। তিনি আবার প্রশ্ন করেন, এর নিদর্শনগুলো কি কি? তিনি বললেন ঃ যখন দাসী তার মুনিবকে প্রসব করবে এবং খোলা পা, উলঙ্গ শরীরের অভাবী মেষপালক রাখালগণকে বিশাল দালান-কোঠার প্রতিযোগিতায় গর্ব করতে দেখবে। 'উমার (রাযিঃ) বলেন, তারপর নাবী ﷺ তিনদিন পর আমার সাক্ষাৎ পেয়ে প্রশ্ন করেন ঃ হে 'উমার! তুমি কি জানো, ঐ প্রশ্নকারী কে ছিলেন? তিনি ছিলেন জিবরীল (আঃ), তোমাদেরকে ধর্মীয় অনুশাসন শিখাতে এসেছিলেন।

সহীহ ঃ ইবনু মা-জাহ (৬৩), মুসলিম।

উক্ত মর্মে আহ্মাদ ইবনু মুহাম্মাদ-ইবনুল মুবারাক হতে, তিনি কাহ্মাস ইবনুল হাসান (রাহঃ) সূত্রে একই রকম বর্ণনা করেছেন। মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না-মু'আয ইবনু হিশাম-কাহ্মাস (রাযিঃ) সূত্রে উক্ত মর্মে একই রকম বর্ণনা করেছেন। তালহা ইবনু উবাইদুল্লাহ, আনাস ইবনু মালিক ও আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) হতেও এই অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ 'ঈসা বলেন, বর্ণিত হাদীসটি হাসান সহীহ। এ হাদীসটি একাধিকসূত্রে 'উমার (রাযিঃ) হতে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। ইবনু 'উমার (রাযিঃ)-এর সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে হাদীসটি বর্ণিত হলেও সঠিক সনদসূত্র হলো ইবনু 'উমার-'উমার (রাযিঃ)-এর বরাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে।

٥ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ إِضَافَةِ الْفَرَائِضِ إِلَى الْإِيْمَانِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৫ ॥ ঈমানের মৌলিক বিষয়ের সাথে ফরয কাজসমূহ সংশ্লিষ্ট

٢٦١١ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ الْمُهَلَّبِيُّ، عَنْ أَبِيْ جَمْرَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : قَدِمَ وَفْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ، فَقَالُوْا : إِنَّا -هَذَا الْحَيَّ- مِنْ رَبِيْعَةَ، وَلَسْنَا نَصِلُ إِلَيْكَ إِلاَّ فِي أَشْهُرِ الْحَرَامِ، فَمُرْنَا بِشَيْءٍ نَأْخُذُهُ عَنْكَ، وَنَدْعُوْ إِلَيْهِ مَنْ وَرَاءَنَا، فَقَالَ : «آمُرُكُمْ بِأَرْبَعٍ : الْإِيْمَانِ بِاللّٰهِ- ثُمَّ فَسَّرَهَا لَهُمْ -: شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللّٰهُ، وَأَنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ، وَإِقَامِ الصَّلاَةِ، وَإِيْتَاءِ الزَّكَاةِ، وَأَنْ تُؤَدُّوْا خُمُسَ مَا غَنِمْتُمْ».

- صحيح : «إيمان أبي عبيد» (ص ٥٨-٥٩) م.

২৬১১। ইবনু 'আব্বাস (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আব্দুল কাইস বংশের একটি প্রতিনিধিদল এসে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলে, আমরা রাবীআ বংশের লোক। আমরা আপনার নিকট হারাম মাসগুলো ছাড়া আসতে পারি না। সুতরাং আমাদেরকে এমন কতগুলো বিষয়ের আদেশ করুন, যা আমরা ধারণ করতে পারি এবং যারা আমাদের পিছনে আছে তাদেরকেও সেগুলোর দা'ওয়াত দিতে পারি। তিনি বললেন, আমি তোমাদেরকে চারটি বিষয়ের আদেশ করছি ঃ আল্লাহ তা'আলার প্রতি ঈমান আনয়ন, তারপর এই কথার ব্যাখ্যা করে বললেন ঃ এই সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত আর কোন প্রভু নেই, আমি আল্লাহ্‌র রাসূল, নামায প্রতিষ্ঠা করা, যাকাত দেয়া এবং গানীমাতের সম্পদের এক-পঞ্চমাংশ (বাইতুল মালে) প্রদান করা।

সহীহ ঃ ঈমান আবী 'উবাইদ, পৃষ্ঠা (৫৮-৫৯), মুসলিম।

কুতাইবাহ্-হাম্মাদ ইবনু যাইদ হতে, তিনি আবূ হামযা হতে, তিনি ইবনু 'আব্বাস (রাযিঃ) হতে তিনি নাবী ﷺ হতে এই সূত্রে উপরের হাদীসের মতো বর্ণিত আছে। আবূ 'ঈসা বলেন, এই হাদীসটি হাসান সহীহ। আবূ

হামযা আয্-যুবাঈর নাম নাসর ইবনু 'ইমরান। এই হাদীসটি আবূ হামযার সূত্রে শু'বাহ্ (রাহঃ)ও বর্ণনা করেছেন। তবে তাতে এভাবে আছে, তোমরা কি অবগত আছো যে, ঈমান কি? এই সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত আর কোন প্রভু নেই এবং আমি আল্লাহ্র রাসূল..... তারপর পূর্ণ হাদীস বর্ণনা করেছেন। কুতাইবা ইবনু সা'ঈদ বলেন, আমি নিম্নবর্ণিত চারজন উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন ফাকীহ্র মতো আর কাউকে দেখিনি ঃ মালিক ইবনু আনাস, আল-লাইস ইবনু সা'দ, 'আব্বাদ ইবনু আব্বাদ আল-মুহাল্লাবী ও 'আব্দুল ওয়াহ্হাব আস্-সাকাফী (রাহঃ)। কুতাইবাহ্ আরো বলেন, আমরা এতে সন্তুষ্ট যে, আমরা প্রতি দিন আব্বাদ ইবনু 'আব্বাদের নিকট হতে দুটি করে হাদীস সংগ্রহ করে ফিরবো। 'আব্বাদ হলেন আল-মুহাল্লাব ইবনু আবূ সুফ্রার বংশধর।

٦ - بَابُ مَا جَاءَ فِي اسْتِكْمَالِ الإِيمَانِ وَزِيَادَتِهِ وَنُقْصَانِهِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৬ ॥ ঈমানের পূর্ণতা ও হ্রাসবৃদ্ধি

٢٦١٣ - حَدَّثَنَا أَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ هُرَيْمُ بْنُ مِسْعَرٍ الْأَزْدِيُّ التِّرْمِذِيُّ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ ابْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِيْ صَالِحٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ خَطَبَ النَّاسَ، فَوَعَظَهُمْ، ثُمَّ قَالَ : «يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ! تَصَدَّقْنَ؛ فَإِنَّكُنَّ أَكْثَرُ أَهْلِ النَّارِ»، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ : وَلِمَ ذَاكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ؟! قَالَ : «لِكَثْرَةِ لَعْنِكُنَّ - يَعْنِيْ-، وَكُفْرِكُنَّ الْعَشِيْرَ»، قَالَ : «وَمَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِيْنٍ؛ أَغْلَبَ لِذَوِيْ الْأَلْبَابِ، وَذَوِيْ الرَّأْيِ مِنْكُنَّ»، قَالَتِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ : وَمَا نُقْصَانُ دِينِهَا وَعَقْلِهَا؟! قَالَ : «شَهَادَةُ امْرَأَتَيْنِ مِنْكُنَّ بِشَهَادَةِ رَجُلٍ، وَنُقْصَانُ دِيْنِكُنَّ الْحَيْضَةُ؛ تَمْكُثُ إِحْدَاكُنَّ الثَّلَاثَ وَالْأَرْبَعَ، لَا تُصَلِّيْ».

- صحيح : «الإرواء» (١/٢٠٥)، «الظلال» (٩٥٦) م.

২৬১৩। আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, জনতার উদ্দেশে রাসূলুল্লাহ ﷺ নাসীহাতপূর্ণ খুতবাহ প্রদান করেন এবং বলেন ঃ হে নারী সম্প্রদায়! তোমরা বেশি পরিমাণে দান-খায়রাত কর। কেননা, জাহান্নামে তোমাদের সংখ্যাই বেশি হবে। তাদের মধ্যকার এক মহিলা প্রশ্ন করেন, হে আল্লাহ্র রাসূল ﷺ! তা কেন? তিনি বললেন ঃ তোমাদের মাঝে অভিশাপ দানের প্রবণতার আধিক্যের কারণে, অর্থাৎ– তোমাদের স্বামীদের অনুগ্রহের প্রতি অকৃতজ্ঞ হবার কারণে। তিনি আরো বলেন ঃ আমি তোমাদের স্বল্পবুদ্ধি ও দ্বীনের ব্যাপারে সংকীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও বুদ্ধিমান বিচক্ষণদের উপর বিজয়ী হতে পারঙ্গম আর কাউকে দেখিনি। জনৈকা মহিলা প্রশ্ন করলো, তার বুদ্ধি ও দ্বীনের ব্যাপারে কমতি হলো কি করে? তিনি বললেন ঃ তোমাদের দুজন স্ত্রীলোকের সাক্ষ্য একজন পুরুষের সাক্ষ্যের সমান। এটা হলো বুদ্ধির স্বল্পতা। আর তোমাদের হায়িয (ঋতুস্রাব) হলে তিন-চার দিন তোমরা নামায আদায় কর না। এটা হলো দ্বীনের স্বল্পতা।

সহীহ ঃ ইরওয়াহ্ (১/২০৫), আযযিলাল (৯৫৬), মুসলিম।

আবূ সা'ঈদ ও ইবনু 'উমার (রাযিঃ) হতেও এই অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ 'ঈসা বলেন, এই হাদীসটি হাসান সহীহ। এই সনদ সূত্রে গারীব।

٢٦١٤ - حَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ : حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سُهَيْلِ ابْنِ أَبِيْ صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ، عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «اْلإِيْمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُوْنَ بَابًا؛ أَدْنَاهَا : إِمَاطَةُ اْلأَذَى عَنِ الطَّرِيْقِ، وَأَرْفَعُهَا : قَوْلُ : لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللّٰهُ».

– صحيح «الصحيحة» (١٣٦٩) ق، خ بلفظ : «وستون»، م بلفظ : «وسبعون»، وهو الأرجح : «تخريج الإيمان» (٢١/٦٧).

২৬১৪। আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ ঈমানের দরজা (স্তর) হলো সত্তরের অধিক। তার সর্বনিম্ন

স্তর হলো রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু দূর করা এবং সর্বোচ্চ স্তর হলো 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লা-হ' বলা।

সহীহ ঃ সহীহাহ্ (১৩৬৯), বুখারীর বর্ণনায় ষাটের অধিক এবং মুসলিমের বর্ণনায় সত্তরের অধিক উল্লেখ আছে। আর এটাই অগ্রগণ্য। তাখরীজুল ঈমান (২১/৬৭)।

আবূ 'ঈসা বলেন, এই হাদীসটি হাসান সহীহ। সুহাইল ইবনু আবী সালিহ (রাহঃ) 'আব্দুল্লাহ ইবনু দীনার হতে, তিনি আবূ সালিহ হতে, তিনি আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ)-এর সূত্রে একই রকম বর্ণনা করেছেন। এ হাদীসটি আবূ সালিহ-আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) হতে, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে এই সূত্রে 'উমারাহ্ ইবনু গাযিয়্যাহ্ (রাহঃ) বর্ণনা করেছেন। তাতে আছে ঃ "ঈমানের চৌষট্টিটি দরজা (স্তর) আছে"। এই অর্থে হাদীসটি শাজ। কুতাইবা-বাক্‌র ইবনু মুযার হতে, তিনি 'উমারাহ্ ইবনু গাযিয়্যাহ্ হতে, তিনি আবূ সালিহ হতে, তিনি আবূ হুরাই রাহ্ (রাযিঃ) হতে, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে এই সূত্রে তা বর্ণিত হয়েছে।

٧ - بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الْإِيمَانِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৭ ॥ লজ্জা ও সম্ভ্রমবোধ ঈমানের অঙ্গ

٢٦١٥ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، وَأَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ - الْمَعْنَى وَاحِدٌ -، قَالاَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَرَّ بِرَجُلٍ؛ وَهُوَ يَعِظُ أَخَاهُ فِي الْحَيَاءِ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «الْحَيَاءُ مِنَ الْإِيمَانِ».

- صحيح «ابن ماجه» (٥٨) ق.

২৬১৫। সালিম (রাহঃ) হতে তার বাবার সূত্রে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কোন একজনের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। সে তার ভাইকে লজ্জা সম্পর্কে উপদেশ দিচ্ছিলো। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ লজ্জা ও সম্ভ্রমবোধ ঈমানের অঙ্গ।

সহীহ ঃ ইবনু মা-জাহ (৫৮), বুখারী ও মুসলিম।

আহ্‌মাদ ইবনু মানী' কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে আছে, নাবী ﷺ কোন একজনকে তার ভাইকে লজ্জা সম্পর্কে উপদেশ দিতে শুনলেন'।

এ হাদীসটি হাসান সহীহ। আবূ হুরাইরাহ্, আবূ বাকরাহ্ ও আবূ উমামাহ্ (রাযিঃ) হতেও এই অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে।

٨ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ حُرْمَةِ الصَّلاَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৮ ॥ নামাযের মাহাত্ম্য

٢٦١٦ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ عُمَرَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ الصَّنْعَانِيُّ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِيْ النَّجُوْدِ، عَنْ أَبِيْ وَائِلٍ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، قَالَ : كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِيْ سَفَرٍ، فَأَصْبَحْتُ يَوْمًا قَرِيْبًا مِنْهُ؛ وَنَحْنُ نَسِيْرُ، فَقُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! أَخْبِرْنِيْ بِعَمَلٍ يُدْخِلُنِيَ الْجَنَّةَ، وَيُبَاعِدُنِيْ عَنِ النَّارِ، قَالَ : «لَقَدْ سَأَلْتَنِيْ عَنْ عَظِيْمٍ، وَإِنَّهُ لَيَسِيْرٌ عَلَى مَنْ يَسَّرَهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ : تَعْبُدُ اللّٰهَ وَلاَ تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَتُقِيْمُ الصَّلاَةَ، وَتُؤْتِيْ الزَّكَاةَ، وَتَصُوْمُ رَمَضَانَ، وَتَحُجُّ الْبَيْتَ»، ثُمَّ قَالَ : «أَلاَ أَدُلُّكَ عَلَى أَبْوَابِ الْخَيْرِ : الصَّوْمُ جُنَّةٌ، وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيْئَةَ؛ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ، وَصَلاَةُ الرَّجُلِ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ»، قَالَ : ثُمَّ تَلاَ : ﴿تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ﴾، حَتَّى بَلَغَ ﴿يَعْمَلُوْنَ﴾، (السجدة : ١٦، ١٧). ثُمَّ قَالَ : «أَلاَ أُخْبِرُكَ بِرَأْسِ الْأَمْرِ كُلِّهِ، وَعَمُوْدِهِ، وَذِرْوَةِ سَنَامِهِ؟!»، قُلْتُ : بَلَى يَا رَسُولَ اللّٰهِ! قَالَ : «رَأْسُ الْأَمْرِ الْإِسْلاَمُ، وَعَمُوْدُهُ الصَّلاَةُ، وَذِرْوَةُ سَنَامِهِ الْجِهَادُ»، ثُمَّ قَالَ : «أَلاَ أُخْبِرُكَ بِمَلاَكِ ذَلِكَ كُلِّهِ؟!»، قُلْتُ : بَلَى يَا نَبِيَّ اللّٰهِ! فَأَخَذَ بِلِسَانِهِ، قَالَ : «كُفَّ عَلَيْكَ هَذَا»، فَقُلْتُ : يَا نَبِيَّ اللّٰهِ! وَإِنَّا

لَمُؤَاخَذُوْنَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ؟! فَقَالَ : «ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ يَا مُعَاذُ! وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ -؛ أَوْ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ-؛ إِلاَّ حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ؟!».

- صحيح : «ابن ماجه» (٣٩٧٣).

২৬১৬। মু'আয ইবনু জাবাল (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি কোন এক ভ্রমণে নাবী ﷺ-এর সাথে ছিলাম। একদিন যেতে যেতে আমি তাঁর নিকটবর্তী হলাম। আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল ﷺ! এমন একটি কাজ সম্পর্কে আমাকে জানিয়ে দিন যা আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে এবং জাহান্নাম হতে দূরে রাখবে। তিনি বললেন ঃ তুমি তো আমাকে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে প্রশ্ন করেছো। তবে সেই ব্যক্তির জন্য এ ব্যাপারটা অতি সহজ যে ব্যক্তির জন্য আল্লাহ তা'আলা তা সহজ করে দেন। তুমি আল্লাহ্ তা'আলার 'ইবাদাত করবে, কোন কিছুকে তাঁর সাথে শরীক করবে না, নামায প্রতিষ্ঠা করবে, যাকাত দিবে, রামাযানের রোযা রাখবে এবং বাইতুল্লাহ্র হাজ্জ করবে। তিনি আরো বললেন ঃ আমি কি তোমাকে কল্যাণের দরজাসমূহ সম্পর্কে বলে দিব না? রোযা হলো ঢালস্বরূপ, দান-খাইরাত গুনাহ্সমূহ বিলীন করে দেয়, যেমনিভাবে পানি আগুনকে নিভিয়ে দেয় এবং কোন ব্যক্তির মধ্যরাতের নামায আদায় করা। তারপর তিনি এই আয়াতটি তিলাওয়াত করেন ঃ "তাদের দেহপাশ বিছানা থেকে আলাদা হয়ে যায় এবং তারা তাদের প্রভুকে ডাকে আশায় ও ভয়ে এবং আমি তাদেরকে যে রিয্ক দান করেছি তা থেকে তারা ব্যয় করে। কেউই জানে না তাদের জন্য নয়নপ্রীতিকর কি লুকিয়ে রাখা হয়েছে তাদের কৃতকর্মের পুরস্কারস্বরূপ।" (সূরা আস-সাজদাহ্ ১৬, ১৭)

তিনি আবার বলেন ঃ আমি কি সমস্ত কাজের মূল, স্তম্ভ ও সর্বোচ্চ শিখর সম্পর্কে তোমাকে অবহিত করবো না? আমি বললাম, হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি বললেন ঃ সকল কাজের মূল হলো ইসলাম, স্তম্ভ হলো নামায এবং সর্বোচ্চ শিখর হলো জিহাদ। তিনি আরো বললেন ঃ আমি কি এসব কিছুর সার সম্পর্কে তোমাকে বলব না? আমি বললাম, হ্যাঁ, হে আল্লাহ্র রাসূল! তিনি তাঁর জিহ্বা ধরে বললেন ঃ এটা সংযত রাখ। আমি

প্রশ্ন করলাম, হে আল্লাহ্র নাবী! আমরা যে কথা-বার্তা বলি এগুলো সম্পর্কেও কি পাকড়াও করা (জবাবদিহি) হবে? তিনি বললেন ঃ হে মু'আয! তোমার মা তোমাকে হারিয়ে ফেলুক! মানুষকে শুধুমাত্র জিহ্বার উপার্জনের কারণেই অধঃমুখে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

সহীহ ঃ ইবনু মা-জাহ (৩৯৭৩)।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ।

٩ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ تَرْكِ الصَّلَاةِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৯ ॥ নামায ত্যাগের পরিণতি

٢٦١٨ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ، وَأَبُوْ مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِيْ سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : «بَيْنَ الْكُفْرِ وَالْإِيْمَانِ تَرْكُ الصَّلَاةِ».

- صحيح : «ابن ماجه» (١٠٧٨) م.

২৬১৮। জাবির (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নাবী ﷺ বলেছেন ঃ কুফর ও ঈমানের মধ্যে পার্থক্য হল নামায ত্যাগ করা।

সহীহ ঃ ইবনু মা-জাহ (১০৭৮), মুসলিম।

٢٦١٩ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ : حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ الأَعْمَشِ . . . بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ؛ وَقَالَ : «بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ - أَوِ الْكُفْرِ - تَرْكُ الصَّلَاةِ».

- صحيح : انظر ما قبله.

২৬১৯। আ'মাশ (রাহঃ) হতেও উপরোক্ত সনদে একই রকম হাদীস বর্ণিত আছে। এতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ বান্দাহ্ ও শির্কের মধ্যে অথবা বান্দাহ্ ও কুফরীর মধ্যে পার্থক্য হল নামায ত্যাগ করা।

সহীহ ঃ দেখুন পূর্বের হাদীস

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ। আবূ সুফ্‌ইয়ানের নাম তালহা ইবনু নাফি'।

٢٦٢٠ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلاَةِ».

– صحيح بما قبله : م.

২৬২০। জাবির (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ (মু'মিন) বান্দাহ্ ও কুফরের মধ্যে পার্থক্য হলো নামায ত্যাগ করা।

পূর্বের হাদীসের সহায়তায় সহীহ, মুসলিম

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ। আবুয যুবাইরের নাম মুহাম্মাদ ইবনু মুসলিম ইবনু তাদরুস। তিনি তাদলীস করেন বলে প্রসিদ্ধ।

٢٦٢١ - حَدَّثَنَا أَبُو عَمَّارٍ الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ، وَيُوسُفُ بْنُ عِيسَى، قَالاَ : حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ، قَالَ. (ح) وَحَدَّثَنَا أَبُو عَمَّارٍ الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ، وَمَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ، قَالاَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ. (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ الشَّقِيقِيُّ، وَمَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ، قَالاَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلاَةُ، فَمَنْ تَرَكَهَا؛ فَقَدْ كَفَرَ».

– صحيح : «ابن ماجه» (١٠٧٩).

Contents

২৬২১। বুরাইদাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ আমাদের ও তাদের (কাফিরদের) মধ্যে (মুক্তির) যে প্রতিশ্রুতি আছে তা হল নামায। সুতরাং যে ব্যক্তি নামায ছেড়ে দেয়, সে কুফ্রী কাজ করে।

সহীহ ঃ ইবনু মা-জাহ (১০৭৯)

আনাস ও ইবনু 'আব্বাস (রাযিঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ গারীব।

٢٦٢٢ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَقِيْقٍ الْعُقَيْلِيِّ، قَالَ : كَانَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ ﷺ لاَ يَرَوْنَ شَيْئًا مِنَ الْأَعْمَالِ؛ تَرْكُهُ كُفْرٌ؛ غَيْرَ الصَّلاَةِ.

- صحيح : «صحيح الترغيب» (١/٢٢٧-٥٦٤).

২৬২২। 'আবদুল্লাহ ইবনু শাক্বীক্ব আল-উক্বাইলী (রাহঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, মুহাম্মাদ ﷺ-এর কোন সাহাবী নামায ব্যতীত অন্য কোন 'আমাল ছেড়ে দেয়াকে কুফ্রী কাজ বলে মনে করতেন না।

সহীহ ঃ সহীহুত্ তারগীব (১/২২৭-৫৬৪)

আবূ 'ঈসা বলেন, আমি আবূ মুসআব আল-মাদানীকে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি বলে যে, "শুধুমাত্র মৌখিক স্বীকৃতির নামই ঈমান" তাকে ত্বাওবাহ করতে বলা হবে, ত্বাওবাহ না করলে তাকে হত্যা করতে হবে।

١٠ - بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ ১০ ॥ (ঈমানের স্বাদ লাভকারী ব্যক্তি)

٢٦٢٣ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِيْ وَقَّاصٍ، عَنِ الْعَبَّاسِ ابْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : «ذَاقَ طَعْمَ الْإِيْمَانِ؛

مَنْ رَضِيَ بِاللّٰهِ رَبًّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِيْنًا، وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا».

- صحيح : م (٤٦/١).

২৬২৩। আল-'আব্বাস ইবনু 'আবদিল মুত্তালিব (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন ঃ সেই ব্যক্তি ঈমানের স্বাদ লাভ করেছে, যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলাকে প্রতিপালক হিসেবে, ইসলামকে দ্বীন হিসেবে এবং মুহাম্মাদ ﷺ-কে নাবী হিসেবে খুশী মনে মেনে নিয়েছে।

সহীহ ঃ মুসলিম (১/৪৬)

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ।

٢٦٢٤ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : «ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيْهِ؛ وَجَدَ بِهِنَّ طَعْمَ الْإِيْمَانِ : مَنْ كَانَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ؛ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلّٰهِ، وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَعُوْدَ فِيْ الْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْقَذَهُ اللّٰهُ مِنْهُ؛ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فِيْ النَّارِ».

- صحيح : «ابن ماجه» (٤٠٣٣) ق.

২৬২৪। আনাস ইবনু মালিক (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তির মধ্যে তিনটি গুণ রয়েছে সে ঈমানের স্বাদ লাভ করেছে। (১) যে ব্যক্তির কাছে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই অন্য সকল কিছু হতে প্রিয়তর, (২) যে আল্লাহ তা'আলার ওয়াস্তে কোন মানুষকে ভালবাসে এবং (৩) আল্লাহ তা'আলা কাউকে (ঈমানের মাধ্যমে) কুফ্‌রী হতে মুক্তিদানের পর সে আবার তাতে ফিরে যেতে এতটা অপছন্দ করে যতটা অপছন্দ করে আগুনে নিক্ষিপ্ত হতে।

সহীহ ঃ ইবনু মা-জাহ (৪০৩৩), বুখারী ও মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ। কাতাদাহ্ (রাযিঃ) এ হাদীসটি আনাস ইবনু মালিক (রাযিঃ)-এর বরাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে বর্ণনা করেছেন।

١١- بَابُ مَا جَاءَ لاَ يَزْنِيْ الزَّانِيْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ

অনুচ্ছেদ ঃ ১১ ॥ কেউ যিনায় লিপ্ত থাকা অবস্থায় মু'মিন থাকে না

٢٦٢٥ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ : حَدَّثَنَا عَبِيْدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «لاَ يَزْنِيْ الزَّانِي حِيْنَ يَزْنِيْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ يَسْرِقُ السَّارِقُ حِيْنَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَكِنَّ التَّوْبَةَ مَعْرُوْضَةٌ».

- صحيح : «ابن ماجه» (٣٩٣٦) ق.

وَفِيْ الْبَابِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَعَائِشَةَ، وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِيْ أَوْفَى.

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : حَدِيْثُ أَبِيْ هُرَيْرَةَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ.

وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : «إِذَا زَنَى الْعَبْدُ؛ خَرَجَ مِنْهُ الْإِيْمَانُ، فَكَانَ فَوْقَ رَأْسِهِ كَالظُّلَّةِ، فَإِذَا خَرَجَ مِنْ ذَلِكَ الْعَمَلِ؛ عَادَ إِلَيْهِ الْإِيْمَانُ».

وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِيْ جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، أَنَّهُ قَالَ فِيْ هَذَا : خَرَجَ مِنَ الْإِيْمَانِ إِلَى الْإِسْلاَمِ.

وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهُ قَالَ فِي الزِّنَا وَالسَّرِقَةِ : «مَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا، فَأُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ؛ فَهُوَ كَفَّارَةُ ذَنْبِهِ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا، فَسَتَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ؛ فَهُوَ إِلَى اللَّهِ : إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ».

- صحيح : «الصحيحة» (٢٣١٧) ق.

২৬২৫। আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যিনাকারী যিনায় লিপ্ত থাকাবস্থায় মু'মিন থাকে না, চোর চুরি করার সময় মু'মিন থাকে না। তবে তাওবাহ্ করার সুযোগ আছে।

সহীহ ঃ ইবনু মা-জাহ (৩৯৩৬), বুখারী ও মুসলিম।

ইবনু 'আব্বাস, 'আয়িশাহ্ ও 'আবদুল্লাহ ইবনু আবী আওফা (রাযিঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ 'ঈসা বলেন, আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটি হাসান সহীহ এবং এ সূত্রে গারীব।

অধিকন্তু আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, নাবী ﷺ বলেন ঃ "বান্দা যখন যিনায় লিপ্ত থাকে, তখন ঈমান তার থেকে বেরিয়ে যায় এবং ছায়ার মতো তার মাথার উপর অবস্থান করে। তারপর সে যখন সেই দুষ্কর্ম হতে সরে আসে তখন ঈমানও তার মাঝে ফিরে আসে।"

আবূ জা'ফার মুহাম্মাদ ইবনু 'আলী (রাহঃ) হতে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, "অপরাধী ব্যক্তি এ ধরনের পরিস্থিতে ঈমানের স্তর হতে বেরিয়ে ইসলামের স্তরে নেমে আসে"।

একাধিক সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি যিনা ও চুরি সম্পর্কে বলেন ঃ "যে ব্যক্তি যিনা ও চুরির অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত হয়েছে এবং তার উপর হদ্দ (নির্ধারিত শাস্তি) কার্যকর করা হয়েছে, তাতে তার গুনাহ্র কাফফারা হয়ে গেছে। আর কেউ এ অপরাধে লিপ্ত হলে এবং আল্লাহ তা'আলা তা গোপন রাখলে এটা আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। তিনি চাইলে ক্বিয়ামাত দিবসে তাকে শাস্তিও দিতে পারেন, ক্ষমাও করতে পারেন"।

সহীহ ঃ সহীহাহ্ (২৩১৭), বুখারী ও মুসলিম।

তাছাড়া এ হাদীসটি 'আলী ইবনু আবূ তালিব, 'উবাদাহ্ ইবনুস সামিত ও খুযাইমাহ্ (রাযিঃ) প্রমুখগণ নাবী ﷺ হতে বর্ণনা করেছেন।

١٢ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ أَنَّ الْمُسْلِمَ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১২ ॥ যার হাত ও মুখ থেকে অন্য মুসলিমগণ নিরাপদ থাকে সে-ই প্রকৃত মুসলিম

٢٦٢٧ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ : «الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ، وَالْمُؤْمِنُ مَنْ أَمِنَهُ النَّاسُ عَلَى دِمَائِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ».

- حسن صحيح : «المشكاة» (٣٣ - التحقيق الثاني)، «الصحيحة» (٥٤٩).

২৬২৭। আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যার জিহ্বা ও হাত থেকে মুসলিমগণ নিরাপদ থাকে সে ব্যক্তিই প্রকৃত মুসলিম। আর যাকে মানুষ তাদের জান ও মালের জন্য নিরাপদ মনে করে সে-ই প্রকৃত মু'মিন।

হাসান সহীহ ঃ মিশকাত তাহক্বীক্ব সানী (৩৩), সহীহাহ্ (৫৪৯)।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ। অপর বর্ণনায় আছে ঃ নাবী ﷺ-কে প্রশ্ন করা হল যে, কোন্ ব্যক্তি মুসলিমদের মধ্যে সবচাইতে উত্তম? তিনি বললেন ঃ যার জিহ্বা ও হাত থেকে মুসলিমগণ নিরাপদ থাকে।

জাবির, আবূ মূসা ও 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আম্র (রাযিঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে।

Contents

٢٦٢٨ - حَدَّثَنَا بِذَلِكَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيْدٍ الْجَوْهَرِيُّ : حَدَّثَنَا أَبُوْ أُسَامَةَ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ جَدِّهِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ : أَيُّ الْمُسْلِمِيْنَ أَفْضَلُ؟ قَالَ : «مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ».

- صحيح : ق وهو مكرر (٢٥٠٤).

২৬২৮। আবূ মূসা আল-আশ'আরী (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নাবী ﷺ-কে প্রশ্ন করা হল, কোন্ ব্যক্তি মুসলিমদের মধ্যে সবচাইতে উত্তম? তিনি বললেন ঃ যার জিহ্‌বা ও হাত থেকে মুসলিমগণ নিরাপদ থাকে।

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম। এটি ২৫০৪ নং হাদীসের পুনরুক্তি।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি সহীহ এবং আবূ মূসা (রাযিঃ)-এর সূত্রে নাবী ﷺ হতে বর্ণিত হাদীস হিসেবে গারীব।

١٣ - بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الْإِسْلَامَ بَدَأَ غَرِيْبًا وَسَيَعُوْدُ غَرِيْبًا

অনুচ্ছেদ ঃ ১৩ ॥ ইসলামের সূচনা হয়েছে অপরিচিত অবস্থায় এবং অচিরেই অপরিচিত হবে

٢٦٢٩ - حَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ : حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «إِنَّ الْإِسْلَامَ بَدَأَ غَرِيْبًا، وَسَيَعُوْدُ غَرِيْبًا كَمَا بَدَأَ؛ فَطُوْبَى لِلْغُرَبَاءِ».

- صحيح : «ابن ماجه» (٣٩٨٨) م.

২৬২৯। 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ অপরিচিত অবস্থায় ইসলামের সূচনা হয়েছে এবং

যে অবস্থায় তার সূচনা হয়েছিল আবার সে রকম অপরিচিত অবস্থায় ফিরে আসবে। সুতরাং অপরিচিতদের জন্যই সু-সংবাদ।

সহীহ ঃ ইবনু মা-জাহ (৩৯৮৮), মুসলিম।

সা'দ, ইবনু 'উমার, জাবির, আনাস ও 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আম্র (রাযিঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ, ইবনু মাস'ঊদ (রাযিঃ)-এর বর্ণনা হিসেবে গারীব। আমরা এ হাদীস শুধুমাত্র হাফ্স ইবনু গিয়াস হতে আ'মাশের সূত্রেই জেনেছি। আবুল আহ্ওয়াসের নাম 'আওফ ইবনু মালিক ইবনু নাযলা আল-জুশামী। হাফ্স এ হাদীসটি এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

١٤ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ عَلاَمَةِ الْمُنَافِقِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৪ ॥ মুনাফিক্বের আলামত (নিদর্শন)

٢٦٣١ - حَدَّثَنَا أَبُوْ حَفْصٍ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ ابْنِ قَيْسٍ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ : «آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلاَثٌ : إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ».

- صحيح : «إيمان أبي عبيد» ص (٩٥) ق.

২৬৩১। আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ মুনাফিক্বের আলামত বা নিদর্শন তিনটি। সে (১) কথা বললে মিথ্যা বলে; (২) ওয়া'দাহ্ করলে তা ভঙ্গ করে এবং (৩) তার নিকট আমানাত রাখা হলে সে তার খিয়ানাত করে।

সহীহ ঃ ঈমান আবী 'উবাইদ, পৃষ্ঠা (৯৫), বুখারী ও মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান এবং আল-আ'লার বর্ণনা হিসেবে গারীব। আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) হতে একাধিক সূত্রে এই মর্মে নাবী ﷺ-এর হাদীস বর্ণিত আছে। 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ, আনাস ও জাবির (রাযিঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। উপরোক্ত হাদীসের মতো হাদীস 'আলী ইবনু হুজ্র-ইসমাঈল ইবনু জা'ফার হতে, তিনি আবূ সুহাইল

ইবনু মালিক হতে, তিনি তার বাবা হতে, তিনি আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) হতে তিনি নাবী ﷺ হতে এই সূত্রে বর্ণিত আছে। আবূ 'ঈসা বলেন, এ সূত্রে বর্ণিত হাদীসটি সহীহ। আবূ সুহাইল হলেন মালিক ইবনু আনাস (রাহঃ)-এর চাচা, তার নাম নাফি', ইবনু মালিক ইবনু আবী 'আমির আল-আসবাহী আল-খাওলানী।

٢٦٣٢ - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : «أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ؛ كَانَ مُنَافِقًا، وَإِنْ كَانَتْ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ فِيهِ؛ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا : مَنْ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ».

- صحيح : «التعليق الرغيب» (٤/٢٧) : ق.

২৬৩২। 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আম্‌র (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তির মধ্যে চারটি অভ্যাস রয়েছে সে মুনাফিক্ব। আর যার মধ্যে এগুলোর কোন একটি অভ্যাস থাকে, তা ত্যাগ করার পূর্ব পর্যন্ত তার মধ্যে মুনাফিক্বীর একটি স্বভাব থাকে। যে কথা বললে মিথ্যা বলে, ওয়া'দাহ্ করলে তা ভঙ্গ করে, ঝগড়া করলে অশ্লীল ভাষায় গালাগালি করে এবং চুক্তি করলে বিশ্বাসঘাতকতা করে।

এ হাদীসটি হাসান সহীহ। হাসান ইবনু 'আলী আল-খাল্লাল-'আবদুল্লাহ ইবনু নুমাইর হতে, তিনি আ'মাশ হতে, তিনি 'আবদুল্লাহ ইবনু মুর্‌রাহ্ (রাহঃ)-এর সূত্রে উপরোক্ত হাদীসের সমার্থক হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ 'ঈসা বলেন, এ সূত্রে বর্ণিত হাদীসটিও হাসান সহীহ। বিশেষজ্ঞ আলিমগণ মনে করেন এ হাদীসের তাৎপর্য হলো, কার্যকলাপে মুনাফিক্বী, এখনো যা বিদ্যমান আছে। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে মুনাফিক্বী ছিল ইসলামকে অস্বীকার করার মুনাফিক্বী। হাসান বাস্‌রী (রাহঃ) হতে একই রকম ব্যাখ্যা বর্ণিত আছে।

١٥ - بَابُ مَا جَاءَ سِبَابُ الْمُؤْمِنِ فُسُوقٌ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৫ ॥ মু'মিনকে গালি দেয়া ফাসিক্বী (পাপ)

٢٦٣٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بَزِيْعٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَكِيْمِ ابْنُ مَنْصُوْرٍ الْوَاسِطِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ، عَنْ أَبِيْهِ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «قِتَالُ الْمُسْلِمِ أَخَاهُ كُفْرٌ، وَسِبَابُهُ فُسُوْقٌ».

- صحيح : ق. وقد مضى (١٩٨٣) سند آخر عنه.

২৬৩৪। 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ মুসলিমের বিরুদ্ধে লড়াই করা কুফ্রী এবং তাকে গালি দেয়া ফাসিক্বী।

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম। অন্য সনদে ১৯৮৩ নং হাদীস পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

সা'দ ও 'আবদুল্লাহ ইবনু মুগাফফাল (রাযিঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ 'ঈসা বলেন, 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটি হাসান সহীহ। এ হাদীসটি ইবনু মাস'ঊদ (রাযিঃ) হতে একাধিক সূত্রে বর্ণিত আছে।

٢٦٣٥ - حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ : حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ زُبَيْدٍ، عَنْ أَبِيْ وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوْقٌ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ».

- صحيح : ق، وهو مكرر الحديث (١٩٨٣).

২৬৩৫। 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ মুসলিমকে গালি দেয়া ফাসিক্বী এবং তার বিরুদ্ধে লড়াই করা বা তাকে হত্যা করা কুফরী।

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম। ইহা ১৯৮৩ নং হাদীসের পুনরুক্তি।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ। কোন মুসলিম তার মুসলিম ভাইকে হত্যা করা কুফ্রী। তবে এর দ্বারা সে মুরতাদ (কাফির) হয় না। এর দলীল নাবী ﷺ হতে বর্ণিত হাদীস "যাকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করা হয় তার উত্তরাধিকারীগণ ইচ্ছা করলে হত্যাকারীকে হত্যাও করতে পারে, ইচ্ছা করলে ক্ষমাও করতে পারে।" মুরতাদ হয়ে গেলে হত্যা করা ওয়াজিব হয়ে যেত। ইবনু 'আব্বাস, তাঊস, আতা এবং আরো অনেক বিশেষজ্ঞ আলিমগণ উক্ত অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

١٦ - بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ رَمَى أَخَاهُ بِكُفْرٍ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৬ ॥ কেউ তার ভাইকে কুফ্রীর অপবাদ দিলে

٢٦٣٦ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ الْأَزْرَقُ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : «لَيْسَ عَلَى الْعَبْدِ نَذْرٌ فِيمَا لاَ يَمْلِكُ، وَلاَعِنُ الْمُؤْمِنِ كَقَاتِلِهِ، وَمَنْ قَذَفَ مُؤْمِنًا بِكُفْرٍ؛ فَهُوَ كَقَاتِلِهِ، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ؛ عَذَّبَهُ اللَّهُ بِمَا قَتَلَ بِهِ نَفْسَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

- صحيح : «ابن ماجه» (٢٠٩٨).

২৬৩৬। সাবিত ইবনুয্ যাহ্হাক (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ কোন বান্দার যে জিনিসের মালিকানা নেই সে সেই জিনিসের মানৎ করলে তা পূরণ করা তার জন্য অপরিহার্য নয়। মু'মিনকে অভিশাপকারী তাকে হত্যাকারীর অনুরূপ। যে লোক কোন মু'মিন ব্যক্তিকে কুফরীর অপবাদ দেয়, সেও তার হত্যাকারীর অনুরূপ। আর যে ব্যক্তি যে জিনিসের সাহায্যে আত্মহত্যা করে, আল্লাহ তা'আলা তাকে সেই জিনিস দ্বারাই কিয়ামাত দিবসে শাস্তি দিবেন।

সহীহ ঃ ইবনু মা-জাহ (২০৯৮)

আবূ যার ও ইবনু 'উমার (রাযিঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ।

Contents

٢٦٣٧ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِك، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِيْنَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : «أَيُّمَا رَجُلٍ قَالَ لأَخِيْهِ : كَافِرٌ؛ فَقَدْ بَاءَ بِهِ أَحَدُهُمَا».

- صحيح : م (١/٥٧).

২৬৩৭। ইবনু ‘উমার (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নাবী ﷺ বলেছেন ঃ কোন লোক তার ভাইকে কাফির বললে তা এ দু’জনের যে কোন একজনের উপর বর্তায়।

সহীহ ঃ মুসলিম (১/৫৭)।

এ হাদীসটি হাসান সহীহ গারীব। বায়া অর্থাৎ- স্বীকার করলো।

١٧ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْمَنْ يَمُوْتُ وَهُوَ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৭ ॥ “আল্লাহ তা‘আলা ব্যতীত আর কোন প্রভু নেই” এই সাক্ষ্যে অটল থেকে যে ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করে

٢٦٣٨ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيْزٍ، عَنِ الصُّنَابِحِيِّ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، أَنَّهُ قَالَ : دَخَلْتُ عَلَيْهِ وَهُوَ فِيْ الْمَوْتِ، فَبَكَيْتُ، فَقَالَ : مَهْلاً، لِمَ تَبْكِي؟! فَوَاللَّهِ لَئِنِ اسْتُشْهِدْتُ؛ لأَشْهَدَنَّ لَكَ، وَلَئِنْ شُفِّعْتُ، لأَشْفَعَنَّ لَكَ، وَلَئِنِ اسْتَطَعْتُ؛ لأَنْفَعَنَّكَ، ثُمَّ قَالَ : وَاللَّهِ؛ مَا مِنْ حَدِيْثٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ لَكُمْ فِيْهِ خَيْرٌ؛ إِلاَّ حَدَّثْتُكُمُوْهُ؛ إِلاَّ حَدِيْثًا وَاحِدًا، وَسَوْفَ أُحَدِّثُكُمُوْهُ الْيَوْمَ؛ وَقَدْ أُحِيْطَ بِنَفْسِيْ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ يَقُوْلُ : «مَنْ شَهِدَ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللَّهِ؛ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ النَّارَ».

- حسن : م (١/٤٣).

২৬৩৮। আস্-সুনাবিহী (রাহঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি 'উবাদাহ্ ইবনুস সামিত (রাযিঃ)-এর নিকট উপস্থিত হলাম, সে সময় তিনি অন্তিম অবস্থায় ছিলেন। আমি (তাঁকে এ অবস্থায় দেখে) কেঁদে ফেললাম। তিনি বললেন, থামো, কাঁদছো কেন? আল্লাহ্র শপথ! যদি আমার সাক্ষ্য চাওয়া হয় তবে আমি অবশ্যই তোমার (ঈমানের) পক্ষে সাক্ষ্য দিব, যদি সুপারিশের অনুমতি আমাকে দেয়া হয় তবে অবশ্যই তোমার জন্য আমি সুপারিশ করবো; আর আমার পক্ষে সম্ভব হলে আমি অবশ্যই তোমার উপকার করবো। তিনি আবার বললেন, আল্লাহ্র কসম! আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে তোমাদের জন্য কল্যাণকর যেসব কথা শুনেছি তার সবই তোমাদেরকে বলেছি। শুধুমাত্র একটি কথা বলা বাকি আছে, যা আমি আজ তোমাদেরকে এমন অবস্থায় বলছি যে, মৃত্যু আমাকে বেষ্টন করে ফেলেছে। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি সাক্ষ্য দিবে যে, আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত আর কোন প্রভু নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহ্র রাসূল, তার জন্য আল্লাহ তা'আলা জাহান্নামকে হারাম করে দিবেন।

হাসান ঃ মুসলিম (১/৪৩)

আবূ বাক্র, 'উমার, 'উসমান, তালহা, জাবির, ইবনু 'উমার ও যাইদ ইবনু খালিদ (রাযিঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। ইবনু 'উয়াইনাহ্ বলেন, মুহাম্মাদ ইবনু আজলান নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী এবং হাদীস শাস্ত্রে বিশ্বস্ত ব্যক্তি। আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ এবং এ সূত্রে গারীব। আস্-সুনাবিহী হলেন 'আবদুর রহমান ইবনু উসাইল উপনাম আবূ 'আবদুল্লাহ।

যুহরী (রাহঃ) হতে বর্ণিত যে, তাকে নাবী ﷺ-এর বাণী– "যে ব্যক্তি বলবে আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত আর কোন প্রভু নেই, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে"-এর তাৎপর্য প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, ইসলামের প্রাথমিক যুগে যখন ফরযসমূহ, আদেশ-নিষেধ ইত্যাদি বিধান পুরাপুরি অবতীর্ণ হয়নি, তখন হাদীসের এ অর্থ প্রযোজ্য ছিল। কিছু আলিমের মতে এ হাদীসের অর্থ এই যে, তাওহীদপন্থীরা জান্নাতে যাবেই, যদিও তাদের গুনাহ্র কারণে কিছু দিন জাহান্নামে শাস্তি দেয়া হবে, কিন্তু তারা চিরদিন জাহান্নামে থাকবে না।

'আবদুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ, আবূ যার, 'ইমরান ইবনু হুসাইন, জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ, ইবনু 'আব্বাস, আবূ সা'ঈদ আল-খুদরী ও আনাস (রাযিঃ) প্রমুখ সাহাবী নাবী ﷺ হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ তাওহীদপন্থীরা জাহান্নাম থেকে বেরিয়ে আসবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করবে। একইভাবে সা'ঈদ ইবনু জুবাইর, ইবরাহীম নাখঈ প্রমুখ তাবিঈগণ- "কখনো কখনো কাফিররা আকাঙ্ক্ষা করবে যে, তারা যদি মুসলিম হত"– (সূরা হিজর ঃ ২) আয়াতের তাফসীরে বলেন, যখন তাওহীদপন্থীদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করা হবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে তখন কাফিররা আফসোস করে বলবে যে, তারাও যদি মুসলিম হতো।

٢٦٣٩ – حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ، عَنْ لَيْثِ بْنِ سَعْدٍ : حَدَّثَنِي عَامِرُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَعَافِرِيِّ- ثُمَّ الْحُبُلِيِّ-، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ ابْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ يَقُوْلُ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «إِنَّ اللّٰهَ سَيُخَلِّصُ رَجُلاً مِنْ أُمَّتِي عَلَى رُءُوْسِ الْخَلاَئِقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيَنْشُرُ عَلَيْهِ تِسْعَةً وَتِسْعِيْنَ سِجِلاًّ، كُلُّ سِجِلٍّ مِثْلُ مَدِّ الْبَصَرِ، ثُمَّ يَقُوْلُ : أَتُنْكِرُ مِنْ هَذَا شَيْئًا؟ أَظَلَمَكَ كَتَبَتِيْ الْحَافِظُوْنَ؟ فَيَقُوْلُ : لاَ يَا رَبِّ! فَيَقُوْلُ : أَفَلَكَ عُذْرٌ؟ فَيَقُوْلُ : لاَ يَا رَبِّ! فَيَقُوْلُ : بَلَى؛ إِنَّ لَكَ عِنْدَنَا حَسَنَةً؛ فَإِنَّهُ لاَ ظُلْمَ عَلَيْكَ الْيَوْمَ، فَتُخْرَجُ بِطَاقَةٌ فِيْهَا : أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللّٰهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، فَيَقُوْلُ : احْضُرْ وَزْنَكَ، فَيَقُوْلُ : يَا رَبِّ! مَا هَذِهِ الْبِطَاقَةُ مَعَ هَذِهِ السِّجِلاَّتِ؟! فَقَالَ : إِنَّكَ لاَ تُظْلَمُ، قَالَ : فَتُوْضَعُ السِّجِلاَّتُ فِيْ كَفَّةٍ، وَالْبِطَاقَةُ فِيْ كِفَّةٍ، فَطَاشَتِ السِّجِلاَّتُ، وَثَقُلَتِ الْبِطَاقَةُ، فَلاَ يَثْقُلُ مَعَ اسْمِ اللّٰهِ شَيْءٌ».

– صحيح : «ابن ماجه» (٤٣٠٠).

২৬৩৯। 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আম্র ইবনুল 'আস (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি ঃ আল্লাহ তা'আলা ক্বিয়ামাত দিবসে আমার উম্মাতের একজনকে সমস্ত সৃষ্টির সামনে আলাদা করে এনে উপস্থিত করবেন। তিনি তার সামনে নিরানব্বইটি 'আমালনামার খাতা খুলে ধরবেন। প্রতিটি খাতা দৃষ্টির সীমা পর্যন্ত বিস্তৃত হবে। তারপর তিনি প্রশ্ন করবেন, তুমি কি এগুলো হতে কোন একটি (গুনাহ) অস্বীকার করতে পার? আমার লেখক ফেরেশতারা কি তোমার উপর যুল্ম করেছে? সে বলবে, না, হে প্রভু! তিনি আবার প্রশ্ন করবেন ঃ তোমার কোন অভিযোগ আছে কি? সে বলবে, না, হে আমার প্রভু! তিনি বলবেন ঃ আমার নিকট তোমার একটি সাওয়াব আছে। আজ তোমার উপর এতটুকু যুলুমও করা হবে না। তখন ছোট একটি কাগজের টুকরা বের করা হবে। তাতে লিখা থাকবে ঃ "আমি সাক্ষ্য প্রদান করে যে, আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত আর কোন প্রভু নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দেই যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ আল্লাহ্র বান্দা ও তাঁর রাসূল"। তিনি তাকে বলবেন ঃ দাড়িপাল্লার সামনে যাও। সে বলবে, হে প্রভূ! এতগুলো খাতার বিপরীতে এই সামান্য কাগজটুকুর কি আর ওজন হবে? তিনি বলবেন ঃ তোমার উপর কোন রকম যুলুম করা হবে না। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ তারপর খাতাগুলো এক পাল্লায় রাখা হবে এবং উক্ত টুকরাটি আরেক পাল্লায় রাখা হবে। ওজনে খাতাগুলোর পাল্লা হালকা হবে এবং কাগজের টুকরার পাল্লা ভারী হবে। আর আল্লাহ তা'আলার নামের বিপরীতে কোন কিছুই ভারী হতে পারে না।

সহীহ ঃ ইবনু মা-জাহ (৪৩০০)

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান গারীব। কুতাইবা-ইবনু লাহীআ হতে, তিনি 'আমির ইবনু ইয়াহ্ইয়া (রাহঃ) হতে এই সনদে উক্ত মর্মে অনুরূপ বর্ণিত আছে। 'বিতাকা' অর্থ টুকরা বা খণ্ড।

١٨ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ افْتِرَاقِ هَذِهِ الْأُمَّةِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৮ ॥ এই উম্মাতের অনৈক্য

٢٦٤٠ - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ أَبُوْ عَمَّارٍ : حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوْسَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : «تَفَرَّقَتِ الْيَهُوْدُ عَلَى إِحْدَى وَسَبْعِيْنَ - أَوِ اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِيْنَ فِرْقَةً-، وَالنَّصَارَى مِثْلَ ذَلِكَ، وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِيْ عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِيْنَ فِرْقَةً».

- حسن صحيح : «ابن ماجه» (٣٩٩١).

২৬৪০। আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ ইয়াহূদীরা একাত্তর অথবা বাহাত্তর দলে বিভক্ত হয়েছিল এবং খৃষ্টানেরাও অনুরূপ দলে বিভক্ত হয়েছিল। আর আমার উম্মাত বিভক্ত হবে তিয়াত্তর দলে।

হাসান সহীহ ঃ ইবনু মা-জাহ (৩৯৯১)

সা'দ, 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আম্র ও 'আওফ ইবনু মালিক (রাযিঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ 'ঈসা বলেন, আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসটি হাসান সহীহ।

٢٦٤١ - حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ : حَدَّثَنَا أَبُوْ دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادٍ الْأَفْرِيْقِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَزِيْدَ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «لَيَأْتِيَنَّ عَلَى أُمَّتِيْ مَا أَتَى عَلَى بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ، حَتَّى إِنْ كَانَ مِنْهُمْ مَنْ أَتَى أُمَّهُ عَلَانِيَةً؛ لَكَانَ فِيْ أُمَّتِيْ مَنْ يَصْنَعُ ذَلِكَ، وَإِنَّ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ

تَفَرَّقَتْ عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ مِلَّةً، وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِيْنَ مِلَّةً، كُلُّهُمْ فِيْ النَّارِ؛ إِلاَّ مِلَّةً وَاحِدَةً»، قَالُوْا : وَمَنْ هِيَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ؟! قَالَ : «مَا أَنَا عَلَيْهِ، وَأَصْحَابِيْ».

- حسن : «المشكاة» (١٧١ - التحقيق الثاني)، «الصحيحة» (١٣٤٨).

২৬৪১। 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আম্‌র (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ বানী ইসরাঈল যে অবস্থায় পতিত হয়েছিল, নিঃসন্দেহে আমার উম্মাতও সেই অবস্থার সম্মুখীন হবে, যেমন একজোড়া জুতার একটি আরেকটির মতো হয়ে থাকে। এমনকি তাদের মধ্যে কেউ যদি প্রকাশ্যে তার মায়ের সাথে ব্যভিচার করে থাকে, তবে আমার উম্মাতের মধ্যেও কেউ তাই করবে। আর বানী ইসরাঈল বাহাত্তর দলে বিভক্ত হয়েছিল। আমার উম্মাত তিয়াত্তর দলে বিভক্ত হবে। শুধু একটি দল ছাড়া তাদের সবাই জাহান্নামী হবে। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! সে দল কোন্‌টি? তিনি বললেন ঃ আমি ও আমার সাহাবীগণ যার উপর প্রতিষ্ঠিত।

হাসান ঃ মিশকাত, তাহক্বীক্ব সানী (১৭১), সহীহাহ্ (১৩৪৮)।

আবূ 'ঈসা বলেন, হাদীসটি হাসান গারীব ও সব্যাখ্যায়িত (মুফাস্‌সার)। এই সনদসূত্র ব্যতীত উপরোক্ত প্রকৃতির কোন বর্ণনা প্রসঙ্গে আমাদের জানা নেই।

٢٦٤٢ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنَ عَرَفَةَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِيْ عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الدَّيْلَمِيِّ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَمْرٍو يَقُوْلُ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : «إِنَّ اللّٰهَ - عَزَّ وَجَلَّ - خَلَقَ خَلْقَهُ فِيْ ظُلْمَةٍ، فَأَلْقَى عَلَيْهِمْ مِنْ نُوْرِهِ؛ فَمَنْ أَصَابَهُ مِنْ ذَلِكَ النُّوْرِ اهْتَدَى، وَمَنْ أَخْطَأَهُ ضَلَّ، فَلِذَلِكَ أَقُوْلُ : جَفَّ الْقَلَمُ عَلَى عِلْمِ اللّٰهِ».

– صحيح : «المشكاة» (١٠١)، «الصحيحة» (١٠٧٦)، «الظلال» (٢٤١-٢٤٤).

২৬৪২। 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আম্‌র (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺকে বলতে শুনেছি ঃ আল্লাহ তা'আলা অন্ধকারে তাঁর মাখলূকাত সৃষ্টি করেছেন। তারপর তিনি এদের উপর তাঁর নূরের আলোকপ্রভা ঢেলে দিয়েছেন। সুতরাং সেই নূরের আলোকপ্রভা যে ব্যক্তির উপর পড়েছে সে সৎপথ পেয়েছে এবং যে ব্যক্তির উপর তা পড়েনি সে পথভ্রষ্ট হয়েছে। এ জন্যেই আমি বলি ঃ আল্লাহ তা'আলার 'ইল্‌ম অনুযায়ী ক্বলম (তাক্বদীরের লিখন) শুকিয়ে গেছে।

সহীহ ঃ মিশকাত (১০১), সহীহাহ্‌ (১০৭৬), আয্‌যিলা-ল (২৪১-২৪৪)।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান।

٢٦٤٣ – حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ : حَدَّثَنَا أَبُوْ أَحْمَدَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِيْ إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُوْنٍ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «أَتَدْرِيْ مَا حَقُّ اللّٰهِ عَلَى الْعِبَادِ؟! قُلْتُ : اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ، قَالَ : «فَإِنَّ حَقَّهُ عَلَيْهِمْ؛ أَنْ يَعْبُدُوْهُ وَلاَ يُشْرِكُوْا بِهِ شَيْئًا»، قَالَ : «أَتَدْرِيْ مَا حَقُّهُمْ عَلَيْهِ إِذَا فَعَلَوْا ذَلِكَ؟»، قُلْتُ : اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ، قَالَ : «أَنْ لاَ يُعَذِّبَهُمْ».

– صحيح «ابن ماجه» (٤٢٩٦) ق.

২৬৪৩। মু'আয ইবনু জাবাল (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রশ্ন করেন ঃ তুমি কি জানো বান্দার উপর আল্লাহ তা'আলার কি হক্ব (অধিকার) রয়েছে? আমি বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন। তিনি বললেন ঃ তাদের উপর তাঁর হক্ব এই যে, তারা তাঁর 'ইবাদাত করবে এবং তাঁর সাথে আর কোন কিছুকে অংশীদার স্থাপন করবে

না। তিনি আবার প্রশ্ন করেন ঃ তারা এগুলো করলে আল্লাহ তা'আলার উপর তাদের কি হক্ব (অধিকার) রয়েছে তুমি কি তা জানো? আমি বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন। তিনি বললেন ঃ আল্লাহ তা'আলার উপর তাদের হক্ব এই যে, তিনি তাদেরকে শাস্তি দিবেন না।

সহীহ ঃ ইবনু মা-জাহ (৪২৯৬), বুখারী ও মুসলিম।

এ হাদীসটি হাসান সহীহ। এ হাদীসটি মু'আয ইবনু জাবাল (রাযিঃ) হতে একাধিক সূত্রে বর্ণিত হয়েছে।

٢٦٤٤ - حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ : حَدَّثَنَا أَبُوْ دَاوُدَ : أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ حَبِيْبِ ابْنِ أَبِيْ ثَابِتٍ، وَعَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ رُفَيْعٍ، وَالْأَعْمَشِ- كُلُّهُمْ-، سَمِعُوْا زَيْدَ بْنَ وَهْبٍ، عَنْ أَبِيْ ذَرٍّ، أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : «أَتَانِيْ جِبْرِيْلُ، فَبَشَّرَنِيْ، فَأَخْبَرَنِيْ أَنَّهُ مَنْ مَاتَ لاَ يُشْرِكُ بِاللّٰهِ شَيْئًا؛ دَخَلَ الْجَنَّةَ»، قُلْتُ : وَإِنْ زَنَى، وَإِنْ سَرَقَ؟! قَالَ : «نَعَمْ».

- صحيح : «الصحيحة» (٨٢٦) ق.

২৬৪৪। আবূ যার (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ জিবরীল (আঃ) আমার নিকট এসে এই সুসংবাদ দেন যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার সাথে কিছু শারীক না করে মারা যাবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আমি প্রশ্ন করলাম, সে যদি ব্যভিচার করে থাকে, সে যদি চুরি করে থাকে? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ (তবুও সে জান্নাতে যাবে)।

সহীহ ঃ সহীহাহ্ (৮২৬), বুখারী ও মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ। এ অনুচ্ছেদে আবুদ দারদা (রাযিঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে।

٣٩ - كتاب العِلْمِ عَنْ رَسُولِ اللّٰه ﷺ

অধ্যায়- ৩৯ ঃ জ্ঞান

١ - بَابُ إِذَا أَرَادَ اللّٰهُ بِعَبْدٍ خَيْرًا فَقَّهَهُ فِيْ الدِّيْنِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১ ॥ আল্লাহ্ তা'আলা যার কল্যাণ চান তাকে ধর্মের জ্ঞানে সমৃদ্ধ করেন

٢٦٤٥ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ جَعْفَرٍ : حَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدِ بْنِ أَبِيْ هِنْدٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : «مَنْ يُرِدِ اللّٰهُ بِهِ خَيْرًا؛ يُفَقِّهْهُ فِيْ الدِّيْنِ».

- صحيح : «ابن ماجه» (٢٢٠) ق.

২৬৪৫। ইবনু 'আব্বাস (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা যে ব্যক্তির কল্যাণ চান, তাকে ধর্মের জ্ঞানে সমৃদ্ধ করেন।

সহীহ ঃ ইবনু মা-জাহ (২২০), বুখারী ও মুসলিম।

'উমার, আবূ হুরাইরাহ্ ও মু'আবিয়াহ্ (রাযিঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ।

٢ - بَابُ فَضْلِ طَلَبِ الْعِلْمِ

অনুচ্ছেদ ঃ ২ ॥ জ্ঞান সন্ধানের ফাযীলাত

٢٦٤٦ - حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ : حَدَّثَنَا أَبُوْ أُسَامَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «مَنْ سَلَكَ طَرِيْقًا يَلْتَمِسُ فِيْهِ عِلْمًا؛ سَهَّلَ اللّٰهُ لَهُ طَرِيْقًا إِلَى الْجَنَّةِ».

- صحيح «ابن ماجه» (٢٢٥) م.

২৬৪৬। আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যে লোক জ্ঞানের খোঁজে কোন পথে চলবে, তার জন্য আল্লাহ তা'আলা জান্নাতের পথ সহজ করে দিবেন।

সহীহ ঃ ইবনু মা-জাহ (২২৫), মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান।

٣ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ كِتْمَانِ الْعِلْمِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৩ ॥ 'ইল্ম (জ্ঞান) গোপন করা

٢٦٤٩ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ بُدَيْلِ بْنِ قُرَيْشٍ الْيَامِيُّ الْكُوْفِيُّ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ زَاذَانَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ عَلِمَهُ، ثُمَّ كَتَمَهُ؛ أُلْجِمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ».

- صحيح : «ابن ماجه» (٢٦٤).

২৬৪৯। আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যে লোক এমন ইল্ম (জ্ঞান) সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হয় যা সে জানে, অতঃপর সে তা গোপন করে, তাকে ক্বিয়ামাতের দিবসে আগুনের লাগাম পরানো হবে।

সহীহ ঃ ইবনু মা-জাহ (২৬৪)

জাবির ও 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আম্র (রাযিঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান।

٥ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ ذَهَابِ الْعِلْمِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৫ ॥ জ্ঞান উঠে যাওয়া প্রসঙ্গে

٢٦٥٢ - حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيُّ : حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ

Contents

الْعَاصِ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «إِنَّ اللّٰهَ لاَ يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ النَّاسِ، وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ، حَتَّى إِذَا لَمْ يَتْرُكْ عَالِمًا؛ اتَّخَذَ النَّاسُ رُؤُوْسًا جُهَّالاً، فَسُئِلُوْا، فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ؛ فَضَلُّوْا وَأَضَلُّوا».

- صحيح : «ابن ماجه» (٥٢) ق.

২৬৫২। 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আম্‌র ইবনুল 'আস (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ (শেষ যামানায়) আল্লাহ তা'আলা মানুষের নিকট হতে একটানে 'ইল্‌ম উঠিয়ে নিবেন না, বরং আলিমদেরকে উঠিয়ে নেয়ার মাধ্যমেই 'ইল্‌ম উঠিয়ে নিবেন। অবশেষে যখন তিনি কোন আলিমই অবশিষ্ট রাখবেন না, তখন মানুষেরা অজ্ঞ জাহিলদের নেতা হিসেবে গ্রহণ করবে। তারপর বিভিন্ন বিষয়ে তাদের নিকট প্রশ্ন করা হবে, আর তারা 'ইল্‌ম ছাড়াই ফাতাওয়া দিবে। ফলে তারা নিজেরাও পথভ্রষ্ট হবে এবং অন্যকেও পথভ্রষ্ট করবে।

সহীহ ঃ ইবনু মা-জাহ (৫২), বুখারী ও মুসলিম।

'আয়িশাহ্ ও যিয়াদ ইবনু লাবীদ (রাযিঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ। যুহ্‌রী (রাহঃ) এ হাদীস 'উরওয়াহ্ হতে, 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আম্‌র (রাযিঃ)-এর বরাতে এবং 'উরওয়াহ্ হতে, 'আয়িশাহ্ (রাযিঃ)-এর বরাতে নাবী ﷺ হতে, উভয় সূত্রে একই রকম বর্ণনা করেছেন।

٢٦٥٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ صَالِحٍ : حَدَّثَنِيْ مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ أَبِيْهِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ : كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ، فَشَخَصَ بِبَصَرِهِ إِلَى السَّمَاءِ، ثُمَّ قَالَ :«هَذَا أَوَانُ يُخْتَلَسُ الْعِلْمُ مِنَ

النَّاسِ، حَتَّى لاَ يَقْدِرُوْا مِنْهُ عَلَى شَيْءٍ»، فَقَالَ زِيَادُ بْنُ لَبِيْدٍ الْأَنْصَارِيُّ : كَيْفَ يُخْتَلَسُ مِنَّا؛ وَقَدْ قَرَأْنَا الْقُرْآنَ؟! فَوَاللّٰهِ لَنَقْرَأَنَّهُ، وَلَنُقْرِئَنَّهُ نِسَاءَنَا وَأَبْنَاءَنَا! فَقَالَ : ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ يَا زِيَادُ! إِنْ كُنْتُ لَأَعُدُّكَ مِنْ فُقَهَاءِ أَهْلِ الْمَدِيْنَةِ، هَذِهِ التَّوْرَاةُ وَالْإِنْجِيْلُ عِنْدَ الْيَهُوْدِ وَالنَّصَارَى؛ فَمَاذَا تُغْنِيْ عَنْهُمْ؟!». قَالَ جُبَيْرٌ : فَلَقِيْتُ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ، قُلْتُ : أَلاَ تَسْمَعُ إِلَى مَا يَقُوْلُ أَخُوْكَ أَبُوْ الدَّرْدَاءِ؟! فَأَخْبَرْتُهُ بِالَّذِيْ قَالَ أَبُوْ الدَّرْدَاءِ، قَالَ : صَدَقَ أَبُوْ الدَّرْدَاءِ، إِنْ شِئْتَ؛ لَأُحَدِّثَنَّكَ بِأَوَّلِ عِلْمٍ يُرْفَعُ مِنَ النَّاسِ : الْخُشُوْعُ؛ يُوْشِكُ أَنْ تَدْخُلَ مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ؛ فَلاَ تَرَى فِيْهِ رَجُلاً خَاشِعًا.

- صحيح : «تخريج اقتضاء العلم العمل» (٨٩).

২৬৫৩। আবুদ দারদা (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে ছিলাম। তিনি আকাশের দিকে তাকালেন, তারপর বললেন ঃ এই সময়ে মানুষের কাছ থেকে ‘ইল্‌মকে ছিনিয়ে নেয়া হবে, এমনকি এ সম্পর্কে তাদের কোন সামর্থ্যই থাকবে না। যিয়াদ ইবনু লাবীদ আল-আনসারী (রাযিঃ) জিজ্ঞেস করলেন, আমাদের নিকট হতে কিভাবে ‘ইল্‌ম ছিনিয়ে নেয়া হবে, অথচ আমরা কুরআন তিলাওয়াত করি? আল্লাহ্‌র কসম! অবশ্যই আমরা তা তিলাওয়াত করবো এবং আমাদের স্ত্রীদের ও সন্তানদেরকেও তা শিখাবো। তিনি বললেন ঃ হে যিয়াদ! তোমার মা তোমাকে হারিয়ে ফেলুক, আমি তো তোমাকে মাদীনার অন্যতম জ্ঞানী ব্যক্তি বলেই গণ্য করতাম! এই তো ইয়াহূদী-নাসারাদের নিকট তাওরাত ও ইনজীল রয়েছে, তা তাদের কি কাজে লেগেছে? জুবাইর (রাযিঃ) বলেন, তারপর আমি উবাদা ইবনুস সামিত (রাযিঃ)-এর সাথে দেখা করে বললাম, আপনার ভাই আবুদ দারদা (রাযিঃ) কি বলছেন তা আপনি শুনতে পাননি? আবুদ দারদা (রাযিঃ) যা বলেছেন, তা আমি তার নিকট বললাম। তিনি

বলেন, আবুদ দারদা (রাযিঃ) ঠিকই বলেছেন। তুমি চাইলে আমি তোমাকে একটি কথা বলতে পারি। ইলমের যে বস্তুটি সর্বপ্রথম মানুষের কাছ থেকে তুলে নেয়া হবে তা হল বিনয়। খুব শীঘ্রই তুমি কোন জামে মাসজিদে গিয়ে হয়তো দেখবে যে, একজন লোকও সেখানে বিনয়াবনত নয়।

সহীহ ঃ তাখরীজু ইক্বতিযায়িল ইল্মি আল-আমাল (৮৯)

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান গারীব। হাদীসবিশারদগণের মতে মু'আবিয়াহ্ ইবনু সালিহ্ একজন নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী। ইয়াহ্ইয়া ইবনু সা'ঈদ আল-কাত্তান ব্যতীত অন্য কেউ তার সমালোচনা করেছেন বলে আমাদের জানা নেই। মু'আবিয়াহ্ ইবনু সালিহ্ হতেও এ রকম হাদীস বর্ণিত আছে। কোন কোন বর্ণনাকারী এই হাদীস 'আবদুর রাহমান ইবনু জুবাইর ইবনু নুফাইর হতে, তিনি তার বাবা হতে, তিনি 'আওফ ইবনু মালিক (রাযিঃ)-এর বরাতে নাবী ﷺ হতে বর্ণনা করেছেন।

٦ - بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ يَطْلُبُ بِعِلْمِهِ الدُّنْيَا

অনুচ্ছেদ ঃ ৬ ॥ 'ইল্মের বিনিময়ে যে লোক পার্থিব স্বার্থ খোঁজ করে

٢٦٥٤ - حَدَّثَنَا أَبُوْ الْأَشْعَثِ أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ الْعِجْلِيُّ الْبَصْرِيُّ : حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ خَالِدٍ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يَحْيَى بْنِ طَلْحَةَ : حَدَّثَنِيْ ابْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيْهِ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : «مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ لِيُجَارِيَ بِهِ الْعُلَمَاءَ، أَوْ لِيُمَارِيَ بِهِ السُّفَهَاءَ، أَوْ يَصْرِفَ بِهِ وُجُوْهَ النَّاسِ إِلَيْهِ؛ أَدْخَلَهُ اللّٰهُ النَّارَ».

- حسن : «المشكاة» (٢٢٣-٢٢٥)، «التعليق الرغيب» (٦٨/١).

২৬৫৪। কা'ব ইবনু মালিক (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি ঃ যে লোক 'আলিমদের সাথে তর্ক বাহাস করা অথবা জাহিল-মূর্খদের সাথে বাকবিতণ্ডা করার জন্য এবং

মানুষকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করার উদ্দেশে 'ইল্‌ম অধ্যয়ন করেছে, আল্লাহ তা'আলা তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন।

হাসান ঃ মিশকাত (২২৩-২২৫), তা'লীকুর রাগীব (১/৬৮)।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গারীব। আমরা এ হাদীসটি শুধুমাত্র উপরোক্ত সূত্রেই জেনেছি। হাদীস বিশেষজ্ঞদের মতে ইসহাক ইবনু ইয়াহ্ইয়া ইবনু তালহা খুব একটা শক্তিশালী বর্ণনাকারী নন। তার স্মৃতিশক্তি সমালোচিত।

٧ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ الْحَثِّ عَلَى تَبْلِيْغِ السَّمَاعِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৭ ॥ শ্রুত জ্ঞান প্রচারে অনুপ্রেরণা দেয়া

٢٦٥٦ - حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ : حَدَّثَنَا أَبُوْ دَاوُدَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ : أَخْبَرَنِيْ عُمَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ- مِنْ وَلَدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ-، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِيْهِ، قَالَ : خَرَجَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ مِنْ عِنْدِ مَرْوَانَ نِصْفَ النَّهَارِ، قُلْنَا : مَا بَعَثَ إِلَيْهِ فِي هَذِهِ السَّاعَةِ؛ إِلاَّ لِشَيْءٍ سَأَلَهُ عَنْهُ، فَسَأَلْنَاهُ؟ فَقَالَ : نَعَمْ، سَأَلَنَا عَنْ أَشْيَاءَ سَمِعْنَاهَا مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ، سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : «نَضَّرَ اللّٰهُ امْرَأً، سَمِعَ مِنَّا حَدِيْثًا فَحَفِظَهُ، حَتَّى يُبَلِّغَهُ غَيْرَهُ؛ فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ، وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ لَيْسَ بِفَقِيْهٍ».

- صحيح : «ابن ماجه» (٢٣٠).

২৬৫৬। আবান ইবনু 'উসমান (রাহঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, কোন একদিন যাইদ ইবনু সাবিত (রাযিঃ) ঠিক দুপুরের সময় মারওয়ানের নিকট হতে বেরিয়ে আসলেন। আমরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করলাম, সম্ভবতঃ কোন ব্যাপারে প্রশ্ন করার জন্যই এ সময়ে মারওয়ান তাকে ডেকে

পাঠিয়েছেন। সুতরাং আমরা উঠে গিয়ে তাকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করলাম। তিনি বললেন, হ্যাঁ, তিনি আমার কাছে কয়েকটি কথা জিজ্ঞেস করেছেন, যা আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট শুনেছি। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি ঃ আল্লাহ তা'আলা সেই ব্যক্তির চেহারা আনন্দ-উজ্জ্বল করুন, যে আমার কোন কথা শুনেছে, তারপর তা সঠিকভাবে মনে রেখেছে এবং সেভাবেই অন্যের নিকট পৌঁছে দিয়েছে। এমন অনেক লোক আছে, যারা নিজেদের তুলনায় উচ্চতর জ্ঞানের অধিকারীর নিকট জ্ঞান পৌঁছে দিতে পারে। আর অনেক জ্ঞানের বাহক এমন রয়েছে যারা নিজেরাই জ্ঞানী নয়।

সহীহ ঃ ইবনু মা-জাহ (২৩০)

'আবদুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ, মু'আয ইবনু জাবাল, জুবাইর ইবনু মুত'ইম, আবুদ্ দারদা ও আনাস (রাযিঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ 'ঈসা বলেন, যাইদ ইবনু সাবিত (রাযিঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটি হাসান।

٢٦٥٧ - حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ : حَدَّثَنَا أَبُوْ دَاوُدَ : أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِيْهِ، قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ : «نَضَّرَ اللّٰهُ امْرَأً، سَمِعَ مِنَّا شَيْئًا، فَبَلَّغَهُ كَمَا سَمِعَ؛ فَرُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ».

- صحيح : «ابن ماجه» (٢٣٢).

২৬৫৭। 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি ঃ আল্লাহ তা'আলা সেই ব্যক্তিকে আলোকোজ্জ্বল করুন, যে আমার কোন কথা শুনেছে এবং যেভাবে শুনেছে সেভাবেই অন্যের নিকট তা (জ্ঞান) পৌঁছে দিয়েছে। এমন অনেক ব্যক্তি আছে যার নিকট 'ইল্ম পৌঁছানো হয় তিনি শ্রোতার চেয়ে বেশি হৃদয়ঙ্গমকারী হয়ে থাকেন।

সহীহ ঃ ইবনু মা-জাহ (২৩২)

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ। 'আবদুল মালিক ইবনু 'উমাইর ও এই হাদীসটি 'আবদুর রাহমান ইবনু 'আব্দিল্লাহ (রাহঃ) হতে বর্ণনা করেছেন।

٢٦٥٨ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيْهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : «نَضَّرَ اللهُ امْرَأً؛ سَمِعَ مَقَالَتِيْ، فَوَعَاهَا، وَحَفِظَهَا، وَبَلَّغَهَا؛ فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ، ثَلاَثٌ لاَ يُغِلُّ عَلَيْهِنَّ قَلْبُ مُسْلِمٍ : إِخْلاَصُ الْعَمَلِ لِلَّهِ، وَمُنَاصَحَةُ أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِيْنَ، وَلُزُوْمُ جَمَاعَتِهِمْ؛ فَإِنَّ الدَّعْوَةَ تُحِيْطُ مِنْ وَرَائِهِمْ».

- صحيح : «الصحيحة» (٤٠٤).

২৬৫৮। 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ আল্লাহ তা'আলা সেই ব্যক্তিকে আলোকোজ্জ্বল করুন যে আমার কথা শুনেছে, তা কণ্ঠস্থ করেছে, সংরক্ষণ করেছে এবং অন্যের নিকট পৌঁছে দিয়েছে। অনেক জ্ঞানের বাহক যার নিকট জ্ঞান বহন করে নিয়ে যান তিনি তার (বাহকের) চাইতে বেশি বুদ্ধিমান হতে পারেন। মু'মিনের অন্তর তিনটি বিষয়ে খিয়ানাত (অবহেলা) করতে পারে না ঃ আল্লাহ তা'আলার জন্য নিষ্ঠাপূর্ণ 'আমাল, মুসলিমদের নেতৃবর্গকে সদুপদেশ দান এবং মুসলিম জামা'আত অবলম্বন। কেননা দা'ওয়াত (আহ্বান) তাদের পশ্চাৎকেও পরিবেষ্টন করে।

সহীহ ঃ সহীহাহ্ (৪০৪)

٨ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ تَعْظِيْمِ الْكَذِبِ عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ

অনুচ্ছেদ ঃ ৮ ॥ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি মিথ্যারোপ করা গুরুতর অপরাধ

٢٦٥٩ - حَدَّثَنَا أَبُوْ هِشَامٍ الرِّفَاعِيُّ : حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ : حَدَّثَنَا عَاصِمٌ، عَنْ زِرٍّ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا؛ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ».

- صحيح متواتر : «ابن ماجه» (٣٠) ق.

২৬৫৯। ‘আবদুল্লাহ ইবনু মাস‘ঊদ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যে লোক নিজ ইচ্ছায় আমার উপর মিথ্যারোপ করে, সে জাহান্নামকে তার বাসস্থান বানিয়ে নিক।

সহীহ ঃ মুতাওয়াতির, ইবনু মা-জাহ (৩০), বুখারী ও মুসলিম।

٢٦٦٠ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ مُوْسَى الْفَزَارِيُّ- ابْنُ بِنْتِ السُّدِّيِّ-: حَدَّثَنَا شَرِيْكُ ابْنُ عَبْدِ اللّٰهِ، عَنْ مَنْصُوْرِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِيْ طَالِبٍ، قَال :قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «لاَ تَكْذِبُوْا عَلَيَّ؛ فَإِنَّهُ مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ؛ يَلِجُ النَّارَ».

- صحيح : ق.

২৬৬০। ‘আলী ইবনু আবী তালিব (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা আমার প্রতি মিথ্যারোপ করো না। কেননা যে লোক আমার উপর মিথ্যারোপ করবে সে জাহান্নামে যাবে।

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম

আবূ বাক্‌র, ‘উমার, ‘উসমান, যুবাইর, সা‘ঈদ ইবনু যাইদ, ‘আবদুল্লাহ ইবনু ‘আম্‌র, আনাস, জাবির, ইবনু ‘আব্বাস, আবূ সা‘ঈদ, ‘আম্‌র ইবনু আবাসাহ্, ‘উক্‌বাহ্ ইবনু আমির, মু‘আবিয়াহ্, বুরাইদাহ্, আবূ মূসা, আবূ উমামাহ্, ‘আবদুল্লাহ ইবনু ‘উমার, আল-মুন্‌কা‘ ও আওস আস-সাকাফী

Contents

(রাযিঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ 'ঈসা বলেন, 'আলী (রাযিঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটি হাসান সহীহ। 'আবদুর রাহমান ইবনু মাহ্দী বলেন, মানসূর ইবনুল মু'তামির হলেন কূফাবাসীদের মধ্যে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী। ওয়াকী' বলেন, রিব'ঈ ইবনু হিরাশ মুসলিম অবস্থায় একটি মিথ্যাও বলেননি।

٢٦٦١ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ - حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ- مُتَعَمِّدًا؛ فَلْيَتَبَوَّأْ بَيْتَهُ مِنَ النَّارِ».

- صحيح متواتر : ق، انظر ما قبله.

২৬৬১। আনাস ইবনু মালিক (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যে লোক আমার উপর মিথ্যারোপ করবে, (বর্ণনাকারী বলেন) আমার মনে হয় তিনি "ইচ্ছাকৃতভাবে" কথাটুকুও বলেছেন, সে যেন তার বাসস্থান জাহান্নামে বানিয়ে নেয়।

সহীহ ঃ মুতাওয়াতির, বুখারী ও মুসলিম। দেখুন পূর্বের হাদীস।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ এবং যুহরী-আনাস ইবনু মালিক (রাযিঃ)-এর সূত্রে গারীব। নাবী ﷺ-এর এ হাদীস আনাস (রাযিঃ) হতে একাধিক সূত্রে বর্ণিত হয়েছে।

٩ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْمَنْ رَوَى حَدِيْثًا وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ كَذِبٌ

অনুচ্ছেদ ঃ ৯ ॥ যে ব্যক্তি মিথ্যা হাদীস বর্ণনা করে

٢٦٦٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ حَبِيْبِ بْنِ أَبِيْ ثَابِتٍ، عَنْ مَيْمُوْنِ بْنِ أَبِيْ شَبِيْبٍ، عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : «مَنْ حَدَّثَ عَنِّيْ حَدِيْثًا؛ وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ كَذِبٌ؛ فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبِيْنَ».

- صحيح : مقدمة «الضعيفة» (١/١٢) م.

২৬৬২। মুগীরাহ্ ইবনু শু'বাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নাবী ﷺ বলেছেন ঃ আমার পক্ষ হতে যে লোক কোন হাদীস বর্ণনা করে অথচ সে জানে যে, তা মিথ্যা, সে মিথ্যাবাদীদের একজন।

সহীহ ঃ আয্-যঈফার ভূমিকা (১/১২), মুসলিম।

'আলী ইবনু আবী তালিব ও সামুরাহ্ (রাযিঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ। এ হাদীসটি আল-হাকাম-'আবদুর রাহমান ইবনু আবূ লাইলা হতে, তিনি সামুরা (রাযিঃ) হতে, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে এই সূত্রে শু'বাহ্ (রাহঃ) বর্ণনা করেছেন। আ'মাশ ও ইবনু আবী লাইলা (রাহঃ) আল-হাকাম হতে, তিনি 'আবদুর রাহমান ইবনু আবী লাইলা হতে, তিনি 'আলী (রাযিঃ) হতে, তিনি নাবী ﷺ হতে এই সূত্রে বর্ণনা করেছেন। সামুরাহ্ (রাযিঃ)-এর সূত্রে 'আবদুর রাহমান ইবনু আবী লাইলা বর্ণিত হাদীসটি মুহাদ্দিসগণের মতে অনেক বেশি সহীহ।

আবূ 'ঈসা বলেন, আমি আবূ মুহাম্মাদ 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আবদুর রাহমান (রাহঃ)-কে নাবী ﷺ-এর হাদীস "যে ব্যক্তি আমার পক্ষ হতে কোন হাদীস বর্ণনা করে অথচ সে জানে যে, তা মিথ্যা, সে মিথ্যাবাদীদের একজন" সম্পর্কে প্রশ্ন করলাম। আমি বললাম, যদি কোন ব্যক্তি হাদীস বর্ণনা করে এবং জানে যে, এর সনদ ত্রুটিপূর্ণ তবে সে কি এ হাদীস মুতাবিক মিথ্যুক বলে পরিগণিত হবে? অথবা যদি কোন ব্যক্তি মুরসাল হাদীসকে মুসনাদ হিসেবে বর্ণনা করে কিংবা সনদে উল্টাপাল্টা করে তাহলে সেও কি উক্ত হাদীসের আওতাভুক্ত বলে পরিগণিত হবে? 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আবদুর রাহমান বলেন, না, বরং এ হাদীসের তাৎপর্য হল ঃ যে এমন হাদীস বর্ণনা করে, যে সম্পর্কে সে জানে না যে, এটা নাবী ﷺ-এর হাদীস কি-না। আমি আশংকা করি যে, সে নাবী ﷺ-এর উক্ত হাদীসের আওতাভুক্ত হবে।

١٠ - بَابُ مَا نُهِيَ عَنْهُ أَنْ يُقَالَ عِنْدَ حَدِيْثِ النَّبِيِّ ﷺ

অনুচ্ছেদ ঃ ১০ ॥ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাদীসের ব্যাপারে যা বলা নিষেধ

٢٦٦٣ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، وَسَالِمٍ أَبِيْ النَّضْرِ، عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِيْ رَافِعٍ، عَنْ أَبِيْ رَافِعٍ، وَغَيْرِهِ، رَفَعَهُ، قَالَ : «لاَ أُلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ مُتَّكِئًا عَلَى أَرِيْكَتِهِ، يَأْتِيْهِ أَمْرٌ مِمَّا أَمَرْتُ بِهِ، أَوْ نَهَيْتُ عَنْهُ، فَيَقُوْلُ : لاَ أَدْرِيْ؛ مَا وَجَدْنَا فِيْ كِتَابِ اللّٰهِ؛ اتَّبَعْنَاهُ».

- صحيح : «ابن ماجه» (١٣).

২৬৬৩। আবূ রাফি' (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ আমি যেন তোমাদের মধ্যে কাউকে এমন অবস্থায় না পাই যে, সে তার সুসজ্জিত আসনে হেলান দিয়ে বসে থাকবে এবং তার নিকট যখন আমার আদিষ্ট কোন বিষয় অথবা আমার নিষেধ সম্বলিত কোন হাদীস উত্থাপিত হবে তখন সে (তাচ্ছিল্যভরে) বলবে, আমি তা জানি না, আল্লাহ তা'আলার কিতাবে আমরা যা পাই, তারই অনুসরণ করবো।

সহীহ ঃ ইবনু মা-জাহ (১৩)

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ। এ হাদীসটি কোন কোন বর্ণনাকারী সুফ্ইয়ান-ইবনুল মুনকাদির (রাহঃ)-এর সূত্রে নাবী ﷺ হতে মুরসালভাবে বর্ণনা করেছেন। আবার কোন কোন বর্ণনাকারী সালিম আবুন নায্র হতে, তিনি 'উবাইদুল্লাহ ইবনু আবী রাফি' হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি নাবী ﷺ হতে, এই সূত্রে বর্ণনা করেছেন। ইবনু 'উয়াইনাহ্ যখন পৃথকভাবে উভয় সনদের উল্লেখ করতেন তখন মুহাম্মাদ ইবনুল মুনকাদিরের বর্ণনাকে সালিম আবুন নায্রের বর্ণনা হতে পৃথক করে বর্ণনা করতেন এবং যখন উভয় সনদ একত্র করে বর্ণনা করতেন তখন

Contents

প্রথমোক্তভাবে সনদটির উল্লেখ করতেন। আবূ রাফি' (রাযিঃ) ছিলেন নাবী ﷺ-এর মুক্তদাস, তার নাম আসলাম।

٢٦٦٤ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ : حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ جَابِرٍ اللَّخْمِيِّ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيْ كَرِبَ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ : «أَلاَ هَلْ عَسَى رَجُلٌ يَبْلُغُهُ الْحَدِيْثُ عَنِّيْ؛ وَهُوَ مُتَّكِئٌ عَلَى أَرِيْكَتِهِ، فَيَقُوْلُ : بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ كِتَابُ اللّهِ، فَمَا وَجَدْنَا فِيْهِ حَلاَلاً؛ اسْتَحْلَلْنَاهُ، وَمَا وَجَدْنَا فِيْهِ حَرَامًا؛ حَرَّمْنَاهُ؟! وَإِنَّ مَا حَرَّمَ رَسُوْلُ اللّهِ ﷺ كَمَا حَرَّمَ اللّهُ».

– صحيح : ابن ماجه» (١٢).

২৬৬৪। মিক্বদাম ইবনু মাদীকারিব (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ সাবধান! খুব শীঘ্রই এমন ব্যক্তির আগমন ঘটবে যে, সে তার সুসজ্জিত গদিতে হেলান দিয়ে বসে থাকবে, তখন তার নিকট আমার কোন হাদীস পৌঁছলে সে বলবে, আমাদের ও তোমাদের সামনে তো আল্লাহ তা'আলার কিতাবই আছে। আমরা তাতে যা হালাল পাব সেগুলো হালাল বলে মেনে নিব এবং যেগুলো হারাম পাব সেগুলো হারাম বলে মনে নিব। সাবধান! রাসূলুল্লাহ ﷺ যা হারাম ঘোষণা করেছেন তা আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক হারামকৃত বস্তুর মতোই হারাম।

সহীহ ঃ ইবনু মা-জাহ (১২)

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান, তবে উপরোক্ত সূত্রে গারীব।

١١ – بَابُ مَا جَاءَ فِيْ كَرَاهِيَةِ كِتَابَةِ الْعِلْمِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১১ ॥ 'ইল্‌মে হাদীস লিপিবদ্ধ করার নিষেধাজ্ঞা

٢٦٦٥ – حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيْعٍ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ :

اسْتَأْذَنَّا النَّبِيَّ ﷺ فِيْ الْكِتَابَةِ؛ فَلَمْ يَأْذَنْ لَنَا.

– صحيح : م (٨/٢٢٩) نحوه.

২৬৬৫। আবূ সা'ঈদ আল-খুদরী (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট (হাদীস) লিপিবদ্ধ করে রাখার অনুমতি চাইলাম, কিন্তু তিনি আমাদেরকে অনুমতি দেননি।

সহীহ ঃ মুসলিম (৮/২২৯) অনুরূপ

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি যাইদ ইবনু আসলাম (রাহঃ) হতে অন্য সূত্রেও বর্ণিত আছে। এটি হাম্মামও যাইদ ইবনু আসলাম হতে বর্ণনা করেছেন।

١٢ – بَابُ مَا جَاءَ فِيْ الرُّخْصَةِ فِيْهِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১২ ॥ হাদীস লিপিবদ্ধ করার সম্মতি প্রসঙ্গে

٢٦٦٧ – حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوْسَى، وَمَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ، قَالاَ : حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ : حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِيْ كَثِيْرٍ، عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَطَبَ . . . فَذَكَرَ قِصَّةً فِيْ الْحَدِيْثِ، قَالَ أَبُوْ شَاهٍ : اكْتُبُوْا لِيْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! فَقَال رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «اكْتُبُوْا لِأَبِيْ شَاهٍ».

– صحيح : «مختصر البخاري» (٧٦) خ.

২৬৬৭। আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, কোন এক সময় (বিদায় হাজ্জে) রাসূলুল্লাহ ﷺ ভাষণ দিলেন। আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) পূর্ণ হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আবূ শাহ আরয করলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! এ ভাষণটি আমাকে লিখে দিন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ এ ভাষণটি (তোমরা) আবূ শাহের জন্য লিখে দাও।

সহীহ ঃ মুখতাসার বুখারী (৭৬), বুখারী।

এ হাদীসে আরো বিবরণ আছে। আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ। শাইবান (রাহঃ) ইয়াহ্ইয়া ইবনু আবূ কাসীরের সূত্রে উক্ত হাদীসের মত বর্ণনা করেছেন।

٢٦٦٨ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ، عَنْ وَهْبِ ابْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أَخِيْهِ- وَهُوَ هَمَّامُ بْنُ مُنَبِّهٍ-، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ : لَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ أَكْثَرَ حَدِيْثًا عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِنِّيْ؛ إِلاَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَمْرٍو؛ فَإِنَّهُ كَانَ يَكْتُبُ، وَكُنْتُ لاَ أَكْتُبُ.

- صحيح : «مختصر البخاري» (٧٧) خ.

২৬৬৮। আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলতেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবীদের মধ্যে 'আবদুল্লাহ্ ইবনু 'আম্‌র (রাযিঃ) ব্যতীত আমার চাইতে বেশি তাঁর হাদীস সংরক্ষণকারী আর কেউ নেই। কারণ তিনি হাদীস লিখতেন, আর আমি লিখতাম না।

সহীহ ঃ মুখ্তাসারুল বুখারী (৭৭), বুখারী।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ। ওয়াহ্ব ইবনু মুনাব্বিহ তার ভাই হতে বর্ণনা করেন, যার নাম হাম্মাম ইবনু মুনাব্বিহ।

١٣ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ الْحَدِيْثِ عَنْ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৩ ॥ বানী ইসরাঈল হতে কিছু বর্ণনা করা প্রসঙ্গে

٢٦٦٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ، عَنِ ابْنِ ثَوْبَانَ- هُوَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ ابْنُ ثَابِتِ بْنِ ثَوْبَانَ-، عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِيْ كَبْشَةَ السَّلُوْلِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «بَلِّغُوْا عَنِّيْ؛ وَلَوْ آيَةً، وَحَدِّثُوْا عَنْ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ؛ وَلاَ حَرَجَ، وَمَنْ

كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا؛ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ».

– صحيح : «الروض النضير» (٥٨٢)، «تخريج العلم لأبي خيثمة» (١١٩/٤٥) خ.

২৬৬৯। 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আম্‌র (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ আমার পক্ষ থেকে একটি মাত্র আয়াত হলেও তা (মানুষের নিকট) পৌঁছে দাও। আর বানী ইসরাঈলের বরাতে (হাদীস) কথা বর্ণনা করতে পার, এতে কোন ক্ষতি নেই। কিন্তু যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে আমার উপর মিথ্যা চাপিয়ে দেয়, সে যেন জাহান্নামে তার থাকার জায়গা নির্ধারণ করে নেয়।

সহীহ ঃ রাওযুন নাযীর (৫৮২), তাখরীজুল ইল্‌ম লিআবী খাইসামা (১১৯/৪৫), বুখারী।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ। মুহাম্মাদ ইবনু বাশশার-আবূ আসিম হতে, তিনি আওযাঈ হতে, তিনি হাসসান ইবনু আতিয়্যাহ্ হতে, তিনি আবূ কাবশা আস-সালূলী হতে, তিনি 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আম্‌র (রাযিঃ) হতে, তিনি নাবী ﷺ হতে এই সূত্রে উপরোক্ত হাদীসের মতো হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটিও সহীহ।

١٤ – بَابُ مَا جَاءَ الدَّالُّ عَلَى الْخَيْرِ كَفَاعِلِه

অনুচ্ছেদ ঃ ১৪ ॥ সৎকাজের পথপ্রদর্শক উক্ত কাজ সম্পাদনকারীর সমতুল্য

٢٦٧٠ – حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْكُوفِيُّ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ بَشِيرٍ، عَنْ شَبِيبِ بْنِ بِشْرٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ : أَتَى النَّبِيَّ ﷺ رَجُلٌ يَسْتَحْمِلُهُ، فَلَمْ يَجِدْ عِنْدَهُ مَا يَتَحَمَّلُهُ، فَدَلَّهُ عَلَى آخَرَ، فَحَمَلَهُ، فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ، فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ : «إِنَّ الدَّالَّ عَلَى الْخَيْرِ كَفَاعِلِهِ».

– حسن صحيح : «الصحيحة» (١١٦٠)، «التعليق الرغيب» (٧٢/١).

২৬৭০। আনাস ইবনু মালিক (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নাবী ﷺ-এর নিকট একজন লোক এসে তার নিজের জন্য একটি বাহন চাইল। কিন্তু তাকে তিনি দেয়ার মতো কোন বাহন না পেয়ে তাকে অন্য এক লোকের নিকট পাঠিয়ে দিলেন। সেই ব্যক্তি তাকে একটি বাহন দিল। সে এ ঘটনাটি নাবী ﷺ-এর নিকট এসে বললে তিনি বলেন ঃ সৎকাজের পথপ্রদর্শক উক্ত কাজ সম্পাদনকারীর সমতুল্য।

হাসান সহীহ ঃ সহীহাহ্ (১১৬০), তা'লীকুর রাগীব (১/৭২)।

আবূ মাস'ঊদ আল-বাদ্‌রী ও বুরাইদাহ্ (রাযিঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ 'ঈসা বলেন, এ সূত্রে অর্থাৎ- আনাস (রাযিঃ)-এর সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে বর্ণিত হাদীসটি গারীব।

٢٦٧١ - حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ : حَدَّثَنَا أَبُوْ دَاوُدَ : أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا عَمْرٍو الشَّيْبَانِيَّ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِيْ مَسْعُوْدٍ الْبَدْرِيِّ : أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَّ ﷺ يَسْتَحْمِلُهُ، فَقَالَ : إِنَّهُ قَدْ أُبْدِعَ بِيْ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «ائْتِ فُلاَنًا»، فَأَتَاهُ، فَحَمَلَهُ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ؛ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ - أَوْ قَالَ : عَامِلِهِ-».

- صحيح : م (٤١/٦).

২৬৭১। আবূ মাস'ঊদ আল-বাদ্‌রী (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নাবী ﷺ-এর নিকট একজন লোক একটি বাহন (জন্তুযান) চাইতে এসে বলে, আমার জন্তুযানটি চলার অযোগ্য হয়ে পড়েছে (বা মরে গেছে)। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ তুমি অমুক ব্যক্তির নিকট যাও। সে তার নিকট গেলে সে তাকে একটি জন্তুযান দান করল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ যে লোক কোন সৎকাজের পথ দেখায়, তার জন্য উক্ত কাজ সম্পাদনকারীর সমপরিমাণ সাওয়াব রয়েছে।

সহীহ ঃ মুসলিম (৬/৪১)

Contents

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ। আবূ 'আম্র আশ-শাইবানীর নাম সা'দ ইবনু ইয়াস এবং আবূ মাস'উদ আল-বাদ্রী (রাযিঃ)-এর নাম 'উক্বাহ্ ইবনু 'আম্র। আল-হাসান ইবনু 'আলী আল-খাল্লাল-'আবদুল্লাহ ইবনু নুমাইর হতে, তিনি আ'মাশ হতে, তিনি আবূ 'আম্র আশ্-শাইবান হতে, তিনি আবূ মাস'উদ (রাযিঃ) হতে নাবী ﷺ-এর উপরের হাদীসের মতো হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে তাতে সন্দেহমুক্তভাবে "মিসলু আজরি ফাঈলিহি" উল্লেখ আছে।

٢٦٧٢ - حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ، وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ، قَالُوْا : حَدَّثَنَا أَبُوْ أُسَامَةَ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِيْ بُرْدَةَ، عَنْ جَدِّهِ أَبِيْ بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيْ مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : «اشْفَعُوْا، وَلْتُؤْجَرُوْا، وَلْيَقْضِ اللّٰهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ مَا شَاءَ».

- صحيح : «الصحيحة» (١٤٤٦) ق.

২৬৭২। আবূ মূসা আল-আশ'আরী (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নাবী ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা আবেদন কর, সাওয়াব পাবে। আল্লাহ তা'আলা তাঁর নাবীর মুখ দিয়ে যা চান তাই ফায়সালা করান।

সহীহ ঃ সহীহাহ্ (১৪৪৬), বুখারী ও মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ। বুরাইদের উপনাম আবূ বুরদাহ্, তিনি আবূ মূসা আল-আশ'আরী (রাযিঃ)-এর ছেলে 'আবদুল্লাহ ইবনু আবী বুরদাহ্ এর পুত্র। তিনি কুফাবাসী নির্ভরযোগ্য হাদীস বর্ণনাকারী। তার নিকট হতে শু'বাহ্, সুফ্ইয়ান সাওরী ও সুফ্ইয়ান ইবনু 'উয়াইনাহ্ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٢٦٧٣ - حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ : حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ، وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ مَسْرُوْقٍ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «مَا مِنْ نَفْسٍ تُقْتَلُ ظُلْمًا؛

إِلاَّ كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ كِفْلٌ مِنْ دَمِهَا، وَذَلِكَ لِأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ أَسَنَّ الْقَتْلَ».

- صحيح : «ابن ماجه» (٢٦١٦) ق.

২৬৭৩। 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ অন্যায়ভাবে যে কোন লোককেই হত্যা করা হয় তার খুনের (গুনাহর) একটি অংশ আদমের ছেলের (কাবীল) উপর বর্তাবে। কেননা সর্বপ্রথম সে-ই (প্রাণ) হত্যার প্রচলন করে।

সহীহ ঃ ইবনু মা-জাহ (২৬১৬), বুখারী ও মুসলিম।

'আবদুর রায্যাকের বর্ণনায়, "আসান্নাল কাতলা" স্থলে "সান্নাল কাতলা" বর্ণিত আছে। উক্ত বর্ণনাটি ইবনু আবী 'উমার সুফ্ইয়ান ইবনু 'উয়াইনাহ্ হতে, তিনি আ'মাশ হতে এই সানাদে বর্ণনা করেছেন। আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ।

١٥ - بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ دَعَا إِلَى هُدًى، فَاتُّبِعَ أَوْ إِلَى ضَلاَلَةٍ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৫ ॥ সৎপথে বা ভ্রান্তপথে ডাকার ফলাফল

٢٦٧٤ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ : أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى؛ كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ يَتَّبِعُهُ؛ لاَ يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا، وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلاَلَةٍ؛ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ يَتَّبِعُهُ؛ لاَ يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا».

- صحيح : «ابن ماجه» (٢٠٦) م.

২৬৭৪। আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ কেউ যদি হিদায়াতের পথে আহ্বান করে তাহলে সে তার অনুসারীর সমপরিমাণ সাওয়াব পাবে, তবে অনুসরণকারীদের সাওয়াব থেকে মোটেও কম করা হবে না। আর বিপথের দিকে আহ্বানকারী ব্যক্তি তার

অনুসারীদের পাপের সমপরিমাণ পাপের অংশীদার হবে, তবে তাদের (অনুসরণকারীদের) পাপ থেকে মোটেই কমানো হবে না।

সহীহ ঃ ইবনু মা-জাহ (২০৬), মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ।

٢٦٧٥ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ : حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ : أَخْبَرَنَا الْمَسْعُوْدِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنِ ابْنِ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ، عَنْ أَبِيْهِ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «مَنْ سَنَّ سُنَّةَ خَيْرٍ، فَأُتُّبِعَ عَلَيْهَا؛ فَلَهُ أَجْرُهُ وَمِثْلُ أُجُوْرِ مَنِ اتَّبَعَهُ؛ غَيْرَ مَنْقُوْصٍ مِنْ أُجُوْرِهِمْ شَيْئًا، وَمَنْ سَنَّ سُنَّةَ شَرٍّ، فَأُتُّبِعَ عَلَيْهَا؛ كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهُ وَمِثْلُ أَوْزَارِ مَنِ اتَّبَعَهُ؛ غَيْرَ مَنْقُوْصٍ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْئًا».

- صحيح : «ابن ماجه» (٢٠٣) م.

২৬৭৫। জারীর ইবনু 'আবদুল্লাহ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ কেউ ভালো কাজের প্রচলন করলে এবং তার অনুসরণ করা হলে সে তার নিজের সাওয়াবও পাবে এবং তার অনুসারীদের সমপরিমাণ সাওয়াব পাবে, তবে তাদের সাওয়াব থেকে একটুও কমানো হবে না। আবার কেউ মন্দ কাজের প্রচলন করলে এবং তার অনুসরণ করা হলে তার উপর নিজের গুনাহ্ বর্তাবে উপরন্তু তার অনুসারীদের সম-পরিমাণ গুনাহ্র অংশীদারীও হবে, কিন্তু তাতে অনুসরণকারীদের গুনাহর পরিমাণ একটুও কমানো হবে না।

সহীহ ঃ ইবনু মা-জাহ (২০৩), মুসলিম।

হুযাইফাহ্ (রাযিঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ। জারীর ইবনু 'আবদুল্লাহ (রাযিঃ)-এর বরাতে নাবী ﷺ হতে একাধিক সূত্রে একই রকম বর্ণিত হয়েছে। এ হাদীসটি আল-মুন্যির ইবনু জারীর ইবনু 'আবদুল্লাহ হতে তার বাবা হতে এই

সূত্রে নাবী ﷺ হতে বর্ণিত আছে। 'উবাইদুল্লাহ ইবনু জারীর হতে তার বাবার বরাতে নাবী ﷺ হতেও তা বর্ণিত হয়েছে।

١٦ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ الأَخْذِ بِالسُّنَّةِ وَاجْتِنَابِ الْبِدَعِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৬ ॥ সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরা এবং বিদ'আত পরিহার করা

٢٦٧٦ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ : حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيْدِ، عَنْ بَحِيْرِ ابْنِ سَعْدٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمْرٍو السُّلَمِيِّ، عَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ، قَالَ : وَعَظَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمًا بَعْدَ صَلاَةِ الْغَدَاةِ مَوْعِظَةً بَلِيْغَةً، ذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُوْنُ، وَوَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوْبُ، فَقَالَ رَجُلٌ : إِنَّ هَذِهِ مَوْعِظَةُ مُوَدِّعٍ؛ فَمَاذَا تَعْهَدُ إِلَيْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ؟! قَالَ : «أُوْصِيْكُمْ بِتَقْوَى اللّٰهِ، وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، وَإِنْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ؛ فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ؛ يَرَ اخْتِلاَفًا كَثِيرًا، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُوْرِ؛ فَإِنَّهَا ضَلاَلَةٌ، فَمَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ مِنْكُمْ؛ فَعَلَيْهِ بِسُنَّتِيْ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ الْمَهْدِيِّيْنَ، عَضُّوْا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ».

- صحيح : «ابن ماجه» (٤٢).

২৬৭৬। ইরবায ইবনু সারিয়াহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একদিন ফজরের নামযের পর আমাদেরকে মর্মস্পর্শী ওয়াজ শুনালেন, যাতে (আমাদের) সকলের চোখে পানি এলো এবং অন্তর কেঁপে উঠলো। কোন একজন বলল, এ তো বিদায়ী ব্যক্তির নাসীহাতের মতো। হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! এখন আপনি আমাদেরকে কি উপদেশ দিচ্ছেন? তিনি বললেন ঃ আমি তোমাদেরকে আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করার এবং (নেতৃআদেশ) শ্রবণ ও মান্য করার উপদেশ দিচ্ছি, যদিও সে (নেতা) হাবশী ক্রীতদাস হয়ে থাকে। তোমাদের মধ্যে যারা বেঁচে থাকবে, তারা বহু

বিভেদ-বিসম্বাদ প্রত্যক্ষ করবে। তোমরা নতুন নতুন বিষয় আবিষ্কার করা হতে দূরে থাকবে। কেননা তা গুমরাহী। তোমাদের মধ্যে কেউ সে যুগ পেলে সে যেন আমার সুন্নাতে ও সৎপথপ্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশিদীনের সুন্নাতে দৃঢ়ভাবে অবিচল থাকে। তোমরা এসব সুন্নাতকে চোয়ালের দাঁতের সাহায্যে শক্তভাবে আঁকড়ে ধর।

সহীহ ঃ ইবনু মা-জাহ (৪২)

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ। এ হাদীসটি সাওর ইবনু ইয়াযীদ- খালিদ ইবনু মা'দান হতে, তিনি 'আবদুর রাহমান ইবনু 'আম্‌র আস-সুলামী হতে, তিনি আল-ইরবায ইবনু সারিয়াহ্ (রাযিঃ) হতে, তিনি নাবী ﷺ হতে এই সূত্রে একই রকম বর্ণনা করেছেন। আল-হাসান ইবনু 'আলী আল-খাল্লাল আরো অনেকে আবূ আসিম হতে, তিনি সাওর ইবনু ইয়াযীদ হতে, তিনি খালিদ ইবনু মা'দান হতে, তিনি 'আবদুর রাহমান ইবনু 'আম্‌র আস-সুলামী হতে, তিনি আল-ইরবায ইবনু সারিয়াহ্ (রাযিঃ) হতে, তিনি নাবী ﷺ হতে এই সূত্রে উপরোক্ত হাদীসের মতো হাদীস বর্ণনা করেছেন। আল-ইরবায (রাযিঃ)-এর উপনাম আবূ নাজীহ। এ হাদীস হুজ্‌র ইবনু হুজ্‌র-ইরবায (রাযিঃ) হতে, তিনি নাবী ﷺ হতে এই সূত্রে একই রকম বর্ণিত হয়েছে।

١٧ - بَابٌ فِيْ الْاِنْتِهَاءِ عَمَّا نَهَى عَنْهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৭ ॥ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিষেধকৃত বিষয় হতে বিরত থাকা

٢٦٧٩ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ : حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «اتْرُكُوْنِيْ مَا تَرَكْتُكُمْ، فَإِذَا حَدَّثْتُكُمْ؛ فَخُذُوْا عَنِّيْ؛ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ؛ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ».

- صحيح : «ابن ماجه» (١، ٢) ق نحوه.

২৬৭৯। আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ আমি তোমাদেরকে যে বিষয়ে বলি না সে বিষয়ে তোমরাও আমাকে ত্যাগ কর (নিজ উদ্যোগে কোন প্রশ্ন করো না)। আমি তোমাদের মধ্যে কিছু বললে আমার নিকট হতে তা গ্রহণ কর। কেননা তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মাতগণ তাদের নাবীদেরকে বেশি বেশি প্রশ্ন ও বিরুদ্ধাচরণ করার কারণে ধ্বংস হয়েছে।

সহীহ ঃ ইবনু মা-জাহ (১, ২), বুখারী ও মুসলিম অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ।

١٩ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ فَضْلِ الْفِقْهِ عَلَى الْعِبَادَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৯ ॥ জ্ঞানের মর্যাদা 'ইবাদাতের চাইতেও বেশি

٢٦٨٢ - حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ خِدَاشٍ الْبَغْدَادِيُّ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الْوَاسِطِيُّ : حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ كَثِيْرٍ، قَالَ : قَدِمَ رَجُلٌ مِنَ الْمَدِيْنَةِ عَلَى أَبِيْ الدَّرْدَاءِ؛ وَهُوَ بِدِمَشْقَ، فَقَالَ : مَا أَقْدَمَكَ يَا أَخِيْ؟! فَقَالَ : حَدِيْثٌ بَلَغَنِيْ أَنَّكَ تُحَدِّثُهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ، قَالَ : أَمَا جِئْتَ لِحَاجَةٍ؟ قَالَ : لاَ، قَالَ : أَمَا قَدِمْتَ لِتِجَارَةٍ؟ قَالَ : لاَ، قَالَ : مَا جِئْتُ إِلاَّ فِيْ طَلَبِ هٰذَا الْحَدِيثِ، قَالَ : فَإِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : «مَنْ سَلَكَ طَرِيْقًا يَبْتَغِي فِيْهِ عِلْمًا؛ سَلَكَ اللّٰهُ بِهِ طَرِيْقًا إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِنَّ الْمَلاَئِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا؛ رِضَاءً لِطَالِبِ الْعِلْمِ، وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِيْ السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ؛ حَتَّى الْحِيتَانُ فِيْ الْمَاءِ، وَفَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ؛ كَفَضْلِ الْقَمَرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ، إِنَّ

الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، إِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، إِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ، فَمَنْ أَخَذَ بِهِ، أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ».

– صحيح : «ابن ماجه» (٢٢٣).

২৬৮২। কাইস ইবনু কাসীর (রাহঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি মাদীনা হতে দামিশকে (অবস্থানরত) আবুদ্ দারদা (রাযিঃ)-এর নিকট এলো। তিনি প্রশ্ন করলেন, ভাই! তুমি কি প্রয়োজনে এসেছো? সে বলল, একটি হাদীসের জন্য এসেছি। আমি জানতে পারলাম যে, আপনি রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে সেই হাদীস বর্ণনা করছেন। তিনি আবারো প্রশ্ন করলেন, তুমি অন্য কোন প্রয়োজনে আসনি? সে বলল, না। তিনি বললেন, তুমি কোন ব্যবসা-বাণিজ্যের উদ্দেশে আসনি। সে বলল, না; সে আরো বলল, আমি শুধুমাত্র সেই হাদীসটির খোঁজেই এসেছ? এবার তিনি বললেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি ঃ 'ইল্ম লাভের উদ্দেশে যে লোক পথ চলে আল্লাহ্ তা'আলা এর মাধ্যমে তাকে জান্নাতের পথে পৌঁছে দেন এবং ফেরেশতাগণ 'ইল্ম অন্বেষণকারীর সন্তুষ্টির জন্য নিজেদের ডানা বিছিয়ে দেন। অতঃপর আসমান-যমীনের সকল প্রাণী (আল্লাহ্ তা'আলার নিকট) আলিমদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে, এমনকি পানির জগতের মাছসমূহও। সমস্ত নক্ষত্ররাজির উপর পূর্ণিমার চাঁদের যে প্রাধান্য, ঠিক তেমনি (মূর্খ) 'আবিদগণের উপর আলিমদের মর্যাদা বিদ্যমান। অবশ্যই আলিমগণ নাবীদের ওয়ারিস। আর নাবীগণ উত্তরাধিকার হিসেবে কোন দীনার বা দিরহাম রেখে যাননি, বরং তাঁরা রেখে গেছেন মীরাস হিসেবে 'ইল্ম। সুতরাং যে ব্যক্তি 'ইল্ম লাভ করেছে, সে পূর্ণ অংশ লাভ করেছে।

সহীহ ঃ ইবনু মা-জাহ (২২৩)

আবূ 'ঈসা বলেন, আমরা এ হাদীসটি শুধুমাত্র আসিম ইবনু রাজা ইবনু হাইওয়ার রিওয়ায়াত হিসেবেই জেনেছি। আমার মতে এই সনদসূত্র মুত্তাসিল নয়। উক্ত হাদীসটি মাহ্মূদ ইবনু খিদাশও আমাদের নিকট অনুরূপভাবে বর্ণনা করেছেন। আসিম ইবনু রাজা ইবনু হাইওয়া-দাঊদ ইবনু

জামীল হতে, তিনি কাসীর ইবনু কাইস হতে, তিনি আবুদ্ দারদা (রাযিঃ) হতে, তিনি নাবী ﷺ হতে এই সূত্রেও উক্ত হাদীস বর্ণিত আছে। এই সনদসূত্রটি মাহমূদ ইবনু খিদাশের বর্ণনার চাইতে অনেক বেশি সহীহ। মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈল (বুখারী) ও এই সনদকে অধিক সহীহ মনে করেন।

٢٦٨٤ - حَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ : حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ أَيُّوْبَ الْعَامِرِيُّ، عَنْ عَوْفٍ، عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «خَصْلَتَانِ لاَ تَجْتَمِعَانِ فِيْ مُنَافِقٍ : حُسْنُ سَمْتٍ، وَلاَ فِقْهٌ فِيْ الدِّيْنِ».

- صحيح : «المشكاة» (٢١٩ - التحقيق الثاني)، «الصحيحة» (٢٧٨).

২৬৮৪। আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ এমন দু'টি স্বভাব আছে যা মুনাফিক্বের মধ্যে একত্রে সমাবেশ হতে পারে না (১) উত্তম চরিত্র ও (২) দ্বীনের সুষ্ঠু জ্ঞান।

সহীহ ঃ মিশকাত তাহক্বীক্ব সানী (২১৯), সহীহাহ্ (২৭৮)।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গারীব। এ হাদীসের ব্যাপারে খালাফ ইবনু আইয়ূবের সূত্র ব্যতীত 'আওফ (রাহঃ)-এর বর্ণনা হিসেবে আমাদের কিছু জানা নেই। মুহাম্মাদ ইবনুল আলা ব্যতীত আমি তার বরাতে অন্য কাউকে হাদীস বর্ণনা করতে দেখিনি। খালাফ ইবনু আইয়ূবের ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে আমার কিছু জানা নেই।

٢٦٨٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ : حَدَّثَنَا سَلَمَةُ ابْنُ رَجَاءٍ : حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ جَمِيْلٍ : حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ أَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ، قَالَ : ذُكِرَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ رَجُلاَنِ : أَحَدُهُمَا عَابِدٌ، وَالْآخَرُ عَالِمٌ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ؛ كَفَضْلِيْ عَلَى أَدْنَاكُمْ»، ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «إِنَّ اللّٰهَ وَمَلاَئِكَتَهُ وَأَهْلَ

السَّمَاوَاتِ وَالْأَرَضِيْنَ، حَتَّى النَّمْلَةَ فِيْ جُحْرِهَا، وَحَتَّى الْحُوْتَ؛ لَيُصَلُّوْنَ عَلَى مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْرَ».

- صحيح : «المشكاة» (٢١٣- التحقيق الثانث)، «التعليق الرغيب» (٦٠/١).

২৬৮৫। আবূ উমামাহ্ আল-বাহিলী (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, দু'জন লোকের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আলোচনা করা হল। তাদের একজন আবিদ (সাধক) এবং অন্যজন 'আলিম। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ তোমাদের সাধারণ ব্যক্তির উপর আমার যতখানি মর্যাদা, ঠিক তেমনি একজন 'আলিমের মর্যাদা একজন 'আবিদের উপর। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ্, তাঁর ফেরেশতাগণ এবং আসমান-যমীনের অধিবাসীরা, এমনকি গর্তের পিঁপড়া এবং পানির মাছ পর্যন্ত সেই ব্যক্তির জন্য দু'আ করে যে মানুষকে কল্যাণকর জ্ঞান শিক্ষা দেয়।

সহীহ ঃ মিশকাত, তাহক্বীক্ব সানী (২১৩), তা'লীকুর রাগীব (১/৬০)।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান গারীব সহীহ। আমি আবূ 'আম্মার আল-হুসাইন ইবনু হুরাইসকে বলতে শুনেছি, আমি ফুযাইল ইবনু 'ইয়াযকে বলতে শুনেছি, কর্মতৎপর একজন জ্ঞানবান শিক্ষককে ঊর্ধ্বজগতে মহান বলে আখ্যায়িত করা হয়।

٤٠ - كِتَابُ الْاِسْتِئْذَانِ، عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ

অধ্যায় ৪০ ঃ অনুমতি প্রার্থনা

١ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ إِفْشَاءِ السَّلَامِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১ ॥ সালামের প্রসার করা

٢٦٨٨ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ : حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ؛ لاَ تَدْخُلُوْا الْجَنَّةَ حَتّٰى تُؤْمِنُوْا، وَلاَ تُؤْمِنُوْا حَتّٰى تَحَابُّوْا. أَلاَ أَدُلُّكُمْ عَلَى أَمْرٍ إِذَا أَنْتُمْ فَعَلْتُمُوْهُ تَحَابَبْتُمْ؟! أَفْشُوْا السَّلاَمَ بَيْنَكُمْ».

- صحيح : «ابن ماجه» (٣٦٩٢) م.

২৬৮৮। আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ সেই সত্তার শপথ যাঁর হাতে আমার প্রাণ! তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না, যে পর্যন্ত না (তোমরা) ঈমানদার হবে, আর ঈমানদার হতে পারবে না, যে পর্যন্ত না পরস্পর ভালোবাসা স্থাপন করবে। আমি কি এমন একটি কাজের কথা তোমাদেরকে বলে দিব না, যখন তোমরা তা করবে, পরস্পর ভালোবাসা স্থাপিত হবে? তোমরা একে অপরের মধ্যে সালামের প্রসার ঘটাও।

সহীহ ঃ ইবনু মা-জাহ (৩৬৯২), মুসলিম।

‘আবদুল্লাহ ইবনু সালাম, শুরাইহ্ ইবনু হানী তার বাবার সূত্রে, ‘আবদুল্লাহ ইবনু ‘আম্র, আল-বারাআ, আনাস ও ইবনু ‘উমার (রাযিঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ ‘ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ।

٢ - بَابُ مَا ذُكِرَ فِي فَضْلِ السَّلاَمِ

অনুচ্ছেদ ঃ ২ ॥ সালামের ফাযীলাত সম্পর্কে যা বলা হয়েছে

٢٦٨٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَالْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَرِيْرِيُّ الْبَلْخِيُّ، قَالاَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ الضُّبَعِيِّ، عَنْ عَوْفٍ، عَنْ أَبِيْ رَجَاءٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ : أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ : السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ، قَالَ : فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : «عَشْرٌ»، ثُمَّ جَاءَ آخَرُ، فَقَالَ : السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : «عِشْرُوْنَ»، ثُمَّ جَاءَ آخَرُ، فَقَالَ : السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : «ثَلاَثُونَ».

- صحيح : «التعليق الرغيب» (٢٦٨/٣).

২৬৮৯। ‘ইমরান ইবনু হুসাইন (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট একজন লোক এসে বলল, আস্সালামু আলাইকুম। নাবী ﷺ বললেন ঃ দশ (নেকী)। তারপর অন্য এক লোক এসে বলল, আস্সালামু আলাইমুক ওয়া রাহমাতুল্লাহ। নাবী ﷺ বললেন ঃ বিশ। অতঃপর আরেক লোক এসে বলল, আস্সালামু আলাইমুক ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। নাবী ﷺ বললেন ঃ ত্রিশ।

সহীহ ঃ তা’লীকুর রাগীব (৩/২৬৮)

আবূ ‘ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ, তবে এ সূত্রে গারীব। ‘আলী, আবূ সা‘ঈদ ও সাহ্ল ইবনু হুনাইফ (রাযিঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে।

٣ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ أَنَّ الْإِسْتِئْذَانَ ثَلاَثَةٌ

অনুচ্ছেদ ঃ ৩ ॥ তিনবার অনুমতি চাইতে হবে

٢٦٩٠ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيْعٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِيْ نَضْرَةَ، عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ، قَالَ : اسْتَأْذَنَ أَبُوْ مُوْسَى عَلَى عُمَرَ، فَقَالَ : السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ، أَأَدْخُلُ؟ قَالَ عُمَرُ : وَاحِدَةٌ، ثُمَّ سَكَتَ سَاعَةً، ثُمّ قَالَ : السَّلاَمْ عَلَيْكُمْ، أَأَدْخُلُ؟ قَالَ عُمَرُ : ثِنْتَانِ، ثُمَّ سَكَتَ سَاعَةً، فَقَالَ : السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ، أَأَدْخُلُ؟ فَقَالَ عُمَرُ : ثَلاَثٌ، ثُمَّ رَجَعَ، فَقَالَ عُمَرُ لِلْبَوَّابِ : مَا صَنَعَ؟ قَالَ : رَجَعَ، قَالَ : عَلَيَّ بِهِ، فَلَمَّا جَاءَهُ؛ قَالَ : مَا هَذَا الَّذِيْ صَنَعْتَ؟ قَالَ : السُّنَّةَ، قَالَ : آلسُّنَّةُ؟ وَاللّٰهِ لَتَأْتِيَنِّيْ عَلَى هَذَا بِبُرْهَانٍ أَوْ بِبَيِّنَةٍ؛ أَوْ لَأَفْعَلَنَّ بِكَ، قَالَ : فَأَتَانَا وَنَحْنُ رُفْقَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ : يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ! أَلَسْتُمْ أَعْلَمَ النَّاسِ بِحَدِيْثِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ؟ أَلَمْ يَقُلْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «الْإِسْتِئْذَانُ ثَلاَثٌ، فَإِنْ أُذِنَ لَكَ؛ وَإِلاَّ فَارْجِعْ»؟! فَجَعَلَ الْقَوْمُ يُمَازِحُوْنَهُ، قَالَ أَبُوْ سَعِيْدٍ : ثُمَّ رَفَعْتُ رَأْسِيْ إِلَيْهِ، فَقُلْتُ : فَمَا أَصَابَكَ فِيْ هَذَا مِنَ الْعُقُوْبَةِ؛ فَأَنَا شَرِيْكُكَ، قَالَ : فَأَتَى عُمَرَ، فَأَخْبَرَهُ بِذَلِكَ، فَقَالَ عُمَرُ : مَا كُنْتُ عَلِمْتُ بِهَذَا.

- صحيح : ق نحوه.

২৬৯০। আবূ সা'ঈদ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবূ মূসা (রাযিঃ) 'উমার (রাযিঃ)-এর নিকট অনুমতি চেয়ে বলেন, আস্‌সালামু আলাইকুম, আমি কি আসতে পারি? 'উমার (রাযিঃ) বলেন, এক। আবূ মূসা (রাযিঃ) কিছুক্ষণ চুপ থাকলেন। তিনি আবারও সালাম দিয়ে বলেন, আমি কি

ভিতরে আসতে পারি? 'উমার (রাযিঃ) বলেন, দুই। তারপর আবূ মূসা (রাযিঃ) অল্প সময় নীরবতা অবলম্বন করলেন। তিনি আবার বললেন, আস্সালামু আলাইকুম, আমি কি আসতে পারি? 'উমার (রাযিঃ) বললেন, তিন। এবার তিনি চলে যেতে লাগলেন। 'উমার (রাযিঃ) প্রহরীকে জিজ্ঞেস করলেন, তিনি কি করছেন? প্রহরী বলল, তিনি চলে গেছেন। তিনি বললেন, তাকে আমার নিকট ফিরিয়ে নিয়ে এসো। তারপর তিনি উমারের সামনে এলে তিনি প্রশ্ন করলেন, আপনি এরকম করলেন কেন? তিনি বললেন, আমি সুন্নাত পালন করেছি। 'উমার (রাযিঃ) বললেন, সুন্নাত পাল করেছেন? আল্লাহ্র কসম! এর সপক্ষে আপনাকে দলীল-প্রমাণ উপস্থাপন করতে হবে, তা না হলে আমি আপনার ব্যবস্থা করছি (অর্থাৎ- শাস্তি দিব)। বর্ণনাকারী বলেন, তারপর তিনি (আবূ মূসা) আমাদের নিকট আসলেন। আমরা কয়জন আনসারী বন্ধু একসাথে বসে ছিলাম। তিনি বললেন, হে আনসার সম্প্রদায়! রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাদীস সম্পর্কে কি তোমরা সবার চাইতে বেশি জ্ঞাত নও? রাসূলুল্লাহ ﷺ কি বলেননি যে, তিনবার অনুমতি চাইতে হবে? তারপর তোমাকে অনুমতি দিলে তো দিল, নতুবা ফিরে যাবে। উপস্থিত লোকজন তার সাথে কৌতুক করতে লাগল। আবূ সা'ঈদ (রাযিঃ) বলেন, এবার আমি মাথা তুলে তার দিকে তাকালাম এবং বললাম, আপনার উপর এ ব্যাপারে কোন শাস্তি হলে আমি আপনার অংশীদার হব। রাবী বলেন, তারপর তিনি উমারের নিকট এসে এ ঘটনা বললেন। 'উমার (রাযিঃ) বললেন, আমি এ সম্পর্কে জানতাম না।

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

'আলী (রাযিঃ) সা'দ (রাযিঃ)-এর মুক্তদাসী উম্মু তারিক (রাযিঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ। আল-জুরাইরীর নাম সা'ঈদ ইবনু ইয়াস, উপনাম আবূ মাস'উদ। এ হাদীসটি আবূ নাযরা হতে অন্যরাও বর্ণনা করেছেন। আবূ নাযরা আল-'আবদীর নাম আল-মুনযির ইবনু মালিক ইবনু কুত্বা'আহ্।

٤ - بَابُ مَا جَاءَ كَيْفَ رَدُّ السَّلاَمِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৪ ॥ সালামের জবাব দেয়ার নিয়ম

٢٦٩٢ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ ابْنُ عُمَرَ، عَنْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، قَالَ : دَخَلَ رَجُلٌ الْمَسْجِدَ؛ وَرَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ جَالِسٌ فِيْ نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ، فَصَلَّى، ثُمَّ جَاءَ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ : «وَعَلَيْكَ؛ ارْجِعْ فَصَلِّ». فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ بِطُوْلِهِ.

- صحيح : «ابن ماجه» (١١٦٠) ق.

২৬৯২। আবূ হুরাইরাহ্‌ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি মাসজিদে প্রবেশ করল। রাসূলুল্লাহ ﷺ সে সময়ে মাসজিদের এক পাশে বসা ছিলেন। লোকটি নামায আদায় করে এসে তাঁকে সালাম করল। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ ওয়াআলাইকা, তুমি ফিরে গিয়ে আবার নামায আদায় কর। তারপর তিনি দীর্ঘ হাদীস বর্ণনা করলেন।

সহীহ ঃ ইবনু মা-জাহ (১১৬০), বুখারী ও মুসলিম।

আবূ ‘ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান। এ হাদীস ‘উবাইদুল্লাহ ইবনু ‘উমার হতে, তিনি সা‘ঈদ আল-মাক্ববুরী হতে, তিনি তার বাবা হতে, তিনি আবূ হুরাইরাহ্‌ (রাযিঃ) হতে এই সূত্রে ইয়াহ্‌ইয়া ইবনু সা‘ঈদ আল-কাত্তান বর্ণনা করেছেন। তবে এ বর্ণনায় “ফা সাল্লামা আলাইহি, ওয়া ক্বা-লা ওয়া আলাইকা” এর উল্লেখ নেই। ইয়াহ্‌ইয়া ইবনু সা‘ঈদ কর্তৃক বর্ণিত হাদীসটি অনেক বেশি সহীহ।

٥ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ تَبْلِيْغِ السَّلاَمِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৫ ॥ সালাম পৌছানো

٢٦٩٣ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُنْذِرِ الْكُوْفِيُّ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِيْ زَائِدَةَ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ : حَدَّثَنِيْ أَبُوْ سَلَمَةَ، أَنَّ

عَائِشَةَ حَدَّثَتْهُ : أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَهَا : «إِنَّ جِبْرِيْلَ يُقْرِئُكِ السَّلَامَ»، قَالَتْ : وَعَلَيْهِ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ.

– صحيح : ق.

২৬৯৩। 'আয়িশাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে বললেন, জিবরীল (আঃ) তোমাকে সালাম দিয়েছেন। তিনি ('আয়িশাহ্) বললেন, ওয়া 'আলাইহিস সালামু ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম

এ অনুচ্ছেদে বানী নুমাইরের জনৈক ব্যক্তি তার বাবা হতে, তিনি দাদা হতে এই সূত্রে হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ। এ হাদীসটি যুহ্রীও আবূ সালামা হতে, তিনি 'আয়িশাহ্ (রাযিঃ) এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

٦ – بَابُ مَا جَاءَ فِيْ فَضْلِ الَّذِيْ يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৬ ॥ প্রথমে সালাম প্রদানকারী ব্যক্তির ফাযীলাত

٢٦٩٤ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ : أَخْبَرَنَا قُرَّانُ بْنُ تَمَّامٍ الْأَسَدِيُّ، عَنْ أَبِيْ فَرْوَةَ يَزِيْدَ بْنِ سِنَانٍ، عَنْ سُلَيْمِ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ، قَالَ : قِيْلَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! الرَّجُلَانِ يَلْتَقِيَانِ؛ أَيُّهُمَا يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ؟ فَقَالَ : «أَوْلَاهُمَا بِاللّٰهِ».

– صحيح : «المشكاة» (٤٦٤٦)، «تخريج الكلم الطيب» (١٩٨).

২৬৯৪। আবূ উমামাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করা হল, হে আল্লাহ্র রাসূল ﷺ! দু'জন লোকের মধ্যে সাক্ষাৎ হলে কে প্রথম সালাম দিবে? তিনি বললেন ঃ তাদের মধ্যে যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার বেশি নিকটবর্তী।

সহীহ ঃ মিশকাত (৪৬৪৬), তাখরীজুল কালিমিত্ তাইয়্যিব (১৯৮)।

Contents

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান। মুহাম্মাদ (বুখারী) বলেন, আবূ ফারওয়া আর-রাহাবী বর্ণনাকারী হিসেবে গ্রহণযোগ্য। কিন্তু তার ছেলে মুহাম্মাদ তার সূত্রে বহু মুনকার হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٧ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ كَرَاهِيَةِ إِشَارَةِ الْيَدِ بِالسَّلَامِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৭ ॥ হাতে ইশারা করে সালাম দেয়া মাকরূহ

٢٦٩٥ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : «لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَشَبَّهَ بِغَيْرِنَا، لاَ تَشَبَّهُوْا بِالْيَهُوْدِ وَلاَ بِالنَّصَارَى؛ فَإِنَّ تَسْلِيْمَ الْيَهُوْدِ الْإِشَارَةُ بِالْأَصَابِعِ، وَتَسْلِيْمَ النَّصَارَى الْإِشَارَةُ بِالْأَكُفِّ».

- حسن : «الصحيحة» (٢١٩٤).

২৬৯৫। 'আম্‌র ইবনু শু'আইব (রাহঃ) হতে পর্যায়ক্রমে তার বাবা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ বিজাতির অনুকরণকারী ব্যক্তি আমাদের দলভুক্ত নয়। তোমরা ইয়াহূদী-নাসারাদের অনুকরণ করো না। কেননা ইয়াহূদীগণ আঙ্গুলের ইশারায় এবং নাসারাগণ হাতের ইশারায় সালাম দেয়।

হাসান ঃ সহীহাহ্ (২১৯৪)

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটির সনদ যঈফ। এই হাদীসটি ইবনু লাহীআর সূত্রে ইবনু মুবারাক বর্ণনা করেছেন কিন্তু তা মারফূ' হিসেবে নয়।

٨ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ التَّسْلِيْمِ عَلَى الصِّبْيَانِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৮ ॥ শিশুদেরকে সালাম দেয়া

٢٦٩٦ - حَدَّثَنَا أَبُوْ الْخَطَّابِ زِيَادُ بْنُ يَحْيَى الْبَصْرِيُّ : حَدَّثَنَا أَبُوْ عَتَّابٍ سَهْلُ بْنُ حَمَّادٍ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَيَّارٍ، قَالَ : كُنْتُ أَمْشِيْ مَعَ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، فَمَرَّ عَلَى صِبْيَانٍ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ ثَابِتٌ : كُنْتُ مَعَ

أَنَسٍ، فَمَرَّ عَلَى صِبْيَانٍ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ، وَقَالَ أَنَسٌ : كُنْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ، فَمَرَّ عَلَى صِبْيَانٍ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ.

- صحيح : ق.

২৬৯৬। সাইয়্যার (রাহঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি সাবিত আল-বুনানীর সাথে হাঁটছিলাম। তিনি কয়েকজন শিশুর পাশ দিয়ে চলার সময় তাদেরকে সালাম দিলেন এবং বললেন, কোন একদিন আমি আনাস (রাযিঃ)-এর সাথে ছিলাম। তিনি শিশুদের পাশ দিয়ে চলার সময় তাদেরকে সালাম দিলেন এবং বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে ছিলাম। তিনি শিশুদের পাশ দিয়ে চলার সময় তাদেরকে সালাম দিয়েছেন।

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি সহীহ। এ হাদীসটি সাবিত (রাহঃ) হতে একাধিক বর্ণনাকারী বর্ণনা করেছেন। অন্য সূত্রেও আনাস (রাযিঃ) হতে এ হাদীস বর্ণিত আছে। কুতাইবা-জা'ফার ইবনু সুলাইমান হতে, তিনি সাবিত হতে, তিনি আনাস (রাযিঃ) হতে, তিনি নাবী ﷺ হতে এই সূত্রে উপরোক্ত হাদীসের সমার্থক হাদীস বর্ণিত আছে।

٩ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ التَّسْلِيْمِ عَلَى النِّسَاءِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৯ ॥ স্ত্রীলোককে সালাম দেয়া

٢٦٩٧ - حَدَّثَنَا سُوَيْدٌ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْحَمِيْدِ بْنُ بَهْرَامَ، أَنَّهُ سَمِعَ شَهْرَ بْنَ حَوْشَبٍ يَقُوْلُ : سَمِعْتُ أَسْمَاءَ بِنْتَ يَزِيْدَ تُحَدِّثُ : أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَرَّ فِيْ الْمَسْجِدِ يَوْمًا؛ وَعُصْبَةٌ مِنَ النِّسَاءِ قُعُوْدٌ، فَأَلْوَى بِيَدِهِ بِالتَّسْلِيْمِ. وَأَشَارَ عَبْدُ الْحَمِيْدِ بِيَدِهِ.

- صحيح : إلا الإلواء باليد : «جلباب المرأة المسلمة» (١٩٤ - ١٩٦).

২৬৯৭। আসমা বিনতু ইয়াযীদ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, কোন এক সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ মাসজিদের দিকে যাচ্ছিলেন। সেখানে একদল মহিলা বসা ছিল। তিনি হাত উঠিয়ে তাদেরকে সালাম দিলেন। 'আবদুল হামীদ তার হাতের ইশারায় বুঝিয়ে দিলেন।

"হাতের ইশারা" ব্যতীত হাদীসটি সহীহ ঃ জিলবাবুল মারআতিল মুসলিমাহ্ (১৯৪-১৯৬)।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান। আহ্মাদ ইবনু হাম্বল (রাহঃ) বলেন, 'আবদুল হামীদ ইবনু বাহ্রাম-শাহ্র ইবনু হাওশাব সূত্রে বর্ণিত হাদীসে কোন সমস্যা নেই। মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈল (আল-বুখারী) বলেন, শাহ্র হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে উত্তম পর্যায়ের এবং তিনি (এ কথা বলে) তার বিষয়টি মজবুত করেছেন। তিনি আরো বলেছেন, ইবনু 'আওন তার সমালোচনা করেছেন, অতঃপর হিলাল ইবনু আবী যাইনাব-শাহ্র ইবনু হাওশাব সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। আবূ দাউদ বালখী-আন-নায্র ইবনু শুমাইল হতে, তিনি ইবনু 'আওন হতে বর্ণনা করেছেন যে, ইবনু 'আওন বলেন, মুহাদ্দিসগণ শাহ্রকে বাদ দিয়েছেন। আবূ দাউদ (রাহঃ) বলেন, আন-নায্র বলেছেন, "তারা তাকে বাদ দিয়েছেন" অর্থ তারা তাকে তিরস্কার বা অভিযুক্ত করেছেন এ কারণে যে, তিনি শাসকের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন।

١٠ - بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّسْلِيمِ إِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ

অনুচ্ছেদ ঃ ১০ ॥ নিজের ঘরে প্রবেশকালে সালাম দেয়া

٢٦٩٨ - حَدَّثَنَا أَبُوْ حَاتِمٍ الْبَصْرِيُّ الْأَنْصَارِيُّ مُسْلِمُ بْنُ حَاتِمٍ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْأَنْصَارِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ : قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «يَا بُنَيَّ! إِذَا دَخَلْتَ عَلَى أَهْلِكَ؛ فَسَلِّمْ؛ يَكُنْ بَرَكَةً عَلَيْكَ، وَعَلَى أَهْلِ بَيْتِكَ».

- ضعيف الإسناد.

২৬৯৮। আনাস (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বলেছেন ঃ হে বৎস! তুমি যখন তোমার পরিবার-পরিজনের নিকটে যাও, তখন সালাম দিও। তাতে তোমার ও তোমার পরিবার-পরিজনের কল্যাণ হবে।

হাদীসটির সানাদ দুর্বল।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান, সহীহ গারীব।

١١ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ السَّلَامِ قَبْلَ الْكَلَامِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১১ ॥ কথা বলার আগেই সালাম দিতে হবে

٢٦٩٩ - حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ الصَّبَّاحِ بَغْدَادِيٌّ : حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ زَكَرِيَّا، عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَاذَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «السَّلَامُ قَبْلَ الْكَلَامِ».

- حسن : الصحيحة (٨١٦)

- وَبِهَذَا الإِسْنَادِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : «لاَ تَدْعُوْا أَحَدًا إِلَى الطَّعَامِ حَتَّى يُسَلِّمَ».

- موضوع : «ضعيف الجامع» (٣٣٧٤).

২৬৯৯। জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ কথা-বার্তা বলার আগেই সালাম বিনিময় হবে।

হাসান ঃ সহীহাহ্ (৮১৬)।

এ সানাদেই নাবী ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ সালাম দেয়ার পরই কাউকে খাবারের দাওয়াত দাও।

মাওযূ' ঃ যঈফ আল-জামি' (৩৩৭৪)।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি মুনকার। আমরা শুধুমাত্র উপরোক্ত সূত্রেই এ হাদীসটি জেনেছি। আমি মুহাম্মাদ (বুখারী)-কে বলতে শুনেছি,

আনবাসা ইবনু 'আবদুর রাহ্মান হাদীস শাস্ত্রে দুর্বল এবং অবহেলিত। আর মুহাম্মাদ ইবনু যাযান প্রত্যাখ্যাত বর্ণনাকারী।

١٢ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ التَّسْلِيْمِ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১২ ॥ যিম্মীদের (অমুসলিম নাগরিকদের) সালাম দেয়া অপছন্দনীয়

٢٧٠٠ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سُهَيْلِ ابْنِ أَبِيْ صَالِحٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : «لاَ تَبْدَءُوْا الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارَى بِالسَّلاَمِ، وَإِذَا لَقِيْتُمْ أَحَدَهُمْ فِي الطَّرِيْقِ؛ فَاضْطَرُّوْهُمْ إِلَى أَضْيَقِهِ».

- صحيح .

২৭০০। আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা ইয়াহূদী-নাসারাদেরকে প্রথম সালাম করো না। রাস্তায় তাদের মধ্যে কারো সাথে তোমাদের দেখা হলে, পথের সংকীর্ণ পার্শ্ব দিয়ে তাকে চলতে বাধ্য কর।

সহীহ।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ।

٢٧٠١ - حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُوْمِيُّ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ : إِنَّ رَهْطًا مِنَ الْيَهُوْدِ دَخَلُوْا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالُوْا : السَّامُ عَلَيْكَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : «عَلَيْكُمْ»، فَقَالَتْ عَائِشَةُ : بَلْ عَلَيْكُمُ السَّامُ وَاللَّعْنَةُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : «يَا عَائِشَةُ! إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِيْ الْأَمْرِ كُلِّهِ»، قَالَتْ عَائِشَةُ : أَلَمْ

تَسْمَعْ مَا قَالُوْا؟! قَالَ : قَدْ قُلْتُ : «عَلَيْكُمْ».

- صحيح : «الروض النضير» (٧٦٤) ق.

২৭০১। 'আয়িশাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, কোন একদিন একদল ইয়াহূদী নাবী ﷺ-এর নিকট এসে বলল, আস্সামু 'আলাইকা (আপনার মৃত্যু হোক)। তাদের এ কথার জবাবে নাবী ﷺ বললেন ঃ আলাইকুম (তোমাদেরই তাই হোক)। 'আয়িশাহ্ (রাযিঃ) বললেন, আলাইকুমুস্ সাম ওয়াল্ লা'নাত (তোমাদের উপর মৃত্যু ও অভিশাপ পতিত হোক)। নাবী ﷺ বললেন ঃ হে 'আয়িশাহ্! আল্লাহ তা'আলা সকল ব্যাপারেই কোমলতা পছন্দ করেন। 'আয়িশাহ্ (রাযিঃ) বললেন, তারা কি বলেছে আপনি কি তা শুনেননি? তিনি বললেন ঃ আমিও তো বলে দিয়েছি, আলাইকুম।

সহীহ ঃ রাওযুন নাযীর (৭৬৪), বুখারী ও মুসলিম।

আবূ বাসরা আল-গিফারী, ইবনু 'উমার, আনাস ও আবূ 'আবদুর রাহমান আল-জুহানী (রাযিঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ 'ঈসা বলেন, 'আয়িশাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটি হাসান সহীহ।

١٣ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ السَّلاَمِ عَلَى مَجْلِسٍ فِيْهِ الْمُسْلِمُوْنَ وَغَيْرِهِمْ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৩ ॥ মুসলিম ও অমুসলিমদের একত্র সমাবেশে সালাম প্রদান

٢٧٠٢ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوْسَى : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، أَنَّ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ أَخْبَرَهُ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَرَّ بِمَجْلِسٍ؛ وَفِيْهِ أَخْلاَطٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْيَهُوْدِ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ.

- صحيح : خ (٦٢٥٤)، م (٥/١٨٢-١٨٣).

২৭০২। উসামাহ্ ইবনু যাইদ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নাবী ﷺ ইয়াহূদী-মুসলিম সম্মিলিত একটি সমাবেশের পাশ দিয়ে চলার সময় তাদেরকে সালাম দিলেন।

সহীহ ঃ বুখারী (৬২৫৪), মুসলিম (৫/১৮২-১৮৩)।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ।

١٤ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ تَسْلِيْمِ الرَّاكِبِ عَلَى الْمَاشِيْ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৪ ॥ সাওয়ারী ব্যক্তি পদচারী ব্যক্তিকে সালাম প্রদান করবে

٢٧٠٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَإِبْرَاهِيْمُ بْنُ يَعْقُوْبَ، قَالاَ : حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، عَنْ حَبِيْبِ بْنِ الشَّهِيْدِ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : «يُسَلِّمُ الرَّاكِبُ على الْمَاشِيْ، وَالْمَاشِيْ عَلَى الْقَاعِدِ، وَالْقَلِيْلُ عَلَى الْكَثِيْرِ- وَزَادَ ابْنُ الْمُثَنَّى فِيْ حَدِيْثِهِ-، وَيُسَلِّمُ الصَّغِيْرُ عَلَى الْكَبِيْرِ».

- صحيح : «الصحيحة» (١١٤٥) ق.

২৭০৩। আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নাবী ﷺ বলেছেন ঃ আরোহী পদচারীকে, পদচারী বসা ব্যক্তিকে এবং অল্প সংখ্যক বেশি সংখ্যককে সালাম দিবে। ইবনুল মুসান্না বর্ণিত হাদীসে আরো আছে ঃ বয়সে নবীনরা প্রবীণদেরকে সালাম করবে।

সহীহ ঃ সহীহাহ্ (১১৪৫), বুখারী ও মুসলিম।

'আবদুর রাহমান ইবনু শিব্ল, ফাযালাহ্ ইবনু 'উবাইদ ও জাবির (রাযিঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) হতে একাধিক সূত্রে বর্ণিত আছে। আইয়ূব সাখতিয়ানী, ইউনুস ইবনু 'উবাইদ ও 'আলী ইবনু যাইদ বলেন ঃ হাসান আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) হতে হাদীস শ্রবণ করেননি।

٢٧٠٤ - حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ : أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ : أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : «يُسَلِّمُ الصَّغِيْرُ عَلَى الْكَبِيرِ، وَالْمَارُّ عَلَى الْقَاعِدِ، وَالْقَلِيْلُ عَلَى الْكَثِيْرِ».

- صحيح : المصدر نفسه (١١٤٩) خ.

২৭০৪। আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নাবী ﷺ বলেছেন ঃ অল্প বয়সী বেশি বয়সীদেরকে, পদচারী বসা লোকদেরকে এবং অল্প সংখ্যক বেশি সংখ্যককে সালাম করবে।

সহীহ ঃ প্রাগুক্ত (১১৪৯), বুখারী।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ।

٢٧٠٥ - حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ : أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللّٰهِ : أَنْبَأَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ : أَخْبَرَنِي أَبُوْ هَانِئٍ- اسْمُهُ : حُمَيْدُ بْنُ هَانِئٍ الْخَوْلَانِيُّ-، عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْجَنْبِيِّ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ، أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : «يُسَلِّمُ الْفَارِسُ عَلَى الْمَاشِيْ، وَالْمَاشِيْ عَلَى الْقَائِمِ، وَالْقَلِيْلُ عَلَى الْكَثِيْرِ».

- صحيح : المصدر نفسه (١١٥٠).

২৭০৫। ফাযালাহ্ ইবনু 'উবাইদ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ অশ্বারোহী পথচারীকে, পথচারী দাঁড়ানো ব্যক্তিকে এবং অল্প সংখ্যক বেশি সংখ্যককে সালাম দিবে।

সহীহ ঃ প্রাগুক্ত (১১৫০)

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ। আবূ 'আলী আল-জানবীর নাম 'আম্র ইবনু মালিক।

Contents

١٥ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ التَّسْلِيْمِ عِنْدَ الْقِيَامِ وَعِنْدَ الْقُعُوْدِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৫ ॥ উঠতে বসতে সালাম করা

٢٧٠٦ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : «إِذَا انْتَهَى أَحَدُكُمْ إِلَى مَجْلِسٍ؛ فَلْيُسَلِّمْ، فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يَجْلِسَ؛ فَلْيَجْلِسْ، ثُمَّ إِذَا قَامَ؛ فَلْيُسَلِّمْ فَلَيْسَتِ الْأُوْلَى بِأَحَقَّ مِنَ الْآخِرَةِ».

- حسن صحيح : «الصحيحة» (١٨٣)، «تخريج الكلم» (٢٠١).

২৭০৬। আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের মধ্যে কেউ কোন মাজলিসে উপস্থিত হলে সে যেন সালাম করে, তারপর তার ইচ্ছা হলে বসে পড়বে। তারপর সে যখন উঠে দাঁড়াবে, তখনো যেন সালাম করে। কেননা পরের সালামের চাইতে প্রথম সালাম বেশি গুরুত্বপূর্ণ নয়।

হাসান সহীহ ঃ সহীহাহ্ (১৮৩), তাখরীজুল কালিম (২০১)।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান। এ হাদীসটি ইবনু আজলান-সা'ঈদ আল-মাকবুরী হতে, তিনি তার বাবা হতে, তিনি আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) হতে, তিনি নাবী ﷺ হতে এই সূত্রেও বর্ণিত আছে।

١٧ - بَابُ مَنِ اطَّلَعَ فِيْ دَارِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৭ ॥ যে ব্যক্তি বাসিন্দাদের বিনা অনুমতিতে তাদের ঘরের ভিতরে উঁকিঝুঁকি মারে

٢٧٠٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ فِي بَيْتِهِ، فَاطَّلَعَ عَلَيْهِ رَجُلٌ، فَأَهْوَى إِلَيْهِ بِمِشْقَصٍ، فَتَأَخَّرَ الرَّجُلُ.

- صحيح : ق.

Contents

২৭০৮। আনাস (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, কোন এক সময় নাবী ﷺ তাঁর ঘরে ছিলেন। তখন জনৈক ব্যক্তি তাঁর দিকে উঁকি দিল। তিনি তীরের ফলা তার দিকে তাক করলে সে সরে পড়ল।

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ।

٢٧٠٩ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ : أَنَّ رَجُلاً اطَّلَعَ عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ؛ مِنْ جُحْرٍ فِيْ حُجْرَةِ النَّبِيِّ ﷺ، وَمَعَ النَّبِيِّ ﷺ مِدْرَاةٌ يَحُكُّ بِهَا رَأْسَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : «لَوْ عَلِمْتُ أَنَّكَ تَنْظُرُ؛ لَطَعَنْتُ بِهَا فِيْ عَيْنِكَ؛ إِنَّمَا جُعِلَ الْإِسْتِئْذَانُ مِنْ أَجْلِ الْبَصَرِ».

- صحيح : «صحيح الترغيب» (٢٧٣/٣) ق.

২৭০৯। সাহ্ল ইবনু সা'দ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, জনৈক লোক রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ঘরের একটি ছিদ্রপথে তাঁর দিকে উঁকি দিল। তখন তিনি একটি লোহার চিরুনি দিয়ে তাঁর মাথার চুল বিন্যাস করছিলেন। নাবী ﷺ বললেন ঃ আমি যদি জানতাম যে, তুমি উঁকি দিয়ে আমার দিকে তাকাচ্ছ, তাহলে এটা (চিরুনি) তোমার চোখে ঢুকিয়ে দিতাম। দৃষ্টিশক্তির কারণেই তো অনুমতি প্রার্থনার নিয়ম চালু করা হয়েছে।

সহীহ ঃ সহীহুত্ তারগীব (৩/২৭৩), বুখারী ও মুসলিম।

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ।

١٨ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ التَّسْلِيْمِ قَبْلَ الْإِسْتِئْذَانِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৮ ॥ অনুমতি চাওয়ার পূর্বেই সালাম দিতে হয়

٢٧١٠ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيْعٍ : حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ : أَخْبَرَنِيْ عَمْرُو بْنُ أَبِي سُفْيَانَ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ صَفْوَانَ

أَخْبَرَهُ، أَنَّ كَلَدَةَ بْنَ حَنْبَلٍ أَخْبَرَهُ : أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ بَعَثَهُ بِلَبَنٍ وَلِبَإٍ، وَضَغَابِيْسَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ؛ وَالنَّبِيُّ ﷺ بِأَعْلَى الْوَادِيْ، قَالَ : فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ وَلَمْ أُسَلِّمْ، وَلَمْ أَسْتَأْذِنْ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : «ارْجِعْ، فَقُلِ : السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ، أَأَدْخُلُ؟»؛ وَذَلِكَ بَعْدَ مَا أَسْلَمَ صَفْوَانُ.

– صحيح : «الصحيحة» (٨١٨).

২৭১০। কালাদাহ্ ইবনু হাম্বল (রাহঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, সাফওয়ান ইবনু উমাইয়্যা (রাযিঃ) তাকে কিছু দুধ, ছানা ও তরকারীসহ নাবী ﷺ-এর নিকট পাঠান। সে সময়ে নাবী ﷺ উপত্যকার উপরে অবস্থান করছিলেন। তিনি (কালাদাহ্) বলেন, আমি অনুমতিও চাইলাম না, সালামও করলাম না, বরং এমনি তাঁর নিকট চলে গেলাম। নাবী ﷺ আমাকে বললেন ঃ তুমি ফিরে গিয়ে বল, আস্সালামু আলাইকুম, আমি কি আসতে পারি? (তারপর আমার নিকট এসো)। আর এ ঘটনাটি সাফওয়ানের ইসলাম গ্রহণের পরের।

সহীহ ঃ সহীহাহ্ (৮১৮)

‘আম্র ইবনু আবূ সুফ্ইয়ান বলেন, উক্ত হাদীসটি আমাকে উমাইয়্যাহ্ ইবনু সাফওয়ান জানিয়েছেন এবং এই সূত্রে তিনি বলেননি যে, ‘আমি এ হাদীসটি কালাদার নিকট শুনেছি’। আবূ ‘ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান গারীব। আমরা এ হাদীসটি শুধুমাত্র ইবনু জুরাইজের রিওয়ায়াত হিসেবে জেনেছি। ইবনু জুরাইজের সূত্রে আবূ আসিমও উক্ত হাদীসের মতো বর্ণনা করেছেন। যাগাবীস এক প্রকার উদ্ভিদ যা খাওয়া যায়।

٢٧١١ – حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ : أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ : أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ : اسْتَأْذَنْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فِي دَيْنٍ كَانَ عَلَى أَبِيْ، فَقَالَ : «مَنْ هَذَا؟»، فَقُلْتُ : أَنَا، فَقَالَ : «أَنَا، أَنَا؟!»؛ كَأَنَّهُ كَرِهَ ذَلِكَ.

– صحيح : ق.

২৭১১। জাবির (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার বাবার কিছু ঋণ ছিল। এ ব্যাপারে আমি নাবী ﷺ-এর নিকট যাওয়ার অনুমতি চাইলাম। তিনি প্রশ্ন করলেন ঃ তুমি কে? আমি বললাম, আমি। তিনি বলেন, আমি, আমি। মনে হল যেন তিনি এ ধরনের উত্তর অপছন্দ করেছেন।

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ।

١٩ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ كَرَاهِيَةِ طُرُوْقِ الرَّجُلِ أَهْلَهُ لَيْلاً

অনুচ্ছেদ ঃ ১৯ ॥ সফর থেকে ফিরে রাতের বেলায় স্ত্রীর নিকট যাওয়া অপছন্দনীয়

٢٧١٢ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ نُبَيْحٍ الْعَنَزِيِّ، عَنْ جَابِرٍ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَاهُمْ أَنْ يَطْرُقُوْا النِّسَاءَ لَيْلاً.

- صحيح : ق.

২৭১২। জাবির (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নাবী ﷺ সফর থেকে ফিরে রাতের বেলায় স্ত্রীর নিকট যেতে তাদেরকে নিষেধ করেছেন।

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

আনাস, ইবনু 'উমার ও ইবনু 'আব্বাস (রাযিঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ। নাবী ﷺ-এর এ হাদীসটি জাবির (রাযিঃ) হতে একাধিক সূত্রে বর্ণিত আছে।

ইবনু 'আব্বাস (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, নাবী ﷺ রাতের বেলায় সফর থেকে ফিরে এসে তাদেরকে স্ত্রীদের নিকট যেতে নিষেধ করেছেন। নাবী ﷺ-এর এ নিষেধাজ্ঞার পরও দু'জন লোক রাতে তাদের স্ত্রীদের ঘরে ঢুকে তাদের প্রত্যেকের সাথে একজন করে পরপুরুষ দেখতে পেল।

٢٢ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ تَعْلِيْمِ السُّرْيَانِيَّةِ

অনুচ্ছেদ ঃ ২২ ॥ সুরিয়ানী ভাষা শিক্ষা করা

٢٧١٥ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِيْهِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ : أَمَرَنِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَنْ أَتَعَلَّمَ لَهُ كَلِمَاتٍ مِنْ كِتَابِ يَهُوْدَ، وَقَالَ : «إِنِّيْ-وَاللّٰهِ- مَا آمَنُ يَهُوْدَ عَلَى كِتَابِيْ»، قَالَ : فَمَا مَرَّ بِيْ نِصْفُ شَهْرٍ؛ حَتَّى تَعَلَّمْتُهُ لَهُ، قَالَ : فَلَمَّا تَعَلَّمْتُهُ؛ كَانَ إِذَا كَتَبَ إِلَى يَهُوْدَ؛ كَتَبْتُ إِلَيْهِمْ، وَإِذَا كَتَبُوْا إِلَيْهِ؛ قَرَأْتُ لَهُ كِتَابَهُمْ.

- حسن صحيح : «المشكاة» (٤٦٥٩).

২৭১৫। যাইদ ইবনু সাবিত (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে ইয়াহূদীদের কিতাবী ভাষা (হিব্রু) অধ্যয়নের জন্য আদেশ করেন এবং বলেন ঃ আল্লাহ্র কসম! আমি আমার পত্রাদির ব্যাপারে ইয়াহূদীদের উপর নিশ্চিন্ত হতে পারি না। তিনি (বর্ণনাকারী) বলেন, তারপর মাসের অর্ধেক যেতে না যেতেই আমি সুরিয়ানী ভাষা আয়ত্ত করে ফেললাম। এ ভাষা শিক্ষার পর থেকে তিনি ইয়াহূদীদের নিকট কোন কিছু লিখতে চাইলে আমিই তা লিখে দিতাম। আর তারা তাঁর নিকট কোন চিঠি পাঠালে, আমি তাঁকে তা পড়ে শুনাতাম।

হাসান সহীহ ঃ মিশকাত (৪৬৫৯)

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ। এ হাদীসটি ভিন্ন সূত্রেও যাইদ ইবনু সাবিত (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে। আ'মাশ-সাবিত ইবনু 'উবাইদ হতে, তিনি যাইদ ইবনু সাবিত (রাযিঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে সুরিয়ানী ভাষা শিখতে আদেশ করেন।

٢٣ - بَابٌ فِيْ مُكَاتَبَةِ الْمُشْرِكِيْنَ

অনুচ্ছেদ ঃ ২৩ ॥ মুশরিকদের সাথে পত্রবিনিময়

٢٧١٦ - حَدَّثَنَا يُوْسُفُ بْنُ حَمَّادٍ الْبَصْرِيُّ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ سَعِيْدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ : أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَتَبَ قَبْلَ مَوْتِهِ إِلَى كِسْرَى، وَإِلَى قَيْصَرَ، وَإِلَى النَّجَاشِيِّ، وَإِلَى كُلِّ جَبَّارٍ؛ يَدْعُوْهُمْ إِلَى اللّٰهِ؛ وَلَيْسَ بِالنَّجَاشِيِّ الَّذِيْ صَلَّى عَلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ.

- صحيح : م (١٦٦/٥).

২৭১৬। আনাস ইবনু মালিক (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর মৃত্যুর পূর্বে কিস্‌রা, কাইসার ও নাজাশী এবং তখনকার সব পরাক্রান্ত রাজা-বাদশাহ্‌দের নিকট তাদেরকে আল্লাহ্‌র দ্বীনের দাওয়াত দিয়ে চিঠি দিয়েছিলেন। তবে ইনি সেই নাজাশী নন, নাবী ﷺ যার জানাযা আদায় করেছিলেন।

সহীহ ঃ মুসলিম (৫/১৬৬)

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ গারীব।

٢٤ - بَابُ مَا جَاءَ كَيْفَ يُكْتَبُ إِلَى أَهْلِ الشِّرْكِ

অনুচ্ছেদ ঃ ২৪ ॥ মুশরিকদের নিকট চিঠি লেখার নিয়ম

٢٧١٧ - حَدَّثَنَا سُوَيْدٌ : أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللّٰهِ : أَنْبَأَنَا يُوْنُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ : أَخْبَرَنِيْ عُبَيْدُاللّٰهِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ، أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ بْنَ حَرْبٍ أَخْبَرَهُ : أَنَّ هِرَقْلَ أَرْسَلَ إِلَيْهِ فِيْ نَفَرٍ مِنْ قُرَيْشٍ، وَكَانُوْا تُجَّارًا بِالشَّامِ، فَأَتَوْهُ . . . فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، قَالَ : ثُمَّ دَعَا بِكِتَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ، فَقُرِئَ، فَإِذَا فِيْهِ : «بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ، مِنْ مُحَمَّدٍ

عَبْدِ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ : إِلَى هِرَقْلَ عَظِيْمِ الرُّوْمِ : السَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى : أَمَّا بَعْدُ».

- صحيح : ق.

২৭১৭। ইবনু 'আব্বাস (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, আবূ সুফ্ইয়ান ইবনু হার্ব (রাযিঃ) তাকে বলেছেন, তিনি কুরাইশদের একটি ব্যবসায়ী দলে সিরিয়া গিয়েছিলেন। হিরাকল (হিরাক্লিয়াস) তাকে ডেকে পাঠালেন। তিনি তার নিকট গেলেন। তারপর বর্ণনাকারী তার বর্ণিত হাদীসটি উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর একটি চিঠি নিয়ে আসা হল এবং তা পড়ানো হল। তাতে লিখা ছিল ঃ বিসমিল্লা-হির রাহমা-নির রাহীম, আল্লাহ্র বান্দা ও তাঁর রাসূল মুহাম্মাদের পক্ষ হতে রোমের রাষ্ট্রপ্রধান হিরাকলের প্রতি। হিদায়াতের অনুসারীদের প্রতি সালাম। তারপর সমাচার এই...।

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ। আবূ সুফ্ইয়ান (রাযিঃ)-এর নাম সাখর ইবনু হার্ব।

٢٥ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ خَتْمِ الْكِتَابِ

অনুচ্ছেদ ঃ ২৫ ॥ চিঠির উপর সীলমোহর লাগানো

٢٧١٨ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ : أَخْبَرَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ : حَدَّثَنِيْ أَبِيْ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ : لَمَّا أَرَادَ نَبِيُّ اللّٰهِ ﷺ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى الْعَجَمِ؛ قِيلَ لَهُ : إِنَّ الْعَجَمَ لاَ يَقْبَلُوْنَ؛ إِلاَّ كِتَابًا عَلَيْهِ خَاتَمٌ، فَاصْطَنَعَ خَاتَمًا، قَالَ : فَكَأَنِّيْ أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِهِ فِي كَفِّهِ.

- صحيح : «مختصر الشمائل» (٧٤) ق.

২৭১৮। আনাস ইবনু মালিক (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন অনারবদের নিকট চিঠি লিখতে চাইলেন, তখন তাঁকে বলা হল, অনারবগণ সীল লাগানো ব্যতীত কোন চিঠিপত্র গ্রহণ করে না।

Contents

তারপর তিনি একটি আংটি (সীল) বানালেন। তিনি (আনাস) বলেন, এখনও মনে হচ্ছে যেন আমি তাঁর হাতে এর শুভ্রতা (আংটির চাকচিক্য) দেখতে পাচ্ছি।

সহীহ ঃ মুখতাসার শামা-য়িল (৭৪), বুখারী ও মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ।

٢٦ - بَابُ كَيْفَ السَّلَامُ

অনুচ্ছেদ ঃ ২৬ ॥ সালাম বিনিময়ের নিয়ম

٢٧١٩ - حَدَّثَنَا سُوَيْدٌ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ : أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيْرَةِ : حَدَّثَنَا ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ لَيْلَى، عَنِ الْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ، قَالَ : أَقْبَلْتُ أَنَا وَصَاحِبَانِ لِيْ؛ قَدْ ذَهَبَتْ أَسْمَاعُنَا وَأَبْصَارُنَا مِنَ الْجَهْدِ، فَجَعَلْنَا نَعْرِضُ أَنْفُسَنَا عَلَى أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، فَلَيْسَ أَحَدٌ يَقْبَلُنَا، فَأَتَيْنَا النَّبِيَّ ﷺ، فَأَتَى بِنَا أَهْلَهُ؛ فَإِذَا ثَلَاثَةُ أَعْنُزٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : «احْتَلِبُوْا هَذَا اللَّبَنَ بَيْنَنَا»، فَكُنَّا نَحْتَلِبُهُ، فَيَشْرَبُ كُلُّ إِنْسَانٍ نَصِيْبَهُ، وَنَرْفَعُ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ نَصِيبَهُ، فَيَجِيْءُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنَ اللَّيْلِ، فَيُسَلِّمُ تَسْلِيْمًا لَا يُوْقِظُ النَّائِمَ، وَيُسْمِعُ الْيَقْظَانَ، ثُمَّ يَأْتِي الْمَسْجِدَ، فَيُصَلِّيْ، ثُمَّ يَأْتِيْ شَرَابَهُ فَيَشْرَبُهُ.

- صحيح : «آداب الزفاف» (١٦٧ - ١٩٦ - الطبعة الجديدة) م.

২৭১৯। মিক্বদাদ ইবনুল আস্ওয়াদ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি এবং আমার দু'জন সাথী এমন অবস্থায় (মাদীনায়) পৌঁছালাম যে, আমাদের চোখ-কান ক্ষুধার যন্ত্রণায় অচল হয়ে যাবার উপক্রম হল। তারপর আমরা আমাদেরকে নাবী ﷺ-এর সাহাবীদের নিকট উপস্থাপন করতে লাগলাম; কিন্তু কেউই আমাদেরকে গ্রহণ করলেন না। অবশেষে আমরা নাবী ﷺ-এর নিকট হাযির হলাম। তিনি আমাদেরকে নিয়ে তাঁর পরিবারের

Contents

নিকট গেলেন। সেখানে তিনটি বকরী ছিল। নাবী ﷺ বললেন ঃ তোমরা এগুলোর দুধ দোহন কর। তারপর আমরা এগুলো দোহন করে প্রত্যেকেই যার যার অংশের দুধ পান করতাম এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অংশ উঠিয়ে রেখে দিতাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ রাতের বেলায় আসতেন এবং এমনভাবে সালাম দিতেন যে, ঘুমন্ত লোকেরা জাগ্রত হত না অথচ জাগ্রত লোকেরা তা শুনতে পেত। তারপর তিনি মাসজিদে গিয়ে নামায আদায় করতেন, তারপর তাঁর জন্য রাখা দুধ পান করতেন।

সহীহ ঃ আদাবুয্ যিফা-ফ নতুন সংস্করণ (১৬৭-১৯৬), মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ।

٢٧ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ كَرَاهِيَةِ التَّسْلِيْمِ عَلَى مَنْ يَبُوْلُ

অনুচ্ছেদ ঃ ২৭ ॥ প্রস্রাবরত লোককে সালাম দেয়া মাকরূহ

٢٧٢٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، وَنَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالاَ : حَدَّثَنَا أَبُوْ أَحْمَدَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ رَجُلاً سَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ؛ وَهُوَ يَبُوْلُ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ - يَعْنِي- السَّلاَمَ.

- حسن صحيح : وهو مكرر في الحديث (٩٠).

২৭২০। ইবনু 'উমার (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, নাবী ﷺ-এর প্রস্রাবরত অবস্থায় একজন লোক তাঁকে সালাম দিল। কিন্তু তিনি (ﷺ) তার সালামের উত্তর দেননি।

হাসান সহীহ ঃ ৯০ নং হাদীসের পুনরুক্তি।

মুহাম্মাদ ইবনু ইয়াহ্ইয়া আন-নাইশাবূরী-মুহাম্মাদ ইবনু ইউসুফ হতে, তিনি সুফ্ইয়ান হতে, তিনি যাহ্হাক ইবনু 'উসমান (রাহঃ) হতে একই সনদে উপরোক্ত হাদীসের সমার্থবোধক হাদীস বর্ণিত আছে। আলকামা ইবনু ফাগওয়া, জাবির, বারাআ ও মুহাজির ইবনু কুনফুয (রাযিঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ।

٢٨ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ كَرَاهِيَةِ أَنْ يَقُوْلَ : عَلَيْكَ السَّلاَمُ مُبْتَدِئًا.

অনুচ্ছেদ ঃ ২৮ ॥ প্রথমেই "আলাইকাস্ সালাম" বলা নিষেধ

٢٧٢١ - حَدَّثَنَا سُوَيْدٌ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ : أَخْبَرَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ، عَنْ أَبِيْ تَمِيْمَةَ الْهُجَيْمِيِّ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ قَوْمِهِ، قَالَ : طَلَبْتُ النَّبِيَّ ﷺ، فَلَمْ أَقْدِرْ عَلَيْهِ، فَجَلَسْتُ؛ فَإِذَا نَفَرٌ هُوَ فِيْهِمْ، وَلاَ أَعْرِفُهُ، وَهُوَيُصْلِحُ بَيْنَهُمْ، فَلَمَّا فَرَغَ؛ قَامَ مَعَهُ بَعْضُهُمْ، فَقَالُوْا : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! فَلَمَّا رَأَيْتُ ذَلِكَ؛ قُلْتُ : عَلَيْكَ السَّلاَمُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! عَلَيْكَ السَّلاَمُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! عَلَيْكَ السَّلاَمُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! قَالَ : «إِنَّ عَلَيْكَ السَّلاَمُ تَحِيَّةُ الْمَيِّتِ، إِنَّ عَلَيْكَ السَّلاَمُ تَحِيَّةُ الْمَيِّتِ» ثَلاَثًا، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيَّ، فَقَالَ : «إِذَا لَقِيَ الرَّجُلُ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ؛ فَلْيَقُلْ : السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ»، ثُمَّ رَدَّ عَلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ، قَالَ : «وَعَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ، وَعَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ، وَعَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ».

- صحيح : «الصحيحة» (١٤٠٣).

২৭২১। আবূ তামীমা আল-হুজাইমী (রাযিঃ) হতে তার বংশের জনৈক ব্যক্তির সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নাবী ﷺ-কে খোঁজ করে না পেয়ে বসে রইলাম। এরই মধ্যে আমি তাঁকে একদল লোকের মাঝে দেখতে পেলাম, কিন্তু আমি তাঁকে চিনতাম না। তাদের মাঝে তিনি মীমাংসা করছিলেন। কাজ শেষে কয়েকজন তাঁর সাথে উঠে দাঁড়ালো এবং বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমি ইহা দেখে তাঁকে বললাম, 'আলাইকাস্ সালামু ইয়া রাসূলুল্লাহ! 'আলাইকাস্ সালামু ইয়া রাসূলুল্লাহ! 'আলাইকাস্ সালামু ইয়া রাসূলুল্লাহ! তিনি বললেন ঃ "আলাইকাস্ সালামু' হল মৃত ব্যক্তির জন্য সালাম। এ কথাটি তিনি তিন বার বললেন। তারপর তিনি আমার দিকে

Contents

তাকিয়ে বললেন ঃ কোন ব্যক্তি তার মুসলিম ভাইয়ের সাথে সাক্ষাতের সময় যেন বলে, "আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহ্‌মাতুল্লাহি। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার সালামের উত্তর দিলেন ঃ ওয়া 'আলাইকা ওয়া রাহ্‌মাতুল্লাহ, ওয়া 'আলাইকা ওয়া রাহ্‌মাতুল্লাহ, ওয়া 'আলাইকা ওয়া রাহ্‌মাতুল্লাহ।

সহীহ ঃ সহীহাহ্ (১৪০৩)

আবূ 'ঈসা বলেন, এই হাদীসটি আবূ তামীমাহ্ আল-হুজাইমী-আবূ জুরায়্যি জাবির ইবনু সুলাইম আল-হুজাইমীর সূত্রে আবূ গিফার বর্ণনা করেছেন। আবূ জুরায়্যি (রাযিঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এলাম.... তিনি পূর্ণ হাদীস বর্ণনা করেন। আবূ তামীমার নাম তারীফ ইবনু মুজালিদ।

٢٧٢٢ - حَدَّثَنَا بِذَلِكَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلاَّلُ : حَدَّثَنَا أَبُوْ أُسَامَةَ، عَنْ أَبِيْ غِفَارٍ الْمُثَنَّى بْنِ سَعِيْدٍ الطَّائِيِّ، عَنْ أَبِيْ تَمِيْمَةَ الْهُجَيْمِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سُلَيْمٍ، قَالَ : أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ، فَقُلْتُ : عَلَيْكَ السَّلاَمُ، فَقَالَ : «لاَ تَقُلْ : عَلَيْكَ السَّلاَمُ، وَلَكِنْ قُلِ : السَّلاَمُ عَلَيْكَ».

- صحيح : انظر ما قبله.

২৭২২। জাবির ইবনু সুলাইম (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নাবী ﷺ-এর নিকট এসে বললাম, 'আলাইকাস্ সালাম'। তিনি বললেন ঃ 'আলাইকাস সালাম বল না, বরং 'আসসালামু 'আলাইকা' বল। তারপর তিনি দীর্ঘ ঘটনা বর্ণনা করেন।

সহীহ ঃ দেখুন পূর্বের হাদীস।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ।

٢٧٢٣ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُثَنَّى : حَدَّثَنَا ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ : أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ إِذَا سَلَّمَ سَلَّمَ

Contents

ثَلاَثًا، وَإِذَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ أَعَادَهَا ثَلاَثًا.

- حسن صحيح : «مختصر الشمائل» (١٩٢) خ.

২৭২৩। আনাস ইবনু মালিক (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাম করার সময় তিনবার সালাম করতেন এবং কোন কথা বলার সময় তিনবার তার পুনরাবৃত্তি করতেন।

হাসান সহীহ ঃ মুখতাসার শামা-য়িল (১৯২), বুখারী।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ গারীব।

٢٩ - بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ ২৯ ॥ (মাজলিসে খালি জায়গায় বসা)

٢٧٢٤ - حَدَّثَنَا الْأَنْصَارِيُّ : حَدَّثَنَا مَعْنٌ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ أَبِيْ طَلْحَةَ، عَنْ أَبِيْ مُرَّةَ- مَوْلَى عَقِيْلِ بْنِ أَبِيْ طَالِبٍ-، عَنْ أَبِيْ وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ : أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ فِيْ الْمَسْجِدِ، وَالنَّاسُ مَعَهُ؛ إِذْ أَقْبَلَ ثَلاَثَةُ نَفَرٍ، فَأَقْبَلَ اثْنَانِ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ، وَذَهَبَ وَاحِدٌ، فَلَمَّا وَقَفَا عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ سَلَّمَا، فَأَمَّا أَحَدُهُمَا؛ فَرَأَى فُرْجَةً فِيْ الْحَلْقَةِ، فَجَلَسَ فِيْهَا، وَأَمَّا الْآخَرُ؛ فَجَلَسَ خَلْفَهُمْ، وَأَمَّا الْآخَرُ؛ فَأَدْبَرَ ذَاهِبًا، فَلَمَّا فَرَغَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ؛ قَالَ : «أَلاَ أُخْبِرُكُمْ عَنِ النَّفَرِ الثَّلاَثَةِ؟! أَمَّا أَحَدُهُمْ؛ فَأَوَى إِلَى اللّٰهِ؛ فَأَوَاهُ اللّٰهُ، وَأَمَّا الْآخَرُ؛ فَاسْتَحْيَا؛ فَاسْتَحْيَا اللّٰهُ مِنْهُ، وَأَمَّا الْآخَرُ؛ فَأَعْرَضَ؛ فَأَعْرَضَ اللّٰهُ عَنْهُ».

- صحيح : ق.

২৭২৪। আবূ ওয়াকিদ আল-লাইসী (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, কোন এক সময় কয়েকজন লোকসহ রাসূলুল্লাহ ﷺ মাসজিদে বসা ছিলেন। সে সময় তিনজন লোক এসে হাযির হল। তাদের দু'জন রাসূলুল্লাহ

ﷺ-এর সামনে আসল এবং একজন চলে গেল। এরা দু'জন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে দাঁড়িয়ে সালাম করল এবং এদের একজন বৈঠকে খালি জায়গা দেখে বসে পড়ল আর অন্যজন লোকদের পিছনে গিয়ে বসল। এদের তৃতীয়জন তো পিঠ ফিরিয়ে চলে গেল। রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন অবসর হলেন, তখন উপস্থিত লোকদেরকে বললেন ঃ আমি কি এদের তিনজনের ব্যাপারে তোমাদেরকে জানাবো না? এদের একজন তো আল্লাহ তা'আলার আশ্রয় নিল, ফলে আল্লাহ তা'আলা তাকে আশ্রয় দিয়েছেন; দ্বিতীয়জন লজ্জা পেল, কাজেই আল্লাহ্ তা'আলাও তার হতে লজ্জা করেছেন, আর তৃতীয়জন আল্লাহ হতে মুখ ফিরিয়ে নিল, কাজেই আল্লাহ তা'আলাও তার হতে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন।

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ। আবূ ওয়াকিদ আল-লাইসীর নাম আল-হারিস ইবনু 'আওফ। আবূ মুর্‌রাহ্ হলেন উম্মু হানী (রাযিঃ) বিনতু আবী তালিবের মুক্তদাস, মতান্তরে আকীল (রাযিঃ) ইবনু আবী তালিবের মুক্তদাস, তার নাম ইয়াযীদ।

٢٧٢٥ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ : أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ : كُنَّا إِذَا أَتَيْنَا النَّبِيَّ ﷺ؛ جَلَسَ أَحَدُنَا حَيْثُ يَنْتَهِي.

- **صحيح : «الصحيحة» (٣٣٠)، «تخريج العلم لأبي خيثمة» (١٠٠).**

২৭২৫। জাবির ইবনু সামুরাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আসতাম, তখন যে যেখানেই জায়গা পেতো সে সেখানেই বসে পড়তো।

সহীহ ঃ সহীহাহ্ (৩৩০), তাখরীজুল 'ইল্ম লি আবী খাইসামাহ্ (১০০)।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসট হাসান সহীহ গারীব। এ হাদীসটি সিমাকের সূত্রে যুহাইর ইবনু মু'আবিয়াহ্ও বর্ণনা করেছেন।

٣٠ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ الْجَالِسِ عَلَى الطَّرِيْقِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৩০ ॥ পথেরপার্শ্বে বসা লোকের দায়িত্ব

٢٧٢٦ - حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ : حَدَّثَنَا أَبُوْ دَاوُدَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِيْ إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ- وَلَمْ يَسْمَعْهُ مِنْهُ-: أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَرَّ بِنَاسٍ مِنَ الْأَنْصَارِ؛ وَهُمْ جُلُوْسٌ فِيْ الطَّرِيْقِ، فَقَالَ : «إِنْ كُنْتُمْ لاَ بُدَّ فَاعِلِيْنَ؛ فَرُدُّوْا السَّلاَمَ، وَأَعِيْنُوْا الْمَظْلُوْمَ، وَاهْدُوْا السَّبِيْلَ».

- صحيح المتن.

২৭২৬। বারাআ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, কোন একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ রাস্তার পাশে বসা কয়েকজন আনসারীর সম্মুখ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি তাদের বললেন ঃ তোমাদের খুব প্রয়োজনে রাস্তায় বসতে হলে তোমরা সালামের জবাব দিবে, মাযলুমকে সাহায্য করবে এবং লোকদেরকে রাস্তা দেখিয়ে দিবে।

মতন (বক্তব্য) সহীহ।

আবূ হুরাইরাহ্ ও আবূ শুরায়হ্ আল-খুযাঈ (রাযিঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান গরীব।

٣١ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ الْمُصَافَحَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৩১ ॥ মুসাফাহার (করমর্দন) বর্ণনা

٢٧٢٧ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيْعٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ، قَالاَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنِ الْأَجْلَحِ، عَنْ أَبِيْ إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَلْتَقِيَانِ، فَيَتَصَافَحَانِ؛ إِلاَّ غُفِرَ لَهُمَا قَبْلَ أَنْ يَفْتَرِقَا».

- صحيح : «ابن ماجه» (٣٧٠٣).

Contents

২৭২৭। বারাআ ইবনু 'আযিব (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যে দু'জন মুসলিম পরস্পর মিলিত হয়ে মুসাফাহা করে তাদের আলাদা হবার পূর্বেই তাদের (সগীরা) গুনাহ মাফ করে দেয়া হয়।

সহীহ ঃ ইবনু মা-জাহ (৩৭০৩)

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান এবং আবূ ইসহাক-বারাআ (রাযিঃ)-এর সূত্রে গারীব। বারাআ (রাযিঃ) হতে ভিন্ন সূত্রেও এ হাদীসটি বর্ণিত আছে।

٢٧٢٨ - حَدَّثَنَا سُوَيْدٌ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ : أَخْبَرَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ : قَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! الرَّجُلُ مِنَّا يَلْقَى أَخَاهُ أَوْ صَدِيْقَهُ؛ أَيَنْحَنِيْ لَهُ؟ قَالَ : «لاَ»، قَالَ : أَفَيَلْتَزِمُهُ وَيُقَبِّلُهُ؟ قَالَ : «لاَ»، قَالَ : أَفَيَأْخُذُ بِيَدِهِ وَيُصَافِحُهُ؟ قَالَ : «نَعَمْ».

- حسن : «ابن ماجه» (٣٧٠٢).

২৭২৮। আনাস ইবনু মালিক (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, কোন একসময় জনৈক ব্যক্তি প্রশ্ন করল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমাদের কোন ব্যক্তি তার ভাই কিংবা বন্ধুর সাথে দেখা করলে সে কি তার সামনে ঝুঁকে (নত) যাবে? তিনি বললেন ঃ না। সে আবার প্রশ্ন করল, তাহলে কি সে গলাগলি করে তাকে চুমু খাবে? তিনি বললেন ঃ না। সে এবার বলল, তাহলে সে তার হাত ধরে মুসাফাহা (করমর্দন) করবে? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ।

হাসান ঃ ইবনু মা-জাহ (৩৭০২)।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান।

٢٧٢٩ - حَدَّثَنَا سُوَيْدٌ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ : أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ : قُلْتُ لِأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ : هَلْ كَانَتِ الْمُصَافَحَةُ فِيْ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ؟ قَالَ : نَعَمْ.

- صحيح : خ (٦٢٦٣).

২৭২৯। কাতাদাহ্ (রাহঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আনাস ইবনু মালিক (রাযিঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবীদের মধ্যে মুসাফাহার প্রচলন ছিল কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ।

সহীহ ঃ বুখারী (৬২৬৩)

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ।

٣٤ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ مَرْحَبًا

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৪ ॥ মারহাবা (স্বাগতম) বলা

٢٧٣٤ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوْسَى الْأَنْصَارِيُّ : حَدَّثَنَا مَعْنٌ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِيْ النَّضْرِ، أَنَّ أَبَا مُرَّةَ- مَوْلَى أُمِّ هَانِئٍ بِنْتِ أَبِيْ طَالِبٍ- أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ أُمَّ هَانِئٍ تَقُوْلُ : ذَهَبْتُ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَامَ الْفَتْحِ، فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ؛ وَفَاطِمَةُ تَسْتُرُهُ بِثَوْبٍ، قَالَتْ : فَسَلَّمْتُ، فَقَالَ : «مَنْ هَذِهِ؟»، قُلْتُ : أَنَا أُمُّ هَانِئٍ، فَقَالَ : «مَرْحَبًا بِأُمِّ هَانِئٍ». قَالَ : فَذَكَرَ فِيْ الْحَدِيْثِ قِصَّةً طَوِيْلَةً.

- صحيح : خ (٣٥٧)، م (٢/١٥٨).

২৭৩৪। উম্মু হানী (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি মক্কা বিজয়ের বৎসর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট হাযির হলাম। তখন তিনি গোসল করছিলেন এবং ফাতিমা (রাযিঃ) একটি কাপড় দ্বারা তাঁকে আড়াল করে রেখেছিলেন। তিনি বলেন, আমি তাঁকে সালাম করলাম। তিনি (রাসূলুল্লাহ ﷺ) প্রশ্ন করলেন ঃ কে? আমি বললাম, আমি উম্মু হানী। তিনি বললেন ঃ উম্মু হানীকে স্বাগতম! তারপর বর্ণনাকারী এ হাদীসের পূর্ণ ঘটনা বর্ণনা করেন।

সহীহ ঃ বুখারী (৩৫৭), মুসলিম (২/১৫৮)।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ।

٤١ - كِتَابُ الْأَدَبِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ

অধ্যায় ৪১ ঃ শিষ্টাচার

١ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ تَشْمِيْتِ الْعَاطِسِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১ ॥ হাঁচিদাতার জবাব দেয়া

٢٧٣٧ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوْسَى الْمَخْزُوْمِيُّ الْمَدَنِيُّ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «لِلْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ سِتُّ خِصَالٍ : يَعُوْدُهُ إِذَا مَرِضَ، وَيَشْهَدُهُ إِذَا مَاتَ، وَيُجِيْبُهُ إِذَا دَعَاهُ، وَيُسَلِّمُ عَلَيْهِ إِذَا لَقِيَهُ، وَيُشَمِّتُهُ إِذَا عَطَسَ، وَيَنْصَحُ لَهُ إِذَا غَابَ أَوْ شَهِدَ».

- صحيح : «الصحيحة» (٨٣٢) م نحوه.

২৭৩৭। আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ এক মু'মিনের জন্য আরেক মু'মিনের উপর ছয়টি দায়িত্ব রয়েছে ঃ (১) সে অসুস্থ হলে তাকে দেখতে যাবে, (২) মারা গেলে তার জানাযায় উপস্থিত হবে, (৩) ডাকলে তাতে সাড়া দিবে, (৪) তার সাথে দেখা হলে তাকে সালাম করবে, (৫) সে হাঁচি দিলে তার জবাব দিবে এবং (৬) তার অনুপস্থিতি কিংবা উপস্থিতি সকল অবস্থায় তার শুভ কামনা করবে।

সহীহ ঃ সহীহাহ্ (৮৩২), মুসলিম অনুরূপ।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ। মুহাম্মাদ ইবনু মূসা আল-মাখযূমী আল-মাদানী নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী। 'আবদুল আযীয ইবনু মুহাম্মাদ ও ইবনু আবী ফুদাইক তার সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

Contents

٢ - بَابُ مَا يَقُوْلُ الْعَاطِسُ إِذَا عَطَسَ

অনুচ্ছেদ ঃ ২ ॥ হাঁচি দিলে হাঁচিদাতা যা বলবে

٢٧٣٨ - حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ : حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ الرَّبِيْعِ : حَدَّثَنَا حَضْرَمِيٌّ -مَوْلَى الْجَارُوْدِ-، عَنْ نَافِعٍ : أَنَّ رَجُلاً عَطَسَ إِلَى جَنْبِ ابْنِ عُمَرَ، فَقَالَ : الْحَمْدُ لِلّٰهِ، وَالسَّلاَمُ عَلَى رَسُولِ اللّٰهِ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ : وَأَنَا أَقُوْلُ : الْحَمْدُ لِلّٰهِ، وَالسَّلاَمُ عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ، وَلَيْسَ هَكَذَا عَلَّمَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ؛ عَلَّمَنَا أَنْ نَقُوْلَ : «الْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ».

- حسن : «المشكاة» (٤٧٤٤)، «الإرواء» (٣/٢٤٥).

২৭৩৮। নাফি‘ (রাহঃ) হতে বর্ণিত, জনৈক ব্যক্তি ইবনু ‘উমার (রাযিঃ)-এর পাশে হাঁচি দিয়ে বলল, “আলহামদু লিল্লাহি ওয়াস্‌সালামু আলা রাসূলিল্লাহ”। ইবনু ‘উমার (রাযিঃ) বললেন, আমিও তো বলি, “আলহাম্‌দু লিল্লাহ ওয়াস্‌সালামু আলা রাসূলিল্লাহ” (সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তা‘আলার জন্য নিবেদিত এবং তাঁর রাসূলের উপর শান্তি বর্ষিত হোক)। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে এ রকম বলতে শিখাননি, বরং তিনি আমাদেরকে “আলহামদু লিল্লাহ আলা কুল্লি হাল” (সর্বাবস্থায় আল্লাহ্‌র প্রশংসা) বলতে শিখিয়েছেন।

হাসান ঃ মিশকাত (৪৭৪৪), ইরওয়াহ্ (৩/২৪৫)।

আবূ ‘ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গারীব। আমরা এ হাদীসটি শুধুমাত্র যিয়াদ ইবনুর রাবী’র সূত্রেই জেনেছি।

٣ - بَابُ مَا جَاءَ كَيْفَ تَشْمِيتُ الْعَاطِسِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৩ ॥ হাঁচিদাতার জবাবে যা বলতে হবে

٢٧٣٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ حَكِيْمِ بْنِ دَيْلَمَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوْسَى، قَالَ :

كَانَ الْيَهُوْدُ يَتَعَاطَسُوْنَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ؛ يَرْجُوْنَ أَنْ يَقُوْلَ لَهُمْ : يَرْحَمُكُمُ اللّٰهُ، فَيَقُوْلُ : «يَهْدِيْكُمُ اللّٰهُ، وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ».

– صحيح : «المشكاة» (٤٧٤٠).

২৭৩৯। আবূ মূসা (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইয়াহূদীগণ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে হাঁচি দিত এবং আশা করত যে, তিনি তাদের জন্য হাঁচির জবাবে বলবেন ঃ ইয়ারহামুকুমুল্লাহ। কিন্তু তিনি বলতেন ঃ ইয়াহ্‌দীকুমুল্লাহু ওয়াইউসলিহু বা-লাকুম (আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে হিদায়াত করুন এবং তোমাদের অবস্থার সংশোধন করুন)।

সহীহ ঃ মিশকাত (৪৭৪০)

'আলী, আবূ আইয়ূব, সালিম ইবনু 'উবায়দ, 'আবদুল্লাহ ইবনু জা'ফার ও আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত রয়েছে। আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ।

٢٧٤١ – حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ : حَدَّثَنَا أَبُوْ دَاوُدَ : أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ : أَخْبَرَنِيْ ابْنُ أَبِيْ لَيْلَى، عَنْ أَخِيْهِ عِيْسَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِيْ لَيْلَى، عَنْ أَبِيْ أَيُّوْبَ، أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : «إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ؛ فَلْيَقُلِ : الْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ، وَلْيَقُلِ الَّذِي يَرُدُّ عَلَيْهِ : يَرْحَمُكَ اللّٰهُ، وَلْيَقُلْ هُوَ : يَهْدِيْكُمُ اللّٰهُ وَيُصْلِحُ بِالَكُمْ».

– صحيح : «ابن ماجه» (٣٧١٥).

২৭৪১। আবূ আইয়ুব (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের মাঝে কেউ যখন হাঁচি দিবে তখন সে যেন বলে, আল-হাম্‌দু লিল্লাহ আলা কুল্লি হাল। উত্তরদাতা বলবে, ইয়ারহামুকাল্লাহ। হাঁচিদাতা আবার বলবে, ইয়াহদীকুমুল্লাহু ওয়াইউসলিহু বালাকুম।

সহীহ ঃ ইবনু মা-জাহ (৩৭১৫)

Contents

মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না-মুহাম্মাদ ইবনু জা'ফার হতে, তিনি শু'বাহ্ হতে, তিনি আবূ লাইলা (রাহঃ) হতে এই সনদসূত্রে উপরের হাদীসের একই রকম হাদীস বর্ণিত হয়েছে। শু'বাহ্ও এ হাদীসটি ইবনু আবূ লাইলার সূত্রে একই রকম বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন ঃ আবূ আইয়ূব (রাযিঃ) হতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সূত্রে বর্ণিত। ইবনু আবী লাইলা এই হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে ইয্তিরাব করেছেন। কখনো বলেছেন ঃ আবূ আইয়ূব নাবী ﷺ হতে, আবার কখনো বলেছেন, 'আলী (রাযিঃ)-রাসূলুল্লাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। মুহাম্মাদ ইবনু বাশ্শার ও মুহাম্মাদ ইবনু ইয়াহ্ইয়া আস্-সাকাফী আল-মারওয়াযী তারা উভয়ে ইয়াহ্ইয়া ইবনু সা'ঈদ আল-কাত্তান হতে, তিনি ইবনু আবী লাইলা হতে, তিনি তার ভাই 'ঈসা হতে, তিনি 'আবদুর রাহমান ইবনু আবী লাইলা হতে, তিনি 'আলী (রাযিঃ) হতে, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে এই সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের মতো বর্ণনা করেছেন।

٤ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ إِيْجَابِ التَّشْمِيْتِ بِحَمْدِ الْعَاطِسِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৪ ॥ হাঁচিদাতা আল-হাম্দু লিল্লাহ বললে তার জবাব দেয়া কর্তব্য

٢٧٤٢ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ عُمَرَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ : أَنَّ رَجُلَيْنِ عَطَسَا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ، فَشَمَّتَ أَحَدَهُمَا، وَلَمْ يُشَمِّتِ الْآخَرَ، فَقَالَ الَّذِيْ لَمْ يُشَمِّتْهُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! شَمَّتَّ هٰذَا وَلَمْ تُشَمِّتْنِيْ؟! فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «إِنَّهُ حَمِدَ اللّٰهَ، وَإِنَّكَ لَمْ تَحْمَدِ اللّٰهَ».

- صحيح : ق.

২৭৪২। আনাস ইবনু মালিক (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে দু'জন লোক হাঁচি দিল। তিনি তাদের একজনের হাঁচির জবাবে 'ইয়ারহামুকাল্লাহ' বললেন, কিন্তু অন্যজনের জবাব দিলেন না। তিনি

যার হাঁচির জবাব দেননি সে প্রশ্ন করল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল ﷺ! আপনি তার হাঁচির জবাব দিলেন কিন্তু আমার হাঁচির জবাব দেননি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ সে তো (আল-হাম্‌দু লিল্লাহ বলে) আল্লাহ্‌র শুকরিয়া আদায় করেছে, কিন্তু তুমি তো 'আল-হাম্‌দু লিল্লাহ' বলনি।

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি হাসান সহীহ। হাদীসটি আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ)-এর সূত্রেও নাবী ﷺ হতে বর্ণিত আছে।

٥ - بَابُ مَا جَاءَ كَمْ يُشَمَّتُ الْعَاطِسُ

অনুচ্ছেদ ঃ ৫ ॥ হাঁচিদাতার জবাব কতবার দিতে হবে

٢٧٤٣ - حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ : أَخْبَرَنَا عِكْرِمَةُ ابْنُ عَمَّارٍ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيْهِ، قَالَ : عَطَسَ رَجُلٌ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ؛ وَأَنَا شَاهِدٌ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «يَرْحَمُكَ اللّٰهُ»، ثُمَّ عَطَسَ الثَّانِيَةَ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «هٰذَا رَجُلٌ مَزْكُوْمٌ».

- صحيح : «ابن ماجه» (٣٧١٤).

২৭৪৩। ইয়াস ইবনু সালামাহ্ (রাহঃ) হতে তার বাবার সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে হাঁচি দিল। আমিও তখন উপস্থিত ছিলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ ইয়ারহামুকাল্লাহ। সে আরেকবার হাঁচি দিলে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ এ লোকটি সর্দিতে আক্রান্ত।

সহীহ ঃ ইবনু মা-জাহ (৩৭১৪)

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উপরোক্ত হাদীসের সমার্থবোধক হাদীস মুহাম্মাদ ইবনু বাশ্‌শার ইয়াহ্ইয়া ইবনু সা'ঈদ হতে, তিনি ইক্‌রিমাহ্ ইবনু আম্মার হতে, তিনি ইয়াস ইবনু সালামা হতে তার বাবার বর্ণনা করেছেন। তবে বর্ণনায় তৃতীয়বার হাঁচি

দেয়ার পর তিনি বলেছেন ঃ তুমি সর্দিতে আক্রান্ত। ইবনুল মুবারাকের হাদীসের চাইতে এ হাদীসটি অনেক বেশি সহীহ। শু'বাহ্ (রাহঃ) ইক্‌রিমাহ্ ইবনু আম্মারের সূত্রে ইয়াহ্ইয়া ইবনু সা'ঈদের হাদীসের একই রকম হাদীস বর্ণনা করেছেন। আহ্মাদ ইবনুল হাকাম আল-বাসরী-মুহাম্মাদ ইবনু জা'ফার হতে, তিনি শু'বাহ্ হতে, তিনি ইক্‌রিমাহ্ ইবনু 'আম্মার (রাহঃ) হতে এই সূত্রেও উক্ত হাদীস অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। 'আবদুর রাহমান ইবনু মাহদী ইক্‌রিমা ইবনু 'আম্মার হতে ইবনু মুবারাকের বর্ণনার মতই বর্ণনা করেছেন। তাতে আছে যে, তৃতীয়বারে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ তুমি সর্দিতে আক্রান্ত।

٦ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ خَفْضِ الصَّوْتِ وَتَخْمِيْرِ الْوَجْهِ عِنْدَ الْعُطَاسِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৬ ॥ হাঁচির সময় মুখ ঢেকে রাখবে এবং আওয়াজ যথাসম্ভব নীচু করবে

٢٧٤٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَزِيْرٍ الْوَاسِطِيُّ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ سُمَيٍّ، عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا عَطَسَ؛ غَطَّى وَجْهَهُ بِيَدِهِ أَوْ بِثَوْبِهِ، وَغَضَّ بِهَا صَوْتَهُ.

- حسن صحيح : «الروض النضير» (١١٠٩).

২৭৪৫। আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নাবী ﷺ যখন হাঁচি দিতেন, তখন তাঁর হাত কিংবা কাপড় দ্বারা মুখ ঢেকে রাখতেন এবং এর মাধ্যমে তাঁর আওয়াজ নীচু করতেন।

হাসান সহীহ ঃ রাওযুন নাযীর (১১০৯)।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ।

٧ - بَابُ مَا جَاءَ إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْعُطَاسَ وَيَكْرَهُ التَّثَاؤُبَ

অনুচ্ছেদ ঃ ৭ ॥ আল্লাহ তা'আলা হাঁচি পছন্দ করেন এবং হাই তোলা অপছন্দ করেন

٢٧٤٦ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : «الْعُطَاسُ مِنَ اللّٰهِ، وَالتَّثَاؤُبُ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَإِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ؛ فَلْيَضَعْ يَدَهُ عَلَى فِيْهِ، وَإِذَا قَالَ : آهْ آهْ؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَضْحَكُ مِنْ جَوْفِهِ، وَإِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْعُطَاسَ، وَيَكْرَهُ التَّثَاؤُبَ، فَإِذَا قَالَ الرَّجُلُ : آهْ آهْ إِذَا تَثَاءَبَ؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَضْحَكُ فِيْ جَوْفِهِ».

- حسن صحيح : «التعليق على ابن خزيمة» (٩٢١) و (٩٢٢)، «الإرواء» (٧٧٩) خ. نحوه.

২৭৪৬। আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ হাঁচি আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে আর হাই তোলা শাইতানের পক্ষ থেকে। সুতরাং তোমাদের মাঝে কেউ হাই তুললে সে যেন মুখের উপর হাত রাখে। আর সে যখণ আহ্ আহ্ বলে, তখন শাইতান তার ভিতর হতে হাসতে থাকে। আল্লাহ তা'আলা হাঁচি পছন্দ করেন এবং হাই তোলা অপছন্দ করেন। কাজেই কেউ যখন আহ্ আহ্ শব্দে হাই তোলে, তখন শাইতান তার ভিতর হতে হাসতে থাকে।

হাসান সহীহ ঃ তা'লীক আলা ইবনে খুযাইমাহ্ (৯২১, ৯২২), ইরওয়াহ্ (৭৭৯), বুখারী অনুরূপ।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ।

٢٧٤٧ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُوْنَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِي سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ

أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْعُطَاسَ، وَيَكْرَهُ التَّثَاؤُبَ، فَإِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ، فَقَالَ : الْحَمْدُ لِلّٰهِ؛ فَحَقٌّ عَلَى كُلِّ مَنْ سَمِعَهُ أَنْ يَقُولَ : يَرْحَمُكَ اللّٰهُ، وَأَمَّا التَّثَاؤُبُ، فَإِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ؛ فَلْيَرُدَّهُ مَا اسْتَطَاعَ، وَلَا يَقُوْلَنَّ : هَاهْ هَاهْ؛ فَإِنَّمَا ذَلِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ؛ يَضْحَكُ مِنْهُ».

– صحيح : «الإرواء» (٧٧٦) خ.

২৭৪৭। আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ আল্লাহ তা'আলা হাঁচি পছন্দ করেন এবং হাই তোলা অপছন্দ করেন। সুতরাং তোমাদের মাঝে কেউ হাঁচি দিয়ে আলহামদু লিল্লাহ বলার সময় সকল শ্রোতার জন্য ইয়ারহামুকাল্লাহ বলা খুবই জরুরী হয়ে যায়। আর তোমাদের মাঝে কারও হাই উঠার সময় যথাসম্ভব সে যেন তা ফিরিয়ে রাখে এবং আহ্ আহ্ না বলে। কেননা এটা শাইতানের পক্ষ হতে এবং সে তাতে হাসতে থাকে।

সহীহ ঃ ইরওয়াহ্ (৭৭৬), বুখারী।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি সহীহ। ইবনু 'আজলানের সূত্রে বর্ণিত হাদীসের চাইতে এ হাদীসটি অনেক বেশি সহীহ। সা'ঈদ আল-মাক্ববুরী হতে হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে ইবনু আবূ যিব (রাহঃ) ইবনু 'আজলানের চাইতে অনেক হিফাযাতকারী ও নির্ভরযোগ্য। আমি তিরমিযী আবূ বাক্‌র আল-আত্তার আল-বাসরীকে 'আলী ইবনুল মাদীনীর সূত্রে আলোচনা করতে শুনেছি, তিনি ইয়াহ্ইয়া ইবনু সা'ঈদকে বলতে শুনেছেন, মুহাম্মাদ ইবনু 'আজলান বলেন, সা'ঈদ আল-মাক্ববুরী তার রিওয়ায়াতসমূহের কতগুলো আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) হতে সরাসরি বর্ণনা করেছেন এবং কতগুলো জনৈক ব্যক্তির সূত্রে আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণনা করেছেন। তাই আমার নিকট এগুলো একটি অন্যটির সাথে মিলে যাবার কারণে আমি সবগুলো রিওয়ায়াত সা'ঈদ-আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) হতে এই সূত্রে বর্ণনা করেছি।

٩ - بَابُ كَرَاهِيَةِ أَنْ يُقَامَ الرَّجُلُ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يُجْلَسُ فِيْهِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৯ ॥ কাউকে তার আসন থেকে তুলে সেই আসনে বসা মাকরূহ

٢٧٤٩ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : «لاَ يُقِمْ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ مِنْ مَجْلِسِهِ، ثُمَّ يَجْلِسُ فِيْهِ».

- صحيح : خ (٦٢٦٩)، م (٧/٩-١٠).

২৭৪৯। ইবনু 'উমার (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের মাঝে কোন ব্যক্তি যেন তার কোন ভাইকে তার আসন থেকে তুলে দিয়ে সেই আসনে না বসে।

সহীহ ঃ বুখারী (৬২৬৯), মুসলিম (৭/৯-১০)।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ।

٢٧٥٠ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «لاَ يُقِمْ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ مِنْ مَجْلِسِهِ، ثُمَّ يَجْلِسُ فِيْهِ».

قَالَ : وَكَانَ الرَّجُلُ يَقُوْمُ لِابْنِ عُمَرَ، فَلاَ يَجْلِسُ فِيْهِ.

- صحيح : خ (٦٢٧٠)، م (٧/١٠).

২৭৫০। ইবনু 'উমার (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের মাঝে কোন ব্যক্তি যেন তার ভাইকে তার আসন থেকে তুলে দিয়ে সে সেখানে না বসে। বর্ণনাকারী বলেন, লোকেরা ইবনু উমারের জন্য জায়গা ছেড়ে দিত কিন্তু তিনি তাতে বসতেন না।

সহীহ ঃ বুখারী (৬২৭০), মুসলিম (৭/১০)।

١٠ - بَابُ مَا جَاءَ إِذَا قَامَ الرَّجُلُ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১০ ॥ প্রয়োজনবশতঃ কেউ আসন ছেড়ে উঠে গিয়ে আবার ফিরে এলে সে ব্যক্তিই সে আসনের বেশি হক্বদার

٢٧٥١ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْوَاسِطِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ عَمِّهِ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ، عَنْ وَهْبِ بْنِ حُذَيْفَةَ، أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : «الرَّجُلُ أَحَقُّ بِمَجْلِسِهِ، وَإِنْ خَرَجَ لِحَاجَتِهِ، ثُمَّ عَادَ؛ فَهُوَ أَحَقُّ بِمَجْلِسِهِ».

- صحيح : «الإرواء» (٢٥٨/٢).

২৭৫১। ওয়াহ্হাব ইবনু হুযাইফাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ আসনের বেশি হক্বদার। সে ব্যক্তি কোন প্রয়োজনে বেরিয়ে গিয়ে আবার ফিরে আসলে এ জায়গার জন্য সেই বেশি হক্বদার।

সহীহ ঃ ইরওয়াহ্ (২/২৫৮)

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ গারীব। আবূ বাক্রাহ্, আবূ সা'ঈদ ও আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে।

١١ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ كَرَاهِيَةِ الْجُلُوْسِ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ بِغَيْرِ إِذْنِهِمَا

অনুচ্ছেদ ঃ ১১ ॥ বিনা অনুমতিতে দু'জনের মাঝখানে বসা মাকরূহ

٢٧٥٢ - حَدَّثَنَا سُوَيْدٌ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ : أَخْبَرَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ :

Contents

حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «لاَ يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَ اثْنَيْنِ؛ إِلاَّ بِإِذْنِهِمَا».

– حسن صحيح : «المشكاة» (٤٧٠٣ – التحقيق الثاني).

২৭৫২। 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আম্র (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ অনুমতি ব্যতীত দু'জন লোককে ফাঁক করে বসা কারো জন্য বৈধ নয়।

হাসান সহীহ ঃ মিশকাত তাহক্বীক্ব সানী (৭৪০৩)

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ। এ হাদীসটি 'আম্র ইবনু শু'আইব (রাহঃ) হতে আমির আল-আহ্ওয়ালও বর্ণনা করেছেন।

١٣ – بَابُ مَا جَاءَ فِيْ كَرَاهِيَةِ قِيَامِ الرَّجُلِ لِلرَّجُلِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৩ ॥ কারো সম্মানার্থে দাঁড়ানো অপছন্দনীয়

٢٧٥٤ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ : أَخْبَرَنَا عَفَّانُ : أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ : لَمْ يَكُنْ شَخْصٌ أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنْ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ، قَالَ : وَكَانُوْا إِذَا رَأَوْهُ؛ لَمْ يَقُوْمُوْا؛ لِمَا يَعْلَمُوْنَ مِنْ كَرَاهِيَتِهِ لِذَلِكَ.

– صحيح : «مختصر الشمائل» (٢٨٩) «الضعيفة» تحت الحديث (٣٤٦)، «المشكاة» (٤٦٩٨)، «نقد الكتاني» ص (٥١).

২৭৫৪। আনাস (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, সাহাবীদের নিকট রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চাইতে বেশি প্রিয় ব্যক্তি আর কেউ ছিলেন না। অথচ তারা তাঁকে দেখে দাঁড়াতেন না। কেননা তারা জানতেন যে, তিনি এটা পছন্দ করেন না।

সহীহ ঃ মুখতাসার শামা-য়িল (২৮৯), যঈফা ৩৪৬ নং হাদীসের অধীনে, মিশকাত (৪৬৯৮), নাকদুল কাত্তানী পৃষ্ঠা (৫১)।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ, এই সূত্রে গারীব।

٢٧٥٥ - حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ : حَدَّثَنَا قَبِيْصَةُ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ حَبِيْبِ بْنِ الشَّهِيْدِ، عَنْ أَبِيْ مِجْلَزٍ، قَالَ : خَرَجَ مُعَاوِيَةُ، فَقَامَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الزُّبَيْرِ، وَابْنُ صَفْوَانَ حِيْنَ رَأَوْهُ، فَقَالَ : اجْلِسَا، سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَتَمَثَّلَ لَهُ الرِّجَالُ قِيَامًا؛ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ».

- صحيح : «المشكاة» (٤٦٩٩).

২৭৫৫। আবূ মিজলায (রাহঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, মু'আবিয়াহ্ (রাযিঃ) বাইরে বের হলে তাকে দেখে 'আবদুল্লাহ ইবনুয যুবাইর ও ইবনু সাফ্ওয়ান দাঁড়িয়ে গেলেন। তিনি বললেন, তোমরা দু'জনেই বস। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺকে বলতে শুনেছি ঃ এতে যে লোক আনন্দিত হয় যে, মানুষ তার জন্য মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে থাকুক, সে যেন জাহান্নামে তার বাসস্থান নির্দিষ্ট করে নেয়।

সহীহ ঃ মিশকাত (৪৬৯৯)

আবূ উমামাহ্ (রাযিঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান। হান্নাদ-আবূ উসামাহ্ হতে, তিনি হাবীব ইবনুশ্ শাহীদ হতে, তিনি আবূ মিজলায হতে, তিনি মু'আবিয়াহ্ (রাযিঃ) হতে তিনি নাবী ﷺ হতে এই সূত্রে উপরোক্ত হাদীসের সমার্থবোধক হাদীস বর্ণনা করেছেন।

١٤ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ تَقْلِيْمِ الْأَظْفَارِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৪ ॥ নখ কাটা

٢٧٥٦ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ، قَالُوْا : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ :

Contents

الْإِسْتِحْدَادُ، وَالْخِتَانُ، وَقَصُّ الشَّارِبِ، وَنَتْفُ الْإِبْطِ، وَتَقْلِيْمُ الْأَظْفَارِ».

– صحيح : «ابن ماجه» (٢٩٢) ق.

২৭৫৬। আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ পাঁচ প্রকার কাজ ফিতরাতের (স্বভাব ধর্মের) অন্তর্গত। (১) নাভীর নীচের লোম কেটে ফেলা, (২) খাৎনাহ্ করা, (৩) গোঁফ কাটা, (৪) বগলের চুল উপড়িয়ে ফেলা এবং (৫) নখ কাটা।

সহীহ ঃ ইবনু মা-জাহ (২৯২), বুখারী ও মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ।

٢٧٥٧ – حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، وَهَنَّادٌ، قَالاَ : حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ، عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِيْ زَائِدَةَ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ، عَنْ طَلْقِ بْنِ حَبِيْبٍ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : «عَشْرٌ مِنَ الْفِطْرَةِ : قَصُّ الشَّارِبِ، وَإِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ، وَالسِّوَاكُ، وَالْإِسْتِنْشَاقُ، وَقَصُّ الْأَظْفَارِ، وَغَسْلُ الْبَرَاجِمِ، وَنَتْفُ الْإِ بْطِ، وَحَلْقُ الْعَانَةِ، وَانْتِقَاصُ الْمَاءِ». قَالَ زَكَرِيَّا : قَالَ مُصْعَبٌ : وَنَسِيْتُ الْعَاشِرَةَ؛ إِلاَّ أَنْ تَكُوْنَ الْمَضْمَضَةَ.

– صحيح : «ابن ماجه» (٢٩٣) م.

২৭৫৭। 'আয়িশাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নাবী ﷺ বলেছেন ঃ দশ প্রকার কাজ ফিত্‌রাতের (স্বভাব ধর্মের) অন্তর্গত ঃ (১) গোঁফ কাটা, (২) দাড়ি লম্বা করা, (৩) মিসওয়াক করা, (৪) নাকে পানি দেয়া, (৫) নখ কাটা, (৬) আঙ্গুলের গ্রন্থিগুলো ধোয়া, (৭) বগলের লোম উপড়িয়ে ফেলা, (৮) নাভীর নিম্নাংশের চুল কামানো এবং (৯) পানি দ্বারা শৌচ করা। যাকারিয়াহ্ (রহঃ) বলেন, মুস'আব (রহঃ) বলেছেন, আমি দশম কাজটি ভুলে গেছি। তবে সম্ভবতঃ সেটা হবে কুলি করা।

সহীহ ঃ ইবনু মা-জাহ (২৯৩), মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন, 'ইনতিকাসুল মা' অর্থ পানি দিয়ে শৌচ করা। আম্মার ইবনু ইয়াসির, ইবনু 'উমার ও আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান।

١٥ - بَابٌ فِيْ التَّوْقِيْتِ فِيْ تَقْلِيْمِ الْأَظْفَارِ وَأَخْذِ الشَّارِبِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৫ ॥ গোঁফ ও নখ কাটার সময়সীমা

٢٧٥٨ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ : حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ مُوْسَى أَبُوْ مُحَمَّدٍ- صَاحِبُ الدَّقِيْقِ- حَدَّثَنَا أَبُوْ عِمْرَانَ الْجَوْنِيُّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ : أَنَّهُ وَقَّتَ لَهُمْ فِيْ كُلِّ أَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً : تَقْلِيْمَ الْأَظْفَارِ، وَأَخْذَ الشَّارِبِ، وَحَلْقَ الْعَانَةِ.

- صحيح : «ابن ماجه» (٢٩٥) م.

২৭৫৮। আনাস ইবনু মালিক (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নাবী ﷺ সাহাবীদের জন্য চল্লিশ দিন অন্তর একবার নখ কাটা, গোঁফ খাটো করা এবং নাভীর নিম্নাংশের লোম কামানোর জন্য সময় নির্ধারণ করেছেন।

সহীহ ঃ ইবনু মা-জাহ (২৯৫), মুসলিম।

٢٧٥٩ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيْ عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ : وُقِّتَ لَنَا فِيْ قَصِّ الشَّارِبِ، وَتَقْلِيْمِ الْأَظْفَارِ، وَحَلْقِ الْعَانَةِ، وَنَتْفِ الْإِبْطِ؛ لاَ يُتْرَكُ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِيْنَ يَوْمًا.

- صحيح : انظر ما قبله.

২৭৫৯। আনাস ইবনু মালিক (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাদের জন্য গোঁফ ছাটা, নখ কাটা, নাভীর নিম্নাংশের লোম কামানো এবং বগলের লোম উপড়িয়ে ফেলার জন্য সময় নির্ধারণ করা হয়েছে এমনভাবে যে, তা যেন চল্লিশ দিনের বেশি রেখে না দেয়া হয়।

সহীহ ঃ দেখুন পূর্বের হাদীস।

আবূ 'ঈসা বলেন, প্রথমোক্ত হাদীসের চাইতে এই হাদীসটি অনেক বেশি সহীহ। হাদীসবিশারদদের মতে সাদাক্বাহ্ ইবনু মূসা প্রখর স্মৃতিশক্তির অধিকারী নন।

١٦ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ قَصِّ الشَّارِبِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৬ ॥ গোঁফ কাটা

٢٧٦١ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ : حَدَّثَنَا عَبِيْدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ يُوْسُفَ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ حَبِيْبِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : «مَنْ لَمْ يَأْخُذْ مِنْ شَارِبِهِ؛ فَلَيْسَ مِنَّا».

- صحيح : «الروض النضير» (٣١٣)، «المشكاة» (٤٤٣٨).

২৭৬১। যাইদ ইবনু আরক্বাম (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি গোঁফ খাটো করে না, সে আমাদের (সুন্নাতের) অনুসারী নয়।

সহীহ ঃ রাওযুন নাযীর (৩১৩), মিশকাত (৪৪৩৮)।

মুগীরাহ্ ইবনু শু'বাহ্ (রাযিঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ। মুহাম্মাদ ইবনু বাশ্শার-ইয়াহ্ইয়া ইবনু সা'ঈদ হতে, তিনি ইউসুফ ইবনু সুহাইব (রাহঃ) হতে এই সনদে উপরোক্ত হাদীসের সমার্থবোধক হাদীস বর্ণনা করেছেন।

١٨ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ إِعْفَاءِ اللِّحْيَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৮ ॥ দাড়ি লম্বা হওয়ার জন্য ছেড়ে দেয়া

٢٧٦٣ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «أَحْفُوْا الشَّوَارِبَ، وَأَعْفُوا اللِّحَى».

- صحيح : «آداب الزفاف» (٢٠٩ - الطبعة الجديدة).

২৭৬৩। ইবনু 'উমার (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা গোঁফ খাটো কর এবং দাড়ি লম্বা কর।

সহীহ ঃ আদাবুয্ যিফাফ নতুন সংস্করণ (২০৯)

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ।

٢٧٦٤ - حَدَّثَنَا الْأَنْصَارِيُّ : حَدَّثَنَا مَعْنٌ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أَمَرَنَا بِإِحْفَاءِ الشَّوَارِبِ، وَإِعْفَاءِ اللِّحَى.

- صحيح : انظر ما قبله، ق.

২৭৬৪। ইবনু 'উমার (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে গোঁফ খাটো করতে এবং দাড়ি লম্বা করতে আদেশ করেছেন।

সহীহ ঃ দেখুন পূর্বের হাদীস, বুখারী ও মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ। আবূ বাক্‌র ইবনু নাফি' নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী এবং ইবনু 'উমার (রাযিঃ)-এর মুক্তদাস। 'উমার ইবনু নাফি' একজন নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী। কিন্তু তার অপর মুক্তদাস 'আবদুল্লাহ ইবনু নাফি' হাদীস শাস্ত্রে দুর্বল।

١٩ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ وَضْعِ إِحْدَى الرِّجْلَيْنِ عَلَى الْأُخْرَى مُسْتَلْقِيًا

অনুচ্ছেদ ঃ ১৯ ॥ চিৎ হয়ে শুয়ে এক পায়ের উপর অন্য পা রাখা

٢٧٦٥ - حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُوْمِيُّ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ، قَالُوْا : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيْمٍ، عَنْ عَمِّهِ : أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ مُسْتَلْقِيًا فِيْ الْمَسْجِدِ، وَاضِعًا إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى.

- صحيح : ق.

২৭৬৫। আব্বাদ ইবনু তামীম (রাহঃ) হতে তাঁর চাচার সূত্রে বর্ণিত, তিনি মাসজিদের মধ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এক পায়ের উপর অন্য পা (ভাঁজ করে হাঁটু দাঁড় করিয়ে) রেখে চিৎ হয়ে শুয়ে থাকতে দেখেছেন।

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ। আব্বাদ ইবনু তামীমের চাচার নাম 'আবদুল্লাহ ইবনু যাইদ ইবনু 'আসিম আল-মাযিনী।

٢٠ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ الْكَرَاهِيَةِ فِيْ ذَلِكَ

অনুচ্ছেদ ঃ ২০ ॥ এক পায়ের উপর অন্য পা রেখে চিৎ হয়ে শোয়া মাকরূহ

٢٧٦٦ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ أَسْبَاطِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقُرَشِيُّ : حَدَّثَنَا أَبِيْ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، عَنْ خِدَاشٍ، عَنْ أَبِيْ الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «إِذَا اسْتَلْقَى أَحَدُكُمْ عَلَى ظَهْرِهِ؛ فَلاَ يَضَعْ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى».

- **صحيح : «الصحيحة» (٣/٢٥٤).**

২৭৬৬। জাবির (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের মাঝে কেউ যখন পিঠের উপর চিৎ হয়ে শয়ণ করে তখন যেন সে এক পা অপর পায়ের উপর না রাখে।

সহীহ ঃ সহীহাহ্ (৩/২৫৪)।

এ হাদীসটি একাধিক বর্ণনাকারী সুলাইমান আত্-তাইমীর সূত্রে বর্ণনা করেছেন। সানাদে বর্ণিত খিদাশ অপরিচিত। সুলাইমান আত্-তাইমী তার বরাতে একাধিক হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٢٧٦٧ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ أَبِيْ الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهَى عَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ، وَالْإِحْتِبَاءِ فِيْ ثَوْبٍ وَاحِدٍ،

وَأَنْ يَرْفَعَ الرَّجُلُ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى؛ وَهُوَ مُسْتَلْقٍ عَلَى ظَهْرِهِ.

- صحيح : «الصحيحة» (١٢٥٥) م.

২৭৬৭। জাবির (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইশতিমালুস সাম্মা (বাম কাঁধ অনাবৃত রেখে চাদরের দুই প্রান্ত ডান কাঁধে জড়ো করে পরতে), ইহ্‌তিবা (নিতম্বে ভর করে হাঁটুদ্বয় উঁচু করে পেটের সাথে চাদর পেচিয়ে বসতে) এবং এক পায়ের উপর অপর পা (হাঁটু ভাঁজ করে) উঠিয়ে পিঠের উপর চিৎ হয়ে শুতে বারণ করেছেন।

সহীহ ঃ সহীহাহ্ (১২৫৫), মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ।

٢١ - بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الِاضْطِجَاعِ عَلَى الْبَطْنِ

অনুচ্ছেদ ঃ ২১ ॥ উপুড় হয়ে শোয়া মাকরূহ

٢٧٦٨ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ : حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، وَعَبْدُ الرَّحِيمِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو : حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : رَأَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَجُلاً مُضْطَجِعًا عَلَى بَطْنِهِ، فَقَالَ : «إِنَّ هَذِهِ ضِجْعَةٌ لاَ يُحِبُّهَا اللَّهُ».

- حسن صحيح : «المشكاة» (٤٧١٨) و (٤٧١٩).

২৭৬৮। আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ জনৈক ব্যক্তিকে পেটের উপর উপুড় হয়ে শুয়ে থাকতে দেখে বললেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা এ রকম শোয়া পছন্দ করেন না।

হাসান সহীহ ঃ মিশকাত (৪৭১৮, ৪৭১৯)

তিহ্‌ফা ও ইবনু 'উমার (রাযিঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ 'ঈসা বলেন, ইয়াহ্ইয়া ইবনু আবী কাসীর উক্ত হাদীস আবূ সালামা হতে, তিনি ইয়াঈশ ইবনু তিহ্‌ফা হতে, তিনি তার বাবার সূত্রে বর্ণনা

করেছেন। তিহ্ফার স্থলে তিখফা উচ্চারণও আছে। তবে তিহ্ফা-ই সঠিক। আবার তিগফা উচ্চারণও আছে। কিছু সংখ্যক হাদীসের হাফিয বলেন যে, তিখফা উচ্চারণই যথার্থ। ইয়াঈশ সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত।

٢٢ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ حِفْظِ الْعَوْرَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ ২২ ॥ লজ্জাস্থানের হিফাযাত করা

٢٧٦٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ : حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ حَكِيْمٍ : حَدَّثَنِيْ أَبِيْ، عَنْ جَدِّيْ، قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! عَوْرَاتُنَا؛ مَا نَأْتِيْ مِنْهَا وَمَا نَذَرُ؟ قَالَ : «احْفَظْ عَوْرَتَكَ؛ إِلاَّ مِنْ زَوْجَتِكَ، أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِيْنُكَ»، فَقَالَ : الرَّجُلُ يَكُوْنُ مَعَ الرَّجُلِ؟ قَالَ : «إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ لاَ يَرَاهَا أَحَدٌ؛ فَافْعَلْ»، قُلْتُ : وَالرَّجُلُ يَكُونُ خَالِيًا؟ قَالَ : «فَاللّٰهُ أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَا مِنْهُ».

- حسن : «ابن ماجه» (١٩٢٠).

২৭৬৯। বাহ্য ইবনু হাকীম (রাহঃ) হতে পর্যায়ক্রমে তাঁর বাবা ও তাঁর দাদার সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি প্রশ্ন করলাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাদের লজ্জাস্থান কতটুকু ঢেকে রাখব এবং কতটুকু খোলা রাখতে পারব? তিনি বললেন ঃ তোমার স্ত্রী ও দাসী ছাড়া সকলের দৃষ্টি হতে তোমার লজ্জাস্থান হিফাযাত করবে। তিনি আবার প্রশ্ন করলেন, পুরুষেরা একত্রে অবস্থানরত থাকলে? তিনি বললেন ঃ যতদূর সম্ভব কেউ যেন তোমার আভরণীয় স্থান দেখতে না পারে তুমি তাই কর। আমি আবার প্রশ্ন করলাম, মানুষ তো কখনো নির্জন অবস্থায়ও থাকে। তিনি বললেন ঃ আল্লাহ তা'আলা তো লজ্জার ক্ষেত্রে বেশি হাক্বদার।

হাসান ঃ ইবনু মা-জাহ (১৯২০)

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান। বাহ্যের দাদার নাম মু'আবিয়াহ্ ইবনু হাইদাহ্ আল-কুশাইরী। আল-জুরাইরী হাকীম ইবনু মু'আবিয়ার সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তিনি হলেন বাহ্যের বাবা।

٢٣ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ الْاِتِّكَاءِ

অনুচ্ছেদ ঃ ২৩ ॥ বালিশে হেলান দিয়ে শোয়া

٢٧٧٠ - حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّوْرِيُّ الْبَغْدَادِيُّ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ابْنُ مَنْصُوْرٍ الْكُوْفِيُّ : أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيْلُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ : رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ مُتَّكِئًا عَلَى وِسَادَةٍ عَلَى يَسَارِهِ.

- صحيح : «مختصر الشمائل» (١٠٤).

২৭৭০। জাবির ইবনু সামুরাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নাবী ﷺ-কে তাঁর বাম পার্শ্বদেশে বালিশে হেলান দিয়ে শুয়ে থাকতে দেখেছি।

সহীহ ঃ মুখতাসার শামা-য়িল (১০৪)

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান গারীব। একাধিক বর্ণনাকারী ইসরাঈল হতে, তিনি সিমাক হতে তিনি জাবির ইবনু সামুরাহ্ (রাযিঃ) হতে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, তাতে বাম "পার্শ্বদেশ" কথাটুকু নেই।

٢٧٧١ - حَدَّثَنَا يُوْسُفُ بْنُ عِيْسَى : حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ، عَنْ إِسْرَائِيْلَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ : رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ مُتَّكِئًا عَلَى وِسَادَةٍ.

- صحيح : انظر ما قبله.

২৭৭১। জাবির ইবনু সামুরাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বালিশে হেলান দিয়ে শুয়ে থাকতে দেখেছি।

সহীহ ঃ দেখুন পূর্বের হাদীস।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি সহীহ।

٢٤ - بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ ২৪ ॥ (কারো প্রভাবাধীন এলাকায় ইমামতি করা)

٢٧٧٢ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ : حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِسْمَاعِيْلَ بْنِ رَجَاءٍ، عَنْ أَوْسِ بْنِ ضَمْعَجٍ، عَنْ أَبِيْ مَسْعُودٍ، أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : «لاَ يُؤَمُّ الرَّجُلُ فِيْ سُلْطَانِهِ، وَلاَ يُجْلَسُ عَلَى تَكْرِمَتِهِ فِيْ بَيْتِهِ؛ إِلاَّ بِإِذْنِهِ».

- صحيح : «الإرواء» (٤٩٤)، «صحيح أبي داود» (٥٩٤).

২৭৭২। আবূ মাস'ঊদ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তির প্রভাবাধীন এলাকায় কেউ ইমামতি করবে না এবং তার বাড়ীতে তার নির্দিষ্ট আসনে তার অনুমতি ব্যতীত বসবে না।

সহীহ ঃ ইরওয়াহ্ (৪৯৪), সহীহ আবূ দাউদ (৫৯৪)।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ।

٢٥ - بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الرَّجُلَ أَحَقُّ بِصَدْرِ دَابَّتِهِ

অনুচ্ছেদ ঃ ২৫ ॥ মালিক তার জন্তুযানের সামনের আসনে বসার বেশি হাকদার

٢٧٧٣ - حَدَّثَنَا أَبُوْ عَمَّارٍ الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ : حَدَّثَنِيْ أَبِيْ : حَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ بُرَيْدَةَ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبِيْ بُرَيْدَةَ يَقُوْلُ : بَيْنَمَا النَّبِيُّ ﷺ يَمْشِيْ؛ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ؛ وَمَعَهُ حِمَارٌ، فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! ارْكَبْ، وَتَأَخَّرَ الرَّجُلُ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ

: «لاَ أَنْتَ أَحَقُّ بِصَدْرِ دَابَّتِكَ؛ إِلاَّ أَنْ تَجْعَلَهُ لِيْ»، قَالَ : قَدْ جَعَلْتُهُ لَكَ، قَالَ : فَرَكِبَ.

- صحيح : «المشكاة» (٣٩١٨)، «الإرواء» (٢/٢٥٧).

২৭৭৩। বুরাইদাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, কোন একদিন নাবী ﷺ (কোথাও) হেঁটে যাচ্ছিলেন। তখন জনৈক ব্যক্তি একটি গাধা সাথে নিয়ে এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! আপনি আরোহণ করুন, এবং সে পিছনে সরে গেল। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ না, তুমি পিছনে যেও না, তুমি তোমার বাহনের সামনে বসার অধিকারী, তবে আমার জন্য স্বেচ্ছায় ছেড়ে দিলে ভিন্ন কথা। লোকটি বলল, আমি তা আপনাকে দিয়ে দিলাম। বর্ণনাকারী বলেন, তারপর তিনি সাওয়ার হলেন।

সহীহ ঃ মিশকাত (৩৯১৮), ইরওয়াহ্ (২/২৫৭)।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান এই সূত্রে গারীব। ক্বাইস ইবনু সা'দ ইবনু উবাদা (রাযিঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে।

٢٦ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ الرُّخْصَةِ فِيْ اتِّخَاذِ الأَنْمَاطِ

অনুচ্ছেদ ঃ ২৬ ॥ নরম চাদর ব্যবহারের অনুমতি প্রসঙ্গে

٢٧٧٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «هَلْ لَكُمْ أَنْمَاطٌ؟»، قُلْتُ : وَأَنَّى تَكُوْنُ لَنَا أَنْمَاطٌ؟! قَالَ : «أَمَا إِنَّهَا سَتَكُوْنُ لَكُمْ أَنْمَاطٌ». قَالَ : فَأَنَا اَقُوْلُ لِامْرَأَتِيْ : أَخِّرِيْ عَنِّيْ أَنْمَاطَكِ، فَتَقُوْلُ : أَلَمْ يَقُلِ النَّبِيُّ ﷺ : «إِنَّهَا سَتَكُوْنُ لَكُمْ أَنْمَاطٌ»؟! قَالَ : فَأَدَعُهَا.

- صحيح : ق.

২৭৭৪। জাবির (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রশ্ন করলেন ঃ তোমাদের চাদর আছে কি? আমি বললাম, আমরা চাদর কোথায় পাব? তিনি বললেন ঃ খুব শীঘ্রই তা তোমাদের নিকট থাকবে। জাবির (রাযিঃ) বলেন, আমি আমার স্ত্রীকে বললাম, আমার নিকট হতে তোমার চাদরটি সরিয়ে নাও। সে বলল, রাসূলুল্লাহ ﷺ কি বলেননি যে, অচিরেই তোমাদের নিকট চাদর থাকবে? তিনি (জাবির) বলেন, এরপর আমি তাকে এ কথা বলা হতে বিরত হলাম।

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ।

٢٧ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ رُكُوْبِ ثَلَاثَةٍ عَلَى دَابَّةٍ

অনুচ্ছেদ ঃ ২৭ ॥ একটি জন্তুযানে তিনজনের আরোহণ

٢٧٧٥ - حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الْعَنْبَرِيُّ : حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ- هُوَ الْجُرَشِيُّ الْيَمَامِيُّ-: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيْهِ، قَالَ : لَقَدْ قُدْتُ بِنَبِيِّ اللّٰهِ ﷺ وَالْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ عَلَى بَغْلَتِهِ الشَّهْبَاءِ، حَتَّى أَدْخَلْتُهُ حُجْرَةَ النَّبِيِّ ﷺ: هَذَا قُدَّامَهُ، وَهَذَا خَلْفَهُ.

- حسن : م (٧/ ١٣٠).

২৭৭৫। ইয়াস ইবনু সালামাহ্ (রাহঃ) হতে তার বাবার সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, কোন একদিন আমি নাবী ﷺ-এর আশ্-শাহ্বাহ্ নামক খচ্চরটি টেনে নিয়ে যাচ্ছিলাম। হাসান ও হুসাইন (রাযিঃ) তাঁর সামনে-পিছনে বসা ছিলেন। আমি সেটা টেনে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হুজরার নিকটে নিয়ে গেলাম।

হাসান ঃ মুসলিম (৭/১৩০)

ইবনু 'আব্বাস ও 'আবদুল্লাহ ইবনু জা'ফার (রাযিঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ এই সূত্রে গারীব।

٢٨ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ نَظْرَةِ الْفُجَاءَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ ২৮ ॥ হঠাৎ দৃষ্টি পড়া প্রসঙ্গে

٢٧٧٦ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ : أَخْبَرَنَا يُوْنُسُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيْدٍ، عَنْ أَبِيْ زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيْرٍ، عَنْ جَرِيْرِ ابْنِ عَبْدِ اللّٰهِ، قَالَ : سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنْ نَظْرَةِ الْفُجَاءَةِ؟ فَأَمَرَنِيْ أَنْ أَصْرِفَ بَصَرِيْ.

- صحيح : «حجاب المرأة» (٣٥)، «صحيح أبي داود» (١٨٦٤) م.

২৭৭৬। জারীর ইবনু 'আবদুল্লাহ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺকে (কারো প্রতি) হঠাৎ দৃষ্টি পড়া বিষয়ে প্রশ্ন করলাম। তিনি আমাকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতে আদেশ করলেন।

সহীহ ঃ হিজাবুল মারয়াহ্ (৩৫), সহীহ আবী দাউদ (১৮৬৪), মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ। আবূ যুর'আর নাম হারিম।

٢٧٧٧ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ : أَخْبَرَنَا شَرِيْكٌ، عَنْ أَبِيْ رَبِيْعَةَ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيْهِ، رَفَعَهُ، قَالَ : «يَا عَلِيُّ! لاَ تُتْبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ؛ فَإِنَّ لَكَ الْأُوْلَى، وَلَيْسَتْ لَكَ الْآخِرَةُ».

- حسن : «حجاب المرأة» (٣٤) «صحيح أبي داود» (١٨٦٥).

২৭৭৭। বুরাইদাহ্ (রাযিঃ) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ হে 'আলী! বারবার (অননুমোদিত জিনিসের প্রতি) তাকাবে না। তোমার প্রথম দৃষ্টি জায়িয (ও ক্ষমাযোগ্য) হলেও পরের দৃষ্টি (ক্ষমাযোগ্য) নয়।

হাসান ঃ হিজাবুল মারয়াহ্ (৩৪), সহীহ আবী দাউদ (১৮৬৫)।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান গারীব। আমরা এটি শুধু শারীকের রিওয়ায়াত হিসেবে জেনেছি।

٣٠ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ النَّهْيِ عَنِ الدُّخُوْلِ عَلَى النِّسَاءِ إِلاَّ بِإِذْنِ الأَزْوَاجِ

অনুচ্ছেদ ৩০ ॥ স্বামীদের অনুমতি ব্যতীত তাদের স্ত্রীদের নিকট যাওয়া নিষেধ

٢٧٧٩ - حَدَّثَنَا سُوَيْدٌ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ : أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ ذَكْوَانَ، عَنْ مَوْلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ : أَنَّ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ أَرْسَلَهُ إِلَى عَلِيٍّ؛ يَسْتَأْذِنُهُ عَلَى أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ، فَأَذِنَ لَهُ، حَتَّى إِذَا فَرَغَ مِنْ حَاجَتِهِ؛ سَأَلَ الْمَوْلَى عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ عَنْ ذَلِكَ؟ فَقَالَ : إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهَانَا - أَوْ نَهَى - أَنْ نَدْخُلَ عَلَى النِّسَاءِ بِغَيْرِ اِذْنِ أَزْوَاجِهِنَّ.

- صحيح : «آداب الزفاف» (٢٨٢ - ٢٨٣ - الطبعة الجديدة).

২৭৭৯। ‘আম্‌র ইবনুল ‘আস (রাযিঃ)-এর মুক্তদাস (আবূ কাইস ‘আবদুর রাহমান ইবনু সাবিত) হতে বর্ণিত, কোন একদিন ‘আম্‌র ইবনুল ‘আস (রাযিঃ) আসমা বিনতু উমাইসের নিকট যাবার অনুমতি প্রার্থনার জন্য তাকে ‘আলী (রাযিঃ)-এর নিকট পাঠান। তিনি তাঁকে অনুমতি দিলেন। তিনি (‘আম্‌র) যখন প্রয়োজনীয় আলাপ শেষ করলেন, তখন উক্ত গোলাম এ প্রসঙ্গে ‘আম্‌র ইবনুল ‘আস (রাযিঃ)-কে প্রশ্ন করল। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ স্বামীদের অনুমতি ব্যতীত তাদের স্ত্রীদের নিকট যেতে আমাদেরকে নিষেধ করেছেন।

সহীহ ঃ আদাবুয্ যিফাফ নতুন সংস্করণ (২৮২-২৮৩)

উকবা ইবনু আমির, ‘আবদুল্লাহ ইবনু ‘আম্‌র ও জাবির (রাযিঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ ‘ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ।

٣١ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ تَحْذِيْرِ فِتْنَةِ النِّسَاءِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৩১ ॥ স্ত্রীলোকের ফিত্নাকে ভয় করা

٢٧٨٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ : حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ ابْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ أَبِيْ عُثْمَانَ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، وَسَعِيْدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : «مَا تَرَكْتُ بَعْدِيْ فِيْ النَّاسِ فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ».

- صحيح : «الصحيحة» (٢٧٠١) ق.

২৭৮০। উসামাহ্ ইবনু যাইদ ও সা'ঈদ ইবনু যাইদ ইবনু 'আম্‌র ইবনু নুফাইল (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নাবী ﷺ বলেছেন ঃ আমার পরে (মানুষের মাঝে) পুরুষের জন্য স্ত্রীলোকের ফিতনার চাইতে মারাত্মক ক্ষতিকর ফিত্না আর রেখে যাচ্ছি না।

সহীহ ঃ সহীহাহ্ (২৭০১), বুখারী ও মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ। উক্ত হাদীস সুলাইমান আত-তাইমী হতে, তিনি আবূ 'উসমান হতে, তিনি উসামা ইবনু যাইদ (রাযিঃ) হতে, তিনি নাবী ﷺ হতে এই সূত্রে একাধিক নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী বর্ণনা করেছেন। তারা এই সনদসূত্রে সা'ঈদ ইবনু যাইদ ইবনু 'আম্‌র ইবনু নুফাইলের উল্লেখ করেননি। আল-মু'তামির ব্যতীত অন্য কোন বর্ণনাকারী উপরোক্ত সনদে উসামা ইবনু যাইদ ও সা'ঈদ ইবনু যাইদ (রাযিঃ)-এর উল্লেখ করেছেন বলে আমাদের জানা নেই। আবূ সা'ঈদ (রাযিঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। ইবনু আবী 'উমার সুফ্ইয়ান হতে, তিনি সুলাইমান আত্ তাইমী হতে, তিনি আবূ 'উসমান হতে, তিনি উসামা ইবনু যাইদ হতে, তিনি নাবী ﷺ হতে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٣٢ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ كَرَاهِيَةِ اتِّخَاذِ الْقُصَّةِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৩২ ॥ অপরের চুল ব্যবহার মাকরূহ

٢٧٨١ - حَدَّثَنَا سُوَيْدٌ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ : أَخْبَرَنَا يُوْنُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ : أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ : أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ بِالْمَدِيْنَةِ يَخْطُبُ يَقُوْلُ : أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ يَا أَهْلَ الْمَدِيْنَةِ؟! إِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَنْهَى عَنْ هَذِهِ الْقُصَّةِ، وَيَقُوْلُ : «إِنَّمَا هَلَكَتْ بَنُوْ إِسْرَائِيْلَ؛ حِيْنَ اتَّخَذَهَا نِسَاؤُهُمْ».

- صحيح : «غاية المرام» (١٠٠) ق.

২৭৮১। হুমাইদ ইবনু 'আবদুর রহমান (রাহঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি মু'আবিয়াহ্ (রাযিঃ)-কে মাদীনায় এক ভাষণে বলতে শুনেছেন ঃ হে মাদীনাবাসীগণ! তোমাদের আলিমগণ কোথায়? আমি তো রাসূলুল্লাহ ﷺ কে এসব 'কুসসা' (অন্যের চুল) ব্যবহার করতে নিষেধ করতে শুনেছি। তিনি আরো বলতেন ঃ বানী ইসরাঈলগণ তখনি ধ্বংস হয়েছে, যখন তাদের রমণীগণ কুসসা (অপরের চুল) ব্যবহার শুরু করে।

সহীহ ঃ গাইয়াতুল মারাম (১০০), বুখারী ও মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ। মু'আবিয়াহ্ (রাযিঃ) হতে বিভিন্ন সূত্রে এ হাদীসটি বর্ণিত আছে।

٣٣ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ الْوَاصِلَةِ وَالْمُسْتَوْصِلَةِ وَالْوَاشِمَةِ وَالْمُسْتَوْشِمَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৩ ॥ পরচুলা প্রস্তুতকারিণী ও ব্যবহারকারিণী এবং উলকি উৎকীর্ণকারিণী ও যে উৎকীর্ণ করায়

٢٧٨٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ : حَدَّثَنَا عَبِيْدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ

مَنْصُوْرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَعَنَ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ، وَالْمُتَنَمِّصَاتِ؛ مُبْتَغِيَاتٍ لِلْحُسْنِ؛ مُغَيِّرَاتٍ خَلْقَ اللّٰهِ.

– صحيح : «آداب الزفاف» (٢٠٢ – ٢٠٤ – الطبعة الجديدة).

২৭৮২। 'আবদুল্লাহ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নাবী ﷺ এমন সব নারীর উপর লানত করেছেন, যারা অঙ্গে উলকি আঁকে ও অন্যকে দিয়ে উল্কি আঁকায় এবং সৌন্দর্যের জন্য ভ্রুর চুল উপড়িয়ে আল্লাহ্ তা'আলার সৃষ্টিকে পরিবর্তন করে।

সহীহ ঃ আদাবুয্ যিফাফ (২০২-২০৪) নতুন সংস্করণ।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ। শু'বাহ্ ও অন্যান্য হাদীস বিশারদগণ এ হাদীসটি মানসূর হতে বর্ণনা করেছেন।

٢٧٨٣ – حَدَّثَنَا سُوَيْدٌ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : «لَعَنَ اللّٰهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ، وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ».

قَالَ نَافِعٌ : الْوَشْمُ فِيْ اللِّثَةِ.

– صحيح : «ابن ماجه» (١٩٨٧) ق.

২৭৮৩। ইবনু 'উমার (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নাবী ﷺ বলেছেন ঃ যে নারী পরচুলা বানায় এবং যে তা ব্যবহার করে, যে উলকি আঁকে এবং অন্যকে দিয়ে আঁকায়, আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে লা'নাত করেছেন। নাফি' (রাহঃ) বলেন, উলকি আঁকা হয় সাধারণতঃ নীচের মাড়িতে।

সহীহ ঃ ইবনু মা-জাহ (১৯৮৭), বুখারী ও মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ। 'আয়িশাহ্, মা'কিল ইবনু ইয়াসার, আসমা বিনতু আবূ বাক্‌র ও ইবনু 'আব্বাস (রাযিঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। মুহাম্মাদ ইবনু বাশশার-ইয়াহ্ইয়া ইবনু সা'ঈদ হতে, তিনি 'উবাইদুল্লাহ ইবনু 'উমার হতে, তিনি নাফি' হতে, তিনি ইবনু 'উমার (রাযিঃ) হতে, তিনি নাবী ﷺ হতে এই সূত্রে উপরোক্ত হাদীসের একই রকম হাদীস বর্ণনা করেছেন। এই সূত্রে বর্ণনাকারীগণ নাফি' (রাহঃ)-এর বক্তব্যটুকু উল্লেখ করেননি। আবূ 'ঈসা বলেন, এই হাদীসটিও হাসান সহীহ।

٣٤ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ الْمُتَشَبِّهَاتِ بِالرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৪ ॥ পুরুষদের বেশধারিণী নারীগণ

٢٧٨٤ - حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ : حَدَّثَنَا أَبُوْ دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، وَهَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : لَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْمُتَشَبِّهَاتِ بِالرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ، وَالْمُتَشَبِّهِينَ بِالنِّسَاءِ مِنَ الرِّجَالِ.

- صحيح : «ابن ماجه» (١٩٠٤) خ.

২৭৮৪। ইবনু 'আব্বাস (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যেসব নারী পুরুষের বেশ ধারণ করে এবং যেসব পুরুষ নারীদের বেশ ধারণ করে তাদেরকে রাসূলুল্লাহ ﷺ অভিসম্পাত করেছেন।

সহীহ ঃ ইবনু মা-জাহ (১৯০৪), বুখারী।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ।

٢٧٨٥ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِيْ كَثِيْرٍ، وَأَيُّوْبُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ

عَبَّاسٍ، قَالَ : لَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْمُخَنَّثِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ، وَالْمُتَرَجِّلَاتِ مِنَ النِّسَاءِ.

- صحيح : انظر ما قبله، ق.

২৭৮৫। ইবনু 'আব্বাস (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ নারীর বেশধারী পুরুষদেরকে এবং পুরুষের বেশধারী নারীদেরকে লা'নাত করেছেন।

সহীহ ঃ দেখুন পূর্বের হাদীস, বুখারী ও মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ। 'আয়িশাহ্ (রাযিঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে।

٣٥ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ كَرَاهِيَةِ خُرُوْجِ الْمَرْأَةِ مُتَعَطِّرَةً

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৫ ॥ নারীদের সুগন্ধি মেখে বাড়ির বাইরে যাওয়া নিষেধ

٢٧٨٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ الْقَطَّانُ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُمَارَةَ الْحَنَفِيِّ، عَنْ غُنَيْمِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ أَبِيْ مُوْسَى، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : «كُلُّ عَيْنٍ زَانِيَةٌ، وَالْمَرْأَةُ إِذَا اسْتَعْطَرَتْ، فَمَرَّتْ بِالْمَجْلِسِ؛ فَهِيَ كَذَا وَكَذَا»، يَعْنِيْ : زَانِيَةً-.

- حسن : «تخريج الإيمان لأبي عبيد» (٩٦/ ١١٠)، «تخريج المشكاة» (٦٥)، «حجاب المرأة» (٦٤).

২৭৮৬। আবূ মূসা (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ প্রতিটি চোখই যিনাকরী। কোন নারী সুগন্ধি মেখে কোন মজলিসের পাশ দিয়ে গেলে সে এমন এমন অর্থাৎ যিনাকারিণী।

হাসান ঃ তাখরীজুল ঈমান লি আবী 'উবাইদ (৯৬/১১০), তাখরীজুল মিশকাত (৬৫), হিজাবুল মারয়াহ্ (৬৪)।

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ।

٣٦ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ طِيْبِ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৬ ॥ নারী-পুরুষের সুগন্ধি ব্যবহার প্রসঙ্গে

٢٧٨٧ - حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ : حَدَّثَنَا أَبُوْ دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِيْ نَضْرَةَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «طِيْبُ الرِّجَالِ : مَا ظَهَرَ رِيْحُهُ، وَخَفِيَ لَوْنُهُ، وَطِيْبُ النِّسَاءِ : مَا ظَهَرَ لَوْنُهُ، وَخَفِيَ رِيحُهُ».

- صحيح : «المشكاة» (٤٤٤٣)، «مختصر الشمائل» (١٨٨)، «الرد على الكتاني» ص (١١).

২৭৮৭। আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ পুরুষের সুগন্ধি এমন হবে যার সুগন্ধ প্রকাশ পায় কিন্তু রং গোপন থাকে এবং নারীর সুগন্ধি এমন হবে যার রং প্রকাশ পায় কিন্তু সুগন্ধ গোপন থাকে।

সহীহ ঃ মিশকাত (৪৪৪৩), মুখতাসার শামা-য়িল (১৮৮), আর-রাদ্দু আলাল কিত্তানী পৃঃ (১১)।

'আলী ইবনু হুজর-ইসমাঈল ইবনু ইবরাহীম হতে, তিনি আল-জুরাইরী হতে, তিনি আবূ নায্রাহ্ হতে, তিনি আত-তুফাবী হতে, তিনি আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) হতে, তিনি নাবী ﷺ হতে, এই সূত্রে উক্ত মর্মে একই রকম হাদীস বর্ণনা করেছেন। আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান। এই হাদীসের মাধ্যমে আমরা আত-তুফাবীর সাথে পরিচিত কিন্তু তার নাম আমাদের নিকট অজ্ঞাত। ইসমাঈল ইবনু ইব্রাহীমের হাদীসটি অনেক বেশি পরিপূর্ণ ও দীর্ঘ। 'ইমরান ইবনু হুসাইন (রাযিঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে।

٢٧٨٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرٍ الحَنَفِيُّ، عَنْ سَعِيْدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، قَالَ : قَالَ لِيْ النَّبِيُّ ﷺ : إِنَّ خَيْرَ طِيْبِ الرَّجُلِ؛ مَا ظَهَرَ رِيْحُهُ، وَخَفِيَ لَوْنُهُ، وَخَيْرَ طِيْبِ النِّسَاءِ؛ مَا ظَهَرَ لَوْنُهُ، وَخَفِيَ رِيْحُهُ»، وَنَهَى عَنْ مَيْثَرَةِ الْأُرْجُوَانِ.

صحيح : المصدر نفسه.

২৭৮৮। 'ইমরান ইবনু হুসাইন (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নাবী ﷺ আমাকে বলেছেন ঃ যে সুগন্ধির গন্ধ আছে কিন্তু রং নেই সেটিই পুরুষের জন্য উত্তম সুগন্ধি এবং যে সুগন্ধির রং আছে কিন্তু গন্ধ নেই সেটিই নারীর জন্য উত্তম সুগন্ধী। আর তিনি লাল রেশমের তৈরি আসনে বসতে বারণ করেছেন।

সহীহ ঃ প্রাগুক্ত

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান এবং উপরোক্ত সূত্রে গারীব।

٣٧ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ كَرَاهِيَةِ رَدِّ الطِّيْبِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৭ ॥ সুগন্ধি দ্রব্যের উপহার প্রত্যাখ্যান করা মাকরূহ

٢٧٨٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ : حَدَّثَنَا عَزْرَةُ بْنُ ثَابِتٍ، عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ، قَالَ : كَانَ أَنَسٌ لاَ يَرُدُّ الطِّيْبَ، وَقَالَ أَنَسٌ : إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ لاَ يَرُدُّ الطِّيْبَ.

- صحيح : «مختصر الشمائل» (١٨٦) خ.

২৭৮৯। সুমামাহ্ ইবনু 'আবদুল্লাহ (রাহঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আনাস (রাযিঃ) কখনো সুগন্ধি ফিরিয়ে দিতেন না। আনাস (রাঃ) বলেছেন, নাবী ﷺও সুগন্ধি ফিরিয়ে দিতেন না।

সহীহ ঃ মুখতাসার শামা-য়িল (১৮৬), বুখারী।

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ।

٢٧٩٠ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ فُدَيْك، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «ثَلاَثٌ لاَ تُرَدُّ : الْوَسَائِدُ، وَالدُّهْنُ، وَاللَّبَنُ».

- حسن : المصدر نفسه (١٨٧).

২৭৯০। ইবনু 'উমার (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ তিনটি বস্তু প্রত্যাখ্যান করা যায় না ঃ (১) বালিশ, (২) সুগন্ধি তেল ও (৩) দুধ।

হাসান ঃ প্রাগুক্ত (১৮৭)

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গারীব। 'আবদুল্লাহ ইবনু মুসলিমের দাদার নাম জুনদুব এবং তিনি মাদানী।

٣٨ - بَابٌ فِيْ كَرَاهِيَةِ مُبَاشَرَةِ الرِّجَالِ الرِّجَالَ وَالْمَرْأَةِ الْمَرْأَةَ

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৮ ॥ পুরুষে পুরুষে এবং নারীতে নারীতে উলঙ্গ অবস্থায় গায়ে গা লাগানো মাকরূহ

٢٧٩٢ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ : حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيْقِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «لاَ تُبَاشِرُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ؛ حَتّٰى تَصِفَهَا لِزَوْجِهَا؛ كَأَنَّمَا يَنْظُرُ إِلَيْهَا».

- صحيح : «صحيح أبي داود» (١٨٦٦) خ.

২৭৯২। 'আবদুল্লাহ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ কোন নারী অন্য নারীর সাথে (বস্ত্রহীন অবস্থায়) শরীর মিলিয়ে শোবে না। কেননা সে তার স্বামীর নিকট অপর নারীর শরীরের বর্ণনা দিবে এবং মনে হবে সে যেন তাকে চাক্ষুস দেখছে।

সহীহ ঃ সহীহ আবী দাউদ (১৮৬৬), বুখারী।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ।

٢٧٩٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰه بْنُ أَبِي زِيَادٍ : حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ : أَخْبَرَنِي الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ : أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ أَبِيْهِ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «لاَ يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ، وَلاَ تَنْظُرُ الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ، وَلاَ يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِيْ الثَّوْبِ الْوَاحِدِ، وَلاَ تُفْضِيْ الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِيْ الثَّوْبِ الْوَاحِدِ».

- صحيح : «ابن ماجه» (٦٦١) م.

২৭৯৩। আবূ সা'ঈদ খুদরী (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ এক পুরুষ অন্য পুরুষের গুপ্তাঙ্গের দিকে এবং এক নারী অন্য নারীর গুপ্তাঙ্গের দিকে তাকাবে না। এক পুরুষ অন্য পুরুষের সাথে এবং এক নারী অন্য নারীর সাথে এক কাপড়ের ভেতর শোবে না।

সহীহ ঃ ইবনু মা-জাহ (৬৬১), মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান গারীব সহীহ।

٣٩ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ حِفْظِ الْعَوْرَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৯ ॥ আভরণীয় অঙ্গের হিফাযাত করা

٢٧٩٤ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ : حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، وَيَزِيْدُ ابْنُ هَارُوْنَ، قَالاَ : حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ حَكِيْمٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ : قُلْتُ : يَا نَبِيَّ اللّٰهِ! عَوْرَاتُنَا؛ مَا نَأْتِيْ مِنْهَا وَمَا نَذَرُ؟ قَالَ : «احْفَظْ عَوْرَتَكَ؛ إِلاَّ مِنْ زَوْجَتِكَ، أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِيْنُكَ»، قُلْتُ : يَا رَسُوْلَ الله! إِذَا كَانَ الْقَوْمُ بَعْضُهُمْ فِيْ بَعْضٍ؟ قَالَ : «إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ لاَ يَرَاهَا أَحَدٌ؛ فَلاَ يَرَاهَا»،

قَالَ : قُلْتُ : يَا نَبِيَّ اللهِ! إِذَا كَانَ أَحَدُنَا خَالِيًا؟ قَالَ : «فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَا مِنْهُ مِنَ النَّاسِ».

– حسن : وتقدم (٢٧٦٩).

২৭৯৪। বাহ্য ইবনু হাকীম (রাহঃ) হতে পর্যায়ক্রমে তাঁর বাবা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্র নাবী! আমাদের আভরণীয় অঙ্গের কতটুকু অংশ ঢেকে রাখব এবং কতটুকু অংশ খোলা রাখতে পারব? তিনি বললেন ঃ তোমার স্ত্রী ও দাসী ব্যতীত (সবার দৃষ্টি হতে) তোমার আভরণীয় অঙ্গের হিফাযাত কর। বর্ণনাকারী বলেন, আমি আবার প্রশ্ন করলাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! দলের লোকেরা কখনো একত্রিত হলে? তিনি বললেন ঃ তোমার দ্বারা যতটুকু সম্ভব তা ঢেকে রাখবে, কেউ যেন তা দেখতে না পায়। তিনি বলেন, আমি আবারো বললাম, হে আল্লাহ্র নাবী! আমাদের মাঝে কেউ নির্জন স্থানে থাকলে? তিনি বললেন ঃ মানুষের চাইতে আল্লাহ তা'আলাকে বেশি লজ্জা করা দরকার।

হাসান ঃ (২৭৬৯) নং হাদীস পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান।

٤٠ – بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الْفَخِذَ عَوْرَةٌ

অনুচ্ছেদ ঃ ৪০ ॥ উরুদেশ আভরণীয় অঙ্গের অন্তর্ভুক্ত

٢٧٩٥ – حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ عُمَرَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِيْ النَّضْرِ– مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ–، عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ جَرْهَدٍ الْأَسْلَمِيِّ، عَنْ جَدِّهِ جَرْهَدٍ، قَالَ : مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِجَرْهَدٍ فِيْ الْمَسْجِدِ؛ وَقَدِ انْكَشَفَ فَخِذُهُ، فَقَالَ : «إِنَّ الْفَخِذَ عَوْرَةٌ».

– صحيح : «الإرواء» (١/٢٩٧–٢٩٨)، «المشكاة» (٣١١٤).

২৭৯৫। জারহাদ আল-আসলামী (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ নাবী ﷺ মাসজিদের মধ্যে জারহাদের পাশ দিয়ে গেলেন। সে সময় তার উরুদেশ উলঙ্গ অবস্থায় ছিল। তিনি বললেন ঃ উরুদেশও আভরণীয় অঙ্গ।

সহীহ ঃ ইরওয়াহ্ (১/২৯৭-২৯৮), মিশকাত (৩১১৪)।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান। আমার মতে এর সনদসূত্র মুত্তাসিল (পরস্পর সংযুক্ত) নয়।

٢٧٩٦ - حَدَّثَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الْكُوْفِيُّ : حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ آدَمَ، عَنْ إِسْرَائِيْلَ، عَنْ أَبِيْ يَحْيَى، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : «الْفَخِذُ عَوْرَةٌ».

- صحيح : انظر ما قبله.

২৭৯৬। ইবনু 'আব্বাস (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নাবী ﷺ বলেছেন ঃ উরুও একটি আভরণীয় অঙ্গ।

সহীহ ঃ দেখুন পূর্বের হাদীস।

٢٧٩٧ - حَدَّثَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ عَبْدِ جَرْهَدٍ الأَسْلَمِيِّ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : «الْفَخِذُ عَوْرَةٌ».

- صحيح.

২৭৯৭। জারহাদ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নাবী ﷺ বলেছেন ঃ উরুও আভরণীয় অঙ্গ।

সহীহ।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান এবং উপরোক্ত সূত্রে গারীব। 'আলী ও মুহাম্মাদ ইবনু 'আবদুল্লাহ ইবনু জাহ্‌শ (রাযিঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। 'আবদুল্লাহ ইবনু জাহ্‌শ ও তার ছেলে মুহাম্মাদ (রাযিঃ) (উভয়েই) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহচর্য লাভ করেছেন।

Contents

٢٧٩٨ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ جَرْهَدٍ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَرَّ بِهِ؛ وَهُوَ كَاشِفٌ عَنْ فَخِذِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : «غَطِّ فَخِذَكَ؛ فَإِنَّهَا مِنَ الْعَوْرَةِ».

- صحيح : أيضاً.

২৭৯৮। জারহাদ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নাবী ﷺ তার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন আর তখন তাঁর উরু খোলা অবস্থায় ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন ঃ তোমার উরু ঢেকে রাখ, কেননা এটাও আভরণীয় অঙ্গ।

সহীহ।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান।

٤١ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ النَّظَافَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৪১ ॥ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা প্রসঙ্গে

٢٧٩٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا أَبُوْ عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ : حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ إِلْيَاسَ، عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِيْ حَسَّانَ، قَالَ : سَمِعْتُ سَعِيْدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُوْلُ : إِنَّ اللّٰهَ طَيِّبٌ يُحِبُّ الطِّيِّبَ، نَظِيْفٌ يُحِبُّ النَّظَافَةَ، كَرِيْمٌ يُحِبُّ الْكَرَمَ، جَوَادٌ يُحِبُّ الْجُوْدَ، فَنَظِّفُوْا - أُرَاهُ قَالَ - أَفْنِيَتَكُمْ، وَلَا تَشَبَّهُوْا بِالْيَهُوْدِ». قَالَ : فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِمُهَاجِرِ بْنِ مِسْمَارٍ؟ فَقَالَ : حَدَّثَنِيْهِ عَامِرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِيْ وَقَّاصٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ . . . مِثْلَهُ؛ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ : «نَظِّفُوْا أَفْنِيَتَكُمْ».

- ضعيف : «غاية المرام» (١١٣)، لكن قوله : «إن الله جواد» إلخ صحيح : «الصحيحة» (٢٣٦-١٦٢٧)، «حجاب المرأة» (١٠١).

২৭৯৯। সালিহ ইবনু আবূ হাসসান (রাহঃ) বলেন, আমি সাঈদ ইবনুল মুসাঈয়্যাব (রাহঃ)-কে বলতে শুনেছি, অবশ্যই আল্লাহ তা'আলা পবিত্র এবং পবিত্রতা ভালোবাসেন। তিনি পরিচ্ছন্ন এবং পরিচ্ছন্নতা পছন্দ করেন। তিনি মহান ও দয়ালু, মহত্ব ও দয়া ভালোবাসেন। তিনি দানশীল, দানশীলতাকে ভালোবাসেন। সুতরাং তোমরাও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থেক। আমার মনে হয় তিনি বলেছেন ঃ তোমাদের আশপাশের পরিবেশকেও পরিচ্ছন্ন রাখ এবং ইয়াহূদীদের অনুকরণ করো না। সালিহ্ বলেন, আমি এ প্রসঙ্গে মুহাজির ইবনু মিসমারের নিকটে বর্ণনা করলাম। তিনি বলেন, আমির ইবনু সা'দ তার পিতার সূত্রে নাবী ﷺ হতে একই রকম হাদীস আমার কাছে বলেছেন। তবে তিনি তাতে বলেছেন, তোমাদের আশপাশের পরিবেশকে পরিচ্ছন্ন রাখ।

যঈফ ঃ গা-ইয়াতুল মারাম (১১৩), তবে "আল্লাহ দানশীল....." এই অংশটুকু সহীহ, সহীহাহ্ (২৩৬-১৬২৭), হিজাবুল মারয়াহ্ (১০১)।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গারীব। খালিদ ইবনু ইল্‌য়াস মতান্তরে ইয়াসকে হাদীস শাস্ত্রে দুর্বল বলা হয়েছে।

٤٣ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ دُخُوْلِ الْحَمَّامِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৩ ॥ গোসলখানায় প্রবেশ করা

٢٨٠١ - حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ دِيْنَارٍ الْكُوْفِيُّ : حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ الْمِقْدَامِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِيْ سُلَيْمٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ؛ فَلاَ يَدْخُلِ الْحَمَّامَ بِغَيْرِ إِزَارٍ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ؛ فَلاَ يُدْخِلْ حَلِيلَتَهُ الْحَمَّامَ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ؛ فَلاَ يَجْلِسْ عَلَى مَائِدَةٍ يُدَارُ عَلَيْهَا بِالْخَمْرِ».

– حسن : «التعليق الرغيب» (١/٨٨–٨٩)، الإرواء» (١٩٤٩)، «غاية المرام» (١٩٠).

২৮০১। জাবির (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নাবী ﷺ বলেছেন ঃ আল্লাহ তা'আলা ও পরকালের প্রতি যে লোক ঈমান রাখে সে যেন ইযার (লুঙ্গি) পরিহিত অবস্থা ছাড়া গোসলখানায় প্রবেশ না করে। আল্লাহ তা'আলা এবং পরকালের প্রতি যে লোক ঈমান রাখে সে যেন তার স্ত্রীকে গোসলখানায় প্রবেশ না করায়। আল্লাহ তা'আলা ও পরকালের প্রতি যে লোক ঈমান রাখে সে যেন এমন দস্তরখানে (খাদ্যের মাজলিসে) না বসে যেখানে মদ পরিবেশন করা হয়।

হাসান ঃ তা'লীকুর রাগীব (১/৮৮-৮৯), ইরওয়াহ্ (১৯৪৯), গাইয়াতুল মারাম (১৯০)।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান গারীব। আমরা শুধুমাত্র উপরোক্ত সূত্রেই তাঊস হতে জাবির (রাযিঃ)-এর বর্ণনা হিসেবে জেনেছি। মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈল (বুখারী) (রাহঃ) বলেন, লাইস ইবনু আবূ সুলাইম বর্ণনাকারী হিসেবে সত্যবাদী, তবে কোন কোন ক্ষেত্রে সন্দেহের শিকার হন। তিনি আরো বলেন, আহ্মাদ ইবনু হাম্বল (রাহঃ) বলেছেন যে, লাইসের বর্ণনায় উৎফুল্ল হওয়া যায় না। কেননা লাইস এমন কিছু বিষয় মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেন যা অন্যরা মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেন না। এই জন্যই তাকে যঈফ বলা হয়।

٢٨٠٣ – حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ : حَدَّثَنَا أَبُوْ دَاوُدَ : أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُوْرٍ، قَالَ : سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ أَبِيْ الْجَعْدِ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِيْ الْمَلِيْحِ الْهُذَلِيِّ : أَنَّ نِسَاءً مِنْ أَهْلِ حِمْصَ – أَوْ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ– دَخَلْنَ عَلَى عَائِشَةَ، فَقَالَتْ : أَنْتُنَّ اللاَّتِيْ يَدْخُلْنَ نِسَاؤُكُنَّ الْحَمَّامَاتِ؟ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : «مَا مِنِ امْرَأَةٍ تَضَعُ ثِيَابَهَا فِيْ غَيْرِ بَيْتِ زَوْجِهَا؛ إِلاَّ هَتَكَتِ السِّتْرَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ رَبِّهَا».

– صحيح : «ابن ماجه» (٣٧٥٠).

২৮০৩। আবুল মালীহ আল-হুযালী (রাহঃ) হতে বর্ণিত, কোন এক সময় হিম্‌স অথবা সিরিয়ার বসবাসকারী কয়েকজন মহিলা ‘আয়িশাহ্ (রাযিঃ)-এর নিকট আসল। তিনি বললেন, তোমরা তো সেই এলাকার অধিবাসী, যার মহিলারা গোসলখানায় প্রবেশ করে। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি ঃ যে নারী তার স্বামীর ঘর ছাড়া অন্য কোথাও তার কাপড় খোলে, সে তার ও আল্লাহ তা‘আলার মধ্যকার পর্দা ছিড়ে ফেলে।

সহীহ ঃ ইবনু মা-জাহ (৩৭৫০)

আবূ ‘ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান।

٤٤- بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الْمَلاَئِكَةَ لاَ تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ وَلاَ كَلْبٌ

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৪ ॥ যে ঘরে ছবি কিংবা কুকুর থাকে সে ঘরে ফেরেশতারা প্রবেশ করেন না

٢٨٠٤ - حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ، وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلاَّلُ، وَعَبْدُ ابْنُ حُمَيْدٍ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ-، وَاللَّفْظُ لِلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ-، قَالُوْا : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، أَنَّهُ سمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ : سَمِعْتُ أَبَا طَلْحَةَ يَقُوْلُ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ يَقُوْلُ : «لاَ تَدْخُلُ الْمَلاَئِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ، وَلاَ صُوْرَةُ تَمَاثِيْلَ».

- صحيح : «ابن ماجه» (٣٦٤٩) ق.

২৮০৪। আবূ তালহা (রাযিঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি ঃ কুকুর অথবা ভাস্কর্যের ছবি থাকে এমন ঘরে ফেরেশতারা প্রবেশ করেন না।

সহীহ ঃ ইবনু মা-জাহ (৩৬৪৯), বুখারী ও মুসলিম।

আবূ ‘ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ।

٢٨٠٥ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ : حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ : حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِيْ طَلْحَةَ، أَنَّ رَافِعَ بْنَ إِسْحَاقَ أَخْبَرَهُ، قَالَ : دَخَلْتُ أَنَا وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ أَبِيْ طَلْحَةَ عَلَى أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ نَعُوْدُهُ، فَقَالَ أَبُوْ سَعِيْدٍ : أَخْبَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «إِنَّ الْمَلاَئِكَةَ لاَ تَدْخُلُ بَيْتًا فِيْهِ تَمَاثِيْلُ- أَوْ صُوْرَةٌ- ».

شَكَّ إِسْحَاقُ، لاَ يَدْرِيْ أَيُّهُمَا قَالَ؟

- صحيح : «غاية المرام» (١١٨) م أبي هريرة.

২৮০৫। রাফি' ইবনু ইসহাক (রাহঃ) হতে বর্ণিত, রোগাক্রান্ত আবূ সা'ঈদ আল-খুদরী (রাযিঃ)-কে আমি ও 'আবদুল্লাহ ইবনু আবূ তালহা (রাহঃ) দেখতে গেলাম। আবূ সা'ঈদ (রাযিঃ) বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের অবহিত করেছেন ঃ যে ঘরে (জীবজন্তুর) প্রতিকৃতি অথবা ছবি থাকে, সে ঘরে (রাহমাতের) ফেরেশতা প্রবেশ করেন না। ইসহাক সন্দেহে নিপতিত হয়েছেন, ছবির কথা না প্রতিকৃতির কথা বলেছেন।

সহীহ ঃ গাইয়াতুল মারাম (১১৮), মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ।

٢٨٠٦ - حَدَّثَنَا سُوَيْدٌ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ : أَخْبَرَنَا يُوْنُسُ بْنُ أَبِيْ إِسْحَاقَ : حَدَّثَنَا مُجَاهِدٌ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُوْ هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «أَتَانِيْ جِبْرِيْلُ، فَقَالَ : إِنِّيْ كُنْتُ أَتَيْتُكَ الْبَارِحَةَ، فَلَمْ يَمْنَعْنِيْ أَنْ أَكُوْنَ دَخَلْتُ عَلَيْكَ الْبَيْتَ الَّذِيْ كُنْتَ فِيْهِ؛ إِلاَّ أَنَّهُ كَانَ فِيْ بَابِ الْبَيْتِ تِمْثَالُ الرِّجَالِ، وَكَانَ فِيْ الْبَيْتِ قِرَامُ سِتْرٍ فِيْهِ تَمَاثِيْلُ، وَكَانَ فِي الْبَيْتِ كَلْبٌ، فَمُرْ بِرَأْسِ التِّمْثَالِ الَّذِيْ بِالْبَابِ؛ فَلْيُقْطَعْ، فَيَصِيْرُ

Contents

كَهَيْئَةِ الشَّجَرَةِ، وَمُرْ بِالسِّتْرِ؛ فَلْيُقْطَعْ، وَيُجْعَلْ مِنْهُ وِسَادَتَيْنِ مُنْتَبَذَتَيْنِ يُوطَآنِ، وَمُرْ بِالْكَلْبِ؛ فَيُخْرَجْ»، فَفَعَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ، وَكَانَ ذَلِكَ الْكَلْبُ جَرْوًا لِلْحَسَنِ- أَوِ الْحُسَيْنِ- تَحْتَ نَضَدٍ لَهُ، فَأَمَرَ بِهِ، فَأُخْرِجَ.

- صحيح : «أداب الزفاف» (١٩٠ - ١٩٦ - الطبعة الجديدة).

২৮০৬। আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ জিবরীল (আঃ) আমার নিকট এসে বললেন, গতরাতে আমি আপনার নিকট এসেছিলাম, কিন্তু আপনার অবস্থানরত ঘরের দরজায় একটি পুরুষের প্রতিকৃতি, ঘরের মধ্যে প্রাণীর ছবিযুক্ত একটি সূক্ষ্ম কাপড়ের পর্দা এবং একটি কুকুর আমাকে ভিতরে প্রবেশ করতে বাধা প্রদান করেছে। সুতরাং আপনি দরজার পাশে রাখা প্রতিকৃতিটির মাথা কেটে ফেলার আদেশ করুন, তাহলে সেটা গাছের আকৃতি হয়ে যাবে। আর পর্দাটিও কেটে ফেলতে বলুন আর তা দিয়ে সাধারণতঃ ব্যবহারের জন্য দু'টি গদি বানানো যাবে এবং কুকুরটিকে বের করে দেয়ার নির্দেশ দিন। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ জিবরীলের পরামর্শ মুতাবিক কাজ করলেন। আর কুকুর ছানাটি হাসান কিংবা হুসাইনের চৌকির নীচে বসা ছিল। যা হোক তিনি আদেশ করলেন এবং সে মুতাবিক এটাকেও বের করে দেয়া হল।

সহীহ ঃ আদাবুয যিফাফ নতুন সংস্করণ (১৯০-১৯৬)।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ। 'আয়িশাহ্ ও আবূ তালহা (রাযিঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে।

٤٥ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ كَرَاهِيَةِ لُبْسِ الْمُعَصْفَرِ لِلرَّجُلِ وَالْقَسِّيِّ

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৫ ॥ পুরুষের জন্য হলুদ রংয়ের কাপড় এবং রেশমী কাপড় পরা নিষেধ

٢٨٠٨ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا أَبُوْ الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِيْ إِسْحَاقَ، عَنْ هُبَيْرَةَ بْنِ يَرِيْمَ، قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ : نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ،

وَعَنِ الْقَسِّيِّ، وَعَنِ الْمِيثَرَةِ، وَعَنِ الْجِعَةِ.

قَالَ أَبُوْ الْأَحْوَصِ : وَهُوَ شَرَابٌ يُتَّخَذُ بِمِصْرَ مِنَ الشَّعِيْرِ.

- صحيح المتن.

২৮০৮। 'আলী ইবনু আবূ তালিব (রাযিঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সোনার আংটি, কাসসী (রেশমী) কাপড়, রেশমী জীনপোষ (গদি) এবং যবের তৈরি মদ নিষিদ্ধ করেছেন। আবুল আহওয়াস (রাহঃ) বলেন, জি'আহ্ হল মিসরে যব হতে তৈরি করা এক প্রকার মদ।

হাদীসের বক্তব্য সহীহ।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ।

٢٨٠٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالاَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْأَشْعَثِ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ : أَمَرَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِسَبْعٍ، وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ : أَمَرَنَا بِاتِّبَاعِ الْجَنَازَةِ، وَعِيَادَةِ الْمَرِيْضِ، وَتَشْمِيْتِ الْعَاطِسِ، وَإِجَابَةِ الدَّاعِيْ، وَنَصْرِ الْمَظْلُوْمِ، وَإِبْرَارِ الْقَسَمِ، وَرَدِّ السَّلاَمِ، وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ : عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ- أَوْ حَلْقَةِ الذَّهَبِ-، وَآنِيَةِ الْفِضَّةِ، وَلُبْسِ الْحَرِيْرِ، وَالدِّيْبَاجِ، وَالْإِسْتَبْرَقِ، وَالْقَسِّيِّ.

- صحيح : ق.

২৮০৯। বারাআ ইবনু 'আযিব (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে সাতটি কাজ করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন এবং সাতটি কাজ করতে নিষেধ করেছেন। তিনি আমাদেরকে জানাযার অনুসরণ করতে, রোগীর খোঁজ-খবর নিতে, হাঁচিদাতার জবাব দিতে, দাওয়াতকারীর দা'ওয়াত গ্রহণ করতে, মযলুমের সাহায্য করতে, প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করতে এবং সালামের উত্তর দিতে নির্দেশ দিয়েছেন। আর তিনি সাতটি কাজ হতে

আমাদেরকে বারণ করেছেন ঃ সোনার আংটি বা শাখা, রুপার পাত্র ব্যবহার করতে, রেশমী বস্ত্র, মিহি রেশমী কাপড়, মোটা রেশমী কাপড়, কাসসী কাপড় পরিধান করতে।

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ। আশ'আস ইবনু সুলাইম হলেন আশ'আস ইবনু আবীশ শা'সা। আবুশ্ শা'মার নাম সুলাইম ইবনুল আসওয়াদ।

٤٦ - بَابُ مَا جَاءَ فِي لُبْسِ الْبَيَاضِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৬ ॥ সাদা পোশাক পরিধান

٢٨١٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ حَبِيْبِ بْنِ أَبِيْ ثَابِتٍ، عَنْ مَيْمُوْنِ بْنِ أَبِيْ شَبِيْبٍ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «اِلْبَسُوْا الْبَيَاضَ؛ فَإِنَّهَا أَطْهَرُ وَأَطْيَبُ، وَكَفِّنُوْا فِيْهَا مَوْتَاكُمْ».

- صحيح : «ابن ماجه» (١٤٧٢).

২৮১০। সামুরাহ্ ইবনু জুনদাব (রাযিঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা সাদা পোশাক পরিধান কর। কেননা এটা সবচেয়ে পবিত্র ও উত্তম। আর তোমাদের মৃতদেরকেও এ কাপড়ে কাফন দিও।

সহীহ ঃ ইবনু মা-জাহ (১৪৭২)

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ। ইবনু 'আব্বাস ও ইবনু 'উমার (রাযিঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে।

٤٨ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ الثَّوْبِ الْأَخْضَرِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৮ ॥ সবুজ পোশাক প্রসঙ্গে

٢٨١٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُاللّٰهِ بْنُ إِيَادِ بْنِ لَقِيْطٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ أَبِيْ رِمْثَةَ، قَالَ : رَأَيْتُ

رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَلَيْهِ بُرْدَانِ أَخْضَرَانِ.

- صحيح : «مختصر الشمائل» (٣٦).

২৮১২। আবূ রিমসা (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺকে দু'টি সবুজ চাদর পরিহিত অবস্থায় দেখেছি।

সহীহ ঃ মুখতাসার শামা-য়িল (৩৬)।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান গারীব। আমরা এ হাদীসটি শুধুমাত্র 'উবাইদুল্লাহ্ ইবনু ইয়াদের সূত্রেই জেনেছি। আবূ রিমসা আত্-তাইমীর নাম হাবীব ইবনু হাইয়্যান, মতান্তরে রিফাআ ইবনু ইয়াসরিবী।

٤٩ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ الثَّوْبِ الْأَسْوَدِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৯ ॥ কালো পোশাক প্রসঙ্গে

٢٨١٣ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِيْ زَائِدَةَ : أَخْبَرَنِيْ أَبِيْ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ : خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ ذَاتَ غَدَاةٍ؛ وَعَلَيْهِ مِرْطٌ مِنْ شَعْرٍ أَسْوَدَ.

- صحيح : «مختصر الشمائل» (٥٦) م.

২৮১৩। 'আয়িশাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, একদিন সকালে নাবী ﷺ কালো পশমী চাদর পরিহিত অবস্থায় বের হলেন।

সহীহ ঃ মুখতাসার শামা-য়িল (৫৬), মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান গরীব সহীহ।

٥٠ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ الثَّوْبِ الْأَصْفَرِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৫০ ॥ হলুদ রংয়ের পোশাক প্রসঙ্গে

٢٨١٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ : حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ الصَّفَّارُ أَبُوْ عُثْمَانَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ حَسَّانَ، أَنَّهُ حَدَّثَتْهُ جَدَّتَاهُ صَفِيَّةُ بِنْتُ عُلَيْبَةَ،

وَدُحَيْبَةُ بِنْتُ عُلَيْبَةَ، حَدَّثَتَاهُ، عَنْ قَيْلَةَ بِنْتِ مَخْرَمَةَ- وَكَانَتَا رَبِيبَتَيْهَا، وَقَيْلَةُ جَدَّةُ أَبِيهِمَا، أُمُّ أُمِّهِ-، أَنَّهَا قَالَتْ : قَدِمْنَا عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ . . . فَذَكَرَتِ الْحَدِيْثَ بِطُوْلِهِ، حَتَّى جَاءَ رَجُلٌ، وَقَدِ ارْتَفَعَتِ الشَّمْسُ، فَقَالَ : السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «وَعَلَيْكَ السَّلاَمُ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ؛ وَعَلَيْهِ- تَعْنِي : النَّبِيَّ ﷺ- أَسْمَالُ مُلَيَّتَيْنِ كَانَتَا بِزَعْفَرَانٍ، وَقَدْ نَفَضَتَا، وَمَعَ النَّبِيِّ ﷺ عَسِيْبُ نَخْلَةٍ.

- حسن : «مختصر الشمائل» (٥٣ - التحقيق الثاني).

২৮১৪। ক্বাইলা বিনতু মাখ্রামাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট হাযির হলাম। তারপর তিনি লম্বা হাদীস বর্ণনা করেন। সূর্য প্রখর হয়ে উঠার পর জনৈক ব্যক্তি এসে বলল, আসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ ওয়া আলাইকাস সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পরনে বিবর্ণ হয়ে যাওয়া জাফরানী রং-এর দু'টি পুরানো কাপড় ছিল এবং নাবী ﷺ-এর সাথে ছিল একটি খেজুরের ডাল।

হাসান ঃ মুখতাসার শামা-য়িল, তাহকীক সানী (৫৩)।

আবূ 'ঈসা বলেন, আমরা এ হাদীস শুধুমাত্র 'আবদুল্লাহ ইবনু হাসসানের রিওয়ায়াত হিসেবে জেনেছি।

٥١ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ كَرَاهِيَةِ التَّزَعْفُرِ وَالْخَلُوْقِ لِلرِّجَالِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৫১ ॥ যাফরানী রং এবং যাফরান মিশ্রিত সুগন্ধি ব্যবহার পুরুষের জন্য মাকরূহ

٢٨١٥ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ. (ح) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ،

Contents

عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ : نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ التَّزَعْفُرِ لِلرِّجَالِ.

- صحيح : خ (٥٨٤٦)، م (٦/١٥٥).

২৮১৫। আনাস ইবনু মালিক (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ পুরুষদেরকে জাফরানী রং ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন।

সহীহ ঃ বুখারী (৫৮৪৬), মুসলিম (৬/১৫৫)।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ। এ হাদীসটি শু'বাহ্-ইসমাঈল ইবনু উলাইয়্যা হতে, তিনি 'আবদুল আযীয ইবনু সুহাইব হতে, তিনি আনাস (রাযিঃ) হতে এই সূত্রে বর্ণিত আছে যে, নাবী ﷺ জাফরানী রং ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন। 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আবদুর রাহমান-আদাম হতে, তিনি শু'বাহ্ (রাহঃ) হতে এ রকম বর্ণনা করেছেন। আবূ 'ঈসা বলেন, "পুরুষের জন্য যাফরান লাগানো নিষেধ" এ কথার অর্থ হল জাফরানী রং-এর সুগন্ধি লাগনো তাদের জন্য নিষেধ।

٥٢ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ كَرَاهِيَةِ الْحَرِيْرِ، وَالدِّيْبَاجِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৫২ ॥ রেশমী কাপড় পরা (পুরুষের জন্য) নিষেধ

٢٨١٧ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوْسُفَ الْأَزْرَقُ : حَدَّثَنَا عَبْدُالْمَلِكِ بْنُ أَبِيْ سُلَيْمَانَ : حَدَّثَنِيْ مَوْلَى أَسْمَاءَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ : سَمِعْتُ عُمَرَ يَذْكُرُ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : «مَنْ لَبِسَ الْحَرِيْرَ فِيْ الدُّنْيَا؛ لَمْ يَلْبَسْهُ فِيْ الْآخِرَةِ».

- صحيح : «غاية المرام» (٧٨)ق.

২৮১৭। ইবনু 'উমার (রাযিঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি 'উমার (রাযিঃ)-কে উল্লেখ করতে শুনেছি যে, নাবী ﷺ বলেছেন ঃ দুনিয়াতে যে লোক রেশমী পোশাক পরবে, সে আখিরাতে তা পরতে পারবে না।

সহীহ ঃ গাইয়াতুল মারাম (৭৮), বুখারী ও মুসলিম।

‘আলী, হুযাইফাহ্, আনাস (রাযিঃ) প্রমুখ সাহাবীদের হতে এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে যা আমি কিতাবুল লিবাসে উল্লেখ করেছি (১৭২০ নং হাদীসের অধীনে দ্র.)। আবূ ‘ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ। আবূ ‘আম্‌র (রাযিঃ) হতে এটি ভিন্ন সূত্রেও বর্ণিত আছে। আবূ ‘আম্‌র-এর নাম ‘আবদুল্লাহ এবং উপনাম আবূ ‘আম্‌র। আতা ইবনু আবী রাবাহ ও ‘আম্‌র ইবনু দীনার (রাহঃ) তার সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٥٣ - بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৩ ॥ (কুবা পরিধান করা)

٢٨١٨ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ أَبِيْ مُلَيْكَةَ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ : أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَسَمَ أَقْبِيَةً، وَلَمْ يُعْطِ مَخْرَمَةَ شَيْئًا، فَقَالَ مَخْرَمَةُ : يَا بُنَيَّ! انْطَلِقْ بِنَا إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ، فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ، قَالَ : ادْخُلْ، فَادْعُهُ لِيْ، فَدَعَوْتُهُ لَهُ، فَخَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ وَعَلَيْهِ قَبَاءٌ مِنْهَا، فَقَالَ : «خَبَأْتُ لَكَ هٰذَا»، قَالَ : فَنَظَرَ إِلَيْهِ، فَقَالَ : رَضِيَ مَخْرَمَةُ.

- صحيح : ق.

২৮১৮। মিসওয়ার ইবনু মাখ্‌রামাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, কোন এক সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ কয়েকটি কুবা বণ্টন করলেন, কিন্তু মাখ্‌রামাকে এর কোন অংশই দিলেন না। তখন মাখ্‌রামাহ্ বললেন, হে পুত্র! চল আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট যাই। তিনি (মিসওয়ার) বলেন, আমি তার সাথে চললাম। (ঐখানে পৌঁছে) তিনি বললেন, ভিতরে যাও এবং আমার জন্য তাঁর নিকট আবেদন কর। আমি তাঁর নিকট গিয়ে তার জন্য আবেদন করলাম। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ কুবাগুলো হতে একটি কুবা সাথে নিয়ে বেরিয়ে আসলেন এবং বললেন ঃ তোমার জন্য এটি লুকিয়ে রেখেছিলাম। বর্ণনাকারী বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তার দিকে তাকিয়ে বললেন ঃ মাখ্‌রামাহ্ এবার খুশি হয়েছে।

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

আবূ ‘ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ। ইবনু আবূ মুলাইকার নাম ‘আবদুল্লাহ ইবনু ‘উবাইদুল্লাহ ইবনু আবী মুলাইকাহ্।

٥٤ - بَابُ مَا جَاءَ إِنَّ اللَّهَ - تَعَالَى - يُحِبُّ أَنْ يَرَى أَثَرَ نِعْمَتِهِ عَلَى عَبْدِهِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৪ ॥ আল্লাহ্‌ তা'আলা বান্দার উপর তাঁর নিয়ামাতের চিহ্ন দেখতে ভালবাসেন

٢٨١٩ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ : حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ : حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ : «إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ يَرَى أَثَرَ نِعْمَتِهِ عَلَى عَبْدِهِ».

- حسن صحيح : «غاية المرام» (٧٥).

২৮১৯। 'আম্‌র ইবনু শু'আইব (রাহঃ) হতে পর্যায়ক্রমে তাঁর বাবা ও তাঁর দাদার সূত্রে বর্ণিত, তাঁর দাদা বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ আল্লাহ তা'আলা তাঁর দেয়া নি'মাতের নিদর্শন তাঁর বান্দার উপর দেখতে ভালোবাসেন (অর্থাৎ- যাকে যে রকম নি'মাত প্রদান করা হয়েছে সেনুযায়ী পোশাক-পরিচ্ছদ ব্যবহার করা আল্লাহ্‌ পছন্দ করেন)।

হাসান সহীহ ঃ গাইয়াতুল মারাম (৭৫)

আবুল আহওয়াস তার বাবা হতে, 'ইমরান ইবনু হুসাইন ও ইবনু মাস'উদ (রাযিঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান।

٥٥ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ الْخُفِّ الأَسْوَدِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৫ ॥ কালো রংয়ের চামড়ার মোজা পরা

٢٨٢٠ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ دَلْهَمِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ حُجَيْرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ النَّجَاشِيَّ أَهْدَى إِلَى

النَّبِيِّ ﷺ خُفَّيْنِ أَسْوَدَيْنِ سَاذَجَيْنِ، فَلَبِسَهُمَا، ثُمَّ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَيْهِمَا.

– صحيح : «ابن ماجه» (٥٤٩).

২৮২০। বুরাইদাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, (বাদশাহ্) নাজাশী নকশাবিহীন দু'টি কালো রংয়ের চামড়ার মোজা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে উপহার দিয়েছিলেন। তিনি তা পরিহিত অবস্থায় উযূ করলেন এবং তার উপর মাসিহ করলেন।

সহীহ ঃ ইবনু মা-জাহ (৫৪৯)

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান। আমরা দালহামের বর্ণনা হতে এটি জেনেছি। মুহাম্মাদ ইবনু রাবী'আও এ হাদীসটি দালহামের সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

٥٦ – بَابُ مَا جَاءَ فِيْ النَّهْيِ عَنْ نَتْفِ الشَّيْبِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৬ ॥ পাকা চুল উপড়িয়ে ফেলা নিষেধ

٢٨٢١ – حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيُّ : حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ نَتْفِ الشَّيْبِ، وَقَالَ : «إِنَّهُ نُوْرُ الْمُسْلِمِ».

– صحيح : «المشكاة» (٤٤٥٨)، «الصحيحة» (١٢٤٣).

২৮২১। 'আম্‌র ইবনু শু'আইব (রাহঃ) হতে পর্যায়ক্রমে তাঁর বাবা ও তাঁর দাদার সূত্রে বর্ণিত আছে যে, নাবী ﷺ পাকা চুল উপড়িয়ে ফেলতে নিষেধ করেছেন। তিনি আরো বলেন ঃ এটা মুসলিমের নূর।

সহীহ ঃ মিশকাত (৪৪৫৮), সহীহাহ্ (১২৪৩)।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান। এ হাদীস 'আম্‌র ইবনু শু'আইব-তার বাবা হতে-তার দাদার সূত্রে 'আবদুর রাহমান ইবনুল হারিস এবং আরো অনেকে বর্ণনা করেছেন।

٥٧ – بَابُ إِنَّ الْمُسْتَشَارَ مُؤْتَمَنٌ

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৭ ॥ পরামর্শদাতা হল আমানতদার

٢٨٢٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوْسَى : حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «اَلْمُسْتَشَارُ مُؤْتَمَنٌ».

- صحيح : ابن ماجة (٣٧٤٥).

২৮২২। আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তির নিকট পরামর্শ চাওয়া হয়, সে একজন আমানাতদার।

সহীহ ঃ ইবনু মা-জাহ (৩৭৪৫)।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান। এ হাদীসটি শাইবান ইবনু 'আবদুর রাহমান আন-নাহ্বীর সূত্রে একাধিক বর্ণনাকারী বর্ণনা করেছেন। শাইবান একজন গ্রন্থপ্রণেতা, তার বর্ণিত হাদীস সহীহ এবং তার উপনাম আবূ মু'আবিয়াহ্। 'আবদুল জাব্বার ইবনুল আলা-আল-আত্তার-সুফ্ইয়ান ইবনু উয়াইনাহ্ হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, 'আবদুল মালিক ইবনু 'উমাইর বলেছেন, আমি হাদীস বর্ণনা করার সময় তা হতে একটি অক্ষরও কম করি না।

٢٨٢٣ - حَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ : حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِيْ عَبْدِ اللّٰهِ، عَنِ ابْنِ جُدْعَانَ، عَنْ جَدَّتِهِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «اَلْمُسْتَشَارُ مُؤْتَمَنٌ».

- صحيح بما قبله.

২৮২৩। উম্মু সালামাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ পরামর্শদাতা হল আমানাতদার। (সুতরাং তার আমানাত রক্ষা করা কর্তব্য অর্থাৎ- কল্যাণময় ও সৎপরামর্শ প্রদান করা উচিত)।

পূর্বের হাদীসের সহায়তায় সহীহ।

ইবনু মাস'ঊদ, আবূ হুরাইরাহ্ ও ইবনু 'উমার (রাযিঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি উম্মু সালামাহ্ (রাযিঃ)-এর রিওয়ায়াত হিসেবে গারীব।

٥٨ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ الشُّؤْمِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৮ ॥ কুলক্ষণ সম্পর্কে।

٢٨٢٤ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ عُمَرَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، وَحَمْزَةَ ابْنَيْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيْهِمَا، أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : الشُّؤْمُ فِيْ ثَلَاثَةٍ : فِيْ الْمَرْأَةِ، وَالْمَسْكَنِ، وَالدَّابَّةِ».

- صحيح بزيادة : «إن كان الشؤم في شيء» ففي ق؛ وهو دونها شاذ : «الصحيحة» (٤٤٣) و (٧٩٩) و (١٨٩٧).

২৮২৪। 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ (কুলক্ষণ বলতে কিছু থাকলে) এ তিনটিতে থাকতো ঃ (১) নারী, (২) ঘর ও (৩) জন্তু।

"কোন বস্তুতে কুলক্ষণ থাকলে" অংশসহ হাদীসটি সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম। ঐ অংশ ব্যতীত হাদীসটি শায ঃ সহীহাহ্ (৪৪৩, ৭৯৯, ১৮৯৭)

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ। ইমাম যুহ্রীর কিছু শিষ্য অত্র হাদীসের সনদে বর্ণনাকারী হামযার উল্লেখ করেননি। তারা এভাবে বর্ণনা করেছেন ঃ সালিম-তার বাবা হতে, তিনি নাবী ﷺ হতে। একইভাবে ইবনু আবী 'উমারও এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন ঃ সুফ্ইয়ান ইবনু উয়াইনাহ্ হতে, তারা যুহ্রী হতে, তিনি ইবনু 'উমার (রাযিঃ)-এর পুত্রদ্বয় সালিম ও হামযা-তাদের বাবা হতে, তিনি নাবী ﷺ হতে।

সা'ঈদ ইবনু 'আবদুর রাহমান-সুফ্ইয়ান হতে, তিনি যুহ্রী হতে, তিনি সালিম (রাহঃ) হতে তার বাবার সূত্রে উপরে বর্ণিত হাদীসের সমার্থক হাদীস বর্ণনা করেছেন। এ সূত্রে সা'ঈদ ইবনু 'আবদুর রাহমান-হামযা হতে এভাবে উল্লেখ করেননি। সা'ঈদের রিওয়ায়াত অধিকতর সহীহ। কেননা 'আলী

ইবনুল মাদীনী ও হুমাইদী (রাহঃ) সুফ্ইয়ানের সূত্রে বর্ণনা করেছেন। যুহরী আমাদের নিকট এ হাদীস শুধুমাত্র সালিম-ইবনু 'উমার (রাযিঃ)-এর সূত্রেই বর্ণনা করেছেন। মালিক ইবনু আনাস (রাহঃ) এ হাদীসটি যুহরীর সূত্রে বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন ঃ 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাযিঃ)-এর পুত্রদ্বয় সালিম ও হামযা হতে-তাদের বাবার সূত্রে। এ অনুচ্ছেদে সাহল ইবনু সা'দ, 'আয়িশাহ্ ও আনাস (রাযিঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত রয়েছে। অধিকন্তু নাবী ﷺ হতে আরো বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন ঃ "কোন কিছুতে কুলক্ষণ বলতে কিছু থাকলে, নারী, জন্তু ও ঘরের মধ্যেই থাকত।"

তাছাড়া হাকীম ইবনু মু'আবিয়াহ্ (রাযিঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহু ﷺ-কে বলতে শুনেছি ঃ "কুলক্ষণ বলতে কিছু নেই। তবে কখনো কখনো ঘর, নারী ও ঘোড়ার মধ্যে শুভ লক্ষণ (বারকাত) দেখা যায়।"

সহীহ ঃ ইবনু মাজাহ (১৯৩০)।

'আলী ইবনু হুজ্‌র-ইসমাঈল ইবনু আইয়্যাশ হতে, তিনি সুলাইমান ইবনু সুলাইম হতে, তিনি ইয়াহ্ইয়া ইবনু জাবির আত্-তাঈ হতে, তিনি মু'আবিয়াহ্ ইবনু হাকীম হতে, তিনি তাঁর চাচা হাকীম ইবনু মু'আবিয়াহ্ (রাযিঃ) হতে, তিনি নাবী ﷺ হতে, এই সূত্রে উক্ত হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

٥٩ - بَابُ مَا جَاءَ لاَ يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُوْنَ ثَالِثٍ

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৯ ॥ তৃতীয় ব্যক্তিকে বাদ দিয়ে দু'জনে কানাকানি (গোপন আলাপ) করবে না

٢٨٢٥ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، قَالَ. (ح) وَحَدَّثَنِيْ ابْنُ أَبِيْ عُمَرَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيْقٍ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «إِذَا كُنْتُمْ ثَلاَثَةً؛ فَلاَ يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُوْنَ صَاحِبِهِمَا- وَقَالَ سُفْيَانُ فِيْ حَدِيْثِهِ : لاَ يَتَنَاجَى

Contents

اثْنَانِ دُوْنَ الثَّالِثِ-؛ فَإِنَّ ذَلِكَ يُحْزِنُهُ».

- صحيح : ابن ماجه (٣٧٧٥) ق.

২৮২৫। ‘আবদুল্লাহ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যখন তোমরা তিনজন একত্রে থাকবে, তখন দু'জনে তাদের সাথীকে বাদ দিয়ে কানাকানি (গোপন আলাপ) করবে না। সুফ্ইয়ানের বর্ণনায় আছে ঃ দু'জনে তৃতীয়জনকে বাদ দিযে গোপন আলাপ না করে, কেননা ইহা তাকে চিন্তিত করে।

সহীহ ঃ ইবনু মা-জাহ (৩৭৭৫), বুখারী ও মুসলিম।

আবূ ‘ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ। আরেক বর্ণনায় আছে যে, নাবী ﷺ বলেন ঃ “একজনকে বাদ দিয়ে দু'জনে কানাকানি করবে না। কেননা ইহা মু'মিনের কষ্ট দেয়। আর আল্লাহ তা'আলা তো মু'মিনকে কষ্ট দেয়া অপছন্দ করেন”। ইবনু ‘উমার, আবূ হুরাইরাহ্ ও ইবনু ‘আব্বাস (রাহঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে।

٦٠ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ الْعِدَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৬০ ॥ ওয়া‘দাহ্-অঙ্গীকার

٢٨٢٦ - حَدَّثَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى الْكُوْفِيُّ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِيْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِيْ جُحَيْفَةَ، قَالَ : رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ أَبْيَضَ قَدْ شَابَ، وَكَانَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ يُشْبِهُهُ، وَأَمَرَ لَنَا بِثَلاَثَةَ عَشَرَ قَلُوْصًا، فَذَهَبْنَا نَقْبِضُهَا، فَأَتَانَا مَوْتُهُ، فَلَمْ يُعْطُوْنَا شَيْئًا، فَلَمَّا قَامَ أَبُوْ بَكْرٍ؛ قَالَ : مَنْ كَانَتْ لَهُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عِدَةٌ؛ فَلْيَجِئْ، فَقُمْتُ إِلَيْهِ، فَأَخْبَرْتُهُ، فَأَمَرَ لَنَا بِهَا.

- صحيح : ق.

Contents

২৮২৬। আবূ জুহাইফা (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে রক্তিমাভ সাদা দেখলাম এবং তাঁর কিছু চুল সাদা হয়ে গিয়েছিল। আর হাসান ইবনু 'আলী ছিলেন ঠিক তাঁরই আকৃতির। তিনি (রাসূলুল্লাহ ﷺ) তেরটি উঠতি বয়সের উটনী আমাদেরকে দেয়ার জন্য আদেশ করলেন। কাজেই সেগুলো সংগ্রহের উদ্দেশে তাঁর নিকট রাওয়ানা হলাম। এমন সময় আমাদের নিকট তাঁর মৃত্যুর সংবাদ এলো। সেহেতু লোকেরা একটি উটনীও আমাদেরকে দিল না। তারপর আবূ বাক্‌র (রাযিঃ) খিলাফাতে অধিষ্ঠিত হয়ে বললেন, যে ব্যক্তির নিকট রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ওয়া'দাহ্ আছে, সে যেন উপস্থিত হয়। কাজেই আমি তার নিকট উপস্থিত হয়ে সব কথা খুলে বললাম। তিনি আমাদেরকে উটনীগুলো দেয়ার আদেশ কার্যকর করলেন।

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান। মারওয়ান ইবনু মু'আবিয়াহ্ও নিজস্ব সনদে আবূ জুহাইফাহ্ (রাযিঃ) হতে উক্ত হাদীসের মতো বর্ণনা করেছেন। একাধিক বর্ণনাকারী ইসমাঈল ইবনু আবূ খালিদ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, আবূ জুহাইফাহ্ (রাযিঃ) বলেছেন, আমি নাবী ﷺ-কে দেখেছি, হাসান ইবনু 'আলী ছিলেন ঠিক তাঁরই সদৃশ। এই বর্ণনায় এর বেশি নেই।

٢٨٢٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِيْ خَالِدٍ : حَدَّثَنَا أَبُوْ جُحَيْفَةَ، قَالَ : رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ؛ وَكَانَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ يُشْبِهُهُ.

- صحيح : ق.

২৮২৭। আবূ জুহাইফা (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নাবী ﷺ-কে দেখেছি এবং হাসান ইবনু 'আলী (রাযিঃ) ছিলেন তাঁর মতোই (অবয়ব সম্পন্ন)।

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন, একাধিক বর্ণনাকারী ইসমাঈল ইবনু আবূ খালিদের সূত্রে একই রকম বর্ণনা করেছেন। জাবির (রাযিঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ জুহাইফাহ্ (রাযিঃ)-এর নাম ওয়াহ্ব আস-সুওয়াঈ।

٦١ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ فِدَاكَ أَبِيْ وَأُمِّيْ

অনুচ্ছেদ ঃ ৬১ ॥ আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য কুরবান হোক-এ কথা বলা

٢٨٢٨ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيْدٍ الْجَوْهَرِيُّ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ : مَا سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ جَمَعَ أَبَوَيْهِ لِأَحَدٍ؛ غَيْرَ سَعْدِ بْنِ أَبِيْ وَقَّاصٍ.

- صحيح : «ابن ماجه» (١٣٠) ق.

২৮২৮। 'আলী (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নাবী ﷺ-কে সা'দ ইবনু আবূ ওয়াক্কাস (রাযিঃ) ব্যতীত আর কারো জন্য তাঁর বাবা-মাকে একত্র করতে শুনিনি (অর্থাৎ- এমন বলতে শুনিনি যে, আমার বাবা-মা তোমার জন্য কুরবান হোক)।

সহীহ ঃ ইবনু মা-জাহ (১৩০), বুখারী ও মুসলিম।

٢٨٢٩ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّارُ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ جُدْعَانَ، وَيَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ، سَمِعَا سَعِيْدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُوْلُ : قَالَ عَلِيٌّ : مَا جَمَعَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَبَاهُ وَأُمَّهُ لِأَحَدٍ؛ إِلاَّ لِسَعْدِ بْنِ أَبِيْ وَقَّاصٍ، قَالَ لَهُ يَوْمَ أُحُدٍ : «ارْمِ فِدَاكَ أَبِيْ وَأُمِّيْ»، وَقَالَ لَهُ : «ارْمِ أَيُّهَا الْغُلاَمُ الْحَزَوَّرُ!».

- منكر بذكر الغلام الحزور : ق دون الزيادة.

২৮২৯। 'আলী (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ সা'দ ইবনু আবূ ওয়াক্কাস (রাযিঃ) ছাড়া অন্য কারো জন্য তার বাবা-মাকে

একত্র করে বলেননি যে, আমার বাবা-মা তোমার জন্য কুরবান হোক। উহূদ যুদ্ধের দিন তিনি তাকে (সা'দকে) বলেছেন ঃ চালাও তীর, আমার বাবা-মা তোমার জন্য কুরবান হোক। হে নওজোয়ান যুবক! তীর ছুঁড়ো।

"হে তরুণ যুবক" এর উল্লেখ মুনকার, বুখারী ও মুসলিম এই অতিরিক্ত অংশ ব্যতীত বর্ণনা করেছেন।

এ অনুচ্ছেদে যুবাইর ও জাবির (রাযিঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ 'ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি হাসান সহীহ। উক্ত হাদীস 'আলী (রাযিঃ) হতে বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত আছে। একাধিক বর্ণনাকারী এ হাদীস ইয়াহ্ইয়া ইবনু সা'ঈদ হতে তিনি সা'ঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব হতে তিনি সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্কাস (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, উহূদের মাইদানে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার জন্য তাঁর বাবা-মাকে একত্র করেছেন (অর্থাৎ- তিনি বলেছেন ঃ আমার বাবা-মা তোমার জন্য কুরবান হোক তুমি নিক্ষেপ কর)।

٢٨٣٠ - حَدَّثَنَا بِذَلِكَ قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، وَعَبْدُ الْعَزِيزِ ابْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِيْ وَقَّاصٍ، قَالَ : جَمَعَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَبَوَيْهِ يَوْمَ أُحُدٍ.

- صحيح : خ (٣٧٢٥)، م ايضا.

২৮৩০। সা'দ ইবনু আবূ ওয়াক্কাস (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, উহূদের দিন আমার জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর বাবা-মাকে একত্র করে বলেছেন ঃ তোমার জন্য আমার বাবা-মা কুরবান হোক।

সহীহ ঃ বুখারী (৩৭২৫), মুসলিম অনুরূপ।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ। উভয় হাদীসই সহীহ।

٦٢ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ يَا بُنَيَّ

অনুচ্ছেদ ঃ ৬২ ॥ 'হে আমার পুত্র" বলে কাউকে সম্বোধন করা

٢٨٣١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ : حَدَّثَنَا

Contents

أَبُوْ عَوَانَةَ : حَدَّثَنَا أَبُوْ عُثْمَانَ- شَيْخٌ لَهُ-، عَنْ أَنَسٍ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهُ : «يَا بُنَيَّ!».

- صحيح : «الصحيحة» (٢٩٥٧) : م.

২৮৩১। আনাস (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নাবী ﷺ তাকে "হে আমার পুত্র" বলে সম্বোধন করেছেন।

সহীহ ঃ সহীহাহ্ (২৯৫৭), মুসলিম।

মুগীরাহ্ ও 'উমার ইবনু আবী সালামাহ্ (রাযিঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ্ এবং উক্ত সূত্রে গারীব। এছাড়া অন্য সূত্রেও আনাস (রাযিঃ) হতে এ হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। বর্ণনাকারী আবূ 'উসমান হলেন হাদীসের নির্ভরযোগ্য শাইখ। তার নাম আল-জাদ ইবনু 'উসমান। তাকে ইবনু দীনারও বলা হয়। তিনি বাসরার অধিবাসী। ইউনুস ইবনু 'উবাইদ, শু'বাহ্ এবং আরো একাধিক ইমাম তার সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٦٣ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ تَعْجِيْلِ اسْمِ الْمَوْلُوْدِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৬৩ ॥ দ্রুত সদ্যজাত শিশুর নাম রাখা

٢٨٣٢ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ابْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ : حَدَّثَنِيْ عَمِّيْ يَعْقُوْبُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ : حَدَّثَنَا شَرِيْكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ بِتَسْمِيَةِ الْمَوْلُوْدِ يَوْمَ سَابِعِهِ، وَوَضْعِ الْأَذَى عَنْهُ، وَالْعَقِّ.

- حسن : «الإرواء» (٤/٣٩٩-٤٠٠ - التحقيق الثاني).

২৮৩২। 'আম্র ইবনু শু'আইব (রাহঃ) হতে পর্যায়ক্রমে তার বাবা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত আছে যে, নাবী ﷺ শিশুর জন্মের সপ্তম দিনে তার

নাম রাখতে, মাথা মুণ্ডন করতে এবং আকীকা করতে আদেশ করেছেন।

হাসান ঃ ইরওয়াহ্ (৪/৩৯৯-৪০০), তাহকীক সানী।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান গারীব।

٦٤ - بَابُ مَا جَاءَ مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الْأَسْمَاءِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৬৪ ॥ (আল্লাহ তা'আলার নিকট) পছন্দনীয় নাম

٢٨٣٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْأَسْوَدِ أَبُوْ عَمْرٍو الْوَرَّاقُ الْبَصْرِيُّ : حَدَّثَنَا مُعَمَّرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّقِّيُّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ صَالِحٍ الْمَكِّيِّ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : «أَحَبُّ الْأَسْمَاءِ إِلَى اللّٰهِ - عَزَّ وَجَلَّ - : عَبْدُ اللّٰهِ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ».

- صحيح : «ابن ماجه» (٣٧٢٨) م.

২৮৩৩। ইবনু 'উমার (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নাবী ﷺ বলেছেন ঃ 'আবদুল্লাহ ও 'আবদুর রাহমান নাম আল্লাহ তা'আলার নিকট সবচাইতে বেশি পছন্দনীয়।

সহীহ ঃ ইবনু মা-জাহ (৩৭২৮), মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান এবং উপরোক্ত সূত্রে গারীব।

٢٨٣٤ - حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ الْعَمِّيُّ الْبَصْرِيُّ : حَدَّثَنَا أَبُوْ عَاصِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ الْعُمَرِيِّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : «إِنَّ أَحَبَّ الْأَسْمَاءِ إِلَى اللّٰهِ : عَبْدُ اللّٰهِ، وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ».

- صحيح : انظر ما قبله.

২৮৩৪। ইবনু 'উমার (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ অবশ্যই আল্লাহ তা'আলার নিকট অধিক পছন্দনীয় নাম হলো 'আবদুল্লাহ ও 'আবদুর রাহমান।

সহীহ ঃ দেখুন পূর্বের হাদীস।

এ হাদীসটি এই সূত্রে গারীব।

٦٥ - بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الأَسْمَاءِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৬৫ ॥ (আল্লাহ তা'আলার নিকট) অপছন্দনীয় নাম

٢٨٣٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «لَأَنْهَيَنَّ أَنْ يُسَمَّى : رَافِعٌ، وَبَرَكَةٌ، وَيَسَارٌ.

- صحيح : «ابن ماجه» (٣٨٢٩) م.

২৮৩৫। 'উমার (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ অবশ্যই আমি নিষেধ করছি রাফি', বারাকাত ও ইয়াসার নাম রাখতে।

সহীহ ঃ ইবনু মা-জাহ (৩৮২৯), মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গারীব। এ হাদীসটি আবূ আহ্মাদ-সুফ্ইয়ান হতে, তিনি আবুয যুবায়র হতে, তিনি জাবির হতে, তিনি 'উমার (রাযিঃ) হতে এই সূত্রে একই রকম বর্ণনা করেছেন। অন্যান্য বর্ণনাকারীগণ সুফ্ইয়ান হতে, তিনি আবুয্ যুবাইর হতে, তিনি জাবির (রাযিঃ) হতে, তিনি নাবী ﷺ হতে এই সূত্রে বর্ণনা করেছেন। আবূ আহ্মাদ নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী এবং হাদীসের হাফিয। কিন্তু জাবির (রাযিঃ)-নাবী ﷺ হতে, এই সূত্রেই লোকদের নিকট হাদীসটি প্রসিদ্ধ, তাতে 'উমার (রাযিঃ)-এর উল্লেখ নেই।

٢٨٣٦ - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ هِلاَلِ بْنِ يِسَافٍ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ عُمَيْلَةَ الْفَزَارِيِّ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «لاَ تُسَمِّ غُلاَمَكَ : رَبَاحٌ، وَلاَ أَفْلَحُ، وَلاَ يَسَارٌ، وَلاَ نَجِيحٌ، يُقَالُ : أَثَمَّ هُوَ؟ فَيُقَالُ : لاَ».

- صحيح : «ابن ماجه» (٣٦٣٠) م.

Contents

২৮৩৬। সামুরাহ্ ইবনু জুনদুব (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা সন্তানদের নাম রাবাহ, আফলাহ, ইয়াসার ও নাজীহ রেখো না। কেউ প্রশ্ন করবে, ঐখানে অমুক আছে কি? বলা হবে ঃ না।

সহীহ ঃ ইবনু মা-জাহ (৩৭৩০), মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ।

٢٨٣٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَيْمُونٍ الْمَكِّيُّ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ، قَالَ : «أَخْنَعُ اسْمٍ عِنْدَ اللّٰهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ : رَجُلٌ تَسَمَّى بِمَلِكِ الْأَمْلَاكِ».

- صحيح : «الصحيحة» (٩١٤) ق.

২৮৩৭। আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নাবী ﷺ বলেছেন ঃ কিয়ামাত দিবসে সেই ব্যক্তির নাম আল্লাহ তা'আলার নিকট সবচাইতে নিকৃষ্ট নাম হবে, যে (দুনিয়ায়) 'রাজাধিরাজ' (মালিকুল আমলাক) নাম ধারণ করে।

সহীহ ঃ সহীহাহ্ (৯১৪), বুখারী ও মুসলিম।

সুফ্ইয়ান বলেন, এর অর্থ হল শাহানশাহ। আখনাউ অর্থ আকবাহু (সর্বাধিক অবাঞ্ছিত)। আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ।

٦٦ - بَابُ مَا جَاءَ فِي تَغْيِيرِ الْأَسْمَاءِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৬৬ ॥ নাম পরিবর্তন করা

٢٨٣٨ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، وَأَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ ابْنُ بَشَّارٍ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ، قَالُوا : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ. أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ غَيَّرَ اسْمَ عَاصِيَةَ، وَقَالَ : «أَنْتِ جَمِيلَةُ».

- صحيح : «ابن ماجه» (٣٧٣٣)م.

২৮৩৮। ইবনু 'উমার (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নাবী ﷺ আসিয়া (রাযিঃ)-এর নাম পরিবর্তন করে বলেন ঃ তুমি জামীলাহ্।

সহীহ ঃ ইবনু মা-জাহ (৩৭৩৩), মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান গারীব। এ হাদীসটি 'উবাইদুল্লাহ নাফি' হতে, তিনি ইবনু 'উমার (রাযিঃ) হতে, এই সূত্রে ইয়াহ্ইয়া ইবনু সা'ঈদ আল-কাত্তান মারফূরূপে বর্ণনা করেছেন। এটিকে কোন কোন বর্ণনাকারী 'উবাইদুল্লাহ-নাফি' হতে, তিনি 'উমার (রাযিঃ) হতে এই সূত্রে মুরসাল হাদীস হিসেবে বর্ণনা করেছেন। 'আবদুর রাহমান ইবনু 'আওফ, 'আবদুল্লাহ ইবনু সালাম, 'আবদুল্লাহ ইবনু মুতী', 'আয়িশাহ্, হাকাম ইবনু সা'ঈদ, মুসলিম, উসামাহ্ ইবনু আখদারী, শুরাইহ ইবনু হানী-তার পিতা হতে এবং খাইসামাহ্ ইবনু 'আবদুর রাহমান-তার বাবা হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে।

٢٨٣٩ - حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ الْبَصْرِيُّ : حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ الْمُقَدَّمِيُّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُغَيِّرُ الْاِسْمَ الْقَبِيْحَ.

- صحيح : «الصحيحة» (٢٠٧) و (٢٠٨).

২৮৩৯। 'আয়িশাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নাবী ﷺ নিকৃষ্ট নামসমূহ পরিবর্তন করে (ভালো নাম রেখে) দিতেন।

সহীহ ঃ সহীহাহ্ (২০৭, ২০৮)।

আবূ 'ঈসা বলেন, আবূ বাক্র ইবনু নাফি' বলেছেন, এই হাদীসের সনদের ক্ষেত্রে 'উমার ইবনু 'আলী কখনো বলেন, হিশাম ইবনু 'উরওয়াহ্-তার বাবা হতে, তিনি নাবী ﷺ হতে মুরসাল হিসেবে। তাতে তিনি 'আয়িশাহ্ (রাযিঃ)-এর উল্লেখ করেননি।

٦٧ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ أَسْمَاءِ النَّبِيِّ ﷺ

অনুচ্ছেদ ঃ ৬৭ ॥ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামসমূহ

٢٨٤٠ - حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْمَخْزُوْمِيُّ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ أَبِيْهِ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «إِنَّ لِيْ أَسْمَاءً : أَنَا مُحَمَّدٌ، وَأَنَا أَحْمَدُ، وَأَنَا الْمَاحِيْ؛ الَّذِيْ يَمْحُوْ اللّٰهُ بِيَ الْكُفْرَ، وَأَنَا الْحَاشِرُ؛ الَّذِيْ يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى قَدَمِيْ، وَأَنَا الْعَاقِبُ؛ الَّذِي لَيْسَ بَعْدِي نَبِيٌّ».

- صحيح : «مختصر الشمائل» (٣١٥)، «الروض النضير» (١/ ٣٤٠).

২৮৪০। জুবাইর ইবনু মুত‘ইম (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ আমার কতগুলো নাম আছে। আমি মুহাম্মাদ (প্রশংসিত), আমি আহ্মাদ (সর্বাধিক প্রশংসাকারী), আমি মাহী (বিলীনকারী)। আল্লাহ তা‘আলা আমার দ্বারা কুফরী বিলীন করেন। আর আমি হাশির (সমবেতকারী), আমার পদাংক অনুসরণে মানুষকে হাশর করা হবে। আমি আক্বিব (চূড়ান্ত পরিণতি বা সবার পশ্চাতে আগমনকারী)। আমার পরে কোন নাবী নেই।

সহীহ ঃ মুখ্তাসার শামা-য়িল (৩১৫), রাওযুন নাযীর (১/৩৪০)।

হুযাইফাহ্ (রাযিঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ ‘ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ।

٦٨ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ كَرَاهِيَةِ الْجَمْعِ بَيْنَ اسْمِ النَّبِيِّ ﷺ وَكُنْيَتِهِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৬৮ ॥ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নাম ও ডাকনাম একত্রে মিলিয়ে কারো নাম রাখা মাকরূহ।

٢٨٤١ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ أَبِيْهِ،

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى أَنْ يَجْمَعَ أَحَدٌ بَيْنَ اسْمِهِ وَكُنْيَتِهِ، وَيُسَمِّي مُحَمَّدًا أَبَا الْقَاسِمِ.

- حسن صحيح : «المشكاة» (٤٧٦٩ - التحقيق الثاني)، «الصحيحة» (٢٩٤٦).

২৮৪১। আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নাবী ﷺ তাঁর নাম ও ডাকনাম মিলিয়ে 'মুহাম্মাদ আবুল কাসিম' এভাবে নাম রাখতে নিষেধ করেছেন।

হাসান সহীহ ঃ মিশকাত, তাহক্বীক্ব সানী (৪৭৬৯), সহীহাহ্ (২৯৪৬)।

জাবির (রাযিঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ। কিছু আলিম এটা মাকরূহ মনে করেন। কিন্তু কিছু সংখ্যক আলিম রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নাম ও ডাকনাম একত্রে মিলিয়ে নাম রেখেছেন।

নাবী ﷺ হতে বর্ণিত, কোন একদিন তিনি বাজারে জনৈক ব্যক্তিকে "হে আবুল কাসিম" বলে ডাক দিতে শুনলেন। সুতরাং রাসূলুল্লাহ ﷺ তার দিকে মুখ ফিরিয়ে তাকালে লোকটি বলল, আমি আপনাকে ডাকিনি। তখন নাবী ﷺ বললেন ঃ তোমরা আমার ডাকনামে ডাকনাম রেখো না।

আল-হাসান ইবনু 'আলী আল-খাল্লাল-ইয়াযীদ ইবনু হারূন হতে, তিনি হুমাইদ হতে, তিনি আনাস (রাযিঃ) হতে এই সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। আর এ হাদীসে প্রমাণিত হয় যে, আবুল কাসিম ডাকনাম রাখা মাকরূহ।

٢٨٤٢ - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ : حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «إِذَا سَمَّيْتُمْ بِي؛ فَلَا تَكْتَنُوا بِي».

- صحيح : «ابن ماجه» (٣٧٣٦) ق.

২৮৪২। জাবির (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা আমার নামে নাম রাখলে একসঙ্গে আমার ডাকনামও রেখো না।

সহীহ ঃ ইবনু মা-জাহ (৩৭৩৬), বুখারী ও মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান এবং এই সূত্রে গারীব।

٢٨٤٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ الْقَطَّانُ : حَدَّثَنَا فِطْرُ بْنُ خَلِيْفَةَ : حَدَّثَنِي مُنْذِرٌ- وَهُوَ الثَّوْرِيُّ-، عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ : أَنَّهُ قَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! أَرَأَيْتَ إِنْ وُلِدَ لِي بَعْدَكَ؛ أُسَمِّيهِ مُحَمَّدًا، وَأُكَنِّيهِ بِكُنْيَتِكَ؟ قَالَ : «نَعَمْ».

قَالَ : فَكَانَتْ رُخْصَةً لِيْ.

- صحيح : «مختصر تحفة الودود»، «تخريج المشكاة» (٤٧٧٢ - التحقيق الثاني).

২৮৪৩। 'আলী ইবনু আবী তালিব (রাযিঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হে রাসূলাল্লাহ! আপনার পরে যদি আমার কোন ছেলে হয়, তাহলে তার নাম মুহাম্মাদ এবং আপনার ডাকনামে তার ডাকনাম রাখতে পারি কি? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ। তিনি ('আলী) বলেন, এর দ্বারা আমাকে অনুমতি দেয়া হল।

সহীহ ঃ মুখতাসার তুফাতুল ওয়াদূদ, মিশকাত তাহক্বীক্ব সানী (৪৭৭২)।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ।

٦٩ - بَابُ مَا جَاءَ إِنَّ مِنَ الشِّعْرِ حِكْمَةً

অনুচ্ছেদ ঃ ৬৯ ॥ কিছু কবিতা প্রজ্ঞায় পরিপূর্ণ

٢٨٤٤ - حَدَّثَنَا أَبُوْ سَعِيْدٍ الْأَشَجُّ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ ابْنِ أَبِيْ غَنِيَّةَ : حَدَّثَنِي أَبِيْ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرٍّ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ، قَالَ :

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «إِنَّ مِنَ الشِّعْرِ حِكْمَةً».

- حسن صحيح : ق أبي بن كعب.

২৮৪৪। 'আবদুল্লাহ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ নিশ্চয়ই কোন কোন কবিতায় হিকমাত ও প্রজ্ঞা আছে।

হাসান সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম উবাই ইবনু কা'ব হতে।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি উপরোক্ত সূত্রে গারীব। এ হাদীসটি ইবনু আবূ গানিয়্যার সূত্রে আবী সাইদ আল-আশাজ্জ মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন। অন্যান্য বর্ণনাকারীগণ হাদীসটি ইবনু আবী গানিয়্যাহ্ হতে মাওকূফ হিসেবে বর্ণনা করেছেন। উক্ত হাদীস অন্যসূত্রে 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ (রাযিঃ)-এর বরাতে নাবী ﷺ হতে বর্ণিত আছে। উবাই ইবনু কা'ব, ইবনু 'আব্বাস, 'আয়িশাহ্, বুরাইদাহ্, কাসীর ইবনু 'আবদুল্লাহ তাঁর পিতা হতে, তিনি তাঁর দাদা হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে।

٢٨٤٥ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «إِنَّ مِنَ الشِّعْرِ حِكَمًا».

- حسن صحيح : «ابن ماجه» (٣٧٥٦).

২৮৪৫। ইবনু 'আব্বাস (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ নিঃসন্দেহে কোন কোন কবিতায় প্রজ্ঞাপূর্ণ কথাও আছে।

হাসান সহীহ ঃ ইবনু মা-জাহ (৩৭৫৬)

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ।

٧٠ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ إِنْشَادِ الشِّعْرِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৭০ ॥ কবিতা আবৃত্তি প্রসঙ্গে

٢٨٤٦ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ مُوْسَى الْفَزَارِيُّ، وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ

-الْمَعْنَى وَاحِدٌ-، قَالاَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ يَضَعُ لِحَسَّانَ مِنْبَرًا فِي الْمَسْجِدِ، يَقُومُ عَلَيْهِ قَائِمًا، يُفَاخِرُ عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ - أَوْ قَالَ : يُنَافِحُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ-، وَيَقُوْلُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «إِنَّ اللّٰهَ يُؤَيِّدُ حَسَّانَ بِرُوحِ الْقُدُسِ؛ مَا يُفَاخِرُ -أَوْ يُنَافِحُ- عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ».

- حسن : «الصحيحة» (١٦٥٧).

২৮৪৬। 'আয়িশাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ (কবি) হাসসানের জন্য মসজিদে একটি মিম্বার রেখে দিতেন। তিনি তাতে দাঁড়িয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর গৌরবগাঁথা আবৃত্তি করতেন অথবা তিনি ('আয়িশাহ্) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পক্ষ থেকে (কাফিরদের কটূক্তির) জবাব দিতেন। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ বলতেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা রূহুল কুদুস জিবরীল এর মাধ্যমে হাস্সানকে সহযোগিতা করেন যতক্ষণ তিনি গৌরবগাঁথা আবৃত্তি করেন অথবা রাসূলের পক্ষ থেকে (কাফিরদের তিরস্কারের) জবাব দেন।

হাসান ঃ সহীহাহ্ (১৬৫৭)

ইসমাঈল ইবনু মূসা ও 'আলী ইবনু হুজর তারা উভয়ে ইবনু আবী যিনাদ হতে, তিনি তার বাবা হতে, তিনি উরওয়া হতে, তিনি 'আয়িশাহ্ (রাযিঃ) হতে, তিনি নাবী ﷺ হতে এই সূত্রে একই রকম হাদীস বর্ণনা করেছেন। আবূ হুরাইরাহ্ ও আল-বারাআ (রাযিঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ গারীব। এটি ইবনু আবুয যিনাদের হাদীস।

٢٨٤٧ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ : أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ : حَدَّثَنَا ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسٍ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ مَكَّةَ فِيْ عُمْرَةِ الْقَضَاءِ؛ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ رَوَاحَةَ بَيْنَ يَدَيْهِ يَمْشِي، وَهُوَ يَقُوْلُ : خَلُّوْا

بَنِيْ الْكُفَّارِ عَنْ سَبِيْلِهِ   الْيَوْمَ نَضْرِبْكُمْ عَلَى تَنْزِيْلِهِ ضَرْبًا يُزِيلُ الْهَامَ عَنْ مَقِيْلِهِ   وَيُذْهِلُ الْخَلِيْلَ عَنْ خَلِيلِهِ.

فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : يَا ابْنَ رَوَاحَةَ! بَيْنَ يَدَيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ؛ وَفِيْ حَرَمِ اللّٰهِ تَقُوْلُ الشِّعْرَ؟! فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ «خَلِّ عَنْهُ يَا عُمَرُ! فَلَهِيَ أَسْرَعُ فِيْهِمْ مِنْ نَضْحِ النَّبْلِ».

- صحيح : «مختصر الشمائل» (٢١٠).

২৮৪৭। আনাস (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নাবী ﷺ যখন কাযা উমরা আদায়ের উদ্দেশে মাক্কায় প্রবেশ করলেন, তখন কবি 'আবদুল্লাহ ইবনু রাওয়াহা (রাযিঃ) তাঁর সামনে সামনে এ কবিতা বলে হেঁটে যাচ্ছিলেন ঃ

হে বানী কুফ্‌ফার! ছেড়ে দে তাঁর চলার পথ। আজ মারবো তোদের কুরআনের ভাষায় মারার মতো। কল্লা উড়ে যাবে তোদের গর্দান হতে, বন্ধু হতে বন্ধু হবে পৃথক তাতে"।

'উমার (রাযিঃ) তাকে বললেন, হে ইবনু রাওয়াহা! তুমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে আল্লাহ্ তা'আলার হেরেমের মধ্যে কবিতা বলছ? নাবী ﷺ তাঁকে বললেন ঃ হে 'উমার! তাকে বলতে দাও। কেননা এই কবিতা তীরের চাইতেও দ্রুতগতিতে গিয়ে তাদেরকে (কাফিরদের) আহতকারী।

সহীহ ঃ মুখতাসার শামা-য়িল (২১০)

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ, উক্ত সূত্রে গারীব। এ হাদীসটি মা'মার-যুহরী হতে, তিনি আনাস (রাযিঃ) হতে এই সূত্রে 'আবদুর রাযযাকও একই রকম বর্ণনা করেছেন। এ হাদীসটি ব্যতীতও অপর হাদীসে বর্ণিত আছে ঃ নাবী ﷺ কাযা 'উমরাহ্ আদায়ের উদ্দেশে মাক্কায় প্রবেশ করলেন এবং কা'ব ইবনু মালিক (রাযিঃ) তাঁর সামনে কবিতা আবৃত্তি করছিলেন"। এ বর্ণনাটি কিছু মুহাদ্দিসগণের নিকট অনেক বেশি সহীহ। কেননা 'আবদুল্লাহ ইবনু রাওয়াহা (রাযিঃ) মুতার যুদ্ধে শহীদ হন। আর এ 'উমরাতুল কাযার ঘটনা ছিল সে যুদ্ধের অনেক পরে।

٢٨٤٨ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ : أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَ : قِيلَ لَهَا : هَلْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَتَمَثَّلُ بِشَيْءٍ مِنَ الشِّعْرِ؟ قَالَتْ : كَانَ يَتَمَثَّلُ بِشِعْرِ ابْنِ رَوَاحَةَ، وَيَتَمَثَّلُ، وَيَقُولُ : «وَيَأْتِيكَ بِالأَخْبَارِ مَنْ لَمْ تُزَوِّدِ».

- صحيح : «الصحيحة» (٢٠٥٧).

২৮৪৮। শুরাইহ্ (রঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আয়িশাহ্ (রাযিঃ)-কে প্রশ্ন করা হল, রাসূলুল্লাহ ﷺ কি উপমা দেয়ার জন্য কবিতা আবৃত্তি করতেন? তিনি বললেন, তিনি ইবনু রাওয়াহার এ কবিতা আবৃত্তি করে উপমা দিতেন।"যাকে তুমি দাওনি তোশা, খবর আনবে সে নিশ্চয়ই।"

সহীহ ঃ সহীহাহ্ (২০৫৭)

ইবনু 'আব্বাস (রাযিঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ।

٢٨٤٩ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ : أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ابْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : «أَشْعَرُ كَلِمَةٍ تَكَلَّمَتْ بِهَا الْعَرَبُ؛ كَلِمَةُ لَبِيدٍ : أَلاَ كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلاَ اللّٰهَ بَاطِلُ».

- صحيح بلفظ : أصدق، «مختصر الشمائل» (٢٠٧) «فقه السيرة» (٢٧) م.

২৮৪৯। আবূ হুরাইরাহ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নাবী ﷺ বলেছেন ঃ আরব কবিদের মধ্যে সর্বোত্তম ও সত্য কথা বলেছেন লাবীদ। তা হল এই "শুনে রেখ আল্লাহ ব্যতীত সব কিছুই বাতিল"।

'অসদাক্ব' অধিক সত্য এই শব্দে হাদীসটি সহীহ ঃ মুখতাসার শামায়িল (২০৭), ফিকহুস সীরাহ (২৭), মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ হাদীসটি হাসান সহীহ। সাওরী ও অন্যান্য বর্ণনাকারীগণ হাদীসটি আবদুল মালিক ইবনু 'উমাইর-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

Contents

٢٨٥٠ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ : أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ : جَالَسْتُ النَّبِيَّ ﷺ أَكْثَرَ مِنْ مِائَةِ مَرَّةٍ، فَكَانَ أَصْحَابُهُ يَتَنَاشَدُونَ الشِّعْرَ، وَيَتَذَاكَرُونَ أَشْيَاءَ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ؛ وَهُوَ سَاكِتٌ، فَرُبَّمَا تَبَسَّمَ مَعَهُمْ.

- صحيح : «مختصر الشمائل» (٢١١).

২৮৫০। জাবির ইবনু সামুরাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে শতাধিক বৈঠকে ছিলাম। সে সব বৈঠকে তাঁর সাহাবীগণ কবিতা আবৃত্তি করতেন এবং জাহিলিয়াত যুগের বিভিন্ন বিষয় আলোচনা করতেন। তিনি সেগুলো চুপ করে শুনতেন এবং কখনো কখনো মুচকি হাসতেন।

সহীহ ঃ মুখতাসার শামা-য়িল (২১১)

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ। এ হাদীসটি সিমাকের সূত্রে যুহাইরও বর্ণনা করেছেন।

٧١ - بَابُ مَا جَاءَ لَأَنْ يَمْتَلِئَ جَوْفُ أَحَدِكُمْ قَيْحًا خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَمْتَلِئَ شِعْرًا

অনুচ্ছেদ ঃ ৭১ ॥ তোমাদের কারো পেট কবিতার চাইতে বমি দ্বারা ভর্তি করাই উত্তম

٢٨٥١ - حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى الرَّمْلِيُّ : حَدَّثَنَا عَمِّي يَحْيَى بْنُ عِيسَى، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «لَأَنْ يَمْتَلِئَ جَوْفُ أَحَدِكُمْ قَيْحًا يَرِيهِ؛ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمْتَلِئَ شِعْرًا».

- صحيح : المصدر نفسه.

২৮৫১। আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের কারো পেট কবিতার চাইতে বমিতে পূর্ণ থাকাই উত্তম যা উহাকে (পেটকে) খারাপ করে ফেলে।

সহীহ ঃ প্রাগুক্ত।

সা'দ, আবূ সা'ঈদ, ইবনু 'উমার ও আবুদ্ দারদা (রাযিঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ।

٢٨٥٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ : «لَأَنْ يَمْتَلِئَ جَوْفُ أَحَدِكُمْ قَيْحًا؛ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمْتَلِئَ شِعْرًا».

- صحيح : «ابن ماجه» (٣٧٥٩) ق.

২৮৫২। সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্কাস (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের কারো পেট (খারাপ ও চরিত্র বিধ্বংসী) কবিতার চাইতে বমি দ্বারা পূর্ণ থাকাই উত্তম।

সহীহ ঃ ইবনু মা-জাহ (৩৭৫৯), বুখারী ও মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ।

٧٢ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ الْفَصَاحَةِ وَالْبَيَانِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৭২ ॥ বাকপটুতা ও বাগ্মিতা

٢٨٥٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ : حَدَّثَنَا عُمَرُ ابْنُ عَلِيٍّ الْمُقَدَّمِيُّ : حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ الْجُمَحِيُّ، عَنْ بِشْرِ بْنِ عَاصِمٍ، سَمِعَهُ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : «إِنَّ اللّٰهَ يَبْغَضُ الْبَلِيغَ مِنَ الرِّجَالِ، الَّذِيْ يَتَخَلَّلُ بِلِسَانِهِ؛ كَمَا تَتَخَلَّلُ الْبَقَرَةُ».

- صحيح : «الصحيحة» (٨٧٨).

Contents

২৮৫৩। 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আম্র (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ সেসব বাকপটু-বাগ্মী লোকদেরকে আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই ঘৃণা করেন, যারা গরুর জাবর কাটার ন্যায় কথা বলে।

সহীহ ঃ সহীহাহ্ (৮৭৮)

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান এবং এই সূত্রে গারীব। সা'দ (রাযিঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে।

٢٨٥٤ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوْسَى الْأَنْصَارِيُّ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ : نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَنْ يَنَامَ الرَّجُلُ عَلَى سَطْحٍ؛ لَيْسَ بِمَحْجُوْرٍ عَلَيْهِ.

- صحيح : «الصحيحة» (٨٢٦).

২৮৫৪। জাবির (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ দেয়ালবিহীন ছাদে ঘুমাতে নিষেধ করেছেন।

সহীহ ঃ সহীহাহ্ (৮২৬)

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গারীব। আমরা এ হাদীসটি শুধুমাত্র উপরোক্ত সূত্রেই মুহাম্মাদ ইবনুল মুনকাদির হতে জাবির (রাযিঃ)-এর রিওয়ায়াত হিসেবে জেনেছি। 'আবদুল জাব্বার ইবনু 'উমার আল-আইলীকে দুর্বল বর্ণনাকারী বলা হয়েছে।

٢٨٥٥ - حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ : حَدَّثَنَا أَبُوْ أَحْمَدَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِيْ وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ، قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَتَخَوَّلُنَا بِالْمَوْعِظَةِ فِيْ الْأَيَّامِ؛ مَخَافَةَ السَّآمَةِ عَلَيْنَا.

- صحيح : ق.

২৮৫৫। 'আবদুল্লাহ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ সপ্তাহের দিনসমূহে আমাদেরকে ওয়াজ-নাসীহাতের ব্যাপারে আমাদের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখতেন, যাতে আমরা বিরক্ত হয়ে না যাই।

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

Contents

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ। মুহাম্মাদ ইবনু বাশ্শার-ইয়াহ্ইয়া ইবনু সা'ঈদ হতে, তিনি সুফ্ইয়ান হতে, তিনি আল-আ'মাশ হতে, তিনি শাকীক ইবনু সালামাহ্ হতে, তিনি 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ (রাযিঃ) হতে উপরোক্ত হাদীসের সমার্থবোধক হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٧٣ - بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ ৭৩ ॥ (নিয়মিত 'আমাল অল্প হলেও পছন্দনীয়)

٢٨٥٦ - حَدَّثَنَا أَبُوْ هِشَامٍ الرِّفَاعِيُّ : حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ، قَالَ : سُئِلَتْ عَائِشَةُ، وَأُمُّ سَلَمَةَ : أَيُّ الْعَمَلِ كَانَ أَحَبَّ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ؟ قَالَتَا : مَا دِيْمَ عَلَيْهِ؛ وَإِنْ قَلَّ.

- صحيح : خ (١١٣٢)، م (٢/١٦٧) نحوه دون قوله : وإن قل، عائشة، وهو عندهما عنها بتمامه من قوله ﷺ. «صحيح أبي داود» (١٢٣٨).

২৮৫৬। আবূ সালিহ (রাহঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আয়িশাহ্ ও উম্মু সালামাহ্ (রাযিঃ)-কে প্রশ্ন করা হল, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট কোন্ ধরনের 'আমাল বেশি পছন্দনীয় ছিল? তারা বললেন, যে 'আমাল নিয়মিত করা হয়, যদিও তা অল্প হয়।

সহীহ ঃ বুখারী (১১৩২), মুসলিম (২/১৬৭) অনুরূপ, ওয়াইন কাল্লা শব্দ ব্যতীত।

হাদীসটি বুখারী ও মুসলিমে 'আয়িশাহ্ (রাযিঃ) হতে পূর্ণভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বক্তব্য হিসেবে বর্ণিত আছে।

সহীহ ঃ আবূ দাঊদ (১২৩৮)

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ এবং এ সূত্রে গারীব। হিশাম ইবনু 'উরওয়াহ্ তার বাবা হতে, তিনি 'আয়িশাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সে ধরনের 'আমাল বেশি পছন্দ করতেন, যা নিয়মিত করা হয়।

٧٤ - بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ ৭৪ ॥ (পাত্র ঢেকে রাখা ও বাতি নিভিয়ে দেয়া)

٢٨٥٧ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ شِنْظِيرٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «خَمِّرُوْا الْآنِيَةَ، وَأَوْكِئُوْا الْأَسْقِيَةَ، وَأَجِيْفُوْا الْأَبْوَابَ، وَأَطْفِئُوْا الْمَصَابِيْحَ؛ فَإِنَّ الْفُوَيْسِقَةَ رُبَّمَا جَرَّتِ الْفَتِيْلَةَ، فَأَحْرَقَتْ أَهْلَ الْبَيْتِ».

- صحيح : م.

২৮৫৭। জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা খাবারের পাত্রগুলো ঢেকে রেখো, মশক বা পানির পাত্রগুলোর মুখ বন্ধ করে দিও, দরজাগুলো বন্ধ করে দিও এবং (শোয়ার সময়) বাতিগুলো নিভিয়ে দিও। কেননা অনেক সময় ছোট্ট ইঁদুরগুলো বাতির সালতে টেনে নিয়ে যায় এবং ঘরের সবাইকে জ্বালিয়ে দেয়।

সহীহ ঃ মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ। এ হাদীসটি জাবির (রাযিঃ) সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে একাধিকভাবে বর্ণিত হয়েছে।

٧٥ - بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ ৭৫ ॥ (উটকে তার প্রাপ্য দাও)

٢٨٥٨ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سُهَيْلِ ابْنِ أَبِيْ صَالِحٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : «إِذَا سَافَرْتُمْ فِي الْخِصْبِ؛ فَأَعْطُوْا الْإِبِلَ حَظَّهَا مِنَ الْأَرْضِ، وَإِذَا سَافَرْتُمْ فِيْ

Contents

السَّنَةِ؛ فَبَادِرُوْا بِهَا نِقْيَهَا، وَإِذَا عَرَّسْتُمْ؛ فَاجْتَنِبُوْا الطَّرِيْقَ؛ فَإِنَّهَا طُرُقُ الدَّوَابِّ، وَمَأْوَى الْهَوَامِّ بِاللَّيْلِ».

- صحيح : «الصحيحة» (١٣٥٧) م.

২৮৫৮। আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যখন তোমরা উর্বর তৃণভূমি দিয়ে ভ্রমণ কর তখন তোমরা যমীন হতে উটকে তার প্রাপ্য দিবে, (চরে ফিরে খাবার সুযোগ দিও) এবং শুষ্ক ও ঊষর ভূমি দিয়ে ভ্রমণ করলে খুব দ্রুত গতিতে পথ অতিক্রম কর, যাতে জন্তুযানের শক্তি বজায় থাকে। আর তোমরা কোন মনযিলে (গন্তব্যে) শেষরাতে যাত্রাবিরতি করলে পথ থেকে সরে বিশ্রাম নিবে। কারণ এ পথ হল পশুর এবং রাতে বিচরণশীল কীট-পতঙ্গের আশ্রয়স্থল।

সহীহ ঃ সহীহাহ্ (১৩৫৭), মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ। হারূন ইবনু ইসহাক আল-হামদানী-'আবদা হতে, তিনি হিশাম ইবনু 'উরওয়াহ্ হতে, তিনি তাঁর বাবা হতে, তিনি 'আয়িশাহ্ (রাযিঃ) হতে এই সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে উপরোক্ত হাদীসের সমার্থবোধক হাদীস বর্ণনা করেছেন।

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি সহীহ। আনাস ও জাবির (রাযিঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত রয়েছে।

٧٦ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ مَثَلِ اللّٰهِ لِعِبَادِهِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৭৬ ॥ বান্দার জন্য আল্লাহ তা'আলার দেয়া উপমা

٢٨٥٩ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ : حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيْدِ، عَنْ بَحِيْرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنِ النَّوَّاسِ ابْنِ سَمْعَانَ الْكِلَابِيِّ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «إِنَّ اللّٰهَ ضَرَبَ مَثَلاً

Contents

صِرَاطًا مُسْتَقِيْمًا، عَلَى كَنَفَيِ الصِّرَاطِ زُوْرَانِ، لَهُمَا أَبْوَابٌ مُفَتَّحَةٌ، عَلَى الْأَبْوَابِ سُتُوْرٌ، وَدَاعٍ يَدْعُوْ عَلَى رَأْسِ الصِّرَاطِ، وَدَاعٍ يَدْعُوْ فَوْقَهُ : ﴿وَاللّٰهُ يَدْعُوْ إِلَى دَارِ السَّلَامِ، وَيَهْدِيْ مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ﴾، وَالْأَبْوَابُ الَّتِيْ عَلَى كَنَفَيِ الصِّرَاطِ حُدُوْدُ اللّٰهِ، فَلَا يَقَعُ أَحَدٌ فِيْ حُدُوْدِ اللّٰهِ، حَتَّى يُكْشَفَ السِّتْرُ، وَالَّذِيْ يَدْعُوْ مِنْ فَوْقِهِ وَاعِظُ رَبِّهِ».

- صحيح : «المشكاة» (١٩١) و (١٩٢).

২৮৫৯। আন-নাওয়াস ইবনু সাম'আন আল-কিলাবী (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ আল্লাহ তা'আলা এভাবে সোজা পথের একটি উদাহরণ দিয়েছেন-রাস্তার দু'ধারে দু'টি প্রাচীর। প্রাচীর দু'টিতে আছে অনেকগুলো খোলা দরজা। এগুলোতে পর্দা ঝুলানো রয়েছে। একজন আহবানকারী রাস্তার মাথায় দাঁড়িয়ে আহবান করছেন। অন্য এক আহ্বানকারী পথের উপর থেকে ডাকছেন। "আর আল্লাহ তা'আলা শান্তিময় আবাসের দিকে ডাকছেন। তিনি যাকে ইচ্ছা সোজা পথের হিদায়াত দান করেন"– (সূরা ইউনুস ২৫)। রাস্তার দু'পাশে দরজাগুলো হল আল্লাহ তা'আলার নির্ধারিত সীমাসমূহ। সুতরাং কোন ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার নির্ধারিত সীমালঙ্ঘন করলে তাতে (দরজার) পর্দা সরে যায়। আর উপর থেকে যে আহবায়ক আহ্বান করছেন তিনি হলেন আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে উপদেশদাতা।

সহীহ ঃ মিশকাত (১৯১ ও ১৯২)।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান গারীব। আমি 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আবদুর রাহমানকে বলতে শুনেছি, আমি যাকারিয়া ইবনু আদীকে বলতে শুনেছি, আবূ ইসহাক আল-ফাযারী বলেছেন, বর্ণনাকারী বাক্বিয়্যা বিশ্বস্ত বর্ণনাকারীগণের সূত্রে যেসব হাদীস বর্ণনা করেছেন তা তোমরা গ্রহণ করো এবং ইসমাঈল ইবনু আইয়্যাশ বিশ্বস্ত ও অবিশ্বস্ত যে কোন বর্ণনাকারীর সূত্রেই হাদীস বর্ণনা করুন তা গ্রহণ করো না।

Contents

٢٨٦١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ الْهُجَيْمِيِّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ، قَالَ : صَلَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْعِشَاءَ، ثُمَّ انْصَرَفَ، فَأَخَذَ بِيَدِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ، حَتَّى خَرَجَ بِهِ إِلَى بَطْحَاءِ مَكَّةَ، فَأَجْلَسَهُ، ثُمَّ خَطَّ عَلَيْهِ خَطًّا، ثُمَّ، قَالَ : «لاَ تَبْرَحَنَّ خَطَّكَ؛ فَإِنَّهُ سَيَنْتَهِي إِلَيْكَ رِجَالٌ، فَلاَ تُكَلِّمْهُمْ؛ فَإِنَّهُمْ لاَ يُكَلِّمُوْنَكَ»، قَالَ : ثُمَّ مَضَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَيْثُ أَرَادَ، فَبَيْنَا أَنَا جَالِسٌ فِيْ خَطِّيْ؛ إِذْ أَتَانِي رِجَالٌ كَأَنَّهُمُ الزُّطُّ؛ أَشْعَارُهُمْ وَأَجْسَامُهُمْ، لاَ أَرَى عَوْرَةً، وَلاَ أَرَى قِشْرًا، وَيَنْتَهُوْنَ إِلَيَّ، وَلاَ يُجَاوِزُوْنَ الْخَطَّ، ثُمَّ يَصْدُرُوْنَ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ، حَتَّى إِذَا كَانَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ، لَكِنْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَدْ جَاءَنِي وَأَنَا جَالِسٌ، فَقَالَ : «لَقَدْ أُرَانِيْ مُنْذُ اللَّيْلَةَ»، ثُمَّ دَخَلَ عَلَيَّ فِيْ خَطِّيْ، فَتَوَسَّدَ فَخِذِيْ، فَرَقَدَ، وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا رَقَدَ نَفَخَ، فَبَيْنَا أَنَا قَاعِدٌ، وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مُتَوَسِّدٌ فَخِذِيْ؛ إِذَا أَنَا بِرِجَالٍ عَلَيْهِمْ ثِيَابٌ بِيْضٌ؛ اللّٰهُ أَعْلَمُ مَا بِهِمْ مِنَ الْجَمَالِ، فَانْتَهَوْا إِلَيَّ، فَجَلَسَ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ عِنْدَ رَأْسِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ، وَطَائِفَةٌ مِنْهُمْ عِنْدَ رِجْلَيْهِ، ثُمَّ قَالُوْا بَيْنَهُمْ : مَا رَأَيْنَا عَبْدًا- قَطُّ- أُوتِيَ مِثْلَ مَا أُوْتِيَ هَذَا النَّبِيُّ؛ إِنَّ عَيْنَيْهِ تَنَامَانِ، وَقَلْبُهُ يَقْظَانُ، اضْرِبُوا لَهُ مَثَلاً، مَثَلُ سَيِّدٍ بَنَي قَصْرًا، ثُمَّ جَعَلَ مَأْدُبَةً، فَدَعَا النَّاسَ إِلَى طَعَامِهِ وَشَرَابِهِ، فَمَنْ أَجَابَهُ؛ أَكَلَ مِنْ طَعَامِهِ، وَشَرِبَ مِنْ شَرَابِهِ، وَمَنْ لَمْ يُجِبْهُ؛ عَاقَبَهُ - أَوْ قَالَ : عَذَّبَهُ-،

ثُمَّ ارْتَفَعُوْا، وَاسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ عِنْدَ ذٰلِكَ، فَقَالَ : «سَمِعْتَ مَا قَالَ هٰؤُلَاءِ؟ وَهَلْ تَدْرِيْ مَنْ هٰؤُلَاءِ؟»، قُلْتُ : اللّٰهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ : «هُمُ الْمَلَائِكَةُ، فَتَدْرِي مَا الْمَثَلُ الَّذِي ضَرَبُوْا؟»، قُلْتُ : اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ، قَالَ : «الْمَثَلُ الَّذِي ضَرَبُوْا : الرَّحْمٰنُ - تَبَارَكَ وَتَعَالَى - بَنَى الْجَنَّةَ، وَدَعَا إِلَيْهَا عِبَادَهُ، فَمَنْ أَجَابَهُ؛ دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ لَمْ يُجِبْهُ؛ عَاقَبَهُ - أَوْ عَذَّبَهُ -».

- حسن صحيح.

২৮৬১। ইবনু মাস'উদ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কোন এক রাতে এশার নামায আদায় করে বের হলেন। তারপর 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস'উদকে হাত ধরে মক্কার কংকরময় স্থান বাত্‌হায় নিয়ে গেলেন এবং সেখানে তাকে বসালেন। তিনি তার চতুর্দিকে একটি বৃত্তরেখা টানলেন এবং বললেন ঃ তুমি এ রেখা হতে সরবে না। কয়েকজন লোক তোমার সামনে পর্যন্ত আসবে। তুমি তাদের সাথে কোন কথা বলবে না। তারাও তোমার সাথে কথা বলবে না। এই বলে রাসূলুল্লাহ ﷺ যেদিকে ইচ্ছা চলে গেলেন। আমি আমার বৃত্তের মধ্যে বসা। হঠাৎ কয়েকজন লোক আসল। তাদের চুল ও শারীরিক অবস্থা দেখে মনে হল যেন তারা জাঠ সম্প্রদায়ের। তাদের উলঙ্গও দেখা যাচ্ছিল না আবার পোশাক পরিহিতও মনে হচ্ছিল না। তারা আমার নিকটই এগিয়ে এলো কিন্তু বৃত্তরেখা অতিক্রম করল না। তারপর তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খোঁজে বেরিয়ে গেল। শেষ রাত পর্যন্ত তারা আর ফিরে এলো না। আমি তখনও বসা, রাসূলুল্লাহ ﷺ ফিরে এসে বললেন ঃ আমি আজ সন্ধ্যারাত থেকেই ঘুমাতে পারিনি। তিনি বৃত্তের মধ্যে প্রবেশ করলেন এবং আমার উরুর উপর মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়লেন। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘুমানোর সময় তাঁর নাক ডাকতো। আমি বসে থাকলাম আর তিনি আমার উরুতে মাথা রেখে ঘুমিয়ে রইলেন। হঠাৎ আমি সাদা পোশাক পরিহিত কয়েকজন লোককে দেখতে পেলাম।

তাদেরকে কত যে সুন্দর দেখা যাচ্ছিল সেটা আল্লাহ তা'আলাই ভাল জানেন। তারা আমার নিকট এলো এবং তাদের মাঝে একদল রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মাথার নিকট আরেক দল তাঁর পদদ্বয়ের নিকট বসে পড়লো। তারপর তারা পরস্পর বলাবলি করল, এ নাবী ﷺ-কে যা দেয়া হয়েছে আর কাউকে এমন দিতে দেখিনি। তাঁর চোখ দু'টো ঘুমিয়ে থাকলেও তাঁর অন্তর জাগ্রত থাকে। তোমরা তাঁর একটা উপমা বর্ণনা কর। (উদাহরণ) এক নেতা একটি প্রাসাদ নির্মাণ করলেন, তারপর মেহমানদারির আয়োজন করে লোকদেরকে পানাহারের জন্য দা'ওয়াত করলেন। যে সব ব্যক্তি তার দা'ওয়াত গ্রহণ করল তারা মেহমানীর খাবার ও পানীয় গ্রহণ করল, আর যে সব ব্যক্তি দা'ওয়াত গ্রহণ করেনি তিনি তাদেরকে শাস্তি দিলেন। এই বলে তারা উঠে চলে গেল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ জেগে উঠলেন। তিনি বললেন ঃ এরা যা বলেছে তুমি কি তা শুনেছ? তুমি কি জানো, এরা কারা? আমি বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই বেশি জানেন। তিনি বললেন ঃ এরা হল ফেরেশতা। এরা যে উপমা বর্ণনা করল তা কি জান? আমি বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই অধিক ভাল জানেন। তিনি বললেন ঃ তারা যে উপমা দিল, তার অর্থ হল ঃ আল্লাহ তা'আলা জান্নাত বানালেন এবং তার বান্দাদেরকে সেদিকে আহ্বান করলেন। যে সব ব্যক্তি তার ডাকে সাড়া দিয়েছে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে, আর যে সব ব্যক্তি সাড়া দেয়নি তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা শাস্তি দিবেন।

হাসান সহীহ।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ এবং এ সূত্রে গারীব। আবূ তামীমা হুজাইমী গোত্রের লোক। তার নাম তারীফ ইবনু মুজালিদ। আবূ 'উসমান আন্-নাহদীর নাম 'আবদুর রাহমান ইবনু মাল্ল (মুল্ল, মিল্ল)। সুলাইমান আত-তাইমী হলেন তারখানের ছেলে। মু'তামারও তার নিকট হতে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। সুলাইমান তাইমী গোত্রের লোক নন কিন্তু তিনি তাইম গোত্রে অবস্থান করতেন বলে তাদের সাথে যুক্ত করে তাকে তাইমী বলা হয়। 'আলী বলেন, ইয়াহ্ইয়া ইবনু সা'ঈদ বলেছেন, আমি সুলাইমান আত্-তাইমীর চাইতে আল্লাহ তা'আলাকে বেশি ভয় করতে আর কাউকে দেখিনি।

٧٧ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ مَثَلِ النَّبِيِّ ﷺ وَالْأَنْبِيَاءِ قَبْلَهُ

অনুচ্ছেদ ঃ ৭৭ ॥ নাবী ﷺ ও অপরাপর নাবীগণের উপমা

٢٨٦٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ حَدَّثَنَا سَلِيْمُ بْنُ حَيَّانَ- بَصْرِيٌّ-: حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مِيْنَاءَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : «إِنَّمَا مَثَلِيْ وَمَثَلُ الْأَنْبِيَاءِ قَبْلِيْ؛ كَرَجُلٍ بَنَى دَارًا، فَأَكْمَلَهَا وَأَحْسَنَهَا؛ إِلاَّ مَوْضِعَ لَبِنَةٍ، فَجَعَلَ النَّاسُ يَدْخُلُوْنَهَا، وَيَتَعَجَّبُوْنَ مِنْهَا، وَيَقُوْلُوْنَ : لَوْلاَ مَوْضِعُ اللَّبِنَةِ».

- صحيح : «فقه السيرة» (١٤١) ق.

২৮৬২। জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ আমার ও অপরাপর সকল নাবীর উপমা এই যে, যেমন এক ব্যক্তি একটি ঘর নির্মাণ করলেন। তিনি এটিকে পূর্ণাঙ্গ ও অত্যন্ত মনোরম করলেন। কিন্তু একটি ইটের জায়গা খালি (ফাঁকা) থেকে গেল। লোকজন এ বাড়ীতে প্রবেশ করে এবং (কারুকার্য ও সৌন্দর্য) দেখে বিস্মিত হয় আর বলে, যদি এ একটি ইটের জায়গা খালি না থাকত।

সহীহ ঃ ফিকহুস সীরাহ্ (১৪১), বুখারী ও মুসলিম।

আবূ হুরাইরাহ্ ও উবাই ইবনু কা'ব (রাযিঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ এবং উক্ত সূত্রে গারীব। (অন্যান্য বর্ণনাতে উক্ত হাদীসের শেষে আরো আছে ঃ আমিই হলাম সেই ইট, আমার দ্বারা নবুওয়াতরূপ প্রাসাদের নির্মাণকার্য সমাপ্ত করা হয়েছে। অতএব আমার পরে আর কোন নাবী নেই।) [অনুবাদক]

٧٨ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ مَثَلِ الصَّلَاةِ وَالصِّيَامِ وَالصَّدَقَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৭৮ ॥ নামায, রোযা ও দান-খাইরাতের উপমা

٢٨٦٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ : حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ :

Contents

حَدَّثَنَا أَبَانُ ابْنُ يَزِيْدَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِيْ كَثِيْرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ سَلاَّمٍ، أَنَّ أَبَا سَلاَّمٍ حَدَّثَهُ، أَنَّ الْحَارِثَ الْأَشْعَرِيَّ حَدَّثَهُ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : «إِنَّ اللّٰهَ أَمَرَ يَحْيَى بْنَ زَكَرِيَّا بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ؛ أَنْ يَعْمَلَ بِهَا، وَيَأْمُرَ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ أَنْ يَعْمَلُوْا بِهَا، وَإِنَّهُ كَادَ أَنْ يُبْطِئَ بِهَا، فَقَالَ عِيْسَى : إِنَّ اللّٰهَ أَمَرَكَ بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ لِتَعْمَلَ بِهَا، وَتَأْمُرَ بَنِي إِسْرَائِيْلَ أَنْ يَعْمَلُوْا بِهَا، فَإِمَّا أَنْ تَأْمُرَهُمْ، وَإِمَّا أَنْ آمُرَهُمْ. فَقَالَ يَحْيَى : أَخْشَى إِنْ سَبَقْتَنِيْ بِهَا؛ أَنْ يُخْسَفَ بِي أَوْ أُعَذَّبَ، فَجَمَعَ النَّاسَ فِيْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ، فَامْتَلَأَ الْمَسْجِدُ، وَتَعَدَّوْا عَلَى الشُّرَفِ، فَقَالَ : إِنَّ اللّٰهَ أَمَرَنِيْ بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ؛ أَنْ أَعْمَلَ بِهِنَّ، وَآمُرَكُمْ أَنْ تَعْمَلُوْا بِهِنَّ : أَوَّلُهُنَّ أَنْ تَعْبُدُوْا اللّٰهَ، وَلاَ تُشْرِكُوْا بِهِ شَيْئًا؛ وَإِنَّ مَثَلَ مَنْ أَشْرَكَ بِاللّٰهِ؛ كَمَثَلِ رَجُلٍ اشْتَرَى عَبْدًا مِنْ خَالِصِ مَالِهِ بِذَهَبٍ أَوْ وَرِقٍ، فَقَالَ : هَذِهِ دَارِيْ، وَهَذَا عَمَلِيْ، فَاعْمَلْ وَأَدِّ إِلَيَّ، فَكَانَ يَعْمَلُ، وَيُؤَدِّيْ إِلَى غَيْرِ سَيِّدِهِ، فَأَيُّكُمْ يَرْضَى أَنْ يَكُوْنَ عَبْدُهُ كَذَلِكَ؟! وَإِنَّ اللّٰهَ أَمَرَكُمْ بِالصَّلاَةِ، فَإِذَا صَلَّيْتُمْ؛ فَلاَ تَلْتَفِتُوْا؛ فَإِنَّ اللّٰهَ يَنْصِبُ وَجْهَهُ لِوَجْهِ عَبْدِهِ فِي صَلاَتِهِ؛ مَا لَمْ يَلْتَفِتْ، وَآمُرُكُمْ بِالصِّيَامِ؛ فَإِنَّ مَثَلَ ذَلِكَ كَمَثَلِ رَجُلٍ فِيْ عِصَابَةٍ، مَعَهُ صُرَّةٌ فِيْهَا مِسْكٌ، فَكُلُّهُمْ يَعْجَبُ- أَوْ يُعْجِبُهُ- رِيحُهَا، وَإِنَّ رِيْحَ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللّٰهِ مِنْ رِيْحِ الْمِسْكِ، وَآمُرُكُمْ بِالصَّدَقَةِ؛ فَإِنَّ مَثَلَ ذَلِكَ؛ كَمَثَلِ رَجُلٍ أَسَرَهُ الْعَدُوُّ، فَأَوْثَقُوْا يَدَهُ إِلَى عُنُقِهِ، وَقَدَّمُوْهُ لِيَضْرِبُوْا عُنُقَهُ، فَقَالَ : أَنَا أَفْدِيْهِ مِنْكُمْ بِالْقَلِيْلِ

وَالْكَثِيرِ، فَفَدَى نَفْسَهُ مِنْهُمْ، وَآمُرُكُمْ أَنْ تَذْكُرُوا اللَّهَ؛ فَإِنَّ مَثَلَ ذَلِكَ؛ كَمَثَلِ رَجُلٍ خَرَجَ الْعَدُوُّ فِي أَثَرِهِ سِرَاعًا، حَتَّى إِذَا أَتَى عَلَى حِصْنٍ حَصِينٍ، فَأَحْرَزَ نَفْسَهُ مِنْهُمْ؛ كَذَلِكَ الْعَبْدُ لاَ يُحْرِزُ نَفْسَهُ مِنَ الشَّيْطَانِ؛ إِلاَّ بِذِكْرِ اللَّهِ». قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : «وَأَنَا آمُرُكُمْ بِخَمْسٍ؛ اللَّهُ أَمَرَنِي بِهِنَّ : السَّمْعُ، وَالطَّاعَةُ، وَالْجِهَادُ، وَالْهِجْرَةُ، وَالْجَمَاعَةُ؛ فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ قِيدَ شِبْرٍ؛ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الإِسْلاَمِ مِنْ عُنُقِهِ؛ إِلاَّ أَنْ يَرْجِعَ، وَمَنِ ادَّعَى دَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ؛ فَإِنَّهُ مِنْ جُثَا جَهَنَّمَ»، فَقَالَ : رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَإِنْ صَلَّى وَصَامَ؟! قَالَ : «وَإِنْ صَلَّى وَصَامَ؛ فَادْعُوا بِدَعْوَى اللَّهِ؛ الَّذِي سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ الْمُؤْمِنِينَ عِبَادَ اللَّهِ».

– صحيح : «المشكاة» (٣٦٩٤)، «التعليق الرغيب» (١/١٨٩–١٩٠)، «صحيح الجامع» (١٧٢٤).

২৮৬৩। আল-হারিস আল-আশ‘আরী (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নাবী ﷺ বলেছেন ঃ আল্লাহ তা‘আলা ইয়াহ্ইয়া ইবনু যাকারিয়া (আঃ)-কে পাঁচটি বিষয়ের আদেশ করলেন যেন তিনি নিজেও তদনুযায়ী ‘আমাল করেন এবং বানী ইসরাঈলকেও তা ‘আমাল করার আদেশ করেন। তিনি এ নির্দেশগুলো লোকদেরকে জানাতে বিলম্ব করলে ‘ঈসা (আঃ) তাঁকে বললেন ঃ আল্লাহ্ তা‘আলা আপনাকে পাঁচটি বিষয়ের নির্দেশ দিয়েছেন যেন আপনি সে মুতাবিক ‘আমাল করেন এবং বানী ইসরাঈলকেও তা ‘আমাল করার আদেশ করেন। এখন আপনি তাদেরকে এগুলো করতে নির্দেশ দিন, তা না হলে আমিই তাদেরকে সেগুলো করতে নির্দেশ দিব। ইয়াহ্ইয়া (আঃ) বললেন ঃ আপনি এ বিষয়ে যদি আমার অগ্রবর্তী হয়ে যান তবে আমার ভয় হচ্ছে যে, আমাকে ভূগর্ভে ধ্বসিয়ে দেয়া হবে কিংবা ‘আযাব নেমে আসবে।

সুতরাং তিনি লোকদেরকে বাইতুল মাকদিসে একত্র করলেন। সব লোক সমবেত হওয়াতে মাসজিদ ভরে গেল, এমনকি তারা ঝুলন্ত বারান্দায় গিয়েও বসল। তারপর ইয়াহ্ইয়া (আঃ) তাদেরকে বললেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে পাঁচটি বিষয়ের নির্দেশ প্রদান করেছেন, যেন আমি সে মুতাবিক 'আমাল করি এবং তোমাদেরকেও 'আমাল করার আদেশ করি। এগুলোর প্রথম নির্দেশটি হল ঃ তোমরা আল্লাহ্ তা'আলার 'ইবাদাত করবে এবং তাঁর সাথে কোন কিছুকে অংশীদার স্থাপন করবে না। যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলার সাথে অংশীদার স্থাপন করে তার উদাহরণ হল এমন এক ব্যক্তি যে তার খালিস সম্পদ অর্থাৎ- সোনা অথবা রুপার বিনিময়ে একটি দাস কিনল। সে তাকে (বাড়ী এনে) বলল, এটা আমার বাড়ী আর এগুলো আমার কাজ। তুমি কাজ করবে এবং আমাকে আমার প্রাপ্য দিবে। তারপর সেই দাস কাজ করত ঠিকই কিন্তু মালিকের প্রাপ্য দিয়ে দিত অন্যকে। তোমাদের মধ্যে কে এমন আছে যে স্বীয় দাসের এমন আচরণে সন্তুষ্ট থাকতে পারে? আর আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে নামায আদায়ের জন্য আদেশ করেছেন। তোমরা নামায আদায়কালে এদিক সেদিক তাকাবে না। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর চেহারা নামাযীর চেহারার দিকে নিবিষ্ট করে রাখেন বান্দা নামাযের মধ্যে এদিক সেদিক না তাকানো পর্যন্ত। আর আমি তোমাদের রোযার নির্দেশ দিচ্ছি। এর উদাহরণ হল সেই ব্যক্তি যে কস্তুরীভর্তি একটি থলেসহ একদল মানুষের সাথে আছে। কস্তুরীর সুগন্ধ দলের সবার নিকট খুবই ভালো লাগে। আর রোযাদারের মুখের সুগন্ধ আল্লাহ্ তা'আলার নিকট কস্তুরীর সুগন্ধের চাইতেও অধিক প্রিয়। আমি তোমাদের দান-খাইরাতের আদেশ দিচ্ছি। এর উদাহরণ হল সেই ব্যক্তির ন্যায় যাকে শত্রুরা বন্দী করে তার ঘাড়ের সাথে হাত বেঁধে ফেলেছে এবং তাকে হত্যার জন্য বদ্ধভূমিতে নিয়ে যাচ্ছে। তখন সে বলল, আমি আমার প্রাণের বিনিময়ে আমার সমস্ত সম্পদ তোমাদেরকে দিচ্ছি। তারপর সে নিজেকে মালের বিনিময়ে ছাড়িয়ে নিল (দান-খাইরাতের মাধ্যমেও বান্দা নিজেকে বিপদমুক্ত করে নেয়)। আমি তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছি যেন তোমরা আল্লাহ্ তা'আলার যিক্‌র কর। যিক্‌রের উদাহরণ হল সেই ব্যক্তির ন্যায় যার দুশমনেরা তার পিছু ধাওয়া

করছে। অবশেষে সে একটি সুরক্ষিত দুর্গে প্রবেশ করে শত্রু হতে নিজের প্রাণ রক্ষা করল। তদ্রূপ কোন বান্দা আল্লাহ তা'আলার যিকির ব্যতীত নিজেকে শাইতানের হাত থেকে মুক্ত করতে পারে না।

নাবী ﷺ বললেন ঃ আমিও তোমাদেরকে পাঁচটি বিষয়ের নির্দেশ দিচ্ছি যেগুলো প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা আমাকে আদেশ করেছেন। কথা শুনবে, আনুগত্য করবে, জিহাদ করবে, হিজরাত করবে এবং জামা'আতবদ্ধ হয়ে থাকবে। যে লোক জামা'আত হতে এক বিঘত পরিমাণ বিচ্ছিন্ন হল সে ইসলামের বন্ধন তার ঘাড় হতে ফেলে দিল, যতক্ষণ না সে ফিরে আসে। আর যে লোক জাহিলিয়াত আমলের রীতি-নীতির দিকে আহ্বান করে সে জাহান্নামীদের দলভুক্ত। জনৈক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল ﷺ! সে নামায আদায় করলেও, রোযা রাখলেও? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ, সে নামায-রোযা করলেও। সুতরাং তোমরা সেই আল্লাহ তা'আলার ডাকেই নিজেদেরকে ডাকবে যিনি তোমাদেরকে মুসলিম, মু'মিন ও আল্লাহ তা'আলার বান্দা নাম রেখেছেন।

সহীহ ঃ মিশকাত (৩৬৯৪), তা'লীকুর রাগীব (১/১৮৯-১৯০), সহীহুল জামি' (১৭২৪)।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ গারীব। মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈল আল-বুখারী বলেন, আল-হারিস আল-আশ'আরী (রাযিঃ) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহচর্য লাভ করেছেন। এটি ব্যতীত তাঁর বর্ণিত আরো হাদীস আছে।

٢٨٦٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا أَبُوْ دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ : حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ يَزِيْدَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِيْ كَثِيْرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ سَلاَّمٍ، عَنْ أَبِيْ سَلاَّمٍ، عَنِ الْحَارِثِ الْأَشْعَرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ . . . نَحْوَهُ بِمَعْنَاهُ.

২৮৬৪। মুহাম্মাদ ইবনু বাশ্শার-আবূ দাউদ আত্-তাইয়ালিসী হতে, তিনি আবান ইবনু ইয়াযীদ হতে, তিনি ইয়াহ্ইয়া ইবনু আবূ কাসীর হতে, তিনি যাইদ ইবনু সাল্লাম হতে, তিনি আবূ সাল্লাম-আল-হারিস

আল-আশ'আরী (রাযিঃ) হতে, তিনি নাবী ﷺ হতে এই সূত্রে একই মর্মে উপরোক্ত হাদীসের সমার্থবোধক হাদীস বর্ণনা করেছেন।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ গারীব। আবূ সাল্লাম আল-হাবশী'র নাম মামতূর। 'আলী ইবনুল মুবারাক-ইয়াহ্ইয়া ইবনু আবী কাসীর-এর সূত্রে উক্ত হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٧٩ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ مَثَلِ الْمُؤْمِنِ الْقَارِئِ لِلْقُرْآنِ وَغَيْرِ الْقَارِئِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৭৯ ॥ যে মুসলিম কুরআন পাঠ করে আর যে করে না তাদের উপমা

٢٨٦٥ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، عَنْ أَبِيْ مُوْسَى الْأَشْعَرِيِّ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «مَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِيْ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ؛ كَمَثَلِ الْأُتْرُجَّةِ رِيْحُهَا طَيِّبٌ، وَطَعْمُهَا طَيِّبٌ، وَمَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِيْ لاَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ؛ كَمَثَلِ التَّمْرَةِ، لاَ رِيْحَ لَهَا، وَطَعْمُهَا حُلْوٌ، وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِيْ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ؛ كَمَثَلِ الرَّيْحَانَةِ، رِيْحُهَا طَيِّبٌ، وَطَعْمُهَا مُرٌّ، وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِيْ لاَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ، كَمَثَلِ الْحَنْظَلَةِ، رِيْحُهَا مُرٌّ، وَطَعْمُهَا مُرٌّ».

- صحيح : «نقد الكتاني» (٤٣) ق.

২৮৬৫। আবূ মূসা আল-আশ'আরী (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যে মু'মিন কুরআন তিলাওয়াত করে তার উদাহরণ হল কাগজী লেবুর মতো যার গন্ধও সুবাসিত, স্বাদও ভালো। আর যে মু'মিন কুরআন তিলাওয়াত করে না তার উদাহরণ হল খেজুরের মতো যার কোন গন্ধ নেই, তবে স্বাদ খুব মিষ্টি। আর কুরআন তিলাওয়াতকারী মুনাফিক্ব হল রাইহানা ফুলের মতো যার গন্ধ ভালো কিন্তু স্বাদ অত্যন্ত তিক্ত। কুরআন তিলাওয়াত করে না এমন মুনাফিক্ব হল মাকাল ফলের মতো যার গন্ধও তিক্ত স্বাদও তিক্ত।

সহীহ ঃ নাকদুল কাত্তানী (৪৩), বুখারী ও মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি হাসান সহীহ। এ হাদীসটি শু'বাহ্ও কাতাদার সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

٢٨٦٦ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلاَّلُ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ، قَالُوْا : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «مَثَلُ الْمُؤْمِنِ؛ كَمَثَلِ الزَّرْعِ، لاَ تَزَالُ الرِّيَاحُ تُفَيِّئُهُ، وَلاَ يَزَالُ الْمُؤْمِنُ يُصِيْبُهُ بَلاَءٌ، وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ؛ مَثَلُ شَجَرَةِ الْأَرْزِ، لاَ تَهْتَزُّ حَتَّى تُسْتَحْصَدَ».

- صحيح : «تخريج الإيمان ابن أبي شيبة» (٨٦)، «الصحيحة» (٢٨٨٣) ق.

২৮৬৬। আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ মু'মিনের উদাহরণ হল ক্ষেতের শস্যের মতো যাকে বাতাস সর্বদা আন্দোলিত করতে থাকে। মু'মিন সদাসর্বদাই বিপদগ্রস্ত হতে থাকবে। মুনাফিক্ব হল বট গাছের মতো যা বাতাসে না হেললেও (ঝড়ে) সমূলে উৎপাটিত হয়।

সহীহ ঃ তাখরীজুল ঈমান ইবনু আবী শাইবা (৮৬), সহীহাহ্ (২৮৮৩), বুখারী ও মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ।

٢٨٦٧ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوْسَى الْأَنْصَارِيُّ : حَدَّثَنَا مَعْنٌ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : «إِنَّ مِنَ الشَّجَرِ شَجَرَةً لاَ يَسْقُطُ وَرَقُهَا؛ وَهِيَ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ؛ حَدِّثُوْنِيْ مَا هِيَ؟»، قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ : فَوَقَعَ النَّاسُ فِيْ شَجَرِ الْبَوَادِيْ، وَوَقَعَ فِيْ نَفْسِيْ

أَنَّهَا النَّخْلَةُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ «هِيَ النَّخْلَةُ»، فَاسْتَحْيَيْتُ أَنْ أَقُولَ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : فَحَدَّثْتُ عُمَرَ بِالَّذِيْ وَقَعَ فِيْ نَفْسِيْ، فَقَالَ : لَأَنْ تَكُوْنَ قُلْتَهَا؛ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَكُوْنَ لِيْ كَذَا وَكَذَا.

- صحيح : ق.

২৮৬৭। ইবনু 'উমার (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ গাছসমূহের মধ্যে এমন একটি গাছ আছে যার পাতা কখনো ঝরে না। সেটিই মু'মিনের উদাহরণ। তোমরা আমাকে বল, সেটা কোন্ গাছ? 'আবদুল্লাহ (রাযিঃ) বলেন, সকলেই ধারণা করতে লাগল পাহাড়ী অথবা জংলী গাছ হবে কিন্তু আমার মনে হল সেটা নিশ্চই খেজুর গাছ। অবশেষে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ সেটা খেজুর গাছ। অথচ আমি সেটা বলতে লজ্জা পাচ্ছিলাম (বয়সে ছোট হবার কারণে তা বলিনি)। 'আবদুল্লাহ (রাযিঃ) বলেন, আমি 'উমার (রাযিঃ)-এর নিকট আমার মনের ধারণা প্রকাশ করলাম। তিনি বললেন, তুমি যদি সেই কথাটা বলে দিতে তাহলে সেটা আমার নিকট এত এত সম্পদের চাইতেও অধিক প্রিয় হতো।

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ। আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে।

٨٠ - بَابُ مَثَلِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৮০ ॥ পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের উপমা

٢٨٦٨ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ إِبْرَاهِيْمَ، عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهْرًا بِبَابِ أَحَدِكُمْ، يَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ؛ هَلْ يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَيْءٌ؟»، قَالُوْا : لاَ يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ

شَيْءٌ، قَالَ : «فَذَلِكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ؛ يَمْحُوْ اللّٰهُ بِهِنَّ الْخَطَايَا».

- صحيح : «الإرواء» (١٥) ق.

২৮৬৮। আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা কি মনে কর, যদি তোমাদের মধ্যে কারো বাড়ীর আঙ্গিনায় একটি ঝর্ণা থাকে আর সে প্রতিদিন পাঁচবার তাতে গোসল করে তাহলে তার শরীরে কোন ময়লা থাকতে পারে? তাঁরা বলল, না, কোন ময়লাই থাকবে না। তিনি বললেন ঃ পাঁচ ওয়াক্ত নামাযও ঠিক সে রকমই। আল্লাহ্ তা'আলা এগুলোর সাহায্যে গুনাহসমূহ বিলীন করে দেন।

সহীহ্ ঃ ইরওয়াহ্ (১৫), বুখারী ও মুসলিম।

জাবির (রাযিঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ। উপরোক্ত হাদীসের মতো হাদীস কুতাইবাহ্-বাক্‌র ইবনু মুযার আল-কুরাশী হতে, তিনি ইবনুল হাদ (রাহঃ) হতে এ সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

٨١ - بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ ৮১ ॥ (এই উম্মাতের সূচনা ও সমাপ্তি দু'টোই উত্তম)

٢٨٦٩ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ يَحْيَى الْأَبَحُّ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «مَثَلُ أُمَّتِيْ مَثَلُ الْمَطَرِ؛ لَا يُدْرَى أَوَّلُهُ خَيْرٌ أَمْ آخِرُهُ؟!».

- حسن صحيح : «المشكاة» (٦٢٧٧)، الصحيحة» (٢٢٨٦).

২৮৬৯। আনাস (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ আমার উম্মাত সেই বৃষ্টির মতো যার প্রথম ভাগ না শেষ ভাগ বেশী ভালো তা জানা যায় না।

হাসান সহীহ ঃ মিশকাত (৬২৭৭), সহীহাহ্ (২২৮৬)।

'আম্মার, 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আম্‌র ও ইবনু 'উমার (রাযিঃ) **হতেও** এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি **হাসান** এবং

উপরোক্ত সূত্রে গারীব। 'আবদুর রাহমান ইবনু মাহদী হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি হাম্মাদ ইবনু ইয়াহ্ইয়া আল-আবাহ্কে বিশ্বস্ত বর্ণনাকারী বলে মতামত দিয়েছেন। তিনি বলতেন, ইনি হলেন আমাদের অন্যতম শাইখ (শিক্ষক)।

٨٢ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ مَثَلِ ابْنِ آدَمَ وَأَجَلِهِ وَأَمَلِهِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৮২ ॥ মানুষ এবং তার আয়ু ও কামনা-বাসনার উপমা

٢٨٧١ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى : حَدَّثَنَا مَعْنٌ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : «إِنَّمَا أَجَلُكُمْ فِيْمَا خَلاَ مِنَ الْأُمَمِ؛ كَمَا بَيْنَ صَلاَةِ الْعَصْرِ إِلَى مَغَارِبِ الشَّمْسِ، وَإِنَّمَا مَثَلُكُمْ وَمَثَلُ الْيَهُوْدِ وَالنَّصَارَى؛ كَرَجُلٍ اسْتَعْمَلَ عُمَّالاً، فَقَالَ : مَنْ يَعْمَلُ لِيْ إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ عَلَى قِيْرَاطٍ قِيْرَاطٍ، فَعَمِلَتِ الْيَهُوْدُ عَلَى قِيْرَاطٍ قِيْرَاطٍ، فَقَالَ : مَنْ يَعْمَلُ لِيْ مِنْ نِصْفِ النَّهَارِ إِلَى صَلاَةِ الْعَصْرِ عَلَى قِيْرَاطٍ قِيْرَاطٍ فَعَمِلَتِ النَّصَارَى عَلَى قِيْرَاطٍ قِيْرَاطٍ ثُمَّ أَنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ مِنْ صَلاَةِ الْعَصْرِ إِلَى مَغَارِبِ الشَّمْسِ عَلَى قِيْرَاطَيْنِ قِيْرَاطَيْنِ، فَغَضِبَتِ الْيَهُوْدُ. وَالنَّصَارَى، وَقَالُوْا : نَحْنُ أَكْثَرُ عَمَلاً، وَأَقَلُّ عَطَاءً؟! قَالَ : هَلْ ظَلَمْتُكُمْ مِنْ حَقِّكُمْ شَيْئًا؟ قَالُوْا : لاَ، قَالَ : فَإِنَّهُ فَضْلِيْ، أُوْتِيْهِ مَنْ أَشَاءُ».

- صحيح : «مختصر البخاري» (٣١٢) خ.

২৮৭১। ইবনু 'উমার (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ পূর্ববর্তী উম্মাতগণের তুলনায় তোমাদের আয়ুষ্কাল হল আসরের নামায হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সময়। তোমাদের ও ইয়াহূদী-খ্রীস্টানদের দৃষ্টান্ত এই যে, এক লোক কয়েকজন শ্রমিক নিয়োগ করতে চাইল। সে বলল, এমন কে আছে যে সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত আমার কাজ করে দিবে এক

কীরাতের বিনিময়ে? অতএব ইয়াহূদীরা দুপুর পর্যন্ত এক কীরাতের বিনিময়ে কাজ করল। লোকটি আবার বলল, এমন কে আছে যে দুপুর হতে আসর নামাযের সময় পর্যন্ত এক কীরাতের বিনিময়ে আমার কাজ করে দিবে? এবার নাসারাগণ এক কীরাতের বিনিময়ে কাজ করল। তারপর তোমরা দুই কীরাতের বিনিময়ে আসর নামাযের সময় হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত কাজ করলে। এতে ইয়াহূদী-খ্রীস্টানগণ রাগান্বিত হয়ে বলল, আমরা বেশি কাজ করা সত্বেও পারিশ্রমিক কম পেলাম। তিনি (আল্লাহ্ তা'আলা) বলেন, আমি কি তোমাদের উপর যুলুম করে তোমাদের হক্ব নষ্ট করেছি? তারা বলল, না। তিনি বলেন, এটা আমার অনুগ্রহ, যাকে ইচ্ছা আমি তাকেই তা দান করি।

সহীহ ঃ মুখতাসারুল বুখারী (৩১২), বুখারী।

আবূ 'ঈসা বলেন, হাদীসটি হাসান সহীহ।

٢٨٧٢ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلاَّلُ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ، قَالُوْا : حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّزَّاقِ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «إِنَّمَا النَّاسُ كَإِبِلٍ مِائَةٍ، لاَ يَجِدُ الرَّجُلُ فِيْهَا رَاحِلَةً».

- صحيح : «ابن ماجه» (٣٩٩٠) ق.

২৮৭২। ইবনু 'উমার (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ মানুষের উপমা হল যেমন- একশত উট যার মধ্যে কোন ব্যক্তি একটি সওয়ারীযোগ্য বাহনও পায় না (অর্থাৎ শতকরা একজনও সত্যিকার মানুষ পাওয়া দুষ্কর)।

সহীহ ঃ ইবনু মা-জাহ (৩৯৯০), বুখারী ও মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ।

٢٨٧٣ - حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْمَخْزُوْمِيُّ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ . . . بِهٰذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ؛ وَقَالَ : «لاَ تَجِدُ فِيْهَا

رَاحِلَةً - أَوْ قَالَ : لاَ تَجِدُ فِيْهَا إِلاَّ رَاحِلَةً -».

- صحيح : انظر ما قبله.

২৮৭৩। ইবনু 'উমার (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ মানুষের দৃষ্টান্ত হল এক শত উট, যার মধ্যে তুমি একটি উটও সওয়ারীর উপযুক্ত পাবে না। অথবা তিনি বলেছেন ঃ তুমি এগুলোর মধ্যে একটি ছাড়া আরোহণযোগ্য কোন উট পাবে না।

সহীহ ঃ দেখুন পূর্বের হাদীস।

٢٨٧٤ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا الْمُغِيْرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : «إِنَّمَا مَثَلِيْ وَمَثَلُ أُمَّتِيْ؛ كَمَثَلِ رَجُلٍ اسْتَوْقَدَ نَارًا، فَجَعَلَتِ الذُّبَابُ وَالْفَرَاشُ يَقَعْنَ فِيْهَا، وَأَنَا آخُذُ بِحُجَزِكُمْ؛ وَأَنْتُمْ تَقَحَّمُوْنَ فِيْهَا».

- صحيح : «الضعيفة» تحت الحديث (٣٠٨٢) ق.

২৮৭৪। আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ আমার ও আমার উম্মাতের উদাহরণ হল এমন এক লোক, যে আগুন প্রজ্জলিত করল। তারপর তাতে কীট-পতঙ্গ এসে ঝাঁপিয়ে পড়তে লাগল। আর আমি তোমাদের কোমর ধরে (আগুনে পতিত হওয়া থেকে) বাধা দিচ্ছি, কিন্তু তোমরা তাতে ঝাঁপিয়ে পড়ছো।

সহীহ ঃ যঈফা (৩০৮২) নং হাদীসের অধীনে, বুখারী ও মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ। হাদীসটি একাধিক সূত্রে বর্ণিত আছে।

٤٢ - كِتَابُ ثَوَابِ الْقُرْآنِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ

অধ্যায় ৪২ ঃ কুরআনের ফাযীলাত

١ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ فَضْلِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ

অনুচ্ছেদে ঃ ১ ॥ সূরা আল-ফাতিহার ফাযীলাত

٢٨٧٥ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْعَلَاءِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ خَرَجَ عَلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «يَا أُبَيُّ!»؛ وَهُوَ يُصَلِّيْ، فَالْتَفَتَ أُبَيٌّ، وَلَمْ يُجِبْهُ، وَصَلَّى أُبَيٌّ، فَخَفَّفَ، ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ، فَقَالَ : السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «وَعَلَيْكَ السَّلَامُ، مَا مَنَعَكَ يَا أُبَيُّ! أَنْ تُجِيْبَنِيْ إِذْ دَعَوْتُكَ؟!»، فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! إِنِّيْ كُنْتُ فِيْ الصَّلَاةِ، قَالَ : «أَفَلَمْ تَجِدْ فِيْمَا أَوْحَى اللّٰهُ إِلَيَّ؛ أَنِ ﴿اسْتَجِيْبُوْا لِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيْكُمْ﴾؟!» قَالَ : بَلَى، وَلَا أَعُوْدُ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ، قَالَ : «أَتُحِبُّ أَنْ أُعَلِّمَكَ سُوْرَةً لَمْ يَنْزِلْ فِيْ التَّوْرَاةِ، وَلَا فِيْ الْإِنْجِيْلِ، وَلَا فِيْ الزَّبُوْرِ، وَلَا فِيْ الْفُرْقَانِ مِثْلُهَا؟»، قَالَ : نَعَمْ، يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «كَيْفَ تَقْرَأُ فِيْ الصَّلَاةِ؟»، قَالَ : فَقَرَأَ أُمَّ الْقُرْآنِ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ؛ مَا أُنْزِلَتْ فِيْ التَّوْرَاةِ، وَلَا فِيْ الْإِنْجِيْلِ، وَلَا فِيْ الزَّبُوْرِ، وَلَا فِيْ الْفُرْقَانِ مِثْلُهَا، وَإِنَّهَا سَبْعٌ مِنَ الْمَثَانِيْ، وَالْقُرْآنُ الْعَظِيْمُ الَّذِيْ أُعْطِيْتُهُ».

– صحيح : «صحيح أبي داود» (١٣١٠)، «المشكاة» – ٢١٤٢، (التحقيق الثاني)، «التعليق الرغيب» (٢/٢١٦).

২৮৭৫। আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ উবাই ইবনু কা'ব (রাযিঃ)-এর নিকট গেলেন এবং তাকে ডাকলেন ঃ হে উবাই! উবাই (রাযিঃ) তখন নামাযরত ছিলেন। তিনি তাঁর প্রতি দৃষ্টিপাত করলেন কিন্তু জবাব দিলেন না। তবে তিনি সংক্ষেপে নামায শেষ করে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট গেলেন এবং বললেন ঃ আসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ! রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ ওয়া 'আলাইকাস্ সালাম। হে উবাই! আমি তোমাকে ডাকলে কিসে তোমাকে জবাব দিতে বাধা দিল? তিনি বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি তো নামাযরত ছিলাম। তিনি বললেন ঃ আমার নিকট আল্লাহ তা'আলা যে ওয়াহী প্রেরণ করেছেন, তার মধ্যে তুমি কি এ হুকুম পাওনি "রাসূল যখন তোমাদের এমন কিছুর দিকে ডাকে যা তোমাদেরকে প্রাণবন্ত করে, তখন আল্লাহ তা'আলা ও রাসূলের ডাকে সাড়া দিবে"– (সূরা আল-আনফাল ২৪)? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আর কখনো এরূপ করব না ইন্শাআল্লাহ। তিনি বললেন ঃ তুমি কি চাও যে, আমি এমন একটি সূরা তোমাকে শিখিয়ে দেই যার মত কোন সূরা তাওরাত, ইনজীল, যাবূর এমনকি কুরআনেও অবতীর্ণ হয়নি? তিনি বললেন, হ্যাঁ ইয়া রাসূলুল্লাহ! রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রশ্ন করলেন ঃ তুমি নামাযে কি পাঠ কর? বর্ণনাকারী বলেন ঃ তিনি (উবাই) উম্মুল কুরআন (ফাতিহা) পাঠ করলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ যাঁর হাতে আমার প্রাণ, সেই সত্তার শপথ! এ সূরার মত (মর্যাদা সম্পন্ন) কোন সূরা তাওরাত, ইনজীল, যাবূর, এমনকি কুরআনেও অবতীর্ণ করা হয়নি। আর এটি বারবার পঠিত সাতটি আয়াত সম্বলিত সূরা এবং মহাসম্মানিত কুরআন যা আমাকে দেয়া হয়েছে।

সহীহ ঃ সহীহ আবূ দাউদ (১৩১০), মিশকাত তাহক্বীক্ব সানী (২১৪২), তা'লীকুর রাগীব (২/২১৬)।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ। আনাস ইবনু মালিক (রাযিঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আর তাতে উবাই ইবনু কা'ব-এর স্থলে সাঈদ ইবনু মু'আল্লার নাম উল্লেখ আছে।

٢ - بَابُ مَاجَاءَ فِيْ فَضْلِ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ وَآيَةِ الْكُرْسِيِّ

অনুচ্ছেদ ঃ ২ ॥ সূরা আল-বাক্বারাহ্ ও আয়াতুল কুরসীর ফাযীলাত

٢٨٧٧ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سُهَيْلِ ابْنِ أَبِيْ صَالِحٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : «لاَ تَجْعَلُوْا بُيُوْتَكُمْ مَقَابِرَ، وَإِنَّ الْبَيْتَ الَّذِيْ تُقْرَأُ فِيْهِ الْبَقَرَةُ؛ لاَ يَدْخُلُهُ الشَّيْطَانُ».

- صحيح : «أحكام الجنائز» (٢١٢) م.

২৮৭৭। আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা তোমাদের ঘরসমূহ ক্ববরস্থানে পরিণত করো না। যে ঘরে সূরা আল-বাক্বারাহ্ তিলাওয়াত করা হয় তাতে শাইতান প্রবেশ করে না।

সহীহ ঃ আহকা-মুল জানা-য়িয (২১২), মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ।

٣ - بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ ৩ ॥ (আয়াতুল কুরসীর ফাযীলাত)

٢٨٨٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا أَبُوْ أَحْمَدَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِيْ لَيْلَى، عَنْ أَخِيْهِ عِيسَى، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِيْ لَيْلَى، عَنْ أَبِيْ أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ : أَنَّهُ كَانَتْ لَهُ سَهْوَةٌ فِيْهَا تَمْرٌ، فَكَانَتْ تَجِيءُ الْغُوْلُ، فَتَأْخُذُ مِنْهُ، قَالَ : فَشَكَا ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : «فَاذْهَبْ، فَإِذَا رَأَيْتَهَا؛ فَقُلْ : بِسْمِ اللّٰهِ؛ أَجِيْبِيْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ»، قَالَ : فَأَخَذَهَا، فَحَلَفَتْ أَنْ لاَ تَعُوْدَ، فَأَرْسَلَهَا، فَجَاءَ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ، فَقَالَ

«مَا فَعَلَ أَسِيْرُكَ؟»، قَالَ : حَلَفَتْ أَنْ لاَ تَعُوْدَ، فَقَالَ : «كَذَبَتْ، وَهِيَ مُعَاوِدَةٌ لِلْكَذِبِ»، قَالَ : فَأَخَذَهَا مَرَّةً أُخْرَى، فَحَلَفَتْ أَنْ لاَ تَعُوْدَ، فَأَرْسَلَهَا، فَجَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ : «مَا فَعَلَ أَسِيْرُكَ؟»، قَالَ : حَلَفَتْ أَنْ لاَ تَعُوْدَ، فَقَالَ : «كَذَبَتْ، وَهِيَ مُعَاوِدَةٌ لِلْكَذِبِ»، فَأَخَذَهَا، فَقَالَ : مَا أَنَا بِتَارِكِكِ، حَتَّى أَذْهَبَ بِكِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَتْ : إِنِّيْ ذَاكِرَةٌ لَكَ شَيْئًا؛ آيَةَ الْكُرْسِيِّ؛ اقْرَأْهَا فِيْ بَيْتِكَ؛ فَلاَ يَقْرَبُكَ شَيْطَانٌ، وَلاَ غَيْرُهُ، قَالَ : فَجَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ : «مَا فَعَلَ أَسِيْرُكَ؟»، قَالَ : فَأَخْبَرَهُ بِمَا قَالَتْ، قَالَ : «صَدَقَتْ؛ وَهِيَ كَذُوْبٌ».

– صحيح : «التعليق الرغيب» (٢/٢١٢) م.

২৮৮০। আবূ আইয়ূব আল-আনসারী (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তাঁর খেজুর বাগানে একটি ছোট মাচান ছিল। তিনি তাতে শুকনো খেজুর রাখতেন। রাতে শাইতান জিন এসে মাচান হতে খেজুর নিয়ে যেত। তিনি এ বিষয়ে নাবী ﷺ-এর নিকট নালিশ করলেন। তিনি বললেন ঃ যাও, তুমি যখন এটিকে দেখবে তখন বলবে, বিসমিল্লাহ, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ডাকে তুমি সাড়া দাও। বর্ণনাকারী বলেন, জিন আসতেই তিনি তাকে ধরে ফেললেন। সে তখন কসম করে বলল যে, সে আর কখনও আসবে না। কাজেই তিনি তাকে ছেড়ে দিলেন। তারপর তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আসলে তিনি প্রশ্ন করলেন ঃ তোমার বন্দী কি করেছে? তিনি বললেন, সে শপথ করেছে যে, সে আর কখনও আসবে না। তিনি বললেন ঃ সে মিথ্যা বলেছে এবং সে তো মিথ্যা বলায় অভ্যস্ত। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর তিনি তাকে আবার ধরলেন। এবারও সে শপথ করল যে, সে আর কখনো আসবে না। তিনি তাকে ছেড়ে দিলেন। তারপর তিনি নাবী ﷺ-এর নিকট হাযির হলে তিনি প্রশ্ন করলেন ঃ কি হে! তোমার বন্দীর কি খবর? তিনি বললেন, সে কসম করে বলেছে যে, সে আর আসবে না, (কাজেই আমি তাকে ছেড়ে

দিয়েছি)। তিনি বললেন ঃ সে এবারও মিথ্যা বলেছে, আর সে মিথ্যা বলায় অভ্যস্ত। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি আবারো তাকে ধরে ফেললেন এবং বললেন, আমি তোকে নাবী ﷺ-এর নিকট না নিয়ে ছাড়ছি না। সে বলল, আমি আপনাকে একটি বিষয় স্মরণ করাতে চাই। আপনি আপনার ঘরে আয়াতুল কুরসী পাঠ করবেন। তাহলে শাইতান বা অন্য কিছু এতে প্রবেশ করতে পারবে না। এবার তিনি নাবী ﷺ-এর নিকট হাযির হলে তিনি প্রশ্ন করলেন ঃ তোমার বন্দী কি করেছে? বর্ণনাকারী বলেন, তিনি তাঁকে জিনের কথা ব্যক্ত করলেন। তিনি বললেন ঃ সে মিথ্যাবাদী হলেও এ কথাটা সত্য বলেছে।

সহীহ ঃ তা'লীকুর রাগীব (২/২১২), মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান গারীব। উবাই ইবনু কা'ব (রাযিঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে।

٤ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ آخِرِ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৪ ॥ সূরা আল-বাক্বারার শেষ আয়াতের ফাযীলাত

٢٨٨١ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ : حَدَّثَنَا جَرِيْرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيْدِ، عَنْ مَنْصُوْرِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ يَزِيْدَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ، عَنْ أَبِيْ مَسْعُوْدٍ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «مَنْ قَرَأَ الْآيَتَيْنِ مِنْ آخِرِ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ فِيْ لَيْلَةٍ؛ كَفَتَاهُ».

- صحيح : «صحيح أبي داود» (١٢٦٣)ي.

২৮৮১। আবূ মাস'উদ আল-আনসারী (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি সূরা আল-বাক্বারার শেষ দুই আয়াত রাতের বেলা তিলাওয়াত করবে তা তার জন্য যথেষ্ট হবে।

সহীহ ঃ সহীহ আবূ দাঊদ (১২৬৩)।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ।

٢٨٨٢ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْجَرْمِيِّ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ الْجَرْمِيِّ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : «إِنَّ اللّٰهَ كَتَبَ كِتَابًا قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِأَلْفَيْ عَامٍ، أَنْزَلَ مِنْهُ آيَتَيْنِ، خَتَمَ بِهِمَا سُوْرَةَ الْبَقَرَةِ، وَلاَ يُقْرَآنِ فِيْ دَارٍ ثَلاَثَ لَيَالٍ؛ فَيَقْرَبُهَا شَيْطَانٌ».

– صحيح : «الروض النضير» (٨٨٦)، «التعليق الرغيب» (٢/٢١٩)، «المشكاة» (٢١٤٥).

২৮৮২। নু'মান ইবনু বাশীর (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নাবী ﷺ বলেছেন ঃ আল্লাহ তা'আলা আসমান-যামীন সৃষ্টির দুই হাজার বছর পূর্বে একটি কিতাব লিখেছেন। সেই কিতাব হতে তিনি দু'টি আয়াত নাযিল করছেন। সেই দু'টি আয়াতের মাধ্যমেই সূরা আল-বাক্বারা সমাপ্ত করেছেন। যে ঘরে তিন রাত এ্ দু'টি আয়াত তিলাওয়াত করা হয় শাইতান সেই ঘরের নিকট আসতে পারে না।

সহীহ ঃ রাওযুন নাযীর (৮৮৬), তা'লীকুর রাগীব (২/২১৯), মিশকাত (২১৪৫)।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান গারীব।

٥ – بَابُ مَا جَاءَ فِيْ سُوْرَةِ آلِ عِمْرَانَ

অনুচ্ছেদ ঃ ৫ ॥ সূরা আল-'ইমরানের ফাযীলাত

٢٨٨٣ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ : أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ أَبُوْ عَبْدِ الْمَلِكِ الْعَطَّارِ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنِ الْوَلِيْدِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمٰنِ، أَنَّهُ حَدَّثَهُمْ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ،

عَنْ نَوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : «يَأْتِي الْقُرْآنُ وَأَهْلُهُ الَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ بِهِ فِي الدُّنْيَا؛ تَقْدُمُهُ سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ، وَآلُ عِمْرَانَ»، قَالَ نَوَّاسٌ : وَضَرَبَ لَهُمَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثَلاَثَةَ أَمْثَالٍ مَا نَسِيْتُهُنَّ -بَعْدُ-، قَالَ : «تَأْتِيَانِ كَأَنَّهُمَا غَيَابَتَانِ، وَبَيْنَهُمَا شَرْقٌ، أَوْ كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ سَوْدَاوَانِ، أَوْ كَأَنَّهُمَا ظُلَّةٌ مِنْ طَيْرٍ صَوَافَّ، تُجَادِلاَنِ عَنْ صَاحِبِهِمَا».

- صحيح م : (١٩٧/٢).

২৮৮৩। নাওওয়াস ইবনু সাম'আন (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নাবী ﷺ বলেছেন ঃ ক্বিয়ামাতের দিবসে কুরআন ও কুরআনের ধারক-বাহকগণ যারা দুনিয়াতে তদনুযায়ী 'আমাল করবে এমন ভাবে হাযির হবে যে, সূরা আল-বাক্বারাহ্ ও আল 'ইমরান তাদের আগে আগে থাকবে। নাওওয়াস (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এ সূরা দু'টি আগমনের তিনটি উদাহরণ দিয়েছেন, আমি সেগুলো এখনও ভুলিনি। তিনি বলেন ঃ (১) এ সূরা দু'টি ছায়ার মত আসবে, আর এতদুভয়ের মাঝে থাকবে আলো। (২) অথবা এ দু'টি কালো মেঘ খণ্ডের ন্যায় (৩) অথবা ডানা বিস্তার করে ছায়াদানকারী পাখীর ন্যায় আসবে এবং তাদের সাথীর পক্ষ হয়ে বিতর্ক করবে।

সহীহ ঃ মুসলিম (২/১৯৭)।

বুরাইদাহ্ ও আবূ উমামাহ্ (রাযিঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান এবং এই সূত্রে গারীব। আলিমগণের মতে এ হাদীসের তাৎপর্য এই যে, ক্বিয়ামাতের দিবসে উক্ত সূরা দু'টির সাওয়াব এভাবে এসে হাযির হবে। কোন কোন আলিম এই হাদীস এবং এমন বক্তব্য সম্বলিত অন্যান্য হাদীসের ব্যাখ্যায় এ কথাই বলেছেন। নাওওয়াস ইবনু সাম'আন (রাযিঃ) বর্ণিত হাদীসে নাবী ﷺ বলেছেন ঃ "কুরআন এবং যারা দুনিয়াতে কুরআনের উপর 'আমাল করত তারা হাযির হবে" এ বাক্য দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, 'আমালের সাওয়াবই হাযির হবে।

٢٨٨٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ فِيْ تَفْسِيْرِ حَدِيْثِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ، قَالَ : مَا خَلَقَ اللّٰهُ مِنْ سَمَاءٍ وَلاَ أَرْضٍ؛ أَعْظَمَ مِنْ آيَةِ الْكُرْسِيِّ، قَالَ سُفْيَانُ : لِأَنَّ آيَةَ الْكُرْسِيِّ هُوَ كَلاَمُ اللّٰهِ، وَكَلاَمُ اللّٰهِ أَعْظَمُ مِنْ خَلْقِ اللّٰهِ ؛ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ.

- صحيح : انظر ما قبله.

২৮৮৪। মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈল-হুমাইদী হতে, বর্ণনা করেন যে, ‘আবদুল্লাহ ইবনু মাস‘উদ (রাযিঃ) বর্ণিত হাদীস ঃ “আসমান-যামীনের মধ্যে আয়াতুল কুরসীর চাইতে মহান আর কোন কিছুই আল্লাহ তা‘আলা সৃষ্টি করেননি”, এর ব্যাখ্যায় সুফ্ইয়ান ইবনু ‘উয়াইনাহ্ বলেন, আয়াতুল কুরসী হল আল্লাহ তা‘আলার কালাম, আর আল্লাহ তা‘আলার কালাম তো নিঃসন্দেহে আসমান-যামীনের সকল সৃষ্টির চাইতে মহান।

সহীহ ঃ দেখুন পূর্বের হাদীস।

٦ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ فَضْلِ سُوْرَةِ الْكَهْفِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৬ ॥ সূরা আল-কাহ্ফের ফাযীলাত

٢٨٨٥ - حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ : حَدَّثَنَا أَبُوْ دَاوُدَ : أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِيْ إِسْحَاقَ، قَالَ : سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ يَقُوْلُ : بَيْنَمَا رَجُلٌ يَقْرَأُ سُوْرَةَ الْكَهْفِ؛ إِذْرَأَى دَابَّتَهُ تَرْكُضُ، فَنَظَرَ؛ فَإِذَا مِثْلُ الْغَمَامَةِ- أَوِ السَّحَابَةِ-، فَأَتَى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ؟! فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : «تِلْكَ السَّكِيْنَةُ نَزَلَتْ مَعَ الْقُرْآنِ - أَوْ نَزَلَتْ عَلَى الْقُرْآنِ-».

- صحيح : خ (٥٠١١) م، (١٩٣/٢-١٩٤).

২৮৮৫। আল-বারাআ ইবনু 'আযিব (রাযিঃ) বলেন, একদা এক লোক সূরা আল-কাহ্ফ তিলাওয়াত করছিল। সে লোকটি হঠাৎ দেখতে পেল, তার পশুটি লাফাচ্ছে। সে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে মেঘমালা বা ছায়ার মত কিছু দেখল। লোকটি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট গিয়ে এ ঘটনা বলল। নাবী ﷺ বললেন ঃ এটা হল বিশেষ প্রশান্তি যা কুরআনের সাথে বা কুরআনের উপর অবতীর্ণ হয়েছে।

সহীহ ঃ বুখারী (৫০১১), মুসলিম (২/১৯৩-১৯৪)।

উসাইদ ইবনু হুযাইর (রাযিঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ।

٢٨٨٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : «مَنْ قَرَأَ ثَلاَثَ آيَاتٍ مِنْ أَوَّلِ الْكَهْفِ؛ عُصِمَ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ».

- صحيح : بلفظ : «من حفظ عشر آيات . . »، «الصحيحة» (٥٨٢)، وهو بلفظ الكتاب شاذ : «الضعيفة» (١٣٣٦).

২৮৮৬। আবুদ্ দারদা (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নাবী ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি সূরা আল-কাহ্ফের প্রথম তিনটি আয়াত পাঠ করবে তাকে দাজ্জালের ফিতনা হতে বিপদমুক্ত রাখা হবে।

"মান হাফিযা আশারা আয়াতিন" যে ব্যক্তি দশটি আয়াত মুখস্থ করবে এই শব্দে হাদীসটি সহীহ ঃ সহীহাহ্ (৫৮২), আর এখানে বর্ণিত "মান ক্বারায়া ছালাছা আয়া তিন" শব্দে হাদীসটি শাজ ঃ যঈফাহ্ (১৩৩৬)।

মুহাম্মাদ ইবনু বাশশার-মু'আয ইবনু হিশাম হতে তিনি তার পিতা হতে তিনি আবী ক্বাতাদাহ্ (রহঃ) হতে উপরোক্ত হাদীসের মতই বর্ণনা করেছেন। আবূ 'ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি হাসান সহীহ।

٢٨٩٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَمْرِو بْنِ مَالِكٍ النُّكْرِيُّ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : ضَرَبَ بَعْضُ اَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ خِبَاءَهُ عَلَى قَبْرٍ؛ وَهُوَ لاَ يَحْسِبُ أَنَّهُ قَبْرٌ؛ فَإِذَا فِيْهِ إِنْسَانٌ يَقْرَأُ سُورَةَ ﴿تَبَارَكَ الَّذِيْ بِيَدِهِ الْمُلْكُ﴾، حَتَّى خَتَمَهَا، فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! إِنِّيْ ضَرَبْتُ خِبَائِيْ عَلَى قَبْرٍ؛ وَأَنَا لاَ أَحْسِبُ أَنَّهُ قَبْرٌ، فَإِذَا فِيْهِ إِنْسَانٌ يَقْرَأُ سُوْرَةَ ﴿تبَارَكَ الْمُلْكِ﴾، حَتَّى خَتَمَهَا؟! فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «هِيَ الْمَانِعَةُ، هِيَ الْمُنْجِيَةُ؛ تُنْجِيهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ».

- ضعيف : وإنما يصح منهُ قوله : «هي المانعة» : «الصحيحة» (١١٤٠).

২৮৯০। ইবনু ‘আব্বাস (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ কোন এক সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এক সাহাবী একটি ক্ববরের উপর তার তাঁবু খাটান। তিনি জানতেন না যে, তা একটি কবর। তিনি হঠাৎ বুঝতে পারেন যে, ক্ববরে একটি লোক সূরা আল-মুলক পাঠ করছে। সে তা পাঠ করে সমাপ্ত করলো। তারপর তিনি নাবী ﷺ-এর নিকটে এসে বললেন ঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি একটি ক্ববরের উপর তাঁবু খাটাই। আমি জানতাম না যে, তা ক্ববর। হঠাৎ বুঝতে পারি যে, একটি লোক সূরা আল-মুলক পাঠ করছে এবং তা সমাপ্ত করেছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ এ সূরাটি প্রতিরোধকারী নাজাত দানকারী। এটা কবরের আযাব হতে তিলাওয়াতকারীকে নাজাত দান করে।

যঈফ, “হিয়া আল-মানি‘আতু” উহা প্রতিরোধকারী অংশটুকু সহীহ, সহীহাহ্ (১১৪০)।

আবূ ‘ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি এ সূত্রে হাসান গারীব। এ অনুচ্ছেদে আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে। হুরাইম ইবনু

মিস'আর-ফুযাইল হতে, তিনি লাইস হতে, তিনি তাউস (রাহঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, এ দু'টি সূরায় (আলিফ লাম মীম তানযীল ও সূরা আল-মুল্ক) কুরআনের প্রতিটি সূরার উপর সত্তর গুণ বেশি সাওয়াব আছে।

যঈফ, মাক্বতূ'।

٩ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ فَضْلِ سُوْرَةِ الْمُلْكِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৯ ॥ সূরা আল-মুল্‌কের ফাযীলাত

٢٨٩١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَبَّاسٍ الْجُشَمِيِّ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : «إِنَّ سُوْرَةً مِنَ الْقُرْآنِ ثَلاَثُوْنَ آيَةً؛ شَفَعَتْ لِرَجُلٍ حَتَّى غُفِرَ لَهُ، وَهِيَ سُورَةُ ﴿تَبَارَكَ الَّذِيْ بِيَدِهِ الْمُلْكُ﴾».

- حسن : «التعليق الرغيب» (٢٢٣/٢)، «المشكاة» (٢١٥٣).

২৮৯১। আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নাবী ﷺ বলেছেন ঃ কুরআনের মধ্যে ত্রিশ আয়াত বিশিষ্ট একটি সূরা আছে যেটি কারো পক্ষে সুপারিশ করলে তাকে মাফ করে দেয়া হয়। এ সূরাটি হল তাবারাকাল্লাযী বিয়াদিহিল মুল্‌ক।

হাসান ঃ তা'লীকুর রাগীব (২/২২৩), মিশকাত (২১৫৩)।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান।

٢٨٩٢ - حَدَّثَنَا هُرَيْمُ بْنُ مِسْعَرٍ التِّرْمِذِيُّ : حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ لاَ يَنَامُ حَتَّى يَقْرَأَ ﴿الم. تَنْزِيلُ﴾، و ﴿تَبَارَكَ الَّذِيْ بِيَدِهِ الْمُلْكُ﴾.

- صحيح : «الصحيح» (٥٨٥)، «الروض» (٢٢٧)، «المشكاة» (٢١٥٥- التحقيق الثاني).

২৮৯২। জাবির (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নাবী ﷺ সূরা আলিফ লাম-মীম তান্‌যীল ও সূরা "তাবারাকাল্লাযী বিয়াদিহিল্ মুল্‌ক" না পাঠ করে ঘুমাতেন না।

সহীহ ঃ সহীহাহ্ (৫৮৫), আর-রওয (২২৭), মিশকাত তাহক্বীক্ব সানী (২১৫৫)।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীস লাইস ইবনু আবূ সুলাইম হতে একাধিক বর্ণনাকারী অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। মুগীরাহ্ ইবনু মুসলিম-আবুয যুবাইর হতে, তিনি জাবির (রাযিঃ) হতে, তিনি নাবী ﷺ হতে এই সূত্রে একই রকম বর্ণনা করেছেন। যুহাইর বলেন, আবুয যুবাইরকে আমি প্রশ্ন করলাম, আপনি এ হাদীসটি কি জাবির (রাযিঃ)-কে আলোচনা করতে শুনেছেন? তিনি বলেন, এ হাদীসটি সাফওয়ান বা ইবনু সাফওয়ান আমাকে বর্ণনা করেছেন। আবুয যুবাইর-জাবির (রাযিঃ) সূত্রে এ হাদীসটি বর্ণিত হওয়ার বিষয়টি যেন যুহাইর অস্বীকার করলেন। হান্নাদ-আবুল আহওয়াস হতে, তিনি লাইস হতে, তিনি আবুয যুবাইর হতে, তিনি জাবির (রাযিঃ) হতে, তিনি নাবী ﷺ হতে, এই সূত্রে উপরোক্ত হাদীসের একই রকম বর্ণিনা করেছেন।

١٠ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ إِذَا زُلْزِلَتْ

অনুচ্ছেদ ঃ ১০॥ সূরা আয-যিল্‌যালের ফাযীলাত

٢٨٩٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوْسَى الْحَرَشِيُّ الْبَصْرِيُّ : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ ابْنُ سَلْمِ بْنِ صَالِحٍ الْعِجْلِيُّ : حَدَّثَنَا ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ : «مَنْ قَرَأَ ﴿إِذَا زُلْزِلَتْ﴾؛ عُدِلَتْ لَهُ بِنِصْفِ الْقُرْآنِ، وَمَنْ قَرَأَ ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾؛ عُدِلَتْ لَهُ بِرُبُعِ الْقُرْآنِ، وَمَنْ قَرَأَ ﴿قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ﴾؛ عُدِلَتْ لَهُ بِثُلُثِ الْقُرْآنِ».

- حسن : دون فضل (زلزلت)، انظر الحديث (٢٩٧٠).

২৮৯৩। আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি সূরা "ইযা যুল্‌যিলাত" পাঠ করবে

তাকে অর্ধেক কুরআনের সমান এবং যে ব্যক্তি "কুল ইয়া আইয়্যুহাল কাফিরূন" পাঠ করবে তাকে কুরআনের এক-চতুর্থাংশের সমান এবং যে ব্যক্তি সূরা "কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ" পাঠ করবে তাকে কুরআনের এক-তৃতীয়াংশের সমান সাওয়াব দেয়া হবে।

সূরা ইযাযুল যিলাত-এর ফাযীলাত ব্যতীত হাদীসটি হাসান।

আবূ ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি গারীব। হাসান ইবনু সাল্‌ম-এর সূত্রেই শুধুমাত্র আমরা এ হাদীস জেনেছি। এ অনুচ্ছেদে ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে।

٢٨٩٤ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ : أَخْبَرَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ : أَخْبَرَنَا يَمَانُ بْنُ الْمُغِيْرَةِ الْعَنَزِيُّ : حَدَّثَنَا عَطَاءٌ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : ﴿إِذَا زُلْزِلَتْ﴾ تَعْدِلُ نِصْفَ الْقُرْآنِ، و ﴿قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ﴾ تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ، وَقُلْ ﴿يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾ تَعْدِلُ رُبُعَ الْقُرْآنِ».

- صحيح : دون فضل (زلزلت).

২৮৯৪। ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ সূরা ইযা যুলযিলাতিল আরদু কুরআনের অর্ধেকের সমান, কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ এক-তৃতীয়াংশের সমান এবং কুল ইয়া আইয়্যুহাল কাফিরূন এক-চতুর্থাংশের সমান।

সূরা "ইযাযুল যিলাত"-এর ফাযীলাত ব্যতীত সহীহ।

আবূ ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি গারীব। আমরা শুধুমাত্র ইয়ামান ইবনুল মুগীরার সূত্রেই এ হাদীস জেনেছি।

١١ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ سُوْرَةِ الْإِخْلَاصِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১১ ॥ সূরা আল-ইখলাসের ফাযীলাত

٢٨٩٦ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَا : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ : حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، عَنْ مَنْصُوْرٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يِسَافٍ، عَنْ

رَبِيعِ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ امْرَأَةِ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَقْرَأَ فِيْ لَيْلَةٍ ثُلُثَ الْقُرْآنِ؟! مَنْ قَرَأَ : . . . اللّٰهُ الْوَاحِدُ الصَّمَدُ؛ فَقَدْ قَرَأَ ثُلُثَ الْقُرْآنِ».

- صحيح : «التعليق الرغيب» ٢٢٥/٢٠) م أبي الدرداء.

২৮৯৬। আবূ আইয়ূব (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের কোন ব্যক্তি কি এক রাতে এক-তৃতীয়াংশ কুরআন তিলাওয়াত করতে অপারগ? যে লোক আল্লাহু ওয়াহিদুস্ সামাদ (সূরা আল-ইখলাস) পাঠ করল সে কুরআনের এক-তৃতীয়াংশ পাঠ করল।

সহীহ ঃ তা'লীকুর রাগীব (২/২২৫), মুসলিম, আবূ দারদা হতে।

আবুদ দারদা, আবূ সা'ঈদ, ক্বাতাদাহ্ ইবনুন নু'মান, আবূ হুরাইরাহ্, আনাস, ইবনু 'উমার ও আবূ মাস'ঊদ (রাযি ঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান। এ হাদীসটি যায়িদার রিওয়ায়াতের চাইতে অধিক উত্তমভাবে আর কেউ বর্ণনা করেছেন বলে আমাদের জানা নেই। ইসরাঈল ও ফুযাইল ইবনু 'ইয়ায এটির সমার্থক রিওয়ায়াত করেছেন। শু'বাহ্ প্রমুখ নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীগণ মানসূরের সূত্রে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন কিন্তু এতে তারা গড়মিল করেছেন।

٢٨٩٧ - حَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مَالِكِ ابْنِ أَنَسٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنِ ابْنِ حُنَيْنٍ -مَوْلًى لِآلِ زَيْدِ ابْنِ الْخَطَّابِ؛ أَوْ مَوْلَى زَيْدِ ابْنِ الْخَطَّابِ-، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، قَالَ : أَقْبَلْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، فَسَمِعَ رَجُلاً يَقْرَأُ ﴿قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ. اللّٰهُ الصَّمَدُ﴾، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «وَجَبَتْ»، قُلْتُ : وَمَا وَجَبَتْ؟ قَالَ : «الْجَنَّةُ».

- صحيح : «التعليق» (٢٢٤/٢).

২৮৯৭। আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে আসছিলাম। তখন তিনি এক ব্যক্তিকে "কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ, আল্লাহুস সামাদ" পাঠ করতে শুনলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ ওয়াজিব (অবধারিত) হয়ে গেছে। আমি প্রশ্ন করলাম, কি ওয়াজিব হয়ে গেছে? তিনি বললেন ঃ জান্নাত।

সহীহ ঃ আত্তা'লীক (২/২২৪)।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান গারীব। আমরা এ হাদীস শুধুমাত্র মালিক ইবনু আনাস (রাহঃ)-এর সূত্রে জেনেছি। ইবনু হুনাইন হলেন 'উবাইদ ইবনু হুনাইন।

٢٨٩٩ - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ الدُّورِيُّ : حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ : حَدَّثَنَا سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ».

- صحيح : «ابن ماجه» (٣٧٨٣) م،خ.

২৮৯৯। আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ সূরা 'কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ' কুরআনের এক-তৃতীয়াংশের সমান।

সহীহ ঃ ইবনু মা-জাহ (৩৭৮৩), মুসলিম, বুখারী।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ।

٢٩٠٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ كَيْسَانَ : حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَال : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «احْشُدُوا؛ فَإِنِّي سَأَقْرَأُ عَلَيْكُمْ ثُلُثَ الْقُرْآنِ»، قَالَ، فَحَشَدَ مَنْ حَشَدَ، ثُمَّ خَرَجَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ، فَقَرَأَ ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾، ثُمَّ دَخَلَ، فَقَالَ

بَعْضُنَا لِبَعْضٍ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «فَإِنِّيْ سَأَقْرَأُ عَلَيْكُمْ ثُلُثَ الْقُرْآنِ»؛ إِنِّيْ لَأُرَى هٰذَا خَبَرًا جَاءَ مِنَ السَّمَاءِ؟! ثُمَّ خَرَجَ نَبِيُّ اللّٰهِ ﷺ، فَقَالَ : «إِنِّيْ قُلْتُ : سَأَقْرَأُ عَلَيْكُمْ ثُلُثَ الْقُرْآنِ، أَلاَ وَإِنَّهَا تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ».

– صحيح : «التعليق الرغيب» (٢/٢٢٤)، «صفة الصلاة» (٨٥) خ.

২৯০০। আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ তোমরা একত্র হও, আমি তোমাদেরকে কুরআনের এক-তৃতীয়াংশ তিলাওয়াত করে শুনাব। তিনি (বর্ণনাকারী) বলেন, অতএব যাদের একত্র হওয়ার সুযোগ হয়েছে তারা একত্র হল। আল্লাহর নাবী ﷺ (ঘর হতে) বেরিয়ে এসে কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ (সূরা ঃ আল-ইখলাস) তিলাওয়াত করলেন, তারপর ভেতরে চলে গেলেন। আমরা পরস্পর বলাবলি করতে লাগলাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছিলেন ঃ আমি কুরআনের এক-তৃতীয়াংশ তোমাদের সামনে তিলাওয়াত করব। মনে হয় এ বিষয়ে এখন তাঁর নিকট আসমান হতে খবর এসেছে। তারপর আল্লাহর নাবী ﷺ বেরিয়ে এসে বললেন ঃ আমি বলেছিলাম তোমাদেরকে কুরআনের এক-তৃতীয়াংশ তিলাওয়াত করে শুনাব। জেনে রাখ! এ সূরাটিই কুরআনের এক-তৃতীয়াংশের সমান।

সহীহ ঃ তা'লীকুর রাগীব (২/২২৪), সিফাতুস সালাত (৮৫), বুখারী।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ এবং এ সূত্রে গারীব। আবূ হাযিম আল-আশজাঈর নাম সালমান।

٢٩٠١ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ أَبِيْ أُوَيْسٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ : كَانَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ يَؤُمُّهُمْ فِيْ مَسْجِدِ قُبَاءَ، فَكَانَ كُلَّمَا افْتَتَحَ سُوْرَةً؛ يَقْرَأُ لَهُمْ فِي الصَّلاَةِ، فَقَرَأَ بِهَا؛

افْتَتَحَ بِـ﴿قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ﴾، حَتّٰى يَفْرُغَ مِنْهَا، ثُمَّ يَقْرَأُ بِسُوْرَةٍ أُخْرَى مَعَهَا، وَكَانَ يَصْنَعُ ذٰلِكَ فِيْ كُلِّ رَكْعَةٍ، فَكَلَّمَهُ أَصْحَابُهُ، فَقَالُوْا : إِنَّكَ تَقْرَأُ بِهٰذِهِ السُّوْرَةِ، ثُمَّ لاَ تَرَى أَنَّهَا تُجْزِئُكَ، حَتّٰى تَقْرَأَ بِسُوْرَةٍ أُخْرَى، فَإِمَّا أَنْ تَقْرَأَ بِهَا؛ وَإِمَّا أَنْ تَدَعَهَا، وَتَقْرَأَ بِسُوْرَةٍ أُخْرَى، قَالَ : مَا أَنَا بِتَارِكِهَا، إِنْ أَحْبَبْتُمْ أَنْ أَؤُمَّكُمْ بِهَا؛ فَعَلْتُ، وَإِنْ كَرِهْتُمْ؛ تَرَكْتُكُمْ، وَكَانُوْا يَرَوْنَهُ أَفْضَلَهُمْ، وَكَرِهُوْا أَنْ يَؤُمَّهُمْ غَيْرُهُ، فَلَمَّا أَتَاهُمُ النَّبِيُّ ﷺ؛ أَخْبَرُوْهُ الْخَبَرَ؟ فَقَالَ : «يَا فُلاَنُ! مَا يَمْنَعُكَ مِمَّا يَأْمُرُ بِهِ أَصْحَابُكَ، وَمَا يَحْمِلُكَ أَنْ تَقْرَأَ هٰذِهِ السُّوْرَةَ فِيْ كُلِّ رَكْعَةٍ!»، فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! إِنِّيْ أُحِبُّهَا، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «إِنَّ حُبَّهَا أَدْخَلَكَ الْجَنَّةَ».

– حسن صحيح : «التعليق الرغيب» (٢/٢٤٤)، «صفة الصلاة» (٨٥) : خ تعليقًا.

২৯০১। আনাস ইবনু মালিক (রাযিঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, কুবা মাসজিদে আনসার সম্প্রদায়ের এক লোক তাদের ইমামতি করতেন। তিনি নামাযে সূরা আল-ফাতিহার পর কোন সূরা পাঠ করার ইচ্ছা করলে প্রথমে সূরা 'কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ' পাঠ করতেন এবং এ সূরা শেষ করার পর এর সাথে অন্য সূরা পাঠ করতেন। তিনি প্রতি রাক'আতেই এরূপ করতেন। তার সাথীরা তার সাথে এ ব্যাপারে আলোচনা করে বললেন, আপনি এ সূরাটি পাঠ করার পর মনে করেন যে, এটা বুঝি যথেষ্ট হয়নি, তাই এর সাথে অন্য আরেকটি সূরাও পাঠ করেন। আপনি হয় এ সূরাটিই পাঠ করবেন, না হয় এটা বাদ দিয়ে অন্য কোন সূরা পাঠ করবেন। তিনি বললেন, আমি এ সূরা বাদ দিতে পারব না। যদি তোমাদের পছন্দ হয় তবে আমি এ সূরাসহ ইমামতি করি, আর পছন্দ না হলে ইমামতি ছেড়ে দেই। কিন্তু তাদের দৃষ্টিতে তিনি ছিলেন তাদের মধ্যে সবচাইতে উত্তম ব্যক্তি। তাই

তাকে বাদ দিয়ে অন্য কাউকে ইমাম বানাতে তারা সম্মত হলেন না। পরে নাবী ﷺ তাদের নিকট এলে তারা বিষয়টি তাঁকে জানালেন। তিনি বললেন ঃ হে অমুক! তোমার সাথীরা তোমাকে যে নির্দেশ দিচ্ছে তা পালন করতে তোমাকে কিসে বাধা দিচ্ছে? আর তোমাকে প্রতি রাক্‌আতে এ সূরা পাঠ করতে কিসে উদ্বুদ্ধ করছে? তিনি বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি এটি খুব ভালোবাসি। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ এর প্রতি তোমার ভালোবাসাই তোমাকে জান্নাতে নিয়ে যাবে।

হাসান সহীহ ঃ তা'লীকুর রাগীব (২/২৪৪), সিফাতুস সালাত (৮৫), বুখারী মু'আল্লাক হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ এবং উবাইদুল্লাহ ইবনু 'উমার-সাবিত আল-বুনানী সূত্রে বর্ণিত হাদীস হিসেবে গারীব। মুবারাক ইবনু ফাযালা-সাবিত আল-বুনানী হতে আনাস (রাযিঃ) এর বরাতে বর্ণনা করেছেন যে, "একজন লোক বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমি 'কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ' সূরাটিকে ভালোবাসি। তিনি বললেন ঃ তোমার এই ভালোবাসাই তোমাকে জান্নাতে নিয়ে যাবে"। **পূর্বের হাদীসের সহায়তায় সহীহ।**

١٢ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُعَوِّذَتَيْنِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১২ ॥ মুআব্বিযাতাইনের (সূরা আল-ফালাক্ব ও সূরা আন-নাস) ফাযীলাত

٢٩٠٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ : أَخْبَرَنِي قَيْسُ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : «قَدْ أَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَيَّ آيَاتٍ لَمْ يُرَ مِثْلُهُنَّ : ﴿قُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾ - إِلَى آخِرِ السُّوْرَةِ -، وَ ﴿قُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ﴾ - إِلَى آخِرِ السُّورَةِ -».

- صحيح : م (٢/٢٠٠).

২৯০২। 'উক্ববাহ্ ইবনু 'আমির আল-জুহানী (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, নাবী ﷺ বলেছেন ঃ আল্লাহ তা'আলা আমার উপর এমন কতগুলো আয়াত অবতীর্ণ করেছেন যার কোন তুলনা হয় না ঃ "কুল আ'উযু বিরব্বিন নাস....." শেষ পর্যন্ত এবং "কুল আ'উযু বিরব্বিল ফালাক্ব" হতে সূরার শেষ পর্যন্ত।

সহীহ ঃ মুসলিম (২/২০০)।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ। আবূ হাযিমকে আবূ কাইস বলা হয়। তার নাম 'আবদ 'আওফ। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দেখেছেন এবং তার নিকট হতে হাদীসও বর্ণনা করেছেন।

٢٩٠٣ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ، عَنْ يَزِيْدَ بْنِ أَبِيْ حَبِيْبٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبَاحٍ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ : أَمَرَنِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَنْ أَقْرَأَ بِالْمُعَوِّذَتَيْنِ فِيْ دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ.

- صحيح : «الصحيحة» (١٥١٤)، «صحيح أبي داود» (١٣٦٣)، «التعليق على ابن خزيمة» (٧٥٥).

২৯০৩। 'উক্ববাহ্ ইবনু 'আমির (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে প্রতি ওয়াক্ত নামাযের পর সূরা আন্-নাস ও সূরা আল-ফালাক্ব পাঠের আদেশ করেছেন।

সহীহ ঃ সহীহাহ্ (১৫১৪), সহীহ আবূ দাঊদ (১৩৬৩), তা'লীক আলা ইবনে খুযাইমাহ্ (৭৫৫)।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান গারীব।

١٣ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ فَضْلِ قَارِئِ الْقُرْآنِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৩ ॥ কুরআন তিলাওয়াতকারীর মর্যাদা

٢٩٠٤ - حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ : حَدَّثَنَا أَبُوْ دَاوُدَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، وَهِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ

عَائِشَةَ، قَالَتْ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «الَّذِيْ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ؛ وَهُوَ مَاهِرٌ بِهِ؛ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ، وَالَّذِيْ يَقْرَؤُهُ - قَالَ هِشَامٌ : وَهُوَ شَدِيْدٌ عَلَيْهِ؛ قَالَ شُعْبَةُ -؛ وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌّ؛ فَلَهُ أَجْرَانِ».

- صحيح : «صحيح أبي داود» (١٣٠٧) ق.

২৯০৪। 'আয়িশাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ কুরআন পাঠে দক্ষ ব্যক্তি (আখিরাতে) সম্মানিত নেককার লিপিকর ফেরেশতাদের সাথে থাকবে। আর যে ব্যক্তি উহা পাঠ করে এবং এটা তার পক্ষে (হিশামের বর্ণনায়) খুবই কঠিন ও (শু'বাহ্র বর্ণনায়) কষ্টকর, সে দু'টি পুরস্কার পাবে।

সহীহ ঃ সহীহ আবূ দাউদ (১৩০৭), বুখারী ও মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ।

١٥ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ تَعْلِيْمِ الْقُرْآنِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৫ ॥ কুরআন শিক্ষার ফাযীলাত

٢٩٠٧ - حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ : حَدَّثَنَا أَبُوْ دَاوُدَ أَنْبَأَنَا : شُعْبَةُ : أَخْبَرَنِيْ عَلْقَمَةُ بْنُ مَرْثَدٍ، قَالَ : سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ عُبَيْدَةَ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِيْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : «خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ».

- صحيح : «ابن ماجه» (٢١١) خ.

২৯০৭। 'উসমান ইবনু 'আফফান (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ সে লোকই তোমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ যে কুরআন শিক্ষা করে এবং অন্যকে তা শিক্ষা দেয়।

সহীহ ঃ ইবনু মা-জাহ (২১১), বুখারী।

'আবদুর রাহমান বলেন, এ হাদীসই আমাকে এ স্থানে বসিয়ে রেখেছে। তিনি 'উসমান (রাযিঃ)-এর যুগ হতে হাজ্জাজ ইবনু ইউসুফের যুগ পর্যন্ত কুরআন শিক্ষা দিয়েছেন।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ।

٢٩٠٨ - حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْـلاَنَ : حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ السَّرِيِّ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ أَبِيْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ السُّلَمِيِّ، عَنْ عُثْمَانَ ابْنِ عَفَّانَ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «خَيْـرُكُمْ - أَوْ أَفْضَلُكُمْ - : مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ».

- صحيح : انظر ما قبله.

২৯০৮। 'উসমান (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ সে লোকই তোমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বা উত্তম যে নিজে কুরআন শিখে এবং তা অন্যকে শিখায়।

সহীহ ঃ দেখুন পূর্বের হাদীস।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ। 'আবদুর রাহমান ইবনু মাহ্‌দী প্রমুখ সুফ্ইয়ান সাওরী হতে, তিনি 'আলক্বামাহ্ ইবনু মারসাদ হতে, তিনি আবূ 'আবদুর রাহমান হতে, তিনি 'উসমান (রাযিঃ) হতে, তিনি নাবী ﷺ হতে এই সূত্রে এক রকমই বর্ণনা করেছেন। সুফ্ইয়ান উক্ত হাদীসের সনদে সা'দ ইবনু 'উবাইদার উল্লেখ করেননি। ইয়াহ্ইয়া ইবনু সা'ঈদ আল-কাত্তান এ হাদীস সুফ্ইয়ান ও শু'বাহ্ হতে, তিনি 'আলকামাহ্ হতে, তিনি ইবনু মারসাদ হতে, তিনি সা'দ ইবনু 'উবাইদাহ্ হতে, তিনি আবূ 'আবদুর রাহমান হতে, তিনি 'উসমান (রাযিঃ) হতে, তিনি নাবী ﷺ হতে এই সূত্রে বর্ণনা করেছেন। ইয়াহ্ইয়া ইবনু সা'ঈদ-সুফ্ইয়ান ও শু'বাহ্‌র সূত্রে মুহাম্মাদ ইবনু বাশ্‌শার উক্ত হাদীস আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন। মুহাম্মাদ ইবনু বাশ্‌শার বলেন, ইয়াহ্ইয়া ইবনু সা'ঈদ উক্ত হাদীস সুফ্ইয়ান ও শু'বাহ্-একাধিকবার 'আলক্বামাহ্ ইবনু মারসাদের সূত্রে-সা'দ ইবনু

'উবাইদাহ্ হতে, তিনি আবূ 'আবদুর রাহমান হতে, তিনি 'উসমান (রাযিঃ) হতে, তিনি নাবী ﷺ হতে এই সূত্রে একই রকম বর্ণনা করেছেন। মুহাম্মাদ ইবনু বাশ্শার বলেন, সুফ্ইয়ানের শাগরিদগণ এর সনদে "সুফ্ইয়ান-সা'দ ইবনু 'উবাইদাহ্ হতে" এভাবে উল্লেখ করেননি এবং এটাই সহীহ। আবূ 'ঈসা বলেন, শু'বাহ্ এ হাদীসের সনদে সা'দ ইবনু 'উবাইদাহ্‌র নাম অতিরিক্ত উল্লেখ করেছেন। সুফ্ইয়ানের রিওয়ায়াতই যেন অধিক সহীহ। 'আলী ইবনু 'আবদুল্লাহ বলেন, ইয়াহ্ইয়া ইবনু সা'ঈদ বলেছেন, আমার মতে শু'বাহ্‌র সমতুল্য কেউ নেই। কোন রিওয়ায়াতের বেলায় সুফ্ইয়ানের সাথে তার মতের অমিল হলে সেই ক্ষেত্রে আমি সুফ্ইয়ানের বক্তব্য গ্রহণ করি। আবূ 'ঈসা বলেন, আমি আবূ 'আম্মারকে ওয়াকীর সূত্রে উল্লেখ করতে শুনেছি, তিনি বলেন, শু'বাহ্ বলেছেন, সুফ্ইয়ান আমার চাইতে অনেক বেশী স্মৃতিশক্তির অধিকারী। সুফ্ইয়ান কারো বরাতে আমার নিকট কিছু বর্ণনা করলে আমি সেই প্রসঙ্গে উক্ত ব্যক্তিকে প্রশ্ন করলে তিনি হুবহু তাই বলেন যা সুফ্ইয়ান আমাকে বলেছেন। এ অনুচ্ছেদে 'আলী ও সা'দ (রাযিঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে।

٢٩٠٩ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِيْ طَالِبٍ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ».

- صحيح بما قبله.

২৯০৯। 'আলী (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ সে লোকই তোমাদের মধ্যে উত্তম যে কুরআন শিক্ষা করে এবং তা অন্যকে শিখায়।

পূর্বের হাদীসের সহায়তায় সহীহ।

আবূ 'ঈসা বলেন, আমরা এ হাদীস শুধু 'আবদুর রাহমান ইবনু ইসহাকের রিওয়ায়াত হিসেবে 'আলী (রাযিঃ) হতে নাবী ﷺ সূত্রে জেনেছি।

١٦ - بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنَ الْقُرْآنِ مَالَهُ مِنَ الأَجْرِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৬ ॥ কুরআনের একটি অক্ষরও পাঠকারী ব্যক্তির সাওয়াব প্রসঙ্গে

٢٩١٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ : حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوْسَى، قَالَ : سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ كَعْبٍ الْقُرَظِيَّ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ مَسْعُوْدٍ يَقُوْلُ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللّٰهِ؛ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ، وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، لاَ أَقُوْلُ : الم حَرْفٌ، وَلَكِنْ أَلِفٌ حَرْفٌ، وَلاَمٌ حَرْفٌ، وَمِيْمٌ حَرْفٌ».

- صحيح : «تخريج الطحاوية» (١٣٩)، «المشكاة» (٢١٣٧).

২৯১০। ‘আবদুল্লাহ ইবনু মাস‘উদ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ আল্লাহ তা‘আলার কিতাবের একটি হরফ যে ব্যক্তি পাঠ করবে তার জন্য এর সাওয়াব আছে। আর সাওয়াব হয় তার দশ গুণ হিসেবে। আমি বলি না যে, ‘আলিফ-লাম-মীম’ একটি হরফ, বরং আলিফ একটি হরফ, লাম একটি হরফ এবং মীম একটি হরফ।

সহীহ ঃ তাখরীজুত্ তাহাবীয়াহ (১৩৯), মিশকাত (২১৩৭)।

ইবনু মাস‘উদ (রাযিঃ) হতে উপরোক্ত সনদ সূত্র ব্যতীত অন্য সূত্রেও এই হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীস আবুল আহ্ওয়াস (রাহঃ) ইবনু মাস‘উদ (রাযিঃ) হতে বর্ণনা করেছেন। তাদের কিছু বর্ণনাকারী এটিকে মারফূ‘ হাদীস হিসেবে এবং কিছু বর্ণনাকারী মাওকূফ হাদীস হিসেবে অর্থাৎ ইবনু মাস‘উদ (রাযিঃ)-এর বক্তব্য হিসেবে বর্ণনা করেছেন। আবূ ‘ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ এবং উক্ত সনদে গারীব। আমি কুতাইবা ইবনু সা‘ঈদকে বলতে শুনেছি, আমি অবগত হয়েছি যে, মুহাম্মাদ ইবনু কা‘ব আল-কুরাযী (রাহঃ) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জীবদ্দশায় জন্মগ্রহণ করেন। মুহাম্মাদ ইবনু কা‘ব আল-কুরাযী (রাহঃ)-এর উপনাম আবূ হামযা।

١٨ - بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৮ ॥ (কুরআন পাঠকারীর অবস্থান)

٢٩١٤ - حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ : حَدَّثَنَا أَبُوْ دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ، وَأَبُوْ نُعَيْمٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِيْ النَّجُوْدِ، عَنْ زِرٍّ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : «يُقَالُ لِصَاحِبِ الْقُرْآنِ : اقْرَأْ، وَارْتَقِ، وَرَتِّلْ؛ كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلُ فِيْ الدُّنْيَا؛ فَإِنَّ مَنْزِلَتَكَ عِنْدَ آخِرِ آيَةٍ تَقْرَأُ بِهَا».

- حسن صحيح : «المشكاة» (٢١٣٤)، «التعليق الرغيب» (٢/٢٠٨)، «صحيح أبي داود» (١٣١٧)، «الصحيحة» (٢٢٤٠).

২৯১৪। ‘আবদুল্লাহ ইবনু ‘আম্‌র (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নাবী ﷺ বলেছেন ঃ (ক্বিয়ামাতের দিন) কুরআনের বাহককে বলা হবে, পাঠ করতে থাক ও উপরে আরোহণ করতে থাক এবং দুনিয়াতে যেভাবে ধীরে সুস্থে পাঠ করতে ঠিক সেরূপে ধীরে সুস্থে পাঠ করতে থাক। যে আয়াতে তোমার পাঠ সমাপ্ত হবে সেখানেই তোমার স্থান।

হাসান সহীহ ঃ মিশকাত (২১৩৪), তা’লীকুর রাগীব (২/২০৮), সহীহ আবূ দাঊদ (১৩১৭), সহীহাহ্ (২২৪০)।

٢٩١٥ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ : أَخْبَرَنَا شعبَةُ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : يَجِيْءُ الْقُرْآنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيَقُوْلُ : يَا رَبِّ! حَلِّهِ، فَيُلْبَسُ تَاجَ الْكَرَامَةِ، ثُمَّ يَقُوْلُ : يَا رَبِّ! زِدْهُ، فَيُلْبَسُ حُلَّةَ الْكَرَامَةِ، ثُمَّ يَقُوْلُ : يَا رَبِّ! ارْضَ عَنْهُ، فَيَرْضَى عَنْهُ، فَيُقَالُ لَهُ : اقْرَأْ، وَارْقَ، وَتُزَادُ بِكُلِّ آيَةٍ حَسَنَةً».

- حسن : «التعليق الرغيب» (٢/٢٠٧).

২৯১৫। আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নাবী ﷺ বলেছেন ঃ কুরআন ক্বিয়ামাত দিবসে হাযির হয়ে বলবে, হে আমার প্রভু! একে (কুরআনের বাহককে) অলংকার পরিয়ে দিন। তারপর তাকে সম্মান ও মর্যাদার মুকুট পরানো হবে। সে আবার বলবে, হে আমার প্রভু! তাকে আরো পোশাক দিন। সুতরাং তাকে মর্যাদার পোশাক পরানো হবে। সে আবার বলবে, হে আমার প্রভু! তার প্রতি সন্তুষ্ট হোন। কাজেই তিনি তার উপর সন্তুষ্ট হবেন। তারপর তাকে বলা হবে, তুমি এক এক আয়াত পাঠ করতে থাক এবং উপরের দিকে উঠতে থাক। এমনিভাবে প্রতি আয়াতের বিনিময়ে তার একটি করে সাওয়াব (মর্যাদা) বাড়ানো হবে।

হাসান ঃ তা'লীকুর রাগীব (২/২০৭)।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ। মুহাম্মাদ ইবনু বাশশার-মুহাম্মাদ ইবনু জা'ফার হতে, তিনি শু'বাহ্ হতে, তিনি আসিম ইবনু বাহদালা হতে, তিনি আবূ সালিহ হতে, তিনি আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) হতে উপরোক্ত হাদীসের সমার্থবোধক হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি এটি এ সূত্রে মারফূরূপে বর্ণনা করেননি। আবূ 'ঈসা বলেন, 'আবদুস সামাদ হতে শু'বাহ্ (রাহঃ) সূত্রে বর্ণিত হাদীসের তুলনায় এটিই আমাদের মতে অনেক বেশী সহীহ। বুনদার 'আবদুর রাহমান ইবনু মাহ্দী হতে, তিনি সুফ্ইয়ান হতে, তিনি আসিমের সূত্রে উপরে বর্ণিত হাদীসের মতই বর্ণনা করেছেন।

٢٠ - بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ ২০ ॥ (কুরআনকে ভিক্ষার উপায় বানানো নিষেধ)

٢٩١٧ - حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ : حَدَّثَنَا أَبُوْ أَحْمَدَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ خَيْثَمَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ : أَنَّهُ مَرَّ عَلَى قَاصٍّ يَقْرَأُ، ثُمَّ سَأَلَ، فَاسْتَرْجَعَ، ثُمَّ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : «مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ؛ فَلْيَسْأَلِ اللّٰهَ بِهِ؛ فَإِنَّهُ سَيَجِيْءُ أَقْوَامٌ؛ يَقْرَءُوْنَ الْقُرْآنَ؛ يَسْأَلُوْنَ بِهِ النَّاسَ».

- حسن : «الصحيحة» (٢٥٧).

২৯১৭। 'ইমরান ইবনু হুসাইন (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একদা তিনি জনৈক কুরআন তিলাওয়াতকারীর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। লোকটি তখন কুরআন পাঠ করতে করতে (মানুষের নিকট) ভিক্ষা করছিল। তিনি "ইন্না লিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজি'উন" পাঠ করে বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি ঃ কুরআন তিলাওয়াতকারী ব্যক্তি যেন এর দ্বারা শুধু আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রার্থনা করে। কেননা অচিরেই এমন এক সম্প্রদায়ের আবির্ভাব ঘটবে যারা কুরআন পাঠের মাধ্যমে মানুষের নিকট ভিক্ষা করবে।

হাসান ঃ সহীহাহ্ (২৫৭)।

মাহ্‌মুদ (রাহঃ) বলেন, এই খাইসামা আল-বাসরী যার নিকট হতে জাবির আল-জুফী হাদীস বর্ণনা করেছেন ইনি খাইসামা ইবনু 'আবদুর রাহমান নন। এই খাইসামা হলেন বাসরার শাইখ এবং তার উপনাম আবূ নাসর। তিনি আনাস (রাযিঃ) হতে কিছু হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন। জাবির আল-জুফী এই খাইসামা হতেও হাদীস বর্ণনা করেছেন। আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান। এটির সানাদ তেমন শক্তিশালী নয়।

٢٩١٩ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ بَحِيرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : «الْجَاهِرُ بِالْقُرْآنِ؛ كَالْجَاهِرِ بِالصَّدَقَةِ، وَالْمُسِرُّ بِالْقُرْآنِ؛ كَالْمُسِرِّ بِالصَّدَقَةِ».

- صحيح : «المشكاة» (٢٢٠٢- التحقيق الثاني)، «صحيح أبي داود» (١٢٠٤).

২৯১৯। 'উক্ববাহ্ ইবনু 'আমির (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি ঃ প্রকাশ্যে কুরআন পাঠকারী প্রকাশ্যে দান-খাইরাতকারীর সমতুল্য এবং গোপনে কুরআন পাঠকারী গোপনে দান-খাইরাতকারীর সমতুল্য।

সহীহ ঃ মিশকাত তাহক্বীক্ব সানী (২২০২), সহীহ আবূ দাউদ (১২০৪)।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান গারীব। এ হাদীসের অর্থ হল গোপনে কুরআন পাঠকারীই প্রকাশ্যে পাঠকারীর চাইতে উত্তম। কেননা আলিমদের মতে প্রকাশ্যে (ঐচ্ছিক) দান-খাইরাতের তুলনায় গোপনে দান করা উত্তম। বিশেষজ্ঞ আলিমগণের মতে, হাদীসের তাৎপর্য এই যে, পাঠক যেন অহংকার হতে বেঁচে থাকে। আর যে 'আমাল গোপনে করা হয়, তাতে অহংকারের ততটা আশংকা থাকে না যতটা থাকে প্রকাশ্যে 'আমাল করার মধ্যে।

٢١ - بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ ২১ ॥ (রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘুমানোর পূর্বে যেসব সূরা পাঠ করতেন)

٢٩٢٠ - حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي لُبَابَةَ، قَالَ : قَالَتْ عَائِشَةُ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لاَ يَنَامُ عَلَى فِرَاشِهِ، حَتَّى يَقْرَأَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، وَالزُّمَرَ.

- صحيح : «الصحيحة» (٦٤١).

২৯২০। 'আয়িশাহ্ (রাযিঃ) বলেন, সূরা বানী ইসরাঈল ও সূরা আয্-যুমার তিলাওয়াত না করা পর্যন্ত নাবী ﷺ ঘুমাতেন না।

সহীহ ঃ সহীহাহ্ (৬৪১)।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান গরীব। আবূ লুবাবা একজন বাসরার শাইখ। হাম্মাদ ইবনু যাইদ তার সূত্রে একাধিক হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন। তার নাম মারওয়ান বলে কথিত। মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈল উক্ত কথাটি তার কিতাবুত্ তারীখ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।

٢٩٢١ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ : أَخْبَرَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيْدِ، عَنْ بَحِيْرِ ابْنِ سَعْدٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِي بِلاَلٍ، عَنْ عِرْبَاضِ

ابْنِ سَارِيَةَ، أَنَّهُ حَدَّثَهُ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ الْمُسَبِّحَاتِ قَبْلَ أَنْ يَرْقُدَ، وَيَقُوْلُ : «إِنَّ فِيْهِنَّ آيَةً؛ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ آيَةٍ».

- ضعيف الإسناد : «التعليق الرغيب» (١/ ٢١٠).

২৯২১। ইরবায ইবনু সারিয়া (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘুমানোর পূর্বে মুসাব্বিহাত সূরাসমূহ পাঠ করতেন এবং বলতেন ঃ এ আয়াতসমূহের মধ্যে এমন একটি আয়াত আছে, যা হাজার আয়াতের চাইতেও উত্তম।

সানাদ দুর্বল ঃ তা'লীকুর রাগীব (১/২১০)।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান গারীব।

٢٣ - بَابُ مَا جَاءَ كَيْفَ كَانَ قِرَاءَةُ النَّبِيِّ ﷺ

অনুচ্ছেদ ঃ ২৩ ॥ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কি্বরাআত কিরূপ ছিল

٢٩٢٤ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِيْ قَيْسٍ -هُوَ رَجُلٌ بَصْرِيٌّ-، قَالَ : سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ وِتْرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ : كَيْفَ كَانَ يُوْتِرُ؛ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ، أَوْ مِنْ آخِرِهِ؟ فَقَالَتْ : كُلَّ ذَلِكَ قَدْ كَانَ يَصْنَعُ؛ رُبَّمَا أَوْتَرَ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ، وَرُبَّمَا أَوْتَرَ مِنْ آخِرِهِ، فَقُلْتُ : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِيْ جَعَلَ فِيْ الْأَمْرِ سَعَةً، فَقُلْتُ : كَيْفَ كَانَتْ قِرَاءَتُهُ؛ أَكَانَ يُسِرُّ بِالْقِرَاءَةِ، أَمْ يَجْهَرُ؟ قَالَتْ : كُلَّ ذَلِكَ قَدْ كَانَ يَفْعَلُ؛ قَدْ كَانَ رُبَّمَا أَسَرَّ، وَرُبَّمَا جَهَرَ، قَالَ : فَقُلْتُ : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِيْ جَعَلَ فِيْ الْأَمْرِ سَعَةً، قُلْتُ : فَكَيْفَ كَانَ يَصْنَعُ فِيْ الْجَنَابَةِ؛ أَكَانَ يَغْتَسِلُ قَبْلَ أَنْ يَنَامَ، أَوْ يَنَامُ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ؟ قَالَتْ : كُلَّ ذَلِكَ قَدْ كَانَ يَفْعَلُ؛ فَرُبَّمَا

اغْتَسَلَ فَنَامَ، وَرُبَّمَا تَوَضَّأَ فَنَامَ، قُلْتُ : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِيْ جَعَلَ فِي الْأَمْرِ سَعَةً.

- صحيح : «صحيح أبي داود» (٢٢٢، ١٢٩١) م، خ قضية الوتر فقط بأتم منه.

২৯২৪। 'আবদুল্লাহ ইবনু আবূ ক্বাইস (রাহঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বিত্‌রের নামায বিষয়ে 'আয়িশাহ্ (রাযিঃ)-কে প্রশ্ন করলাম যে, তিনি কি রাতের প্রথম ভাগে বিতর আদায় করতেন না শেষ ভাগে? তিনি বললেন, তিনি দুই সময়েই তা আদায় করতেন। তিনি কখনো তা রাতের প্রথম ভাগে আদায় করে নিতেন আবার কখনো শেষ রাতে আদায় করতেন। আমি বললাম, আলহামদু লিল্লাহ্, সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহ্‌র যিনি এ ব্যাপারে ব্যাপক সুবিধাজনক ব্যবস্থা রেখেছেন। আমি আবার প্রশ্ন করলাম, তাঁর ক্বিরাআত পাঠ কেমন ছিল? তিনি কি তা চুপি চুপি পড়তেন না সশব্দে পড়তেন? তিনি বললেন, উভয়ভাবেই পড়তেন। কখনো তিনি তা চুপি চুপি পড়তেন, আবার কখনো সশব্দে পড়তেন। আমি বললাম, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্ তা'আলার যিনি এ ব্যাপারে প্রশস্ততর ব্যবস্থা রেখেছেন। আমি আবার প্রশ্ন করলাম, তিনি জানাবাতের (স্ত্রীসহবাস জনিত গোসল) ব্যাপারে কি করতেন? তিনি কি ঘুমিয়ে যাওয়ার পূর্বেই গোসল সারতেন না গোসলের পূর্বেই ঘুমিয়ে যেতেন? তিনি বললেন, তিনি দু'টোই করতেন। তিনি কখনো গোসলের পর ঘুমাতেন আবার কখনো ওযূ করে ঘুমিয়ে যেতেন (জাগ্রত হওয়ার পর গোসল করতেন)। আমি বললাম, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্ তা'আলার যিনি এ ব্যাপারেও প্রশস্ততর ব্যবস্থা রেখেছেন।

সহীহ ঃ সহীহ আবূ দাঊদ (২২২, ১২৯১), মুসলিম, বুখারী শুধু বিত্‌র সংক্রান্ত বিষয় আরো পূর্ণভাবে বর্ণিত হয়েছে।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি উপরোক্ত সূত্রে হাসান গারীব।

٢٤ - بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ ২৪ ॥ (হাজীদের নিকটে নাবী ﷺ নিজেকে পেশ করতেন)

٢٩٢٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ : أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ : حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَعْرِضُ نَفْسَهُ بِالْمَوْقِفِ، فَقَالَ : «أَلاَ رَجُلٌ يَحْمِلُنِي إِلَى قَوْمِهِ؛ فَإِنَّ قُرَيْشًا قَدْ مَنَعُونِي أَنْ أُبَلِّغَ كَلاَمَ رَبِّي؟!».

• صحيح : «ابن ماجه» (٢٠١).

২৯২৫। জাবির ইবনু ‘আবদুল্লাহ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নাবী ﷺ হাজ্জের মৌসুমে নিজেকে বিভিন্ন গোত্রের সামনে পেশ করে বলতেন ঃ এমন কোন লোক নেই কি যে আমাকে তার সম্প্রদায়ের নিকট নিয়ে যেতে পারে? কেননা কুরাইশগণ আমাকে আমার প্রভুর বাণী প্রচার করতে বাধা দিচ্ছে।

সহীহ ঃ ইবনু মা-জাহ (২০১)।

আবূ ‘ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গারীব সহীহ।

٤٣ - كِتَابُ الْقِرَاءَاتِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ

অধ্যায় ৪৩ ঃ ক্বিরাআত

١ - بَابٌ فِيْ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১ ॥ সূরা ফাতিহা পাঠের নিয়ম

٢٩٢٧ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ : أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ الْأُمَوِيُّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِيْ مُلَيْكَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُقَطِّعُ قِرَاءَتَهُ يَقُوْلُ : ﴿الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ﴾، ثُمَّ يَقِفُ : ﴿الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ﴾، ثُمَّ يَقِفُ، وَكَانَ يَقْرَؤُهَا : ﴿مَلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ﴾.

- صحيح : «الإرواء» (٣٤٣)، «المشكاة» (٢٢٠٥)، «صفة الصلاة»، «مختصر الشمائل» (٢٧٠).

২৯২৭। উম্মু সালামাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রতিটি শব্দ আলাদা আলাদাভাবে উচ্চারণ করে ক্বিরাআত পাঠ করতেন। তিনি পাঠ করতেন "আলহামদু লিল্লাহি রব্বিল 'আলামীন", তারপর বিরতি দিতেন; তারপর পাঠ করতেন ঃ "আর-রাহমানির রাহীম", তারপর বিরতি দিয়ে আবার পাঠ করতেন ঃ "মালিকি ইয়াওমিদ্দীন"।

সহীহ ঃ ইরওয়াহ্ (৩৪৩), মিশকাত (২২০৫), সিফাতুস সালাত, মুখতাসার শামা-য়িল (২৭০)।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গারীব। আবূ উবাইদও "মালিকি ইয়াওমিদ্দীন" (মালিকি-এর মীমে আলিফবিহীন) পাঠ করতেন এবং তিনি এ কিরা'আতই গ্রহণ করেছেন। ইয়াহ্ইয়া ইবনু সা'ঈদ আল-উমাবী প্রমুখ ইবনু জুরাইজ হতে, তিনি ইবনু আবী মুলাইকাহ্ হতে, তিনি উম্মু সালামাহ্ (রাযিঃ) হতে এই সূত্রে এরূপই বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এই সনদসূত্র পরস্পর সংযুক্ত (মুত্তাসিল) নয়। কেননা লাইস ইবনু সা'দ (রাহঃ) এ হাদীসটি ইবনু আবী

মুলাইকাহ্ হতে, তিনি ইয়া'লা ইবনু মামলাক হতে, তিনি উম্মু সালামাহ্ (রাযিঃ) সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন যে, নাবী ﷺ কিরাআতের প্রতিটি অক্ষর আলাদা আলাদাভাবে উচ্চারণ করতেন। লাইসের রিওয়ায়াত অনেক বেশি সহীহ। তার রিওয়ায়াতে এ কথার উল্লেখ নেই যে, নাবী ﷺ "মালিকি ইয়াওমিদ্দীন" (আলিফ বিহীন) পাঠ করেছেন।

٢ - بَابٌ وَمِنْ سُوْرَةِ هُوْدٍ

অনুচ্ছেদ ঃ ২ ॥ সূরা হূদ পাঠের নিয়ম

٢٩٣١ - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَصْرِيُّ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ حَفْصٍ : حَدَّثَنَا ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقْرَؤُهَا ﴿إِنَّهُ عَمِلَ غَيْرَ صَالِحٍ﴾.

- صحيح : «الصحيحة» (٢٨٠٩).

২৯৩১। উম্মু সালামা (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নাবী ﷺ "ইন্নাহু আমিলা গাইরা সালিহীন" ('আমিলা' শব্দের মীমে যের) পাঠ করেছেন।

সহীহ ঃ সহীহাহ (২৮০৯)।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি সাবিত আল-বুনানীর সূত্রে একাধিক বর্ণনাকারী অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। এটি সাবিত আল-বুনানীর রিওয়ায়াত। এ হাদীসটি শাহর ইবনু হাওশাব হতে আসমা বিনতু ইয়াযীদ সূত্রেও বর্ণিত আছে। আবূ 'ঈসা বলেন, আমি আব্দ ইবনু হুমাইদকে বলতে শুনেছি ঃ আসমা বিনতু ইয়াযীদ হলেন উম্মু সালামা আল-আনসারিয়্যা। আমার মতে উভয় হাদীস একই। শাহর ইবনু হাওশাব (রাহঃ) উক্ত উম্মু সালামা আল-আনসারিয়্যা হতে এ হাদীস ব্যতীত আরো হাদীস বর্ণনা করেছেন। 'আয়িশাহ্ (রাযিঃ) সূত্রেও নাবী ﷺ হতে একই রকম হাদীস বর্ণিত আছে।

٢٩٣٢ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوْسَى : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، وَحَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ، قَالَا : حَدَّثَنَا هَارُوْنُ النَّحْوِيُّ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ،

Contents

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ : أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَرَأَ هٰذِهِ الْآيَةَ ﴿إِنَّهُ عَمِلَ غَيْرَ صَالِحٍ﴾.

- صحيح : «الصحيحة» (٢٨٠٩).

২৯৩২। উম্মু সালামাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ নিম্নোক্ত আয়াত এভাবে পাঠ করেছেন ঃ "ইন্নাহু আমিলা গাইরা সালিহীন"।

সহীহ ঃ সহীহাহ্ (২৮০৯)।

٣ - بَابٌ وَمِنْ سُوْرَةِ الْكَهْفِ.

অনুচ্ছেদ ঃ ৩ ॥ সূরা কাহ্ফ

٢٩٣٤ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوْسَى : حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُوْرٍ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دِيْنَارٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَوْسٍ، عَنْ مِصْدَعٍ أَبِيْ يَحْيَى، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَرَأَ ﴿فِيْ عَيْنٍ حَمِئَةٍ﴾.

- صحيح المتن.

২৯৩৪। উবাই ইবনু কা'ব (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নাবী ﷺ "ফী আইনিন হামিআতিন" পাঠ করেছেন।

বক্তব্য সহীহ।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গারীব। আমরা এ হাদীসটি শুধু উপরোক্ত সূত্রেই জেনেছি। ইবনু 'আব্বাস (রাযিঃ) সূত্রে বর্ণিত ক্বিরাআতই সহীহ। বর্ণিত আছে যে, ইবনু 'আব্বাস ও 'আম্র ইবনুল 'আস (রাযিঃ) এ আয়াত পাঠে মতভেদ করেছেন এবং বিষয়টি কা'ব আল-আহ্বার (রাযিঃ)-এর সামনে পেশ করেছেন। তার নিকট নাবী ﷺ-এর রিওয়ায়াত থাকলে তিনি সেটিকেই যথেষ্ট মনে করতেন এবং কা'ব (রাযিঃ)-এর সামনে মীমাংসার জন্য পেশ করতেন না।

Contents

٤ - بَابٌ وَمِنْ سُوْرَةِ الرُّوْمِ.

অনুচ্ছেদ ঃ ৪ ॥ সূরা আর-রূম

٢٩٣٥ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ، قَالَ : لَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْرٍ؛ ظَهَرَتِ الرُّوْمُ عَلَى فَارِسَ، فَأَعْجَبَ ذَلِكَ الْمُؤْمِنِيْنَ، فَنَزَلَتْ ﴿الم. غُلِبَتِ الرُّوْمُ﴾، إِلَى قَوْلِهِ : ﴿يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُوْنَ﴾، قَالَ : فَفَرِحَ الْمُؤْمِنُوْنَ بِظُهُوْرِ الرُّوْمِ عَلَى فَارِسَ.

- صحيح : سيأتي برقم (٣١٩٢).

২৯৩৫। আবূ সা'ঈদ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, বদরের যুদ্ধের সময় রোমবাসীরা পারস্যবাসীদের উপর বিজয়ী হয়। এ সংবাদে মুসলিমগণ আনন্দিত হন। কারণ এই প্রসঙ্গে (ইতিপূর্বে) "আলিফ লাম মীম গুলাবাতির রূম.... ইয়াফরাহুল মু'মিনূন" (সূরা আর-রূম ১-৪) আয়াত অবতীর্ণ হয়। তিনি বলেন, পারস্যবাসীদের উপর রোমীয়দের বিজয়ের কারণে মুসলিমগণ খুবই আনন্দিত হন।

সহীহ ঃ (৩১৯২)নং হাদীসে এর পুনরুল্লেখ আসবে।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান এবং উপরোক্ত সূত্রে গারীব। "গালাবাত" ও "গুলিবাত" উভয়রূপে পাঠ করা যায়। কথিত আছে যে, রোমীয়রা প্রথমে পরাজিত হয়েছিল এবং পরে বিজয়লাভ করে। নাস্‌র ইবনু 'আলী "গালাবাত" পাঠ করতেন (কিন্তু প্রচলিত কিরাআত "গুলিবাত")।

٢٩٣٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ الرَّازِيُّ : حَدَّثَنَا نُعَيْمُ بْنُ مَيْسَرَةَ النَّحْوِيُّ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ مَرْزُوْقٍ، عَنْ عَطِيَّةَ الْعَوْفِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّهُ قَرَأَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ ﴿خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ﴾، فَقَالَ : ﴿مِنْ ضُعْفٍ﴾.

- حسن : «الروض النضير» (٥٣٠).

২৯৩৬। ইবনু ‘উমার (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি নাবী ﷺ-এর সামনে পাঠ করলেন ‘খালাকাকুম মিন যা‘ফিন”। নাবী ﷺ বললেন ঃ “যু‘ফিন” হবে।

হাসান ঃ রাওযুন নাযীর (৫৩০)।

আব্দ ইবনু হুমাইদ-ইয়াযীদ ইবনু হারূন হতে, তিনি ফুযাইল ইবনু মারযূক (রাহঃ) হতে তিনি ‘আতিয়্যাহ্ হতে, তিনি ইবনু ‘উমার হতে তিনি নাবী ﷺ হতে এই সূত্রে উপরোক্ত হাদীসের মত বর্ণনা করেছেন। আবূ ‘ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান গারীব। আমরা এ হাদীসটি শুধু ফুযাইল ইবনু মারযূক সূত্রে জেনেছি।

٥ . بَابٌ وَمِنْ سُورَةِ الْقَمَرِ.

অনুচ্ছেদ ঃ ৫ ॥ সূরা আল ক্বামার

٢٩٣٧ - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ : حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ ﴿فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ﴾.

- صحيح : خ (٤٨٦٩، ٤٨٧٤)، م (٢/٢٠٥، ٢٠٦).

২৯৩৭। ‘আবদুল্লাহ ইবনু মাস‘ঊদ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ “ফাহাল মিন মুদ্দাকির” পাঠ করতেন।

সহীহ ঃ বুখারী (৪৮৬৯, ৪৮৭৪), মুসলিম (২/২০৫, ২০৬)।

আবূ ‘ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ।

٦ - بَابٌ وَمِنْ سُورَةِ الْوَاقِعَةِ.

অনুচ্ছেদ ঃ ৬ ॥ সূরা আল ওয়াক্বিয়াহ্

٢٩٣٨ - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ هِلاَلٍ الصَّوَّافُ : حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الضُّبَعِيُّ، عَنْ هَارُونَ الأَعْوَرِ، عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

Contents

شَقِيْقٍ، عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ ﴿فَرُوحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيْمٍ﴾.

– صحيح الإسناد.

২৯৩৮। 'আয়িশাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নাবী ﷺ "ফারূহুন ওয়া রাইহানুন ওয়া জান্নাতু নাঈম" পাঠ করতেন।

সানাদ সহীহ।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান গারীব। আমরা এ হাদীসটি শুধু হারূন আল-আওয়ারের রিওয়ায়াত হিসেবেই জেনেছি।

٧ – بَابٌ وَمِنْ سُوْرَةِ اللَّيْلِ.

অনুচ্ছেদ ঃ ৭ ॥ সূরা আল-লাইল।

٢٩٣٩ – حَدَّثَنَا هَنَّادٌ : حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ : قَدِمْنَا الشَّامَ، فَأَتَانَا أَبُوْ الدَّرْدَاءِ، فَقَالَ : أَفِيْكُمْ أَحَدٌ يَقْرَأُ عَلَيَّ قِرَاءَةَ عَبْدِ اللّٰهِ؟ قَالَ : فَأَشَارُوْا إِلَيَّ، فَقُلْتُ : نَعَمْ، قَالَ : كَيْفَ سَمِعْتَ عَبْدَ اللّٰهِ يَقْرَأُ هٰذِهِ الْآيَةَ : ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى﴾؟ قَالَ : قُلْتُ : سَمِعْتُهُ يَقْرَؤُهَا : ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى﴾، وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى، فَقَال أَبُوْ الدَّرْدَاءِ : وَأَنَا – وَاللّٰهِ – هٰكَذَا سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقْرَؤُهَا، وَهٰؤُلَاءِ يُرِيْدُوْنَنِيْ أَنْ أَقْرَأَهَا : ﴿وَمَا خَلَقَ﴾، فَلاَ أُتَابِعُهُمْ!

– صحيح : خ (٤٩٤٣، ٤٩٤٤)، م (٢/٢٠٦).

২৯৩৯। 'আলক্বামাহ্ (রাহঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা সিরিয়ায় পৌঁছে আবুদ দারদা (রাযিঃ)-এর নিকট হাযির হলাম। তিনি প্রশ্ন করলেন, তোমাদের মধ্যে এমন কেউ আছে কি যে 'আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদের কিরাআত পাঠ করতে পারে? 'আলক্বামাহ্ বলেন, লোকেরা আমার দিকে ইশারা করে দেখালে আমি বললাম, হ্যাঁ আমি পারি। তিনি প্রশ্ন

করলেন, তুমি "ওয়াল-লাইলি ইযা ইয়াগশা" আয়াতটি 'আবদুল্লাহ্কে কিভাবে তিলাওয়াত করতে শুনেছ? আমি বললাম, আমি তাকে "ওয়াল-লাইলি ইযা ইয়াগশা ওয়ায-যাকারি ওয়াল-উনসা" এভাবে তিলাওয়াত করতে শুনেছি। আবুদ্ দারদা (রাযিঃ) বললেন, আল্লাহ তা'আলার কসম! আমিও রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এভাবেই তিলাওয়াত করতে শুনেছি। কিন্তু এসব লোক তো আমাকে "ওয়ামা খালাকায্-যাকারা ওয়াল-উন্সা" এভাবে পাঠ করাতে চাচ্ছে। আমি তাদের অনুসরণ করি না।

সহীহ ঃ বুখারী (৪৯৪৩, ৪৯৪৪), মুসলিম (২/২০৬)।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ। 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ (রাযিঃ)-এর কিরাআত এরূপই ঃ ওয়াল লাইলি ইযা- ইয়াগ্শা-, ওয়ান নাহারি ইযা- তাজাল্লা-, ওয়ায্যাকারি ওয়াল উন্সা।

٨ - بَابٌ وَمِنْ سُوْرَةِ الذَّارِيَاتِ.

অনুচ্ছেদ ঃ ৮ ॥ সূরা আয্-যারিয়াত

٢٩٤٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوْسَى، عَنْ إِسْرَائِيْلَ، عَنْ أَبِيْ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ، قَالَ : أَقْرَأَنِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : إِنِّيْ أَنَا ﴿الرَّزَّاقُ ذُوْ الْقُوَّةِ الْمَتِيْنُ﴾.

- صحيح المتن.

২৯৪০। 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নিম্নোক্ত আয়াতটি রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে এভাবে পড়িয়েছেন ঃ "ইন্নী আনার-রায্যাকু যুল কুওয়্যাতিল মাতীন"।

মতন সহীহ।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ।

٩ - بَابٌ وَمِنْ سُوْرَةِ الْحَجِّ.

অনুচ্ছেদ ঃ ৯ ॥ সূরা আল-হাজ্জ

٢٩٤١ - حَدَّثَنَا أَبُوْ زُرْعَةَ، وَالْفَضْلُ بْنُ أَبِيْ طَالِبٍ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ، قَالُوْا : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ بِشْرٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَرَأَ : ﴿وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى﴾.

- صحيح : خ (٤٧٤١)، م (١/١٣٩-١٤٠).

২৯৪১। 'ইমরান ইবনু হুসাইন (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নাবী ﷺ পাঠ করেছেন "ওয়া তারান-নাসা সুকারা, ওয়ামাহুম বিসুকারা"।

সহীহ ঃ বুখারী (৪৭৪১), মুসলিম (১/১৩৯-১৪০)।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান। আনাস (রাযিঃ) ও আবুত তুফাইল (রাযিঃ) ব্যতীত নাবী ﷺ-এর অন্য কোন সাহাবী হতে ক্বাতাদাহ্ কিছু শুনেছেন বলে আমাদের জানা নেই। এটা আমার মতে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা। ক্বাতাদাহ্ হাসান হতে তিনি 'ইমরান ইবনু হুসাইন হতে এই সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা এক সফরে নাবী ﷺ-এর সাথে ছিলাম। তিনি "ইয়া আইয়্যুহান-নাসুত্তাকূ রব্বাকুম" পাঠ করেন। হাদীসটি অনেক লম্বা। এখানে সংক্ষেপে পেশ করা হয়েছে।

١٠ - بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ ১০ ॥ (কুরআন উটের চেয়েও দ্রুত পলায়নপর)

٢٩٤٢ - حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ : حَدَّثَنَا أَبُوْ دَاوُدَ : أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُوْرٍ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : «بِئْسَمَا لِأَحَدِهِمْ - أَوْ لِأَحَدِكُمْ - أَنْ يَقُوْلَ : نَسِيْتُ آيَةَ كَيْتَ

وَكَيْتَ؛ بَلْ هُوَ نُسِّيَ، فَاسْتَذْكِرُوْا الْقُرْآنَ؛ فَوَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ؛ لَهُوَ أَشَدُّ تَفَصِّيًا مِنْ صُدُوْرِ الرِّجَالِ؛ مِنَ النَّعَمِ مِنْ عُقُلِهِ».

- صحيح : «الظلال» (٤٢٢) ق.

২৯৪২। 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস'উদ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নাবী ﷺ বলেছেন ঃ তাদের বা তোমাদের কারো এরূপ কথা বলা কতই না আপত্তিকর ঃ "আমি কুরআনের অমুক অমুক আয়াত ভুলে গেছি'। (বরং তার বলা উচিত যে,) তাকে ভুলিয়ে দেয়া হয়েছে। তোমরা স্মরণ রাখার জন্য অনবরত কুরআন পাঠ করবে। সেই সত্তার শপথ যাঁর হাতে আমার প্রাণ! উট যেভাবে রশি হতে ছাড়া পেয়ে পালায়, এটা (কুরআন) মানুষের হৃদয় হতে তার চাইতেও বেশি পলায়নপর।

সহীহ ঃ আযযিলা-ল (৪২২), বুখারী ও মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ।

١١ - بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الْقُرْآنَ أُنْزِلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ

অনুচ্ছেদ ঃ ১১ ॥ সাত রীতিতে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে

٢٩٤٣ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ، قَالُوْا : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ، وَعَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِيِّ، أَخْبَرَاهُ، أَنَّهُمَا سَمِعَا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُوْلُ : مَرَرْتُ بِهِشَامِ بْنِ حَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ؛ وَهُوَ يَقْرَأُ سُورَةَ الْفُرْقَانِ فِيْ حَيَاةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ، فَاسْتَمَعْتُ قِرَاءَتَهُ؛ فَإِذَا هُوَ يَقْرَأُ عَلَى حُرُوْفٍ كَثِيْرَةٍ لَمْ يُقْرِئْنِيْهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ، فَكِدْتُ أُسَاوِرُهُ فِيْ الصَّلَاةِ، فَنَظَرْتُ حَتَّى سَلَّمَ، فَلَمَّا سَلَّمَ؛ لَبَّبْتُهُ بِرِدَائِهِ، فَقُلْتُ : مَنْ أَقْرَأَكَ هَذِهِ السُّوْرَةَ الَّتِيْ سَمِعْتُكَ تَقْرَؤُهَا؟! فَقَالَ : أَقْرَأَنِيْهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ،

قُلْتُ لَهُ : كَذَبْتَ! وَاللّٰهِ إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَهُوَ أَقْرَأَنِيْ هَذِهِ السُّوْرَةَ الَّتِيْ تَقْرَؤُهَا، فَانْطَلَقْتُ أَقُوْدُهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! إِنِّيْ سَمِعْتُ هَذَا يَقْرَأُ سُوْرَةَ الْفُرْقَانِ عَلَى حُرُوْفٍ لَمْ تُقْرِئْنِيْهَا؛ وَأَنْتَ أَقْرَأْتَنِيْ سُوْرَةَ الْفُرْقَانِ؟! فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : «أَرْسِلْهُ يَا عُمَرُ! اقْرَأْ يَا هِشَامُ!»، فَقَرَأَ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةَ الَّتِيْ سَمِعْتُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : «هَكَذَا أُنْزِلَتْ»، ثُمَّ قَالَ لِيَ النَّبِيُّ ﷺ : «اقْرَأْ يَا عُمَرُ!»، فَقَرَأْتُ بِالْقِرَاءَةِ الَّتِيْ أَقْرَأَنِي النَّبِيُّ ﷺ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : «هَكَذَا أُنْزِلَتْ»، ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : «إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ أُنْزِلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ؛ فَاقْرَءُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ».

– صحيح : «صحيح أبي داود» (١٣٢٥)ق.

২৯৪৩। ‘উমার ইবনুল খাত্তাব (রাযিঃ) বলেন, আমি একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জীবদ্দশায় হিশাম ইবনু হাকীম ইবনু হিযামের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম। তখন তিনি (নামাযে মধ্যে) সূরা আল-ফুরকান তিলাওয়াত করছিলেন। আমি মনোযোগ সহকারে তার তিলাওয়াত শুনলাম এবং লক্ষ্য করলাম যে, তিনি অনেকগুলো অক্ষর এমন নিয়মে তিলাওয়াত করছেন যে নিয়মে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে পড়াননি। আমি তাকে নামাযের মধ্যেই জব্দ করতে উদ্যত হলাম কিন্তু সালাম ফিরানো পর্যন্ত অবকাশ দিলাম। তিনি সালাম ফিরাতেই আমি তার চাদর তার গলায় পেচিয়ে ধরে প্রশ্ন করলাম, আমি আপনাকে যে (রীতিতে এ) সূরাটি পাঠ করতে শুনলাম তা আপনাকে কে শিখিয়েছে? তিনি বললেন ঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে (এরূপই) শিখিয়েছেন। আমি তাকে বললাম, আপনি মিথ্যা বলছেন। আল্লাহ্র কসম! আপনি যে সূরাটি পাঠ করলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজে আমাকে তা শিখিয়েছেন। তারপর আমি তাকে টেনে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট নিয়ে গেলাম এবং বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনি আমাকে সূরা আল-ফুরক্বান যেভাবে পাঠ করা শিখিয়েছেন, সেই সূরা তা হতে ভিন্নভাবে

আমি একে পাঠ করতে শুনেছি। নাবী ﷺ বললেন ঃ হে 'উমার! তাকে ছেড়ে দাও। হে হিশাম! তুমি সূরাটি তিলাওয়াত করে শুনাও। আমি যেভাবে তাকে তিলাওয়াত করতে শুনেছিলাম সেরূপেই তিনি তা তিলাওয়াত করলেন। নাবী ﷺ বলেন ঃ এটা এভাবেই অবতীর্ণ হয়েছে। তারপর নাবী ﷺ আমাকে বললেন ঃ হে 'উমার! তুমি তিলাওয়াত করে শুনাও। যেভাবে নাবী ﷺ আমাকে পাঠ করিয়েছেন আমি সেভাবেই তা পাঠ করলাম। নাবী ﷺ বললেন ঃ এভাবেও এটা অবতীর্ণ হয়েছে। অতঃপর নাবী ﷺ বললেন বস্তুত এ কুরআন সাত রীতিতে অবতীর্ণ করা হয়েছে। সুতরাং যেভাবে তোমাদের সহজ হয় সেভাবেই তা হতে পাঠ করবে।

সহীহ ঃ সহীহ আবূ দাউদ (১৩২৫), বুখারী (৪৯৯২), মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ। এ হাদীস মালিক ইবনু আনাস (রাহঃ) যুহ্‌রী হতে এই সূত্রে একই রকম বর্ণনা করেছেন, কিন্তু তিনি তাতে মিসওয়ার ইবনু মাখরামার উল্লেখ করেননি।

٢٩٤٤ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى : حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، قَالَ : لَقِيَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ جِبْرِيْلَ، فَقَالَ : «يَا جِبْرِيْلُ! إِنِّيْ بُعِثْتُ إِلَى أُمَّةٍ أُمِّيِّيْنَ؛ مِنْهُمُ الْعَجُوْزُ، وَالشَّيْخُ الْكَبِيْرُ، وَالْغُلَامُ، وَالْجَارِيَةُ، وَالرَّجُلُ الَّذِيْ لَمْ يَقْرَأْ كِتَابًا -قَطُّ-»، قَالَ : يَا مُحَمَّدُ! إِنَّ الْقُرْآنَ أُنْزِلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ.

- حسن صحيح : «صحيح أبي داود» (١٣٢٨).

২৯৪৪। উবাই ইবনু কা'ব (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ জিবরীল (আঃ)-এর সাক্ষাৎ পেয়ে বললেন ঃ হে জিবরীল! আমি একটি নিরক্ষর উম্মাতের নিকট প্রেরিত হয়েছি। এদের মধ্যে প্রবীণ, বৃদ্ধ, কিশোর ও কিশোরী আছে এবং এমন লোকও আছে যে কখনো কোন লেখাপড়াই করেনি। তিনি বললেন ঃ হে মুহাম্মাদ! কুরআন তো সাত রীতিতে অবতীর্ণ হয়েছে।

হাসান সহীহ ঃ সহীহ আবূ দাউদ (১৩২৮)।

'উমার, হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান, আবূ হুরাইরাহ্, আবূ আইয়ূব আনসারী (রাযিঃ)-এর স্ত্রী উম্মু আইয়ূব, সামুরাহ্, ইবনু 'আব্বাস ও আবূ জুহাইম ইবনুল হারিস ইবনুস সিম্মা 'আম্র ইবনুল 'আস ও আবূ বাক্রাহ্ (রাযিঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ। এটি উবাই ইবনু কা'ব (রাযিঃ) হতে বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত আছে।

١٢ - بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ ১২ ॥ (মু'মিনের দোষ গোপন রাখা ও তাকে সাহায্য করা)

٢٩٤٥ - حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ : حَدَّثَنَا أَبُوْ أُسَامَةَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «مَنْ نَفَّسَ عَنْ أَخِيْهِ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا؛ نَفَّسَ اللّٰهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا؛ سَتَرَهُ اللّٰهُ فِيْ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ؛ يَسَّرَ اللّٰهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللّٰهُ فِيْ عَوْنِ الْعَبْدِ؛ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِيْ عَوْنِ أَخِيْهِ، وَمَنْ سَلَكَ طَرِيْقًا يَلْتَمِسُ فِيْهِ عِلْمًا؛ سَهَّلَ اللّٰهُ لَهُ طَرِيْقًا إِلَى الْجَنَّةِ، وَمَا قَعَدَ قَوْمٌ فِيْ مَسْجِدٍ، يَتْلُوْنَ كِتَابَ اللّٰهِ، وَيَتَدَارَسُوْنَهُ بَيْنَهُمْ؛ إِلاَّ نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِيْنَةُ، وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، وَمَنْ أَبْطَأَ بِهِ عَمَلُهُ؛ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ».

- صحيح : «ابن ماجه» (٢٢٥) م.

২৯৪৫। আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ দুনিয়াতে যে লোক তার কোন ভাইয়ের একটি বিপদ দূর করবে, ক্বিয়ামাতের দিবসে আল্লাহ তা'আলা তার একটি বিপদ দূর করবেন। আর কোন মুসলিমের দোষ-ত্রুটি যে লোক গোপন রাখবে, আল্লাহ তা'আলা

ইহকালে ও পরকালে তার দোষ গোপন রাখবেন। কোন অভাবীর কষ্ট যে ব্যক্তি দূর করবে, ইহকালে ও পরকালে তার কষ্ট আল্লাহ্ তা'আলা দূর করবেন। ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'আলা বান্দার সহায়তা করতে থাকেন যতক্ষণ পর্যন্ত সে তার কোন ভাইয়ের সাহায্যে নিয়োজিত থাকে। যে লোক জ্ঞান অর্জনের পথে বের হয় আল্লাহ্ তা'আলা তার জন্য জান্নাতের পথ সহজ করে দেন। যখন কোন দল মাসজিদে আল্লাহ্ তা'আলার কিতাব তিলাওয়াত এবং তা নিয়ে পরস্পর আলোচনা করার উদ্দেশে একত্রিত হয়, তাদের উপর প্রশান্তি নাযিল হয়, (আল্লাহ্ তা'আলার) রাহমাত তাদের ঢেকে ফেলে এবং ফেরেশতারা তাদের ঘিরে রাখে। কৃতকর্ম যাকে পিছিয়ে দেয় বংশ মর্যাদা তাকে অগ্রসর করতে পারে না।

সহীহ্ ঃ ইবনু মা-জাহ (২২৫), মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন, একাধিক বর্ণনাকারী এভাবেই আ'মাশের সূত্রে-আবূ সালিহ্ হতে, তিনি আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) হতে, তিনি নাবী ﷺ হতে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। আসবাত্ব ইবনু মুহাম্মাদ (রাহঃ) আ'মাশের সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমার নিকট আবূ সালিহ-আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) হতে, তিনি নাবী ﷺ হতে....তারপর এ হাদীসের কোন কোন অংশ বর্ণনা করেন।

١٣ - بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৩ ॥ (কুরআন খতমের সময়সীমা)

٢٩٤٧ - حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ النَّضْرِ الْبَغْدَادِيُّ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ -هُوَ ابْنُ شَقِيْقٍ-، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ الْفَضْلِ، عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهُ : «اقْرَأِ الْقُرْآنَ فِيْ أَرْبَعِيْنَ».

- صحيح : «صحيح أبي داود» (١٢٦١)، «الصحيحة» (١٥١٢).

২৯৪৭। 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আম্‌র (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নাবী ﷺ তাঁকে বলেন ঃ তুমি চল্লিশ দিনে কুরআন পাঠ (শেষ) করবে।

সহীহ ঃ সহীহ আবূ দাঊদ (১২৬১), সহীহাহ্ (১৫১২)।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান গারীব। কিছু রাবী মা'মারের সূত্রে-সিমাক ইবনুল ফাযল হতে, তিনি ওয়াহ্‌ব ইবনু মুনাব্বিহ (রাহঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, নাবী ﷺ 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আম্‌র (রাযিঃ)-কে চল্লিশ দিনে কুরআন পাঠ (শেষ) করার নির্দেশ দিয়েছেন।

٢٩٤٩ - حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ : حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ يَزِيْدَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الشِّخِّيْرِ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : «لَمْ يَفْقَهْ مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فِيْ أَقَلَّ مِنْ ثَلاَثٍ».

- صحيح : «صحيح أبي داود» (١٢٦٠)، «المشكاة» (٢٢٠١)، «الصحيحة» (١٥١٣).

২৯৪৯। 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আম্‌র (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নাবী ﷺ বলেছেন ঃ তিন দিনের কম সময়ে যে লোক কুরআন পাঠ করল সে কুরআনের কিছুই বুঝেনি।

সহীহ ঃ সহীহ আবূ দাঊদ (১২৬০), মিশকাত (২২০১), সহীহাহ্ (১৫১৩)।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ। মুহাম্মাদ ইবনু বাশশার-মুহাম্মাদ ইবনু জা'ফার হতে, তিনি শু'বাহ্ (রাহঃ) সূত্রে উপরোক্ত হাদীসের একই রকম বর্ণনা করেছেন।

٤٤ - كِتَابُ تَفْسِيْرِ الْقُرْآنِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ

অধ্যায় ৪৪ ঃ তাফসীরুল কুরআন

١ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ الَّذِيْ يُفَسِّرُ الْقُرْآنَ بِرَأْيِهِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১ ॥ কুরআন মাজীদের ব্যক্তিগত রায় ভিত্তিক তাফসীর (তাফসীর বির-রায়) প্রসঙ্গে

٢٩٥٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ : حَدَّثَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلاَلٍ : حَدَّثَنَا سُهَيْلُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ -وَهُوَ ابْنُ أَبِيْ حَزْمٍ؛ أَخُوْ حَزْمٍ الْقُطَعِيِّ- : حَدَّثَنَا أَبُوْ عِمْرَانَ الْجَوْنِيُّ، عَنْ جُنْدَبِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «مَنْ قَالَ فِي الْقُرْآنِ بِرَأْيِهِ، فَأَصَابَ؛ فَقَدْ أَخْطَأَ».

- ضعيف : «المشكاة» (٢٣٥)، «نقد التاج».

- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَهْدِيٍّ الْبَصْرِيُّ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ : مَا فِيْ الْقُرْآنِ آيَةٌ إِلاَّ وَقَدْ سَمِعْتُ فِيْهَا شَيْئًا.

- صحيح الإسناد مقطوع.

- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ عُمَرَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، قَالَ : قَالَ مُجَاهِدٌ : لَوْ كُنْتُ قَرَأْتُ قِرَاءَةَ ابْنِ مَسْعُوْدٍ؛ لَمْ أَحْتَجْ إِلَى أَنْ أَسْأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ كَثِيْرٍ مِنَ الْقُرْآنِ مِمَّا سَأَلْتُ.

- صحيح الإسناد مقطوع.

২৯৫২। জুনদাব ইবনু ‘আবদুল্লাহ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি নিজের মত অনুযায়ী কুরআন প্রসঙ্গে কথা বলে, সে সঠিক বললেও অপরাধ করলো (এবং সঠিক ব্যাখ্যা করলো-সেও ভুল করলো)।

যঈফ ঃ মিশকাত (২৩৫), নাক্বদুত্ তাজ।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গারীব। কোন কোন হাদীস বিশারদ এ হাদীসের রাবী সুহাইল ইবনু আবূ হাযমের সমালোচনা করেছেন। নাবী ﷺ-এর কিছু বিশেষজ্ঞ সাহাবী ও অন্যান্যদের সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তারা (উক্ত বিষয়ের) জ্ঞান ব্যতীত কুরআনের তাফসীর করার ব্যাপারে খুবই কঠোর মত ব্যক্ত করেছেন। মুজাহিদ, ক্বাতাদাহ্ (রাহঃ) প্রমুখ বিশেষজ্ঞ আলিম প্রসঙ্গে বর্ণিত আছে যে, তারাও কুরআনের তাফসীর করেছেন। তাদের প্রসঙ্গে অবশ্য এ ধারণা করার সুযোগ নেই যে, তারা কুরআন প্রসঙ্গে মনগড়া কিছু বলেছেন বা জ্ঞান ছাড়া কুরআনের তাফসীর করেছেন অথবা নিজেদের থেকে কুরআন ব্যাখ্যায় অবতীর্ণ হয়েছেন। তাদের প্রসঙ্গে আমরা যে মন্তব্য করেছি যে, তারা জ্ঞান ছাড়া কুরআন প্রসঙ্গে কিছু বলেননি, তাদের বক্তব্য হতেও তার সমর্থন পাওয়া যায়। হুসাইন ইবনু মাহ্দী আল-বাসরী, 'আবদুর রায্যাক্ব হতে, তিনি মা'মার হতে, তিনি ক্বাতাদাহ্ (রাহঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, কাতাদাহ্ (রহঃ) বলেন, কুরআনের এমন কোন আয়াত নেই যার (ব্যাখ্যা) প্রসঙ্গে আমি কিছু শুনিনি।

সানাদ সহীহ ঃ মাক্বতূ'।

ইবনু আবী 'উমার-সুফ্ইয়ান ইবনু উয়াইনাহ্ হতে, তিনি আ'মাশ (রাহঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, মুজাহিদ (রাহঃ) বলেছেন, আমি যদি ইবনু মাস'ঊদ (রাযিঃ)-এর ক্বিরাআতের অনুসরণ করতাম, তাহলে কুরআনের এমন অনেক বিষয় যে প্রসঙ্গে ইবনু 'আব্বাস (রাযিঃ)-কে প্রশ্ন করেছি সেগুলো প্রসঙ্গে আমি তাকে প্রশ্ন করার প্রয়োজনবোধ করতাম না।

সানাদ সহীহ ঃ মাক্বতূ'।

٢ - بَابٌ وَمِنْ سُوْرَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ

অনুচ্ছেদ ঃ ২ ॥ সূরা আল-ফাতিহা

٢٩٥٣ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْعَلاَءِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ :

Contents

«مَنْ صَلَّى صَلاَةً، لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ؛ فَهِيَ خِدَاجٌ، هِيَ خِدَاجٌ؛ غَيْرُ تَمَامٍ».

قَالَ : قُلْتُ : يَا أَبَا هُرَيْرَةَ! إِنِّيْ أَحْيَانًا أَكُوْنُ وَرَاءَ الْإِمَامِ؟ قَالَ : يَا ابْنَ الْفَارِسِيِّ! فَاقْرَأْهَا فِيْ نَفْسِكَ؛ فَإِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : «قَالَ اللّٰهُ - تَعَالى - : قَسَمْتُ الصَّلاَةَ بَيْنِيْ وَبَيْنَ عَبْدِيْ نِصْفَيْنِ؛ فَنِصْفُهَا لِيْ، وَنِصْفُهَا لِعَبْدِيْ، وَلِعَبْدِيْ مَا سَأَلَ؛ يَقْرَأُ الْعَبْدُ، فَيَقُوْلُ : ﴿الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ﴾، فَيَقُوْلُ اللّٰهُ - تَبَارَكَ وَتَعَالَى - : حَمِدَنِيْ عَبْدِيْ، فَيَقُوْلُ : ﴿الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ﴾، فَيَقُوْلُ اللّٰهُ : أَثْنَى عَلَيَّ عَبْدِيْ، فَيَقُوْلُ : ﴿مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ﴾، فَيَقُوْلُ : مَجَّدَنِيْ عَبْدِيْ، وَهَذَا لِيْ، وَبَيْنِيْ وَبَيْنَ عَبْدِيْ، ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ﴾، وَآخِرُ السُّوْرَةِ لِعَبْدِيْ، وَلِعَبْدِيْ مَا سَأَلَ، يَقُوْلُ : ﴿اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ. صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّيْنَ﴾.

- صحيح : «ابن ماجه» (٨٣٨) م.

حَدَّثَنَا بِذَلِكَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، وَيَعْقُوْبُ بْنُ سُفْيَانَ الْفَارِسِيُّ، قَالاَ : - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ أَبِيْ أُوَيْسٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ : حَدَّثَنِيْ أَبِيْ، وَأَبُوْ السَّائِبِ -مَوْلَى هِشَامِ بْنِ زُهْرَةَ؛ وَكَانَا جَلِيْسَيْنِ لِأَبِيْ هُرَيْرَةَ-، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : «مَنْ صَلَّى صَلاَةً لَمْ يَقْرَأْ فِيْهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ؛ فَهِيَ خِدَاجٌ غَيْرُ تَمَامٍ».

- صحيح : انظر ما قبله.

– أَخْبَرَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَعْدٍ : أَنْبَأَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي قَيْسٍ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ حُبَيْشٍ، عَنْ عَدِيِّ ابْنِ حَاتِمٍ، قَالَ : أَتَيْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ؛ وَهُوَ جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ الْقَوْمُ : هَذَا عَدِيُّ بْنُ حَاتِمٍ، وَجِئْتُ بِغَيْرِ أَمَانٍ وَلاَ كِتَابٍ، فَلَمَّا دُفِعْتُ إِلَيْهِ؛ أَخَذَ بِيَدِي -وَقَدْ كَانَ قَالَ قَبْلَ ذَلِكَ : «إِنِّي لأَرْجُو أَنْ يَجْعَلَ اللّٰهُ يَدَهُ فِي يَدِي»-، قَالَ : فَقَامَ، فَلَقِيَتْهُ امْرَأَةٌ وَصَبِيٌّ مَعَهَا، فَقَالاَ : إِنَّ لَنَا إِلَيْكَ حَاجَةً، فَقَامَ مَعَهُمَا، حَتَّى قَضَى حَاجَتَهُمَا، ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِي، حَتَّى أَتَى بِي دَارَهُ، فَأَلْقَتْ لَهُ الْوَلِيدَةُ وِسَادَةً، فَجَلَسَ عَلَيْهَا، وَجَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَحَمِدَ اللّٰهَ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ : «مَا يُفِرُّكَ أَنْ تَقُولَ : لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللّٰهُ؟! فَهَلْ تَعْلَمُ مِنْ إِلَهٍ سِوَى اللّٰهِ؟!»، قَالَ : قُلْتُ : لاَ قَالَ : ثُمَّ تَكَلَّمَ سَاعَةً، ثُمَّ قَالَ : «إِنَّمَا تَفِرُّ أَنْ تَقُولَ : اللّٰهُ أَكْبَرُ؛ وَتَعْلَمُ أَنَّ شَيْئًا أَكْبَرُ مِنَ اللّٰهِ؟!»، قَالَ : قُلْتُ : لاَ، قَالَ : «فَإِنَّ الْيَهُودَ مَغْضُوبٌ عَلَيْهِمْ، وَإِنَّ النَّصَارَى ضُلاَّلٌ»، قَالَ : قُلْتُ : فَإِنِّي جِئْتُ مُسْلِمًا، قَالَ : فَرَأَيْتُ وَجْهَهُ تَبَسَّطَ فَرَحًا، قَالَ : ثُمَّ أَمَرَ بِي، فَأُنْزِلْتُ عِنْدَ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ، جَعَلْتُ أَغْشَاهُ؛ آتِيهِ طَرَفَيِ النَّهَارِ، قَالَ : فَبَيْنَمَا أَنَا عِنْدَهُ عَشِيَّةً؛ إِذْ جَاءَ قَوْمٌ فِي ثِيَابٍ مِنَ الصُّوفِ مِنْ هَذِهِ النِّمَارِ، قَالَ : فَصَلَّى وَقَامَ، فَحَثَّ عَلَيْهِمْ، ثُمَّ قَالَ : «وَلَوْ صَاعٌ، وَلَوْ بِنِصْفِ صَاعٍ، وَلَوْ بِقَبْضَةٍ، وَلَوْ بِبَعْضِ قَبْضَةٍ؛ يَقِي أَحَدُكُمْ وَجْهَهُ حَرَّ جَهَنَّمَ- أَوِ النَّارِ-، وَلَوْ بِتَمْرَةٍ، وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ؛ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لاَقِي اللّٰهَ، وَقَائِلٌ لَهُ مَا أَقُولُ لَكُمْ : أَلَمْ أَجْعَلْ لَكَ سَمْعًا

وَبَصَرًا؟! فَيَقُوْلُ : بَلَى، فَيَقُوْلُ : أَلَمْ أَجْعَلْ لَكَ مَالاً وَوَلَدًا؟! فَيَقُوْلُ : بَلَى، فَيَقُوْلُ : أَيْنَ مَا قَدَّمْتَ لِنَفْسِكَ؟!، فَيَنْظُرُ قُدَّامَهُ، وَبَعْدَهُ، وَعَنْ يَمِيْنِهِ، وَعَنْ شِمَالِهِ، ثُمَّ لاَ يَجِدُ شَيْئًا يَقِيْ بِهِ وَجْهَهُ حَرَّ جَهَنَّمَ؛ لِيَقِ أَحَدُكُمْ وَجْهَهُ النَّارَ، وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ؛ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ؛ فَإِنِّيْ لاَ أَخَافُ عَلَيْكُمُ الْفَاقَةَ؛ فَإِنَّ اللّٰهَ نَاصِرُكُمْ وَمُعْطِيْكُمْ، حَتّٰى تَسِيْرَ الظَّعِينَةُ فِيْمَا بَيْنَ يَثْرِبَ وَالْحِيرَةِ -أَوْ أَكْثَرَ-؛ مَا تَخَافُ عَلَى مَطِيَّتِهَا السَّرَقَ».

قَالَ : فَجَعَلْتُ أَقُوْلُ فِيْ نَفْسِي : فَأَيْنَ لُصُوْصُ طَيِّىءٍ؟!

– حسن.

২৯৫৩। আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যে লোক নামায আদায় করলো, অথচ তাতে উম্মুল কুরআন (সূরা আল-ফাতিহা) পাঠ করলো না, তা (নামায) ত্রুটিযুক্ত, তা ত্রুটিযুক্ত, তা অসম্পূর্ণ। বর্ণনাকারী ('আবদুর রাহমান) বলেন, আমি বললাম, হে আবূ হুরাইরাহ্! আমি তো অনেক সময় ইমামের পিছনে নামায আদায় করি। তিনি বললেন, হে পারস্য সন্তান! তুমি তা নীরবে পাঠ করবে। কারণ আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি ঃ আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমি আমার ও আমার বান্দাদের মধ্যে নামাযকে আধাআধি ভাগ করে নিয়েছি। নামাযের অর্ধেক আমার এবং অর্ধেক আমার বান্দার। আর বান্দা আমার নিকট যা চায় তা-ই তাকে দেয়া হয়। বান্দা যখন (নামাযে দণ্ডায়মান হয়ে) বলে, আলহামদু লিল্লাহি রব্বিল 'আলামীন (সমস্ত প্রশংসা সারা পৃথিবীর প্রভু আল্লাহ তা'আলার জন্য), তখন কল্যাণের আধার আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আমার বান্দা আমার প্রশংসা করেছে। যখন বান্দা বলে, আর-রাহমানির রাহীম (তিনি দয়াময় পরম দয়ালু), তখন আল্লাহ বলেন, আমার বান্দা আমার গুণগান করেছে। যখন বান্দা বলে, মালিকি ইয়াওমিদ্দীন (প্রতিফল দিবসের মালিক), তখন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ আমার বান্দা আমার মর্যাদা বর্ণনা করেছে। এটা হচ্ছে আমার জন্য। আর আমার ও আমার বান্দার জন্য যোগসূত্র হচ্ছে ঃ

ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাসতা'ঈন (আমরা শুধু তোমারই 'ইবাদাত করি এবং তোমারই নিকট সাহায্য চাই), সূরার শেষ পর্যন্ত আমার বান্দার জন্য। আমার বান্দার জন্য তাই যা সে প্রার্থনা করে। বান্দা বলে, "ইহ্দিনাস সিরাতাল মুস্তাকীম। সিরাতাল্লাযীনা আন'আমতা 'আলাইহিম। গাইরিল মাগযূবি 'আলাইহিম ওয়ালায্ য-ল্লীন" আমাদেরকে সরল ও মযবুত পথ দেখাও। ঐ মানুষদের পথ যাদের তুমি নিয়ামাত দান করেছ। যারা অভিশপ্ত হয়নি, যারা পথহারা হয়নি।

সহীহ ঃ ইবনু মা-জাহ (৮৩৮), মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান। শু'বাহ্, ইসমাঈল ইবনু জা'ফার প্রমুখ 'আলা ইবনু 'আবদুর রাহমান হতে, তিনি তার বাবা হতে, তিনি আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) হতে, তিনি নাবী ﷺ হতে এই সূত্রে একই রকম বর্ণনা করেছেন। ইবনু জুরাইজ ও মালিক ইবনু আনাস (রাহঃ) 'আলা ইবনু 'আবদুর রাহমান হতে, তিনি হিশাম ইবনু আবূ যাহরার মুক্তদাস আবুস সায়িব হতে, তিনি আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) হতে, তিনি নাবী ﷺ হতে এই সূত্রেও একই রকম বর্ণনা করেছেন। ইবনু আবূ উয়াইস-তার বাবা হতে, তিনি 'আলা ইবনু 'আবদুর রাহমান হতে, তিনি তার পিতা ও আবুস সাইব হতে, তিনি আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) হতে, তিনি নাবী ﷺ হতে এই সূত্রে একই রকম বর্ণনা করেছেন।

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নাবী ﷺ বলেছেন ঃ যে লোক নামায আদায় করেছে অথচ তাতে 'উম্মুল কুরআন' (সূরা আল-ফাতিহা) তিলাওয়াত করেনি, তার নামায ত্রুটিযুক্ত অপূর্ণাঙ্গ।

সহীহ দেখুন পূর্বের হাদীস।

ইসমাঈল ইবনু আবূ উয়াইসের হাদীসে এর বেশি কিছু নেই। আমি এ হাদীস বিষয়ে আবূ যুর'আকে প্রশ্ন করলে তিনি বললেন, দু'টি হাদীসই সহীহ। তিনি ইবনু আবী উয়াইস কর্তৃক তার বাবা হতে, তিনি 'আলা (রাহঃ) হতে এই সূত্রে বর্ণিত হাদীস দ্বারা প্রমাণ পেশ করেন।

'আদী ইবনু হাতিম (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আসলাম। তখন তিনি মাসজিদে বসা ছিলেন। লোকেরা

Contents

বলল, এই তো 'আদী ইবনু হাতিম (রাযিঃ)। আর আমি কোনরূপ নিরাপত্তা লাভ বা লিখিত চুক্তিপত্র করা ছাড়াই এসেছিলাম। আমাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সমীপে হাযির করা হলে তিনি আমার হাত ধরলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইতিপূর্বে বলেছিলেন, আমি অবশ্যই আশা করি আল্লাহ তা'আলা আমার হাতে তার হাত স্থাপন করবেন। 'আদী (রাযিঃ) বলেন, তিনি আমাকে সাথে নিয়ে উঠে চললেন। রাস্তায় এক মহিলা একটি বালকসহ তাঁর সাথে দেখা করে। তারা উভয়ে বলে, আপনার নিকট আমাদের একটি প্রয়োজন ছিল। তাদের প্রয়োজন পূরণ না হওয়া পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের সাথে দাঁড়িয়ে থাকলেন। তারপর তিনি আমার হাত ধরে আমাকে নিয়ে তাঁর ঘরে এলেন। একটি বালিকা তাঁকে একটি গদি পেতে দিল। তিনি তাতে বসলেন। আমি তাঁর সামনাসামনি বসলাম। তিনি আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা ও তাঁর গুনগান করলেন, তারপর বললেন ঃ "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্" (আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত আর কোন প্রভু নেই)-এর স্বীকৃতি দান হতে তোমাকে কিসে পালিয়ে বেড়াতে বাধ্য করেছে? এক আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত আরো কোন প্রভু আছে বলে কি তোমার জানা আছে? আমি বললাম, না। 'আদী (রাযিঃ) বলেন, আরো কিছুক্ষণ কথা বলার পর তিনি বললেন ঃ তুমি আল্লাহু আকবার (আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ) বলা হতে পালাচ্ছ। আল্লাহ তা'আলার চাইতে শ্রেষ্ঠতর কিছু আছে বলে তোমার জানা আছে কি? আমি বললাম, না। তিনি বললেন ঃ ইয়াহূদীরা অভিশপ্ত এবং নাসারাগণ পথভ্রষ্ট। আমি বললাম, আমি যে একজন একনিষ্ঠ মুসলিম (আত্মসমর্পণকারী) হয়েই আগমন করেছি। আমি দেখলাম, তাঁর চেহারা আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। তারপর তাঁর নির্দেশক্রমে এক আনসার সাহাবীর বাড়িতে আমাকে মেহমান হিসেবে রাখা হয়। আমি দিনের দুই প্রান্তে তাঁর নিকট হাযিরা দিতাম, একদা বিকেলে আমি তাঁর নিকট হাযির ছিলাম। তখন তাঁর নিকট একদল লোক আসলো। তারা সাদা-কালো ডোরাযুক্ত পশমী কাপড় পরিহিত ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ (তাদের নিয়ে) নামায আদায় করলেন। তিনি নামায শেষে দাঁড়িয়ে এদেরকে সাহায্যের উদ্দেশে লোকদের উদ্বুদ্ধ করে ভাষণ দিলেন। তিনি বললেন ঃ তোমরা এক সা, অর্ধ সা, এক মুঠো, এক মুঠোর অংশবিশেষ, একটি খেজুর বা খেজুরের অংশবিশেষ দান করে হলেও

জাহান্নামের তাপ (আগুন) হতে আত্মরক্ষা কর। কারণ আল্লাহ তা'আলার সাথে তোমাদের সকলেরই সাক্ষাৎ হবে। তখন তিনি তোমাদেরকে তাই বলবেন যা আমি (এখন) তোমাদের বলছি। তিনি বলবেন ঃ আমি কি তোমাকে শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি দান করিনি? সে বলবে, হ্যাঁ। আল্লাহ বলবেন ঃ আমি কি তোমাকে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্তুতি দান করিনি? সে বলবে, হ্যাঁ। আল্লাহ বলবেন ঃ তুমি নিজের জন্য কি অগ্রিম পাঠিয়েছিলে? তখন সে তার সামনে, পেছনে, ডানে ও বামে তাকাবে, কিন্তু সে জাহান্নামের তাপ হতে বাঁচানোর মত কিছুই পাবে না। কাজেই তোমাদের প্রত্যেকে যেন নিজেকে একটি খেজুরের অংশবিশেষ দান করে হলেও জাহান্নামের আগুন হতে রক্ষা করে। কোন ব্যক্তির যদি এই সামর্থ্যও না থাকে, তবে সে যেন অন্তত ভালো কথা বলে (তা হতে আত্মরক্ষা করে)। আমি তোমাদের ব্যাপারে দুর্ভিক্ষের আশংকা করি না। কারণ আল্লাহ তা'আলা তোমাদের সাহায্যকারী ও দানকারী। এমনকি উষ্ট্রারোহিণী কোন মহিলা ইয়াসরিব (মাদীনা) হতে হীরা বা ততোধিক দূরত্বের সফর করবে এবং তার জন্তুযানের কিছু চুরি যাওয়ার ভয় থাকবে না। 'আদী ইবনু হাতিম (রাযিঃ) বলেন, আমি মনে মনে বললাম, তাহলে তাঈ কবীলার চোরগুলো কোথায় যাবে?

হাসান।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান গারীব। আমরা সিমাক ইবনু হারব ব্যতীত আর কারো নিকট হতে এটা অবহিত নই। হাদীসটি দীর্ঘভাবে শু'বাহ্-সিমাক ইবনু হারব হতে, তিনি আব্বাদ ইবনু হুবাইশ হতে, তিনি 'আদী ইবনু হাতিম (রাযিঃ) হতে, তিনি নাবী ﷺ হতে এই সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

٢٩٥٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالاَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ حُبَيْشٍ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : «الْيَهُوْدُ مَغْضُوْبٌ عَلَيْهِمْ، وَالنَّصَارَى ضُلاَّلٌ» . . . فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ بِطُوْلِه.

- صحيح : «تخريج شرح العقيدة الطحاوية» (٥٣١)، «الصحيحة» (٣٢٦٣).

২৯৫৪। 'আদি ইবনু হাতিম (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নাবী ﷺ বলেছেন ঃ ইয়াহূদীরা অভিশপ্ত এবং নাসারাগণ পথভ্রষ্ট.....তারপর পূর্ণ হাদীস বর্ণনা করেন।

সহীহ ঃ তাখরীজু শারহিল আক্বীদাতিত্ তাহাবীয়া (৫৩১), সহীহাহ্ (৩২৬৩)।

٣ - بَابٌ وَمِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৩ ॥ সূরা আল-বাক্বারাহ্

٢٩٥٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، وَعَبْدُ الْوَهَّابِ، قَالُوْا : حَدَّثَنَا عَوْفُ بْنُ أَبِي جَمِيلَةَ الْأَعْرَابِيُّ، عَنْ قَسَامَةَ بْنِ زُهَيْرٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «إِنَّ اللّٰهَ - تَعَالَى - خَلَقَ آدَمَ مِنْ قَبْضَةٍ قَبَضَهَا مِنْ جَمِيعِ الْأَرْضِ، فَجَاءَ بَنُو آدَمَ عَلَى قَدْرِ الْأَرْضِ؛ فَجَاءَ مِنْهُمُ الْأَحْمَرُ وَالْأَبْيَضُ وَالْأَسْوَدُ، وَبَيْنَ ذَلِكَ، وَالسَّهْلُ وَالْحَزْنُ، وَالْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ».

- صحيح : «المشكاة» (١٠٠)، «الصحيحة» (١٦٣٠).

২৯৫৫। আবূ মূসা আল-আশ'আরী (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীর সর্বত্র হতে এক মুঠো মাটি নিয়ে আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করেছেন। তাই আদম-সন্তানরা মাটির বৈশিষ্ট্য প্রাপ্ত হয়েছে। যেমন তাদের কেউ লাল, কেউ সাদা, কেউ কালো বর্ণের আবার কেউ বা এসবের মাঝামাঝি, কেউ বা নরম ও কোমল প্রকৃতির। আবার কেউ কঠোর প্রকৃতির, কেউ মন্দ স্বভাবের, আবার কেউ বা ভালো চরিত্রের।

সহীহ ঃ মিশকাত (১০০), সহীহাহ্ (১৬৩০)।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ।

٢٩٥٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِيْ قَوْلِه : ﴿ادْخُلُوْا الْبَابَ سُجَّدًا﴾؛ قَالَ : «دَخَلُوْا مُتَزَحِّفِيْنَ عَلَى أَوْرَاكِهِمْ»؛ أَيْ : مُنْحَرِفِيْنَ.

وَبِهَـذَا الْإِسْنَادِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ : ﴿فَبَدَّلَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا قَوْلاً غَيْرَ الَّذِيْ قِيْلَ لَهُمْ﴾؛ قَالَ : «قَالُوْا : حَبَّةٌ فِيْ شَعْرَةٍ».

- صحيح : ق.

২৯৫৬। আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলার বাণী "তোমরা সিজদাবনত শিরে প্রবেশ করো"- (সূরা বাকারাহ্ ৫৮)-এর ব্যাখ্যায় রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তারা (বানী ইসরাঈল) তাদের নিতম্বে ভর করে দরজা দিয়ে প্রবেশ করেছিল। একই সনদে "কিন্তু যারা অন্যায় করেছিল, তারা তাদের যা বলা হয়েছিল তার পরিবর্তে অন্য কথা বলল"- (সূরা আল-বাক্বারাহ্ ৫৯) এ আয়াত প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তারা (হিত্তাতুন-এর পরিবর্তে) বলেছিল, "হাব্বাতুন ফী শা'রাতিন" 'যবের মধ্যকার শস্যদানা'।

সহীহ ঃ বুখারী (৪৪৭৯), মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ।

٢٩٥٧ - حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ : حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ : حَدَّثَنَا أَشْعَثُ السَّمَّانُ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيْعَةَ، عَنْ أَبِيْهِ، قَالَ : كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِيْ سَفَرٍ فِيْ لَيْلَةٍ مُظْلِمَةٍ، فَلَمْ نَدْرِ أَيْنَ الْقِبْلَةُ؟ فَصَلَّى كُلُّ رَجُلٍ مِنْهَا عَلَى حِيَالِه، فَلَمَّا أَصْبَحْنَا؛ ذَكَرْنَا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ؟ فَنَزَلَتْ ﴿فَأَيْنَمَا تُوَلُّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ﴾.

- حسن : «ابن ماجه» (١٠٢٠).

২৯৫৭। 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আমির ইবনু রাবী'আহ্ (রাহঃ) হতে তার বাবার সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক অন্ধকার রাতে আমরা নাবী ﷺ-এর সাথে সফরে ছিলাম। আমরা ধারণা করতে পারছিলাম না ক্বিব্লাহ্ কোন্ দিকে হবে। কাজেই আমাদের সকলেই নিজ নিজ ধারণা মোতাবিক ক্বিব্লার দিক নির্ধারণ করে নামায আদায় করে। আমরা বিষয়টি সকাল বেলা নাবী ﷺ-এর নিকট উত্থাপন করলাম। তখন নাযিল হয় ঃ "তোমরা যে দিকেই মুখ ফিরাও সেদিকই আল্লাহ তা'আলার চেহারা"– (সূরা বাক্বারাহ্ ১১৫)।

হাসান ঃ ইবনু মা-জাহ (১০২০)।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গারীব। আমরা আশ'আস-আস্সাম্মান-আবুর রাবী' বর্ণনাকারী কর্তৃক আসিম ইবনু 'উবাইদুল্লাহ্র হাদীস ব্যতীত আর কারো নিকট হতে এটিকে অবহিত নই। আর আশ'আসকে হাদীস শাস্ত্রে দুর্বল বলে অভিহিত করা হয়েছে।

٢٩٥٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ : أَخْبَرَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِيْ سُلَيْمَانَ، قَالَ : سَمِعْتُ سَعِيْدَ بْنَ جُبَيْرٍ يُحَدِّثُ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّيْ عَلَى رَاحِلَتِهِ تَطَوُّعًا؛ أَيْنَمَا تَوَجَّهَتْ بِهِ؛ وَهُوَ جَاءٍ مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِيْنَةِ، ثُمَّ قَرَأَ ابْنُ عُمَرَ هَذِهِ الآيَةَ : ﴿وَلِلّٰهِ الْمَشْرِقُ، وَالْمَغْرِبُ﴾ الآيَةَ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : فَفِيْ هَذَا أُنْزِلَتْ هَذِهِ الآيَةُ.

- صحيح : «صفة الصلاة» م.

وَيُرْوَى عَنْ مُجَاهِدٍ فِيْ هَذِهِ الآيَةِ : ﴿فَأَيْنَمَا تُوَلُّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ﴾، قَالَ : فَثَمَّ قِبْلَةُ اللّٰهِ.

- صحيح الإسناد مقطوع.

২৯৫৮। ইবনু 'উমার (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নাবী ﷺ মক্কা হতে মাদীনায় ফেরার পথে তাঁর সাওয়ারী তাঁকে নিয়ে যে অভিমুখে অগ্রসর হত তিনি সেদিকে ফিরেই নফল নামায আদায় করতেন। তারপর ইবনু 'উমার (রাযিঃ) এই আয়াত পাঠ করেন ঃ 'পূর্ব ও পশ্চিম আল্লাহ তা'আলারই। অতএব তোমরা যেদিকেই মুখ ফিরাও সেদিকই আল্লাহ তা'আলার চেহারা"– (সূরা আল-বাক্বারাহ্ ১১৫)। ইবনু 'উমার (রাযিঃ) বলেন, এ প্রসঙ্গেই উক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়।

সহীহ ঃ সিফাতুস সালাত, মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ। ক্বাতাদাহ্ (রাহঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি এ আয়াত প্রসঙ্গে বলেন যে, এর নির্দেশ রহিত (মানসূখ) হয়ে গেছে। রহিতকারী (নাসিখ) আয়াতটি হল ঃ "অতএব তুমি মাসজিদুল হারামের দিকে তোমার মুখ ফিরাও"– (সূরা আল-বাক্বারাহ্ ১৪৪)। 'শাতরাল মাসজিদিল হারাম" অর্থাৎ "কা'বার দিকে"। তার এই মত নিম্নোক্ত সূত্রে বর্ণিত হয়েছে ঃ মুহাম্মাদ ইবনু 'আবদুল মালিক ইবনু আবুশ শাওয়ারিব-ইয়াযীদ ইবনু যুরাইহ্ হতে, তিনি সা'ঈদ হতে, তিনি ক্বাতাদাহ্ (রাহঃ) হতে। মুজাহিদ (রাহঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি 'ফাছাম্মা ওয়াজহুল্লাহ" অর্থ করেছেন, "ফাসাম্মা ক্বিবলাতুল্লাহ" (সেদিকেই আল্লাহ তা'আলার ক্বিবলাহ্ রয়েছে)। তার এই মত নিম্নোক্ত সূত্রে বর্ণিত ঃ আবূ কুরাইব মুহাম্মাদ ইবনুল 'আলা-ওয়াকী হতে, তিনি নাযর ইবনু 'আরাবী হতে, তিনি মুজাহিদ (রাহঃ) হতে।

সানাদ সহীহ, মাকতূ'।

٢٩٥٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ : حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ : أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! لَوْ صَلَّيْنَا خَلْفَ الْمَقَامِ؟! فَنَزَلَتْ ﴿وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيْمَ مُصَلًّى﴾.

- صحيح : ق.

২৯৫৯। আনাস (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, 'উমার ইবনুল খাত্তাব (রাযিঃ) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা যদি মাক্বামে ইবরাহীমের পেছনে নামায আদায় করতাম (তাহলে ভালো হত)। এ প্রসঙ্গেই অবতীর্ণ হয় ঃ "তোমরা মাক্বামে ইবরাহীমকে (ইব্‌রাহীমের দাঁড়াবার স্থানকে) নামাযের জায়গা হিসেবে গ্রহণ কর"– (সূরা আল-বাক্বারাহ্ ১২৫)।

সহীহ ঃ বুখারী (৪৪৮৩), মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ।

٢٩٦٠ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ : أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيْلُ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - : قُلْتُ لِرَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ : لَوِ اتَّخَذْتَ مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيْمَ مُصَلًّى؟ فَنَزَلَتْ ﴿وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى﴾.

- صحيح : ق.

২৯৬০। আনাস (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'উমার ইবনুল খাত্তাব (রাযিঃ) বলেছেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনি মাক্বামে ইবরাহীমকে যদি নামাযের জায়গা হিসেবে গ্রহণ করতেন! এ প্রসঙ্গেই অবতীর্ণ হয় ঃ "ওয়াত্তাখিযূ মিম মাক্বামি ইবরাহীমা মুসাল্লা"। তোমরা ইব্‌রাহীমের দাঁড়াবার স্থানকে নামাযের জায়গা বানিয়ে নাও।

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ। ইবনু 'উমার (রাযিঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে।

٢٩٦١ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ : حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ، عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ : فِي قَوْلِهِ : ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا﴾؛ قَالَ : «عَدْلاً».

- صحيح : ق.

حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ : أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ : أَخْبَرَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «يُدْعَى نُوْحٌ، فَيُقَالُ : هَلْ بَلَّغْتَ؟ فَيَقُوْلُ : نَعَمْ، فَيُدْعَى قَوْمُهُ، فَيُقَالُ : هَلْ بَلَّغَكُمْ؟ فَيَقُوْلُوْنَ : مَا أَتَانَا مِنْ نَذِيْرٍ، وَمَا أَتَانَا مِنْ أَحَدٍ، فَيُقَالُ : مَنْ شُهُوْدُكَ؟ فَيَقُوْلُ : مُحَمَّدٌ وَأُمَّتُهُ، قَالَ : فَيُؤْتَى بِكُمْ تَشْهَدُوْنَ أَنَّهُ قَدْ بَلَّغَ، فَذَلِكَ قَوْلُ اللّٰهِ - تَعَالَى - : ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُوْنُوْا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا﴾، وَالْوَسَطُ : الْعَدْلُ».

- صحيح : خ.

২৯৬১। আবূ সা'ঈদ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নাবী ﷺ আল্লাহ তা'আলার বাণী "এভাবে আমি তোমাদেরকে এক ন্যায়নিষ্ঠ জাতিরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছি" (সূরা বাক্বারাহ্ ১৪৩) প্রসঙ্গে বলেছেন ঃ ওয়াসাতান অর্থ আদলান (ন্যায়নিষ্ঠ)।

সহীহ ঃ বুখারী (৪৪৮৭), মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ।

আবূ সা'ঈদ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ (ক্বিয়ামাত দিবসে) নূহ (আঃ)-কে ডেকে বলা হবে, তুমি কি (তোমার সম্প্রদায়কে আল্লাহ তা'আলার বাণী) পৌঁছে দিয়েছিলে? তিনি বলবেন ঃ হ্যাঁ। তারপর তাঁর সম্প্রদায়কে ডেকে প্রশ্ন করা হবে ঃ তিনি কি তোমাদের নিকট (আল্লাহ তা'আলার বাণী) পৌঁছিয়েছিলেন? তারা বলবে, আমাদের নিকট কোন সতর্ককারী আসেনি। আমাদের নিকট কেউই আসেনি। তখন তাঁকে বলা হবে, আপনার সাক্ষী কারা? তিনি বলবেন ঃ মুহাম্মাদ ﷺ ও তাঁর উম্মাতগণ। তারপর তোমাদেরকে ডেকে আনা হবে। তোমরা সাক্ষ্য দিবে যে, নিশ্চয়ই তিনি (দা'ওয়াত) পৌঁছে দিয়েছিলেন। তার প্রামাণ হচ্ছে বারাকাতময় আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ "এভাবে আমি

তোমাদেরকে এক ন্যায়নিষ্ঠ জাতিরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছি। যাতে তোমরা মানব জাতির জন্য সাক্ষীস্বরূপ এবং রাসূল তোমাদের সাক্ষীস্বরূপ হবে"– (সূরা আল-বাক্বারাহ্ ১৪৩)।

সহীহ ঃ বুখারী (৪৪৮৭)।

মুহাম্মাদ ইবনু বাশশার-জা'ফার ইবনু 'আওন হতে, তিনি আ'মাশ (রাহঃ) হতে এই সূত্রেও একই রকম বর্ণনা করেছেন। আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ।

٢٩٦٢ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ : حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ، عَنْ إِسْرَائِيْلَ، عَنْ أَبِيْ إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ : لَمَّا قَدِمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْمَدِيْنَةَ؛ صَلَّى نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ سِتَّةَ -أَوْ سَبْعَةَ- عَشَرَ شَهْرًا، وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُحِبُّ أَنْ يُوَجَّهَ إِلَى الْكَعْبَةِ، فَأَنْزَلَ اللّٰهُ ﴿قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِيْ السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾، فَوُجِّهَ نَحْوَ الْكَعْبَةِ، وَكَانَ يُحِبُّ ذَلِكَ، فَصَلَّى رَجُلٌ مَعَهُ الْعَصْرَ، قَالَ : ثُمَّ مَرَّ عَلَى قَوْمٍ مِنَ الْأَنْصَارِ؛ وَهُمْ رُكُوْعٌ فِيْ صَلَاةِ الْعَصْرِ نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ، فَقَالَ : هُوَ يَشْهَدُ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ، وَأَنَّهُ قَدْ وُجِّهَ إِلَى الْكَعْبَةِ، قَالَ : فَانْحَرَفُوْا؛ وَهُمْ رُكُوْعٌ.

- صحيح : «أصل صفة الصلاة» ق.

২৯৬২। আল-বারাআ ইবনু 'আযিব (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মাদীনায় পদার্পণ করে ষোল বা সতের মাস পর্যন্ত বাইতুল মাকদিসের দিকে (ফিরে) নামায আদায় করেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ কা'বার দিকে (মুখ করে) নামায আদায় করার আগ্রহ পোষণ করতেন। এ প্রেক্ষিতেই আল্লাহ তা'আলা অবতীর্ণ করেন ঃ "আকাশের দিকে তোমার বারবার তাকানোকে আমি অবশ্যই লক্ষ্য করেছি। কাজেই আমি তোমাকে

অবশ্যই এমন ক্বিবলার দিকে ফিরিয়ে দিচ্ছি যা তুমি পছন্দ কর। অতএব তুমি মাসজিদুল হারামের দিকে তোমার মুখ ফিরাও"– (সূরা আল-বাক্বারাহ্ ঃ ১৪৫)। ফলে কা'বার দিকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া হলো। আর তিনি এটাই পছন্দ করতেন। এক লোক তাঁর সাথে 'আসরের নামায আদায় করে একদল আনসারীর সামনে দিয়ে যাচ্ছিলেন। তারা তখন বাইতুল মাকদিসের দিকে (মুখ করে) 'আসরের নামাযের রুকূতে ছিল। তিনি বললেন, এই লোকটি সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, সে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে নামায আদায় করে এসেছে। আর প্রকৃত অবস্থা এই যে, (নামাযে) কা'বার দিকে মুখ ফিরানো হয়েছে। তারাও তৎক্ষণাৎ রুকূ' অবস্থায়ই (কা'বার দিকে) ঘুরে যান।

সহীহ ঃ সিফাতুস্ সালাত, বুখারী (৪৪৯২), মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ। সুফ্ইয়ান সাওরীও এটি আবূ ইসহাক হতে বর্ণনা করেছেন।

٢٩٦٣ – حَدَّثَنَا هَنَّادٌ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ : كَانُوْا رُكُوْعًا فِيْ صَلَاةِ الْفَجْرِ.

– صحيح : المصدر نفسه، «الإرواء» (٢٩٠) ق.

২৯৬৩। ইবনু 'উমার (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, তারা (কুবা মাসজিদে) ফজরের নামাযে রুকূ অবস্থায় ছিলেন।

সহীহ ঃ প্রাগুক্ত, ইরওয়াহ্ (২৯০), বুখারী (৪৪৮৮), মুসলিম।

এ অনুচ্ছেদে 'আম্‌র ইবনু 'আওফ আল-মুযানী, ইবনু 'উমার, 'উমারাহ্ ইবনু আওস ও আনাস ইবনু মালিক (রাযিঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ 'ঈসা বলেন, ইবনু 'উমার (রাযিঃ)-এর বর্ণিত হাদীসটি হাসান সহীহ।

٢٩٦٤ – حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، وَأَبُوْ عَمَّارٍ، قَالَا : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيْلَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : لَمَّا وُجِّهَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى الْكَعْبَةِ؛ قَالُوْا : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! كَيْفَ بِإِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ مَاتُوْا؛ وَهُمْ

يُصَلُّوْنَ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ؟! فَأَنْزَلَ اللّٰهُ - تَعَالَى - ﴿وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِيْعَ إِيمَانَكُمْ﴾ الآيَةَ.

- صحيح لغيره : «التعليقات الحسان» (١٧١٤) : خ.

২৯৬৪। ইবনু 'আব্বাস (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নাবী ﷺকে কা'বার দিকে ফিরিয়ে দেয়া হলে সাহাবীগণ তাঁকে প্রশ্ন করেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাদের যেসব ভাই বাইতুল মাকদিসের দিকে (ফিরে) নামায আদায় করা অবস্থায় মারা গেছেন তাদের কি হবে? আল্লাহ তা'আলা তখন নিম্নোক্ত আয়াত অবতীর্ণ করেন (অনুবাদ) ঃ "আল্লাহ তা'আলা তোমাদের ঈমানকে বিনষ্ট করেন না"– (সূরা আল-বাক্বারাহ্ ঃ ১৪৩)।

সহীহ লিগাইরিহী ঃ তা'লীকাতু হাস্সান (১৭১৪), বুখারী।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ।

٢٩٦٥ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ : سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ يُحَدِّثُ، عَنْ عُرْوَةَ، قَالَ : قُلْتُ لِعَائِشَةَ : مَا أَرَى عَلَى أَحَدٍ لَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ شَيْئًا، وَمَا أُبَالِيْ أَنْ لاَ أَطُوْفَ بَيْنَهُمَا؟ فَقَالَتْ : بِئْسَ مَا قُلْتَ يَا ابْنَ أُخْتِيْ! طَافَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ، وَطَافَ الْمُسْلِمُوْنَ، وَإِنَّمَا كَانَ مَنْ أَهَلَّ لِمَنَاةَ الطَّاغِيَةِ الَّتِيْ بِالْمُشَلَّلِ؛ لاَ يَطُوْفُوْنَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَأَنْزَلَ اللّٰهُ - تَبَارَكَ وَتَعَالَى - ﴿فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا﴾، وَلَوْ كَانَتْ كَمَا تَقُوْلُ؛ لَكَانَتْ : فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لاَ يَطَّوَّفَ بِهِمَا.

قَالَ الزُّهْرِيُّ : فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِأَبِيْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، فَأَعْجَبَهُ ذَلِكَ، وَقَالَ : إِنَّ هَذَا لَعِلْمٌ، وَلَقَدْ سَمِعْتُ رِجَالاً مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُوْلُوْنَ : إِنَّمَا كَانَ مَنْ لاَ يَطُوْفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ مِنَ الْعَرَبِ؛

يَقُوْلُوْنَ : إِنَّ طَوَافَنَا بَيْنَ هَذَيْنِ الْحَجَرَيْنِ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ، وَقَالَ آخَرُوْنَ مِنَ الْأَنْصَارِ : إِنَّمَا أُمِرْنَا بِالطَّوَافِ بِالْبَيْتِ، وَلَمْ نُؤْمَرْ بِهِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَأَنْزَلَ اللّٰهُ - تَعَالَى - : ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ﴾؛ قَالَ أَبُوْ بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ : فَأَرَاهَا قَدْ نَزَلَتْ فِيْ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ.

- صحيح : «ابن ماجه» (٢٩٨٦) ق.

২৯৬৫। উরওয়া (রাহঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ‘আয়িশাহ্ (রাযিঃ)-কে বললাম, যে ব্যক্তি সাফা ও মারওয়ার তাওয়াফ (সাঈ) করেনি আমি তাতে সমস্যা মনে করি না। আমি নিজেও এ দুই পাহাড়ের মাঝে তাওয়াফ না করতে কোন পরোয়া করি না। ‘আয়িশাহ্ (রাযিঃ) বললেন, হে আমার বোন পুত্র! তুমি যা বললে তা খুবই অন্যায় কথা। রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজে এই দুই পাহাড়ের মাঝে তাওয়াফ করেছেন, মুসলিমরাও এর তাওয়াফ করেছেন। তবে ‘মুশাল্লাল’ নামক স্থানে স্থাপিত মানাত নামক প্রতিমার নামে যেসব কাফির ইহ্‌রাম বাঁধতো তারা সাফা ও মারওয়ার তাওয়াফ করত না। অতঃপর বারকাতময় আল্লাহ তা‘আলা অবতীর্ণ করেন ঃ “যে লোক বাইতুল্লাহ্‌র হাজ্জ করে বা উমরা করে এই পাহাড়দ্বয়ের মাঝে তাওয়াফ করায় তার কোন সমস্যা নেই”– (সূরা আল-বাক্বারাহ্ ১৫৮)। তোমাদের কথাই যদি সঠিক হত, তাহলে এভাবে বলা হত ঃ “ফালা জুনাহা ‘আলাইহি আল-লা ইয়াত্তাওয়াফা বিহিমা” (এই পাহাড়দ্বয়ের মাঝে তাওয়াফ না করাতে কোন সমস্যা নেই)। যুহরী (রাহঃ) বলেন, আমি আবূ বাক্‌র ইবনু ‘আবদুর রাহমান ইবনুল হারিস ইবনু হিশামের নিকট এটি বর্ণনা করলে তিনি খুবই আনন্দিত হন এবং বলেন, এটা তো হল ইলমের (জ্ঞানের) কথা! আমি বহু আলিমকে বলতে শুনেছি, যেসব আরববাসী সাফা-মারওয়ার তাওয়াফ করে না তারা বলে, এ দু’টি পাহাড়ের মাঝে তাওয়াফ করা জাহিলী যুগের প্রথা। অপর দিকে কিছু সংখ্যক আনসারী বলত, আমাদেরকে বাইতুল্লাহ্‌র তাওয়াফ করার আদেশ করা হয়েছে এবং সাফা-মারওয়ার মাঝে তাওয়াফের আদেশ দেয়া হয়নি। এ প্রসঙ্গেই আল্লাহ তা‘আলা অবতীর্ণ করলেন ঃ “নিশ্চয়ই সাফা

ও মারওয়া আল্লাহ তা'আলার নির্দেশনসমূহের অন্তর্ভুক্ত"- (সূরা আল-বাক্বারাহ্ ১৫৮)। আবূ বাক্র ইবনু 'আবদুর রাহমান বলেন, আমার মতে উপরোক্ত উভয় দলের প্রসঙ্গেই এ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে।

সহীহ ঃ ইবনু মা-জাহ (২৯৮৬), বুখারী (৪৪৯৫), মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ।

٢٩٦٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ : حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ أَبِي حَكِيْمٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، قَالَ : سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنِ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ؟ فَقَالَ : كَانَا مِنْ شَعَائِرِ الْجَاهِلِيَّةِ، فَلَمَّا كَانَ الْإِسْلَامُ؛ أَمْسَكْنَا عَنْهُمَا، فَأَنْزَلَ اللّٰهُ - تَبَارَكَ وَتَعَالَى - ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا﴾، قَالَ : هُمَا تَطَوُّعٌ؛ ﴿وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللّٰهَ شَاكِرٌ عَلِيْمٌ﴾.

- صحيح : ق.

২৯৬৬। 'আসিম আল-আওয়াল (রাহঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আনাস ইবনু মালিক (রাযিঃ)-কে সাফা ও মারওয়া প্রসঙ্গে প্রশ্ন করলাম। তিনি বললেন, এ দু'টি (পাহাড়) ছিল জাহিলিয়াতের নিদর্শন। ইসলামের আবির্ভাব হলে আমরা এতদুভয়ের মাঝে সাঈ করা হতে বিরত থাকলাম। তখন বারকাতময় আল্লাহ তা'আলা অবতীর্ণ করেন ঃ "সাফা ও মারওয়া হল আল্লাহ তা'আলার নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত। অতএব বাইতুল্লাহ্‌র হাজ্জকারী বা উমরাকারী ব্যক্তির জন্য এতদুভয়ের মাঝে তাওয়াফ করাতে কোন সমস্যা নেই"- (সূরা আল-বাক্বারাহ্ ১৫৮)। আনাস (রাযিঃ) বলেন, এটা হল নফল 'ইবাদাত। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ "কেউ স্বতঃস্ফূর্তভাবে সৎকাজ করলে আল্লাহ্ তা'আলা তো গুণগ্রাহী ও সর্বজ্ঞ"- (সূরা আল-বাক্বারাহ্ ১৫৮)।

সহীহ ঃ বুখারী (৪৪৯৬), মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন, এই হাদীসটি হাসান সহীহ।

٢٩٦٧ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ. عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَ قَدِمَ مَكَّةَ؛ طَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا، فَقَرَأَ : «وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيْمَ مُصَلًّى، فَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ، ثُمَّ أَتَى الْحَجَرَ، فَاسْتَلَمَهُ، ثُمَّ قَالَ : «نَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللّٰهُ»، وَقَرَأَ : ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ﴾.

- صحيح : «ابن ماجه» (٢٩٦٠) ق.

২৯৬৭। জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন মক্কায় এলেন, তখন সাতবার বাইতুল্লাহ্র তাওয়াফ করলেন। তখন আমি তাঁকে এ আয়াত পাঠ করতে শুনলাম (অনুবাদ) ঃ "তোমরা ইবরাহীমের দাঁড়াবার স্থানকে নামাযের স্থানরূপে গ্রহণ কর"– (সূরা আল-বাকারাহ্ ১২৫)। তারপর তিনি মাক্বামে ইবরাহীমের পিছনে নামায আদায় করলেন, তারপর হাজ্রে আসওয়াদের নিকট এসে তাতে চুমু দিলেন, তারপর বললেন ঃ আল্লাহ তা'আলা প্রথমে যা উল্লেখ করেছেন আমরা তা হতে শুরু করব। অতঃপর তিনি তিলাওয়াত করলেন ঃ "সাফা ও মারওয়া আল্লাহ তা'আলার নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত"– (সূরা আল-বাক্বারাহ্ ১৫৮)।

সহীহ ঃ ইবনু মা-জাহ (২৯৬০), বুখারী ও মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ।

٢٩٦٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوْسَى، عَنْ إِسْرَائِيْلَ بْنِ يُوْنُسَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ، قَالَ : كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ إِذَا كَانَ الرَّجُلُ صَائِمًا، فَحَضَرَ الإِفْطَارُ، فَنَامَ قَبْلَ أَنْ يُفْطِرَ؛ لَمْ يَأْكُلْ لَيْلَتَهُ وَلاَ يَوْمَهُ، حَتَّى يُمْسِيَ، وَإِنَّ قَيْسَ بْنَ صِرْمَةَ الأَنْصَارِيَّ كَانَ صَائِمًا، فَلَمَّا حَضَرَ الإِفْطَارُ؛ أَتَى امْرَأَتَهُ، فَقَالَ : هَلْ عِنْدَكِ طَعَامٌ؟ قَالَتْ

: لاَ، وَلَكِنْ أَنْطَلِقُ فَأَطْلُبُ لَكَ، وَكَانَ يَوْمَهُ يَعْمَلُ، فَغَلَبَتْهُ عَيْنُهُ، وَجَاءَتْهُ امْرَأَتُهُ، فَلَمَّا رَأَتْهُ؛ قَالَتْ : خَيْبَةً لَكَ! فَلَمْ انْتَصَفَ النَّهَارُ؛ غُشِيَ عَلَيْهِ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ؛ فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ : ﴿أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ﴾، فَفَرِحُوا بِهَا فَرَحًا شَدِيدًا : ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ﴾.

- صحيح : «صحيح أبي داود» (٢٠٣٤) ق.

২৯৬৮। আল-বারাআ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নাবী ﷺ-এর সাহাবীগণের এ নিয়ম ছিল যে, কোন রোযাদার ইফতারের পূর্বে ঘুমিয়ে পড়লে তিনি সেই রাত ও পরবর্তী দিনে কিছু খেতেন না, এভাবে পরবর্তী সন্ধ্যা পর্যন্ত অভুক্ত থাকতেন। একবার ক্বাইস ইবনু সির্‌মাহ্ আল-আনসারী (রাযিঃ) রোযা অবস্থায় ছিলেন। ইফতারের সময় উপস্থিত হলে তিনি তার স্ত্রীর নিকট এসে বললেন, কোন খাবার আছে কি? তাঁর স্ত্রী বললেন, না। তবে আমি আপনার জন্য কিছু খুঁজে আনতে যাচ্ছি। কাইস (রাযিঃ) ঐ দিন কায়িক পরিশ্রম করেছিলেন। তাই তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন। তার স্ত্রী এসে তাকে ঘুমন্ত অবস্থায় দেখতে পেয়ে বললেন, আপনার জন্য আফসোস! পরবর্তী দিন দুপুর হলে তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়েন। এ ঘটনা নাবী ﷺ-এর নিকট বর্ণনা করা হলে তখন নিম্নোক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয় (অনুবাদ) ঃ 'রোযার রাতে তোমাদের জন্য স্ত্রী সম্ভোগ হালাল করা হল" (সূরা ঃ আল-বাক্বারাহ্ ১৮৭)। এতে তারা অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। আয়াতের শেষাংশ নিম্নরূপ (অনুবাদ) ঃ "রাতের কালো রেখা হতে ভোরের সাদা রেখা স্পষ্টরূপে তোমাদের নিকট প্রতিভাত না হওয়া পর্যন্ত তোমরা পানাহার কর"– (সূরা আল-বাক্বারাহ্ ১৮৭)।

সহীহ ঃ সহীহ আবূ দাঊদ (২০৩৪), বুখারী ও মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ।

٢٩٦٩ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ : حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ ذَرٍّ، عَنْ يُسَيْعٍ الْكِنْدِيِّ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ : فِيْ قَوْلِهِ : ﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُوْنِيْ أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾، قَالَ : «الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ»، وَقَرَأَ : ﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُوْنِيْ أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾، إِلَى قَوْلِهِ : ﴿دَاخِرِيْنَ﴾.

- صحيح : «ابن ماجه» (٣٨٢٨).

২৯৬৯। নু'মান ইবনু বাশীর (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নাবী ﷺ আল্লাহ তা'আলার বাণী "তোমাদের প্রভু বলেন, তোমরা আমাকে ডাকো আমি তোমাদের ডাকে সারা দিব"– (সূরা মু'মিন ৬০) প্রসঙ্গে বলেছেন ঃ দু'আও একটি 'ইবাদাত। তারপর তিনি পাঠ করলেন ঃ "তোমাদের প্রভু বলেন, তোমরা আমাকে ডাকো, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দিব। যারা অহংকারবশে আমার 'ইবাদাতে বিমুখ, তারা লাঞ্ছিত হয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করবে" (সূরা মু'মিন ৬০)।

সহীহ ঃ ইবনু মা-জাহ (৩৮২৮)।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ।

٢٩٧٠ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ : أَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ : أَخْبَرَنَا عَدِيُّ بْنُ حَاتِمٍ، قَالَ : لَمَّا نَزَلَتْ ﴿حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ﴾؛ قَالَ لِيَ النَّبِيُّ ﷺ : «إِنَّمَا ذَاكَ بَيَاضُ النَّهَارِ مِنْ سَوَادِ اللَّيْلِ».

- صحيح : «صحيح أبي داود» (٢٠٣٤) ق.

২৯৭০। 'আদী ইবনু হাতিম (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'হাত্তা ইয়াতাবাইয়্যানা লাকুমুল খাইতুল-আব্ইয়াযু মিনাল-খাইতিল আসওয়াদি মিনাল-ফাজরি"– (সূরা বাক্বারাহ্ ১৮৭) আয়াত অবতীর্ণ হলে নাবী ﷺ আমাকে বললেন ঃ এখানে খাইতুল আবইয়াযি মিনাল খাইতিল আসওয়াদি বলতে "রাতের অন্ধকার ও দিনের আলো" বুঝানো হয়েছে।

সহীহ ঃ সহীহ আবূ দাঊদ (২০৩৪), বুখারী (৪৫১০), মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ। আহমাদ ইবনু মানী'-হুশাইম হতে, তিনি মুজালিদ হতে, তিনি শা'বী হতে, তিনি 'আদী ইবনু হাতিম (রাযিঃ) হতে, তিনি নাবী ﷺ হতে এই সূত্রে একই রকম বর্ণনা করেছেন।

٢٩٧١ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، قَالَ : سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الصَّوْمِ؟ فَقَالَ : «حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ»، قَالَ : فَأَخَذْتُ عِقَالَيْنِ؛ أَحَدُهُمَا أَبْيَضُ، وَالْآخَرُ أَسْوَدُ، فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ إِلَيْهِمَا، فَقَالَ لِي رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ -شَيْئًا لَمْ يَحْفَظْهُ سُفْيَانُ، قَالَ- : «إِنَّمَا هُوَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ».

- صحيح : المصدر نفسه، ق.

২৯৭১। 'আদী ইবনু হাতিম (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রোযা বিষয়ে (সাহ্‌রীর সময়সীমা প্রসঙ্গে) রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে প্রশ্ন করলাম। তিনি বললেন ঃ 'কালো সুতা হতে সাদা সুতা যে পর্যন্ত না স্পষ্ট প্রতিভাত হয়"– (সূরা আল-বাক্বারাহ্ ১৮৭)। 'আদী (রাযিঃ) বলেন, আমি সাদা ও কালো দু'টি রশি নিলাম, (শেষ রাতে) আমি উভয়টি দেখতে লাগলাম (এবং সাদা-কালোর পার্থক্য নিরূপণের চেষ্টা করলাম)। (এ ঘটনা শুনে) রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে কিছু বলেন। কি বলেছিলেন তা বর্ণনাকারী সুফ্ইয়ান মনে রাখতে পারেননি। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ এর অর্থ হল রাত ও দিন।

সহীহ ঃ প্রাগুক্ত, বুখারী ও মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ।

٢٩٧٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ : حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ يَزِيْدَ بْنِ أَبِي حَبِيْبٍ، عَنْ أَسْلَمَ أَبِي عِمْرَانَ

التُّجِيْبِيِّ، قَالَ : كُنَّا بِمَدِيْنَةِ الرُّوْمِ، فَأَخْرَجُوْا إِلَيْنَا صَفًّا عَظِيمًا مِنَ الرُّوْمِ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ مِثْلُهُمْ أَوْ أَكْثَرُ؛ وَعَلَى أَهْلِ مِصْرَ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ، وَعَلَى الْجَمَاعَةِ فَضَالَةُ بْنُ عُبَيْدٍ، فَحَمَلَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ عَلَى صَفِّ الرُّوْمِ، حَتَّى دَخَلَ فِيْهِمْ، فَصَاحَ النَّاسُ، وَقَالُوْا : سُبْحَانَ اللّٰهِ! يُلْقِيْ بِيَدَيْهِ إِلَى التَّهْلُكَةِ؟! فَقَامَ أَبُوْ أَيُّوْبَ الْأَنْصَارِيُّ، فَقَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّكُمْ تَتَأَوَّلُوْنَ هَذِهِ الْآيَةَ هَذَا التَّأْوِيْلَ، وَإِنَّمَا أُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِيْنَا -مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ-، لَمَّا أَعَزَّ اللّٰهُ الإِسْلاَمَ، وَكَثُرَ نَاصِرُوْهُ؛ فَقَالَ بَعْضُنَا لِبَعْضٍ سِرًّا دُوْنَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ : إِنَّ أَمْوَالَنَا قَدْ ضَاعَتْ، وَإِنَّ اللّٰهَ قَدْ أَعَزَّ الْإِسْلاَمَ، وَكَثُرَ نَاصِرُوْهُ، فَلَوْ أَقَمْنَا فِيْ أَمْوَالِنَا، فَأَصْلَحْنَا مَا ضَاعَ مِنْهَا! فَأَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَى نَبِيِّهِ ﷺ -يَرُدُّ عَلَيْنَا مَا قُلْنَا- : وَأَنْفِقُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلاَ تُلْقُوْا بِأَيْدِيْكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾، فَكَانَتِ التَّهْلُكَةُ الْإِقَامَةَ عَلَى الْأَمْوَالِ وَإِصْلاَحِهَا، وَتَرْكَنَا الْغَزْوَ.

فَمَا زَالَ أَبُوْ أَيُّوْبَ شَاخِصًا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ، حَتَّى دُفِنَ بِأَرْضِ الرُّوْمِ.

- صحيح : «الصحيحة» (١٣).

২৯৭২। আসলাম আবূ 'ইমরান আত্-তুজীবী (রাহঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রোম সাম্রাজ্যের কোন এক শহরে অবস্থানরত ছিলাম। তখন আমাদেরকে মুকাবিলা করার উদ্দেশে রোমের এক বিশাল বাহিনী যাত্রা শুরু করল। মুসলিমদের পক্ষ হতেও একই রকম বা আরো বিশাল একটি বাহিনী যাত্রা শুরু করল। তখন মিসরবাসীর শাসক ছিলেন 'উক্ববাহ্ ইবনু 'আমির (রাযিঃ) এবং বাহিনীর সেনাপতি ছিলেন ফাযালাহ্ ইবনু 'উবাইদ (রাযিঃ)। একজন মুসলিম সেনা রোমীয়দের উপর প্রচণ্ড আক্রমণ করেন।

এমনকি বুহ্য ভেদ করে তিনি তাদের ভেতরে ঢুকে পড়েন। তখন মুসলিমগণ সশব্দে চিৎকার করেন এবং বলেন, সুবহানাল্লাহ! লোকটি নিজেকে ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ করেছে। তখন আবূ আইয়ূব আল-আনসারী (রাযিঃ) দাঁড়িয়ে বললেন, হে জনমণ্ডলী! তোমরা এ আয়াতের এরূপ ব্যাখ্যা করছ? অথচ এ আয়াতটি আমাদের তথা আনসারদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা যখন ইসলামকে বিজয় দান করলেন এবং ইসলামের বিপুল সংখ্যক সাহায্যকারী হয়ে গেল, তখন আমাদের মধ্যে কেউ কেউ রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে না শুনিয়ে চুপে চুপে বলল, আমাদের মাল-সম্পদ তো নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। আল্লাহ তা'আলা ইসলামকে এখন শক্তিশালী করেছেন। তার সাহায্যকারীর সংখ্যাও অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। এখন যদি আমরা আমাদের মাল-সম্পদ রক্ষাণাবেক্ষণের জন্য অবস্থান করতে এবং বিনষ্ট হয়ে যাওয়া সম্পদের পুনর্গঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করতাম (তাহলে ভাল হতো)। এ প্রসঙ্গেই আল্লাহ তা'আলা আমাদের ধারণাকে প্রত্যাখ্যান করে তাঁর নাবী ﷺ-এর প্রতি নিম্নোক্ত আয়াত অবতীর্ণ করেন ঃ "তোমরা আল্লাহ তা'আলার পথে ব্যয় কর এবং নিজেদের হাতে নিজেদেরকে ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ করো না" (সূরা আল-বাক্বারাহ্ ১৯৫)। কাজেই মাল-সম্পদের তত্ত্বাবধান ও তার পুনর্গঠনে আত্মনিয়োগ করা এবং জিহাদ ত্যাগ করাই হচ্ছে ধ্বংস। অতএব আবূ আইয়ূব আল-আনসারী (রাযিঃ) বাড়িঘর ছেড়ে সব সময় আল্লাহ তা'আলার রাস্তায় জিহাদে ব্যাপৃত থাকতেন। অবশেষে তিনি রোমে (তৎকালীন এশিয়া মাইনর, বর্তমানে তুরস্ক) ইন্তিকাল করেন এবং সেখানেই তাঁকে দাফন করা হয়।

সহীহ ঃ সহীহাহ্ (১৩)।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ গারীব।

٢٩٧٣ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ : أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ : أَخْبَرَنَا مُغِيْرَةُ، عَنْ مُجَاهِدٍ : قَالَ كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ : وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ؛ لَفِيَّ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ، وَلِإِيَّايَ عَنَى بِهَا : ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيْضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ

مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾، قَالَ : كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِالْحُدَيْبِيَةِ؛ وَنَحْنُ مُحْرِمُوْنَ، وَقَدْ حَصَرَنَا الْمُشْرِكُوْنَ، وَكَانَتْ لِيْ وَفْرَةٌ، فَجَعَلَتِ الْهَوَامُّ تَسَاقَطُ عَلَى وَجْهِي، فَمَرَّ بِيَ النَّبِيُّ ﷺ، فَقَالَ : «كَأَنَّ هَوَامَّ رَأْسِكَ تُؤْذِيْكَ؟!»، قَالَ : قُلْتُ : نَعَمْ، قَالَ : «فَاحْلِقْ»، وَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ.

قَالَ مُجَاهِدٌ : الصِّيَامُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ، وَالطَّعَامُ لِسِتَّةِ مَسَاكِيْنَ، وَالنُّسُكُ شَاةٌ فَصَاعِدًا.

- صحيح : ق، تقدم نحوه برقم (٩٥٣).

২৯৭৩। কা'ব ইবনু উজরাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যে মহান সত্তার হাতে আমার প্রাণ নিবদ্ধ তাঁর শপথ! আমার সম্পর্কেই নিম্নোক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে এবং তাতে আমার প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে ঃ "তোমাদের মধ্যে যদি কেউ পীড়িত হয়, বা মাথায় ক্লেশ থাকে, তবে রোযা অথবা দান-খাইরাত অথবা কুরবানীর দ্বারা তার ফিদিয়া দিবে" (সূরা ঃ আল-বাক্বারাহ্ ১৯৬)। কা'ব ইবনু উজরাহ্ (রাযিঃ) বলেন, আমরা নাবী ﷺ-এর সাথে হুদাইবিয়াতে ইহ্‌রাম অবস্থায় ছিলাম। মুশরিকরা আমাদেরকে (হাজ্জ বা উমরার উদ্দেশে মক্কায় যেতে) বাধা দিল। আমার মাথায় বাবরী চুল ছিল। উকুন আমার মুখমণ্ডলে পতিত হচ্ছিল। নাবী ﷺ আমার নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি বললেন ঃ তোমার মাথার কীটগুলো কি তোমাকে কষ্ট দিচ্ছে? আমি বললাম, হ্যাঁ। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ তুমি তোমার মাথার চুল মুণ্ডন করে ফেল। এ প্রসঙ্গেই এ আয়াত অবতীর্ণ হয়। মুজাহিদ (রাহঃ) বলেন, এক্ষেত্রে তিনটি রোযা রাখতে হবে অথবা খাদ্য দান করতে হবে ছয়জন মিসকীনকে অথবা এক বা একাধিক ছাগল যবেহ করতে হবে।

সহীহ ঃ বুখারী (৪৫১৭), মুসলিম, অনুরূপ হাদীস পূর্বে (৯৫৩) নং উল্লেখ হয়েছে।

'আলী ইবনু হুজর-হুশাইম হতে, তিনি আশ'আস ইবনু সাও্ওয়ার হতে, তিনি শা'বী হতে, তিনি 'আবদুল্লাহ ইবনু মা'কিল হতে, তিনি কা'ব ইবনু উজরাহ্ (রাযিঃ) হতে, তিনি নাবী ﷺ হতে এই সূত্রে উপরোক্ত হাদীসের একই রকম বর্ণনা করেছেন। আবূ 'ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি হাসান সহীহ। 'আবদুর রাহমান ইবনুল আসবাহানী (রাহঃ) 'আবদুল্লাহ ইবনু মুগাফফালের সূত্রে একই রকম হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٢٩٧٤ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ : أَخْبَرَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِيْ لَيْلَى، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، قَالَ : أَتَى عَلَيَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ؛ وَأَنَا أُوْقِدُ تَحْتَ قِدْرٍ، وَالْقَمْلُ يَتَنَاثَرُ عَلَى جَبْهَتِيْ - أَوْ قَالَ : حَاجِبَيَّ -، فَقَالَ : «أَتُؤْذِيكَ هَوَامُّ رَأْسِكَ؟»، قَالَ : قُلْتُ : نَعَمْ، قَالَ : «فَاحْلِقْ رَأْسَكَ، وَانْسُكْ نَسِيْكَةً، أَوْ صُمْ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِيْنَ».

قَالَ أَيُّوْبُ : لاَ أَدْرِيْ بِأَيَّتِهِنَّ بَدَأَ؟

- صحيح : انظر ماقبله.

২৯৭৪। কা'ব ইবনু উজরাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার নিকট আসলেন। আমি তখন ডেকচির নিচে আগুন জ্বালাচ্ছিলাম। তখন আমার কপালের উপর অথবা বলেছেন আমার চোখের ভ্রুর উপর দিয়ে উকুন ঝরে পড়ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ তোমার কীটগুলো কি তোমাকে কষ্ট দিচ্ছে? আমি বললাম ঃ হ্যাঁ। তিনি বললেন ঃ তুমি তোমার মাথা কামিয়ে ফেল এবং তার পরিবর্তে একটি পশু যবেহ কর অথবা তিন দিন রোযা রাখ অথবা ছয়জন মিস্‌কীনকে আহার করাও। বর্ণনাকারী আইয়ূব বলেন, তিনি কোন্ বিষয়টি প্রথমে বলেছেন তা আমি অবগত নই।

সহীহ ঃ দেখুন পূর্বের হাদীস।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ।

٢٩٧٥ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْمَرَ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «الْحَجُّ عَرَفَاتٌ، الْحَجُّ عَرَفَاتٌ، الْحَجُّ عَرَفَاتٌ، أَيَّامُ مِنًى ثَلاَثٌ؛ ﴿فَمَنْ تَعَجَّلَ فِيْ يَوْمَيْنِ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ﴾، وَمَنْ أَدْرَكَ عَرَفَةَ قَبْلَ أَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ؛ فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ».

- **صحيح ومضى برقم (٨٨٩).**

২৯৭৫। 'আবদুর রাহমান ইবনু ইয়া'মার (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ হাজ্জ হচ্ছে আরাফাতে অবস্থান, হাজ্জ হচ্ছে আরাফাতে অবস্থান, হাজ্জ হচ্ছে আরাফাতে অবস্থান। মিনার জন্য নির্ধারিত আছে তিন দিন। "কোন ব্যক্তি যদি দুই দিন থেকে তাড়াতাড়ি চলে আসে তবে তার কোন গুনাহ হবে না। আর যদি কোন ব্যক্তি বিলম্ব করে, তারও কোন গুনাহ হবে না"– (সূরা আল-বাক্বারাহ্ ২০৩)। ফজর উদয়ের পূর্বেই যে ব্যক্তি 'আরাফাতে পৌঁছে যায়, সে হাজ্জ পেয়ে গেল।

সহীহ ঃ (৮৮৯) নং হাদীস পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

ইবনু আবী 'উমার বলেন, সুফ্ইয়ান ইবনু উয়াইনা বলেছেন ঃ সুফ্ইয়ান সাওরীর বর্ণিত হাদীসগুলোর মধ্যে এটি সবচেয়ে উৎকৃষ্ট। আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ। এটি শু'বাহ্ (রাহঃ) বুকাইর ইবনু আতা হতে বর্ণনা করেছেন। বুকাইর ইবনু আতার সূত্র ব্যতীত এটি সম্পর্কে আমরা কিছু জানি না।

٢٩٧٦ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «أَبْغَضُ الرِّجَالِ إِلَى اللّٰهِ؛ الأَلَدُّ الْخَصِمُ».

- **صحيح : ق.**

২৯৭৬। 'আয়িশাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ ভীষণ কলহপ্রিয় লোক আল্লাহ তা'আলার নিকট সবচাইতে ঘৃণ্য।

সহীহ ঃ বুখারী (৪৫২৩), মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান।

٢٩٧٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ : حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ : كَانَتِ الْيَهُوْدُ إِذَا حَاضَتِ امْرَأَةٌ مِنْهُمْ؛ لَمْ يُؤَاكِلُوْهَا وَلَمْ يُشَارِبُوْهَا، وَلَمْ يُجَامِعُوْهَا فِيْ الْبُيُوْتِ، فَسُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ ذَلِكَ؟ فَأَنْزَلَ اللّٰهُ - تَعَالَى - ﴿وَيَسْأَلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ قُلْ هُوَ أَذًى﴾، فَأَمَرَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَنْ يُؤَاكِلُوْهُنَّ، وَيُشَارِبُوْهُنَّ، وَأَنْ يَكُوْنُوْا مَعَهُنَّ فِيْ الْبُيُوْتِ، وَأَنْ يَفْعَلُوْا كُلَّ شَيْءٍ؛ مَا خَلاَ النِّكَاحَ، فَقَالَتِ الْيَهُوْدُ : مَا يُرِيْدُ أَنْ يَدَعَ شَيْئًا مِنْ أَمْرِنَا؛ إِلاَّ خَالَفَنَا فِيْهِ؟! قَالَ : فَجَاءَ عَبَّادُ بْنُ بِشْرٍ، وَأُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ، فَأَخْبَرَاهُ بِذَلِكَ، وَقَالاَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! أَفَلاَ نَنْكِحُهُنَّ فِي الْمَحِيْضِ؟! فَتَمَعَّرَ وَجْهُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ، حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ قَدْ غَضِبَ عَلَيْهِمَا، فَقَامَا، فَاسْتَقْبَلَتْهُمَا هَدِيَّةٌ مِنْ لَبَنٍ، فَأَرْسَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِي أَثَرِهِمَا، فَسَقَاهُمَا، فَعَلِمَا أَنَّهُ لَمْ يَغْضَبْ عَلَيْهِمَا.

- صحيح : «آداب الزفاف» (٤٤)، «صحيح أبي داود» (٢٥٠).

২৯৭৭। আনাস (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইয়াহূদীদের এই নিয়ম ছিল যে, তাদের কোন নারীর মাসিক ঋতুস্রাব হলে তারা তার সাথে একত্রে পানাহারও করত না এবং একই ঘরে একত্রে বসবাসও করত না। এ বিষয়ে নাবী ﷺ-কে প্রশ্ন করা হলে আল্লাহ তা'আলা অবতীর্ণ করেন ঃ

"লোকেরা আপনাকে হায়িয প্রসঙ্গে প্রশ্ন করে। বলুন, তা অশুচি"– (সূরা আল-বাক্বারাহ্ ২২২)। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের সাথে যথারীতি একত্রে পানাহারের ও ঘরে একসাথে বসবাসের নির্দেশ দেন, শুধু সহবাস প্রসঙ্গ ব্যতীত। এতে ইয়াহূদীরা বলল, এ লোকটি আমাদের কোন একটি বিষয়েরও বিরোধিতা না করে ছাড়ছে না। বর্ণনাকারী বলেন, আব্বাদ ইবনু বিশর ও উসাইদ ইবনু হুযাইর (রাযিঃ) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আসেন এবং বিষয়টি তাঁকে জানান। তারা বললেন ঃ হে আল্লাহ্র রাসূল! আমরা কি ঋতুস্রাব চলাকালে স্ত্রী-সহবাস করব না? এতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চেহারা রক্তিম বর্ণ হয়ে গেল। আমরা অনুমান করলাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের উভয়ের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়েছেন। তারা দু'জনে উঠে রাওনা করলেন। তাদের সামনে দিয়েই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য দুধ হাদিয়া এলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে ডেকে পাঠান এবং তাদেরকে দুধ পান করান। এতে তারা বুঝতে পারল রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হননি।

সহীহ ঃ আদাবুয্ যিফাফ (৪৪), সহীহ আবূ দাঊদ (২৫০)।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ। মুহাম্মাদ ইবনু 'আবদুল 'আলা-'আবদুর রাহমান ইবনু মাহ্দী হতে, তিনি হাম্মাদ ইবনু সালামা হতে, তিনি সাবিত হতে, তিনি আনাস (রাযিঃ) হতে অনুরূপ অর্থবোধক হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٢٩٧٨ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ عُمَرَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ، سَمِعَ جَابِرًا يَقُوْلُ : كَانَتِ الْيَهُوْدُ تَقُوْلُ : مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ فِي قُبُلِهَا مِنْ دُبُرِهَا؛ كَانَ الْوَلَدُ أَحْوَلَ، فَنَزَلَتْ ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوْا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾.

- صحيح : «ابن ماجه» (١٩٢٥) ق.

২৯৭৮। ইবনুল মুনকাদির (রাহঃ) হতে বর্ণিত, তিনি জাবির (রাযিঃ)-কে বলতে শুনেছেন ঃ ইয়াহূদীরা বলত, কোন ব্যক্তি স্ত্রীর পেছন দিক হতে তার জননেন্দ্রিয়ে সহবাস করলে সন্তান হয় টেরা চোখবিশিষ্ট। এ

Contents

প্রসঙ্গেই এ আয়াত অবতীর্ণ হয় ঃ "তোমাদের স্ত্রীরা তোমাদের শস্যক্ষেত্র। কাজেই তোমরা তোমাদের শস্যক্ষেত্রে যেভাবে ইচ্ছা যেতে পার"– (সূরা আল-বাক্বারাহ্ ২২৩)।

সহীহ ঃ ইবনু মা-জাহ (১৯২৫), বুখারী (৪৫২৮), মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ।

٢٩٧٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ خُثَيْمٍ، عَنِ ابْنِ سَابِطٍ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ : فِيْ قَوْلِهِ : ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوْا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾؛ يَعْنِي : صِمَامًا وَاحِدًا.

- صحيح : «آداب الزفاف» (٢٧-٢٨).

২৯৭৯। উম্মু সালামা (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, "তোমাদের স্ত্রীগণ তোমাদের শষ্যক্ষেত্র স্বরূপ। অতএব তোমরা তোমাদের শস্যক্ষেত্রে যেভাবে ইচ্ছা যেতে পার"– (সূরা বাক্বারাহ্ ২২৩), এ আয়াত প্রসঙ্গে নাবী ﷺ বলেছেন, অর্থাৎ একই রাস্তায় (জননেন্দ্রিয়ে) সহবাস করবে।

সহীহ ঃ আদাবুয যিফাফ (২৭-২৮)।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ। ইবনু খুসাইম হচ্ছেন 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উসমান ইবনু খুসাইম। ইবনু সাবিত হচ্ছেন 'আবদুর রাহমান ইবনু 'আবদুল্লাহ ইবনু সাবিত আল-জুমাহী আল-মাক্কী। আর হাফসা (রাযিঃ) হচ্ছেন, 'আবদুর রাহমান ইবনু আবূ বাক্‌র আস-সিদ্দীক-এর কন্যা।

٢٩٨٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوْسَى : حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْأَشْعَرِيُّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِيْ الْمُغِيْرَةِ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : جَاءَ عُمَرُ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ، فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! هَلَكْتُ؟! قَالَ : «وَمَا أَهْلَكَكَ؟»، قَالَ : حَوَّلْتُ رَحْلِيَ اللَّيْلَةَ،

قَالَ : فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ شَيْئًا، قَالَ : فَأُنْزِلَتْ عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ هَذِهِ الآيَةُ : ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ : أَقْبِلْ وَأَدْبِرْ، وَاتَّقِ الدُّبُرَ وَالْحَيْضَةَ.

– حسن : «آداب الزفاف» (٢٨–٢٩).

২৯৮০। ইবনু 'আব্বাস (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'উমার (রাযিঃ) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি ধ্বংস হয়ে গেছি। তিনি বললেন ঃ কিসে তোমাকে ধ্বংস করল? 'উমার (রাযিঃ) বললেন ঃ রাতে আমার বাহনটি উল্টা করে ব্যবহার করেছি (পেছনের দিক হতে সহবাস করেছি)। বর্ণনাকারী বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কোন জাওয়াব দিলেন না। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি নিম্নোক্ত আয়াত অবতীর্ণ হল ঃ "তোমাদের স্ত্রীরা তোমাদের শস্যক্ষেত্র। অতএব তোমরা তোমাদের শস্যক্ষেত্রে যেভাবে ইচ্ছা যেতে পার"– (সূরা আল-বাক্বারাহ্ ২২৩)। সামনের দিক হতেও বা পেছনের দিক হতেও (জননেন্দ্রিয়ে) সঙ্গত হতে পার, তবে মলদ্বারে অথবা হায়িয অবস্থায় (সহবাস হতে) বিরত থাক।

হাসান ঃ আদাবুয যিফাফ (২৮-২৯)।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান গারীব। ইয়াকূব ইবনু 'আবদুল্লাহ আল-আশ'আরী হচ্ছেন ইয়াকূব আল-কুম্মী।

٢٩٨١ – حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ : حَدَّثَنَا الْهَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنِ الْمُبَارَكِ بْنِ فَضَالَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ : أَنَّهُ زَوَّجَ أُخْتَهُ رَجُلاً مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ، فَكَانَتْ عِنْدَهُ مَا كَانَتْ، ثُمَّ طَلَّقَهَا تَطْلِيْقَةً، لَمْ يُرَاجِعْهَا حَتَّى انْقَضَتِ الْعِدَّةُ، فَهَوِيَهَا وَهَوِيَتْهُ، ثُمَّ خَطَبَهَا مَعَ الْخُطَّابِ، فَقَالَ لَهُ : «يَا لُكَعُ! أَكْرَمْتُكَ بِهَا وَزَوَّجْتُكَهَا،

فَطَلَّقْتَهَا، وَاللّٰهِ لاَ تَرْجِعُ إِلَيْكَ أَبَدًا؛ آخِرَ مَا عَلَيْكَ»، قَالَ : فَعَلِمَ اللّٰهُ حَاجَتَهُ إِلَيْهَا وَحَاجَتَهَا إِلَى بَعْلِهَا، فَأَنْزَلَ اللّٰهُ - تَبَارَكَ وَتَعَالَى - ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ﴾ إِلَى قَوْلِهِ : ﴿وَأَنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ﴾، فَلَمَّا سَمِعَهَا مَعْقِلٌ؛ قَالَ : سَمْعًا لِرَبِّيْ وَطَاعَةً! ثُمَّ دَعَاهُ، فَقَالَ : أُزَوِّجُكَ، وَأُكْرِمُكَ.

- صحيح : «الإرواء» (١٨٤٣)، «صحيح أبي داود» (١٨٢٠) خ.

২৯৮১। মা'ক্বিল ইবনু ইয়াসার (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যামানায় তার বোনকে এক মুসলিমের নিকট বিবাহ দেন। এ মহিলা তার নিকট যত দিন জীবন অতিবাহিত করার করলো। তারপর তার স্বামী তাকে এক তালাক দেয়। 'ইদ্দাত শেষ হয়ে যাওয়ার পূর্বে সে তাকে আবার স্ত্রীত্বে ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করেনি। এমতাবস্থায় 'ইদ্দাত শেষ হয়ে যাওয়ার পর লোকটি তার স্ত্রীর প্রতি এবং স্ত্রী স্বামীর প্রতি আকৃষ্ট হল। তাই সেও এক প্রস্তাবকের মাধ্যমে তাকে পুনর্বিবাহের প্রস্তাব পাঠায়। কিন্তু তার ভাই (মা'ক্বিল) বলেন, হে ইতর প্রাণী! আমি তোমার সাথে আমার বোনের বিবাহ দিয়ে তোমাকে সম্মানিত করেছিলাম, কিন্তু তুমি তাকে তালাক দিয়েছ। আল্লাহ্র কসম! সে আর কখনো তোমার নিকট ফিরে যাবে না। এই তোমার সাথে শেষ কথা। বর্ণনাকারী বলেন, আল্লাহ তা'আলা জানতেন ঐ নারীর প্রতি লোকটির আকর্ষণ এবং লোকটির প্রতি নারীর আকর্ষণের কথা। তখন বারকাতময় আল্লাহ তা'আলা অবতীর্ণ করেন ঃ "তোমরা যখন স্ত্রীদের তালাক দাও এবং তারা তাদের 'ইদ্দাত কাল পূর্ণ করে, তখন তারা যদি বিধিমত পরস্পর সম্মত হয় তবে স্ত্রীরা নিজেদের স্বামীদের বিবাহ করতে চাইলে তোমরা তাদের বাধা দিও না। তোমাদের মধ্যে যে কেউ আল্লাহ তা'আলা ও পরকালে বিশ্বাস করে, তাকে এর দ্বারা উপদেশ দেয়া হচ্ছে। এটা তোমাদের জন্য শুদ্ধতম ও পবিত্রতম। আল্লাহ তা'আলা জানেন, তোমরা জান না"– (সূরা আল-বাক্বারাহ্ ২৩২)। বর্ণনাকারী বলেন, মা'ক্বিল (রাযিঃ) এ আয়াত শোনার পর বললেন, আমার প্রভুর আদেশ সর্বোপরি

শিরোধার্য। আমি শুনলাম এবং আনুগত্যের শির অবনত করলাম। তিনি ঐ লোককে ডেকে পাঠালেন এবং বললেন, (চলো) তোমার সাথে তাকে বিবাহ দিয়ে দিচ্ছি এবং তোমার খাতির সম্মান বহাল করছি।

সহীহ ঃ ইরওয়াহ্ (১৮৪৩), সহীহ আবূ দাঊদ (১৮২০), বুখারী (৪৫২৯)।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ। হাসান (রাহঃ) হতে এটি অন্যান্য সূত্রেও বর্ণিত হয়েছে। হাসান (রাহঃ) সূত্রে হাদীসটি গরীব। এ হাদীস হতে জানা গেল যে, ওয়ালী অর্থাৎ অভিবাবক ব্যতীত বিবাহ বৈধ হয় না। কারণ মা'ক্বিল ইবনু ইয়াসার (রাযিঃ)-এর বোন প্রাপ্তবয়স্কা তালাক্বপ্রাপ্তা ছিলেন। ওয়ালী ব্যতীত নিজের বিবাহ করার এখতিয়ার থাকলে তিনি নিজেই বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হয়ে যেতে পারতেন এবং তার ওয়ালী মা'ক্বিল ইবনু ইয়াসার (রাযিঃ)-এর প্রয়োজন বোধ করতেন না। আল্লাহ তা'আলাও এ আয়াতে ওয়ালী অর্থাৎ অভিভাবকদেরই সম্বোধন করেছেন। যেমন তিনি বলেছেন ঃ "তারা যদি বিধিমত পরস্পর সম্মত হয় তাবে স্ত্রীগণ নিজেদের স্বামীদের বিবাহ করতে চাইলে তোমরা তাদের বাধা দিও না"। এ আয়াত দ্বারা প্রমানিত হয় যে, বিবাহের ব্যাপারটি নারীদের সম্মতি সাপেক্ষে ওয়ালীর উপর ন্যস্ত করা হয়েছে।

٢٩٨٢ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، قَالَ. (ح) وَحَدَّثَنَا الْأَنْصَارِيُّ : حَدَّثَنَا مَعْنٌ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنِ الْقَعْقَاعِ ابْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِي يُونُسَ -مَوْلَى عَائِشَةَ-، قَالَ : أَمَرَتْنِي عَائِشَةُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - أَنْ أَكْتُبَ لَهَا مُصْحَفًا، فَقَالَتْ : إِذَا بَلَغْتَ هَذِهِ الْآيَةَ؛ فَآذِنِّي : ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى﴾، فَلَمَّا بَلَغْتُهَا؛ آذَنْتُهَا، فَأَمْلَتْ عَلَيَّ : ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى﴾، وَصَلَاةِ الْعَصْرِ، ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾، وَقَالَتْ : سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.

- صحيح : «صحيح أبي داود» (٤٣٧) م.

২৯৮২। 'আয়িশাহ্ (রাযিঃ)-এর মুক্তদাস আবূ ইউনুস (রাহঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আয়িশাহ্ (রাযিঃ) আমাকে তার জন্য কুরআনের একটি কপি লিখে দেয়ার আদেশ দিয়ে বলেন ঃ "তোমরা নামাযসমূহের প্রতি যত্নবান হবে, বিশেষত মধ্যবর্তী নামাযের প্রতি" (সূরা বাক্বারাহ্ ২৩৮) আয়াতে পৌঁছে আমাকে জানাবে। আবূ ইউনুস (রাহঃ) বলেন, আমি উক্ত আয়াতে পৌঁছে 'আয়িশাহ্ (রাযিঃ)-কে জানালাম। তিনি আমাকে এভাবে লেখার আদেশ দিলেন ঃ "তোমরা নামাযসমূহের প্রতি যত্নবান হবে, বিশেষত মধ্যবর্তী নামাযের তথা আসর নামাযের প্রতি এবং আল্লাহ তা'আলার উদ্দেশে বিনীতভাবে দাঁড়াবে।" 'আয়িশাহ্ (রাযিঃ) বলেন, আমি তা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট শুনেছি।

সহীহ ঃ সহীহ আবূ দাউদ (৪৩৭), মুসলিম।

এ অনুচ্ছেদে হাফসাহ্ (রাযিঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ।

٢٩٨٣ - حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ : حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ سَعِيْدٍ، عَنْ قَتَادَةَ : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ، أَنَّ نَبِيَّ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : «صَلَاةُ الْوُسْطَى : صَلَاةُ الْعَصْرِ».

- صحيح : «المشكاة» (٦٣٤).

২৯৮৩। সামুরাহ্ ইবনু জুনদাব (রাযিঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ্র নাবী ﷺ বলেছেন ঃ সালাতুল উসতা (মধ্যবর্তী নামায) হল 'আসরের নামায।

সহীহ ঃ মিশকাত (৬৩৪)।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ।

٢٩٨٤ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ : حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ سَعِيْدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيْ حَسَّانَ الْأَعْرَجِ، عَنْ عَبِيْدَةَ السَّلْمَانِيِّ، أَنَّ عَلِيًّا حَدَّثَهُ : أَنَّ النَّبِيَّ

Contents

ﷺ، قَالَ يَوْمَ الْأَحْزَابِ : «اللَّهُمَّ! امْلأْ قُبُورَهُمْ وَبُيُوتَهُمْ نَارًا؛ كَمَا شَغَلُوْنَا عَنْ صَلاَةِ الْوُسْطَى، حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ».

– صحيح : «صحيح أبي داود» (٤٣٦) ق.

২৯৮৪। 'আলী (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নাবী ﷺ আহ্যাব যুদ্ধের দিন (এই) দু'আ করেন ঃ "হে আল্লাহ! তুমি এদের (কাফিরদের) ক্ববরসমূহ ও ঘরসমূহকে আগুন দিয়ে ভর্তি করে দাও, যেমন তারা আমাদেরকে মধ্যবর্তী নামায হতে বিরত রেখেছে, এমনকি সূর্য ডুবে গেছে।

সহীহ ঃ সহীহ আবূ দাউদ (৪৩৬), বুখারী (৪৫৩৩), মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ। 'আলী (রাযিঃ) হতে এটি অন্যান্য সূত্রেও বর্ণিত হয়েছে। আবূ হাস্‌সান আল-আ'রাজের নাম মুসলিম।

٢٩٨٥ – حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ : حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، وَأَبُو دَاوُدَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ، عَنْ زُبَيْدٍ، عَنْ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «صَلاَةُ الْوُسْطَى : صَلاَةُ الْعَصْرِ».

– صحيح : «المشكاة» (٦٣٤).

২৯৮৫। 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস'উদ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ সালাতুল উসতা (মধ্যবর্তী নামায) হল আসরের নামায।

সহীহ ঃ মিশকাত (৬৩৪)।

যাইদ ইবনু সাবিত, আবূ হাশিম ইবনু 'উতবাহ্ ও আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ।

٢٩٨٦ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ : حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، وَيَزِيْدُ ابْنُ هَارُوْنَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ إِسْمَاعِيْلَ بْنِ أَبِيْ خَالِدٍ، عَنِ الْحَارِثِ

ابْنِ شُبَيْلٍ، عَنْ أَبِيْ عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، قَالَ : كُنَّا نَتَكَلَّمُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْ الصَّلاَةِ، فَنَزَلَتْ : ﴿وَقُوْمُوْا لِلّٰهِ قَانِتِيْنَ﴾، فَأُمِرْنَا بِالسُّكُوْتِ.

- صحيح : «صحيح أبي داود» (٨٧٥).

- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِيْ خَالِدٍ . . . نَحْوَهُ؛ وَزَادَ فِيهِ : وَنُهِيْنَا عَنِ الْكَلاَمِ.

- صحيح : «صحيح أبي داود» (٨٧٥) ق.

২৯৮৬। যাইদ ইবনু আরক্বাম (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যামানায় আমরা নামাযের মধ্যে কথাবার্তা বলতাম। এ প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয় ঃ "তোমরা আল্লাহ্ তা'আলার উদ্দেশে অনুগত সেবকের মত দাঁড়াও"– (সূরা আল-বাক্বারাহ্ ২৩৮)। এতদ্বারা আমাদেরকে (নামাযে) চুপ থাকার নির্দেশ দেয়া হল।

সহীহ ঃ সহীহ আবূ দাউদ (৮৭৫)।

আহমাদ ইবনু মানী-হুশাইম হতে, তিনি ইসমাঈল ইবনু আবূ খালিদ (রাহঃ) হতে এই সূত্রেও একই রকম বর্ণনা করেছেন। তবে তাতে আরও আছে ঃ 'ওয়া নুহীনা আনিল কালাম" (আমাদেরকে কথা বলতে নিষেধ করে দেয়া হয়)।

সহীহ ঃ সহীহ আবূ দাউদ (৮৭৫), বুখারী ও মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ। আবূ 'আম্র আশ-শাইবানীর নাম সা'দ ইবনু ইয়াস।

٢٩٨٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ : أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوْسَى، عَنْ إِسْرَائِيْلَ، عَنِ السُّدِّيِّ، عَنْ أَبِيْ مَالِكٍ، عَنِ الْبَرَاءِ : ﴿وَلاَ تَيَمَّمُوْا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ﴾؛ قَالَ : نَزَلَتْ فِيْنَا -مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ-؛ كُنَّا

أَصْحَابَ نَخْلٍ، فَكَانَ الرَّجُلُ يَأْتِي مِنْ نَخْلِهِ عَلَى قَدْرِ كَثْرَتِهِ وَقِلَّتِهِ، وَكَانَ الرَّجُلُ يَأْتِي بِالْقِنْوِ وَالْقِنْوَيْنِ، فَيُعَلِّقُهُ فِي الْمَسْجِدِ، وَكَانَ أَهْلُ الصُّفَّةِ لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ، فَكَانَ أَحَدُهُمْ إِذَا جَاعَ أَتَى الْقِنْوَ، فَضَرَبَهُ بِعَصَاهُ، فَيَسْقُطُ مِنَ الْبُسْرِ وَالتَّمْرِ، فَيَأْكُلُ، وَكَانَ نَاسٌ مِمَّنْ لاَ يَرْغَبُ فِي الْخَيْرِ يَأْتِي الرَّجُلُ بِالْقِنْوِ فِيهِ الشِّيْصُ وَالْحَشَفُ، وَبِالْقِنْوِ قَدِ انْكَسَرَ، فَيُعَلِّقُهُ، فَأَنْزَلَ اللّٰهُ - تَبَارَكَ وَتَعَالَى - ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا أَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلاَ تَيَمَّمُوْا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيْهِ إِلاَّ أَنْ تُغْمِضُوْا فِيْهِ﴾، قَالَ : «لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أُهْدِيَ إِلَيْهِ مِثْلُ مَا أَعْطَاهُ؛ لَمْ يَأْخُذْهُ إِلاَّ عَلَى إِغْمَاضٍ أَوْ حَيَاءٍ، قَالَ : فَكُنَّا بَعْدَ ذَلِكَ يَأْتِيْ أَحَدُنَا بِصَالِحِ مَا عِنْدَهُ.

- صحيح : «ابن ماجه» (١٨٢٢).

২৯৮৭। আল-বারাআ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, "তোমরা নিকৃষ্ট বস্তু দান করার ইচ্ছা করবে না"– (সূরা আল-বাক্বারাহ্ ২৬৭) আয়াতটি আমাদের আনসারদের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে। তিনি বলেন, আমরা ছিলাম খেজুর বাগানের মালিক। লোকেরা তাদের খেজুর বাগান হতে বেশী বা স্বল্প পরিমাণ অনুসারে খেজুর নিয়ে আসতো। কেউ বা এক-দুই ছড়া খেজুর এনে মাসজিদে ঝুলিয়ে রাখতো। সুফ্ফাবাসী সাহাবীগণের খাদ্য সংস্থানের বিশেষ কোন নির্দিষ্ট উৎস ছিল না। তাদের কারো ক্ষুধা পেলে তিনি উক্ত খেজুরের ছড়ার নিকট এসে তাতে লাঠি দ্বারা আঘাত করতেন। ফলে কাঁচা-পাকা খেজুর ঝরে পড়ত এবং তিনি তা খেতেন। কিন্তু কিছু সংখ্যক লোকের কল্যাণকর কাজের প্রতি খুব একটা আগ্রহ ছিল না। তাদের কেউ নিকৃষ্ট ও পচা খেজুরের ছড়াও নিয়ে আসতো, আবার কেউ ভেঙ্গে পড়া ছড়াও নিয়ে আসতো এবং তা (মাসজিদে) ঝুলিয়ে

রাখতো। কল্যাণময় আল্লাহ তা'আলা এ প্রসঙ্গে আয়াত অবতীর্ণ করেন (অনুবাদ) ঃ "হে ঈমানদারগণ! তোমরা যা উপার্জন কর এবং আমি যা জমিন হতে তোমাদের জন্য উৎপাদন করি, তন্মধ্যে যা উৎকৃষ্ট তা ব্যয় কর এবং তা হতে নিকৃষ্ট বস্তু ব্যয় করার সংকল্প করো না, অথচ তোমরা তা গ্রহণ করবে না, যদি না তোমরা চক্ষু বন্ধ করে থাক" (সূরা আল-বাক্বারাহ্ ২৬৭)। তিনি বলেন, অর্থাৎ দাতা যেরূপ দান করেছে, অনুরূপই যদি তাকে উপহারস্বরূপ দেয়া হয়, তাহলে সে কখনো তা গ্রহণ করবে না, চক্ষুর লজ্জায় পড়া বা দৃষ্টি এড়িয়ে রাখা ব্যতীত। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর হতে আমাদের কেউ কিছু আনলে তার নিকট যা আছে তার মধ্যকার সর্বোৎকৃষ্টগুলো নিয়ে আসতো।

সহীহ ঃ ইবনু মা-জাহ (১৮২২)।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান গারীব সহীহ। আবূ মালিক হচ্ছেন আবূ মালিক আল-গিফারী। তার নাম গাযওয়ান বলেও কথিত আছে। সাওরী (রাহঃ) সুদ্দীর সূত্রে উক্ত হাদীসের অংশবিশেষ রিওয়ায়াত করেছেন।

٢٩٨٨ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ : حَدَّثَنَا أَبُوْ الْأَحْوَصِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ مُرَّةَ الْهَمْدَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «إِنَّ لِلشَّيْطَانِ لَمَّةً بِابْنِ آدَمَ، وَلِلْمَلَكِ لَمَّةً : فَأَمَّا لَمَّةُ الشَّيْطَانِ؛ فَإِيْعَادٌ بِالشَّرِّ، وَتَكْذِيْبٌ بِالْحَقِّ، وَأَمَّا لَمَّةُ الْمَلَكِ؛ فَإِيْعَادٌ بِالْخَيْرِ، وَتَصْدِيْقٌ بِالْحَقِّ، فَمَنْ وَجَدَ ذٰلِكَ؛ فَلْيَعْلَمْ أَنَّهُ مِنَ اللّٰهِ؛ فَلْيَحْمَدِ اللّٰهَ، وَمَنْ وَجَدَ الْأُخْرَى؛ فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ»، ثُمَّ قَرَأَ : ﴿الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ﴾ الآيَةَ.

- صحيح : «المشكاة» (٧٤ - التحقيق الثاني).

২৯৮৮। 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ আদম সন্তানের প্রতি শাইতানের এক স্পর্শ রয়েছে এবং ফেরেশতারও এক স্পর্শ রয়েছে। শাইতানের স্পর্শ হচ্ছে মন্দ

কাজের প্ররোচনাদান ও সত্যকে অস্বীকার করার। ফেরেশতার স্পর্শ হচ্ছে কল্যাণের কাজে উৎসাহিত করা এবং সত্যকে স্বীকার করা। কাজেই যে ব্যক্তি নিজের মধ্যে এরূপ নেকীর স্পর্শ অনুভব করে সে যেন জ্ঞাত হয় যে, এটা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে এবং এজন্য সে যেন আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি শুকরিয়া আদায় করে। আর কেউ নিজের মধ্যে এর বিপরীত স্পর্শ উপলব্ধি করলে সে যেন তখন শাইতান হতে আল্লাহ তা'আলার নিকট আশ্রয় চায়। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ নিম্নোক্ত আয়াত তিলাওয়াত করেন (অনুবাদ) ঃ "শাইতান তোমাদেরকে দারিদ্র্যের ভয় দেখায় এবং অশ্লীল কাজের নির্দেশ দেয়। আর আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে তাঁর ক্ষমা ও অনুগ্রহের প্রতিশ্রুতি দেন। আল্লাহ তা'আলা প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ"– (সূরা বাক্বারাহ্ ২৬৮)।

সহীহ ঃ মিশকাত তাহক্বীক্ব সানী (৭৪)।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান গারীব। এটি হচ্ছে আবুল আহওয়াসের রিওয়ায়াত। আমরা আবুল আহওয়াসের সূত্র ব্যতীত এটিকে অন্য কোন সূত্রে মারফূ' হিসেবে জানতে পরিনি।

٢٩٨٩ – حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ : حَدَّثَنَا أَبُوْ نُعَيْمٍ : حَدَّثَنَا فُضَيْلُ ابْنُ مَرْزُوْقٍ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِيْ حَازِمٍ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «يَا أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّ اللّٰهَ طَيِّبٌ لاَ يَقْبَلُ إِلاَّ طَيِّبًا، وَإِنَّ اللّٰهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِيْنَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِيْنَ، فَقَالَ : ﴿يَاأَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوْا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوْا صَالِحًا إِنِّيْ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ﴾، وَقَالَ : ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا كُلُوْا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ﴾»، قَالَ : وَذَكَرَ : «الرَّجُلَ يُطِيْلُ السَّفَرَ؛ أَشْعَثَ أَغْبَرَ، يَمُدُّ يَدَهُ إِلَى السَّمَاءِ : يَا رَبِّ! وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، وَغُذِّيَ بِالْحَرَامِ؛ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ؟!».

– حسن : «غاية المرام» (١٧) م.

২৯৮৯। আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ হে লোক সকল! আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র। তিনি পবিত্র জিনিস ব্যতীত কিছু ক্ববূল করেন না। আল্লাহ তাঁর রাসূলদেরকে যেসব বিষয়ের হুকুম দিয়েছেন, মু'মিনদেরকেও সেসব বিষয়ের হুকুম দিয়েছেন। তিনি বলেছেন ঃ "হে রাসূলগণ! তোমরা পবিত্র বস্তু হতে আহার কর এবং সৎকাজ কর। তোমরা যা কর সে সম্বন্ধে আমি সবিশেষ অবগত"– (সূরা ঃ আল-মু'মিনূন ৫১)। তিনি আরো বলেন ঃ "হে মু'মিনগণ! তোমাদেরকে আমি যে রিযিক্ব দিয়েছি তা হতে পবিত্র বস্তু আহার কর"– (সূরা ঃ আল-বাক্বারাহ্ ১৭২)। বর্ণনাকারী বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এক ব্যক্তির কথা উল্লেখ করলেন, দীর্ঘ সফরের ক্লান্তিতে যার মাথার চুল বিক্ষিপ্ত, অবিন্যস্ত এবং সারা শরীর ধূলি মলিন। সে আসমানের দিকে হাত দরায করে বলে, হে আমার প্রভু! হে আমার প্রতিপালক! অথচ তার খাদ্য ও পানীয় হারাম, তার পোশাক হারাম, তার জীবন জীবিকাও হারাম। এমতাবস্থায় তার দু'আ কিভাবে ক্ববূল হতে পারে।

হাসান ঃ গাইয়াতুল মারাম (২৭), মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান গারীব। আমরা এটিকে ফুযাইল ইবনু মারযূক্বের হাদীস হিসেবে জানি। আবূ হাযিম হচ্ছেন আবূ হাযিম আল-আশজা'ঈ। তার নাম সালমান, 'আজ্জা আল-আশজা'ইয়্যার মুক্তদাস।

٢٩٩٢ - حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ : حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ آدَمَ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ ﴿إِنْ تُبْدُوا مَا فِيْ أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوْهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللّٰهُ﴾؛ قَالَ : دَخَلَ قُلُوْبَهُمْ مِنْهُ شَيْءٌ، لَمْ يَدْخُلْ مِنْ شَيْءٍ، فَقَالُوْا لِلنَّبِيِّ ﷺ؟ فَقَالَ : «قُوْلُوْا : سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا»، فَأَلْقَى اللّٰهُ الْإِيْمَانَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ، فَأَنْزَلَ اللّٰهُ -تَبَارَكَ وَتَعَالَى- ﴿آمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُوْنَ﴾ الآيَةَ ﴿لاَ يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ

وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِيْنَا أَوْ أَخْطَأْنَا ﴾؛ قَالَ : قَدْ فَعَلْتُ، ﴿رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا ﴾؛ قَالَ : قَدْ فَعَلْتُ ﴿رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا ﴾ الآيَةَ؛ قَالَ : قَدْ فَعَلْتُ.

- صحيح : م (٨١/١).

২৯৯২। ইবনু 'আব্বাস (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন "তোমাদের মনে যা আছে তা প্রকাশ কর অথবা গোপন রাখ আল্লাহ তা'আলা তোমাদের নিকট হতে তার হিসাব গ্রহণ করবেন"- (সূরা বাক্বারাহ্ ২৮৪) এ আয়াত অবতীর্ণ হয়, তখন মানুষদের অন্তরে এরূপ একটা জিনিস (আশংকা ও খটকা) সৃষ্টি হয় যা অন্য কিছুতে সৃষ্টি হয়নি। তাই তারা নাবী ﷺ কে এ ব্যাপারে জানালেন। তিনি বললেন ঃ তোমরা বল "আমরা শুনলাম ও অনুগত্য করলাম"। এতে আল্লাহ তা'আলা তাদের অন্তরে ঈমান ঢেলে দিলেন। তারপর কল্যাণময় আল্লাহ তা'আলা অবতীর্ণ করেন ঃ "রাসূল ঈমান এনেছে তার প্রতি তার প্রভুর পক্ষ হতে যা অবতীর্ণ হয়েছে এবং মু'মিনগণও....."- (সূরা আল-বাক্বারাহ্ ২৮৫)। "আল্লাহ্ তা'আলা কারো উপর তার সাধ্যাতীত দায়িত্ব চাপান না। সে ভালো যা করে তা তারই এবং মন্দ যা করে তাও তারই। হে আমাদের প্রতিপালক! যদি আমরা ভুলে যাই বা অন্যায় করে ফেলি, তবে তুমি আমাদের (অপরাধীরূপে) পাকড়াও করো না"- (সূরা আল-বাক্বারাহ্ ২৮৬)। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, আমি তা করলাম। "হে আমাদের প্রভু! আমাদের পূর্ববর্তীদের উপর যেমন গুরুদায়িত্ব অর্পণ করেছিলে, আমাদের উপর তেমন দায়িত্ব অর্পণ করো না"। আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমি ক্বুবূল করলাম। "হে আমাদের প্রভু! আমাদের উপর এমন ভার অর্পণ করো না, যা বহনের শক্তি আমাদের নেই। আমাদের গুনাহ মোচন কর, আমাদের ক্ষমা কর, আমাদের প্রতি দয়া কর, তুমিই আমাদের অভিভাবক। কাফির সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদেরকে জয়যুক্ত কর"- (সূরা আল-বাক্বারাহ্ ২৮৬)। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ আমি ক্বুবূল করলাম।

সহীহ ঃ মুসলিম (১/৮১)।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ। এ হাদীসটি ইবনু 'আব্বাস (রাযিঃ) হতে অন্য সূত্রেও বর্ণিত হয়েছে। আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আদম ইবনু সুলাইমান প্রসঙ্গে কথিত আছে যে, তিনি ইয়াহ্ইয়া ইবনু আদমের বাবা।

٤ - بَابٌ وَمِنْ سُوْرَةِ آلِ عِمْرَانَ

অনুচ্ছেদ ঃ ৪ ॥ সূরা আ-লি 'ইমরান

٢٩٩٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : أَخْبَرَنَا أَبُوْ دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ : حَدَّثَنَا أَبُوْ عَامِرٍ -وَهُوَ الْخَزَّازُ-، وَيَزِيْدُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ -كِلاَهُمَا-، عَنِ ابْنِ أَبِيْ مُلَيْكَةَ -قَالَ يَزِيْدُ : عَنِ ابْنِ أَبِيْ مُلَيْكَةَ-، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ -وَلَمْ يَذْكُرْ أَبُوْ عَامِرٍ الْقَاسِمَ-، قَالَتْ : سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنْ قَوْلِهِ : ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُوْنَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيْلِهِ﴾؟، قَالَ : «فَإِذَا رَأَيْتِيْهِمْ؛ فَاعْرِفِيْهِمْ».

وَقَالَ يَزِيْدُ : «فَإِذَا رَأَيْتُمُوْهُمْ؛ فَاعْرِفُوْهُمْ»، قَالَهَا مَرَّتَيْنِ، أَوْ ثَلاَثًا.

- صحيح : ق.

২৯৯৩। 'আয়িশাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺকে "যাদের অন্তরে সত্য-লঙ্ঘনের প্রবণতা রয়েছে শুধু তারাই ফিতনা সৃষ্টি ও ভুল ব্যাখ্যার উদ্দেশে মুতাশাবিহাত-এর অনুসরণ করে"– (সূরা আ-লি 'ইমরান ৭) আয়াত প্রসঙ্গে প্রশ্ন করলাম। তিনি বললেন ঃ তুমি তাদের দেখলে চিনে রাখবে। অধঃস্তন বর্ণনাকারী ইয়াযীদের বর্ণনায় আছে ঃ তোমরা তাদের দেখলে চিনে রাখবে। তিনি দুই অথবা তিনবার এ কথা বলেছেন।

সহীহ ঃ বুখারী, মুসলিম।

٢٩٩٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ : أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ : سُئِلَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ هَذِهِ الآيَةِ ﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ﴾ إِلَى آخِرِ الآيَةِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ : «إِذَا رَأَيْتُمُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ؛ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ سَمَّاهُمُ اللّٰهُ؛ فَاحْذَرُوهُمْ».

- صحيح : ق.

২৯৯৪। 'আয়িশাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, এ আয়াত বিষয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে প্রশ্ন করা হল ঃ "তিনিই তোমাদের উপর এ কিতাব অবতীর্ণ করেছেন যার কিছু আয়াত মুহকাম, এগুলো কিতাবের মূল এবং অন্যগুলো মুতাশাবিহাত। যাদের মনে কুটিলতা আছে, তারাই ফিতনা সৃষ্টি এবং ভুল ব্যাখ্যার উদ্দেশে মুতাশাবিহাতের অনুসরণ করে..... শুধু বোধসম্পন্ন ব্যক্তিরাই শিক্ষা গ্রহণ করে"– (সূরা আ-লি 'ইমরান ৭)। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ তোমরা কুরআনের মুতাশাবিহ আয়াতসমূহের অনুসারীদের দেখলে অনুধাবন করে নিবে যে, আল্লাহ তা'আলা এদেরই নামোল্লেখ করেছেন। কাজেই তোমরা তাদের পরিহার করবে।

সহীহ ঃ বুখারী (৪৫৭৪), মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ। এ হাদীসটি আইয়ূব (রাহঃ)-এর বরাতে ইবনু আবূ মুলাইকাহ্ সূত্রেও 'আয়িশাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে। এ হাদীসটি ইবনু আবী মুলাইকাহ্ হতে 'আয়িশাহ্ (রাযিঃ) সূত্রে একাধিক বর্ণনাকারী একই রকম বর্ণনা করেছেন। তারা তাতে 'আল-কাসিম ইবনু মুহাম্মাদ হতে" এ কথাটি উল্লেখ করেননি। ইয়াযীদ ইবনু ইবরাহীমই এ হাদীসে "আল-কাসিম ইবনু মুহাম্মাদ"-এর নাম উল্লেখ করেছেন। ইবনু আবী মুলাইকাহ্ হলেন 'আবদুল্লাহ ইবনু উবাইদুল্লাহ ইবনু আবী মুলাইকাহ্। তিনি 'আয়িশাহ্ (রাযিঃ)-এর নিকট হতেও হাদীস শুনেছেন।

٢٩٩٥ - حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ : حَدَّثَنَا أَبُوْ أَحْمَدَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوْقٍ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «إِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ وُلاَةً مِنَ النَّبِيِّيْنَ، وَإِنَّ وَلِيِّيْ أَبِيْ، وَخَلِيْلُ رَبِّيْ»، ثُمَّ قَرَأَ ﴿إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيْمَ لَلَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِيْنَ آمَنُوْا وَاللّٰهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِيْنَ﴾.

- صحيح : «المشكاة» (٥٧٦٩ - التحقيق الثاني).

২৯৯৫। 'আবদুল্লাহ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ নাবীগণের মধ্য হতে প্রত্যেক নাবীরই কিছু সংখ্যক বন্ধু থাকেন। আমার বন্ধু হচ্ছেন আমার বাবা ও আমার প্রতিপালকের ঘনিষ্ঠ বন্ধু [ইবরাহীম ('আঃ)]। তারপর তিনি পাঠ করলেন ঃ 'মানুষের মধ্যে তারাই ইবরাহীমের ঘনিষ্ঠতর যারা তার অনুসরণ করেছে এবং এই নাবী ও যারা ঈমান এনেছে তারা। আর আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদের অভিভাবক"– (সূরা আল-'ইমরান ঃ ৬৮)।

সহীহ ঃ মিশকাত তাহক্বীক্ব সানী (৫৭৬৯)।

মাহমূদ-আবূ নু'আইম হতে, তিনি সুফ্ইয়ান হতে, তিনি তার বাবা হতে, তিনি আবূয যুহা হতে, তিনি 'আবদুল্লাহ (রাযিঃ) হতে, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে এই সূত্রে একই রকম বর্ণনা করেছেন। তবে তাতে মাস্রূক্বের উল্লেখ নেই। আবূ 'ঈসা বলেন, এটি আবুয যুহা-মাস্রূক্ব সূত্রে বর্ণিত হাদীসের চাইতে অনেক বেশি সহীহ। আবুয্ যুহার নাম মুসলিম ইবনু সুবাইহ্। আবূ কূরাইব-ওয়াকী' হতে, তিনি সুফ্ইয়ান হতে, তিনি তার বাবা হতে, তিনি আবুয যুহা হতে, তিনি 'আবদুল্লাহ (রাযিঃ) হতে, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে এই সূত্রে আবূ নু'আইমের হাদীসের একই রকম বর্ণনা করেছেন। এ সূত্রেও মাসরূক্বের উল্লেখ নেই।

٢٩٩٦ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ : حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيْقِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِيْنٍ، هُوَ فِيْهَا فَاجِرٌ؛ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ؛ لَقِيَ اللّٰهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ»، فَقَالَ الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ : فِيَّ - وَاللّٰهِ - كَانَ ذٰلِكَ؛ كَانَ بَيْنِيْ وَبَيْنَ رَجُلٍ مِنَ الْيَهُوْدِ أَرْضٌ، فَجَحَدَنِي، فَقَدَّمْتُهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «أَلَكَ بَيِّنَةٌ؟»، فَقُلْتُ : لاَ، فَقَالَ لِلْيَهُوْدِيِّ : «احْلِفْ»، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللّٰهِ! إِذَنْ يَحْلِفُ، فَيَذْهَبُ بِمَالِي؟! فَأَنْزَلَ اللّٰهُ - تَبَارَكَ وَتَعَلَى- ﴿إِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلاً﴾ إِلَى آخِرِ الآيَةِ.

- صحيح : «ابن ماجه» (٢٣٢٣) ق.

২৯৯৬। 'আবদুল্লাহ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কোন মুসলিমের মাল-সম্পদ আত্মসাৎ করার জন্য মিথ্যা শপথ করবে, সে আল্লাহ তা'আলার সাথে এরূপ অবস্থায় মিলিত হবে যে, তিনি তার প্রতি অসন্তুষ্ট। আশ'আস ইবনু কাইস (রাযিঃ) বলেন, আল্লাহ্র শপথ! এ হাদীস আমার সাথে সংশ্লিষ্ট। আমার ও এক ইয়াহূদীর এক খণ্ড শরীকানা জমি ছিল। সে আমার মালিকানা অস্বীকার করে বসে। আমি তাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট হাযির করলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন ঃ তোমার কি কোন সাক্ষী প্রমাণ আছে? আমি বললাম, না। তিনি ইয়াহূদীকে বললেন ঃ তুমি শপথ কর। আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! সে এভাবে (মিথ্যা) শপথ করে তো আমার মাল নিয়ে যাবে। তখন বারকাতময় আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত অবতীর্ণ করেন (অনুবাদ) ঃ "যারা আল্লাহ তা'আলার সাথে কৃত প্রতিশ্রুতি এবং নিজেদের শপথসমূহ তুচ্ছ মূল্যে বিক্রয় করে আখিরাতে তাদের জন্য কোন অংশ নেই। ক্বিয়ামাতের

দিন আল্লাহ তা'আলা না তাদের সাথে কথা বলবেন, না তাদের প্রতি তাকাবেন এবং না তাদেরকে পরিশুদ্ধ করবেন। তাদের জন্য রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি"– (সূরা আ-লি 'ইমরান ৭৭)।

সহীহ ঃ ইবনু মা-জাহ (২৩২৩), বুখারী (৪৫৫০), মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ। ইবনু আবী আওফা (রাযিঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে।

٢٩٩٧ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ بَكْرٍ السَّهْمِيُّ : حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ : لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ : ﴿لَنْ تَنَالُوْا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ﴾، أَوْ : ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا﴾؛ قَالَ أَبُوْ طَلْحَةَ - وَكَانَ لَهُ حَائِطٌ، فَقَالَ- : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! حَائِطِيْ لِلّٰهِ، وَلَو اسْتَطَعْتُ أَنْ أُسِرَّهُ؛ لَمْ أُعْلِنْهُ، فَقَالَ : «اجْعَلْهُ فِيْ قَرَابَتِكَ - أَوْ أَقْرَبِيْكَ -».

- صحيح : «صحيح أبي داود» (١٤٨٢) ق.

২৯৯৭। আনাস (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, "তোমরা যা ভালোবাস তা হতে ব্যয় না করা পর্যন্ত তোমরা কখনো পুণ্যলাভ করবে না"– (সূরা আ-লি 'ইমরান ৯২) অথবা "কে সে ব্যক্তি যে আল্লাহ তা'আলাকে উত্তম ঋণপ্রদান করবে? তিনি তার জন্য তা বহু গুণে বৃদ্ধি করবেন"– (সূরা আল-বাকারাহ্ ২৪৫) আয়াত অবতীর্ণ হলে আবূ তালহা (রাযিঃ), যার একটি ফলের বাগান ছিল, বললেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল! আমার বাগানটি আল্লাহ তা'আলার পথে দান করে দিলাম। আমি গোপনে এটি দান করতে পারলে এর প্রকাশ্য ঘোষণা দিতাম না। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ তোমার আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে তা বণ্টন করে দাও।

সহীহ ঃ সহীহ আবূ দাঊদ (১৪৮২), বুখারী (৪৫৫৪), মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ। হাদীসটি মালিক ইবনু আনাস (রাহঃ) ইসহাক্ব ইবনু 'আবদুল্লাহ ইবনু আবী তালহা হতে, তিনি আনাস ইবনু মালিক (রাযিঃ) হতে এই সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

٢٩٩٩ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ مِسْمَارٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ : لَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ هَذِهِ الآيَةَ : ﴿تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ﴾ الآيَةَ؛ دَعَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلِيًّا وَفَاطِمَةَ وَحَسَنًا وَحُسَيْنًا، فَقَالَ : «اللَّهُمَّ! هَؤُلاَءِ أَهْلِي».

- صحيح الإسناد.

২৯৯৯। সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্কাস (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, "আসো, আমরা ডাকি আমাদের পুত্রগণকে ও তোমাদের পুত্রগণকে, আমাদের নারীগণকে ও তোমাদের নারীগণকে, আমাদের নিজেদেরকে ও তোমাদের নিজেদেরকে....."– (সূরা আ-লি 'ইমরান ৬১) আয়াত অবতীর্ণ হলে রাসূলুল্লাহ ﷺ 'আলী, ফাতিমা ও হাসান-হুসাইন (রাযিঃ)-কে ডাকলেন এবং বললেন ঃ হে আল্লাহ! এরাই আমার পরিজন।

সনদ সহীহ।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান গারীব সহীহ।

٣٠٠٠ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ صَبِيحٍ، وَحَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي غَالِبٍ، قَالَ : رَأَى أَبُو أُمَامَةَ رُءُوسًا مَنْصُوبَةً عَلَى دَرَجِ مَسْجِدِ دِمَشْقَ، فَقَالَ أَبُو أُمَامَةَ : كِلاَبُ النَّارِ شَرُّ قَتْلَى تَحْتَ أَدِيمِ السَّمَاءِ خَيْرُ قَتْلَى مَنْ قَتَلُوهُ، ثُمَّ قَرَأَ : ﴿يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ﴾ إِلَى آخِرِ الآيَةِ، قُلْتُ لِأَبِي أُمَامَةَ : أَنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ

ﷺ؟ قَالَ : لَوْ لَمْ أَسْمَعْهُ إِلاَّ مَرَّةً، أَوْ مَرَّتَيْنِ، أَوْ ثَلاَثًا، أَوْ أَرْبَعًا، حَتَّي عَدَّ سَبْعًا؛ مَا حَدَّثْتُكُمُوهُ.

– حسن صحيح : «ابن ماجه» (١٧٦).

৩০০০। আবূ গালিব (রাহঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবূ উমামা (রাযিঃ) দামিশকের সিঁড়ির উপর (খারিজীদের) কতগুলো মুণ্ড পড়ে থাকতে দেখলেন। আবূ উমামা (রাযিঃ) বললেন, এগুলো জাহান্নামের কুকুর এবং আসমানের চামড়ার (ছাদের) নিচে নিকৃষ্টতম নিহত এরা। আর এরা যাদেরকে হত্যা করেছে তারা উত্তম লোক। তারপর তিনি এ আয়াত পাঠ করলেন (অনুবাদ) ঃ "সেদিন কিছু মুখ উজ্জ্বল হবে এবং কিছু মুখ কালো হবে। যাদের মুখ কালো হবে তাদের বলা হবে, তোমরা ঈমান আনার পরও কি কুফরী করেছিলে? সুতরাং তোমরা শাস্তির স্বাদ গ্রহণ কর"– (সূরা আ-লি 'ইমরান ১০৬)। আবূ গালিব (রাহঃ) বলেন, আমি আবূ উমামাহ্ (রাযিঃ)-কে বললাম, আপনি কি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এটা শুনেছেন? তিনি বললেন, আমি যদি এটা এক, দুই, তিন, চার, এমনকি সাতবার পর্যন্ত না শুনতাম, তাহলে তোমাদের নিকট তা বর্ণনা করতাম না।

হাসান সহীহ ঃ ইবনু মা-জাহ (১৭৬)।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান। আবূ গালিবের নাম হাযাও্ওয়ার এবং আবূ উমামা আল-বাহিলী (রাযিঃ)-এর নাম সুদাই ইবনু 'আজলান, তিনি বাহিলা গোত্রের নেতা।

٣٠٠١ – حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ : أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ فِيْ قَوْلِهِ – تَعَالَى – : ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾؛ قَالَ : «إِنَّكُمْ تَتِمُّونَ سَبْعِينَ أُمَّةً، أَنْتُمْ خَيْرُهَا وَأَكْرَمُهَا عَلَى اللهِ».

– حسن : «ابن ماجه» (٤٢٨٧).

Contents

৩০০১। বাহ্য ইবনু হাকীম (রাহঃ) পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺকে "তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মাত, মানবজাতির জন্য তোমাদের আবির্ভাব হয়েছে"– (সূরা আল-'ইমরান ১১০) আয়াত প্রসঙ্গে বলতে শুনেছেন ঃ অবশ্যই তোমরাই দুনিয়াতে সত্তর (৭০) সংখ্যা পূর্ণকারী দল। তোমরাই আল্লাহ তা'আলার নিকট সর্বোত্তম ও মর্যাদা সম্পন্ন।

হাসান ঃ ইবনু মা-জাহ (৪২৮৭)।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান। এ হাদীসটি একাধিক বর্ণনাকারী বাহ্য ইবনু হাকীম (রাহঃ) হতে একই রকম বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তারা "তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মাত, মানবজাতির জন্য তোমাদের আবির্ভাব হয়েছে" আয়াতের উল্লেখ করেননি।

٣٠٠٢ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ : أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسٍ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كُسِرَتْ رَبَاعِيَتُهُ يَوْمَ أُحُدٍ، وَشُجَّ وَجْهُهُ شَجَّةً فِيْ جَبْهَتِهِ، حَتَّى سَالَ الدَّمُ عَلَى وَجْهِهِ، فَقَالَ : «كَيْفَ يُفْلِحُ قَوْمٌ فَعَلُوْا هَذَا بِنَبِيِّهِمْ؛ وَهُوَ يَدْعُوهُمْ إِلَى اللّٰهِ؟!»، فَنَزَلَتْ ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوْبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ﴾ إِلَى آخِرِهَا.

– صحيح : م (١٧٩/٥)، خ معلقا (٣٦٥/٧).

৩০০২। আনাস (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, উহুদের যুদ্ধের দিন নাবী ﷺ-এর সামনের মাড়ির দাঁত ভেঙ্গে যায়। তাঁর চেহারা যখম হয়, এমনকি কপালে যখম হওয়ার কারণে মুখমণ্ডলে রক্ত ঝড়ে পড়ে। তখন তিনি বললেন ঃ কিভাবে ঐ জাতি সফলকাম হবে, যারা তাদের নাবীর সাথে এহেন আচরণ করেছে, অথচ তিনি তাদেরকে আল্লাহ তা'আলার পথে আহ্বান করেছেন। তখন এ আয়াত অবতীর্ণ হয় ঃ "তিনি তাদের প্রতি ক্ষমাশীল হবেন অথবা তাদেরকে শাস্তি দিবেন এ বিষয়ে তোমার করণীয় কিছু নেই। কারণ তারা যালিম"– (সূরা আ-লি 'ইমরান ১২৮)।

সহীহ ঃ মুসলিম (৫/১৭৯), বুখারী মু'আল্লাকরূপে (৭/৩৬৫)।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ।

٣٠٠٣ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالاَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ : أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسٍ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ شُجَّ فِيْ وَجْهِهِ، وَكُسِرَتْ رَبَاعِيَتُهُ، وَرُمِيَ رَمْيَةً عَلَى كَتِفِهِ، فَجَعَلَ الدَّمُ يَسِيْلُ عَلَى وَجْهِهِ؛ وَهُوَ يَمْسَحُهُ وَيَقُولُ : «كَيْفَ تُفْلِحُ أُمَّةٌ فَعَلُوْا هَذَا بِنَبِيِّهِمْ؛ وَهُوَ يَدْعُوهُمْ إِلَى اللّٰهِ؟!»، فَأَنْزَلَ اللّٰهُ - تَعَالَى - ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُوْنَ ﴾.

- صحيح : انظر ما قبله.

৩০০৩। আনাস (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, (উহূদের দিন) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মুখমণ্ডল আঘাতপ্রাপ্ত হয় এবং তাঁর সামনের মাড়ির দাঁত ভেঙ্গে যায়। তাঁর কাঁধের উপর একটি তীর নিক্ষিপ্ত হয়। ফলে তাঁর মুখমণ্ডল বেয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়তে থাকলে তিনি তা মুছে ফেলছিলেন এবং বলছিলেন ঃ সেই জাতি কিভাবে নাজাত পেতে পারে, যারা তাদের নাবীর সাথে এহেন নির্মম আচরণ করে, অথচ তিনি তাদেরকে আল্লাহ তা'আলার দিকে আহ্বান করছেন। তখনি বারকাতময় আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত অবতীর্ণ করেন (অনুবাদ) ঃ "তিনি তাদের প্রতি ক্ষমাশীল হবেন অথবা তাদেরকে শাস্তি দিবেন এ বিষয়ে তোমার করণীয় কিছু নেই। কারণ তারা যালিম"– (সূরা আ-লি 'ইমরান:১২৮)।

সহীহ ঃ দেখুন পূর্বের হাদীস।

আমি 'আব্দ ইবনু হুমাইদকে বলতে শুনেছি, এই হাদীস বর্ণনায় ইয়াযীদ ইবনু হারূন ভুলের শিকার হয়েছেন। আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ।

٣٠٠٤ - حَدَّثَنَا أَبُوْ السَّائِبِ سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ بْنِ سَلْمٍ الْكُوْفِيُّ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ بَشِيْرٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حَمْزَةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيْهِ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ أُحُدٍ : «اللّٰهُمَّ! الْعَنْ أَبَا سُفْيَانَ، اللّٰهُمَّ! الْعَنِ الْحَارِثَ بْنَ هِشَامٍ، اللّٰهُمَّ! الْعَنْ صَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ»، قَالَ : فَنَزَلَتْ ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوْبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ﴾، فَتَابَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ، فَأَسْلَمُوْا، فَحَسُنَ إِسْلَامُهُمْ.

- صحيح : خ (٤٠٦٩).

৩০০৪। সালিম ইবনু ‘আবদুল্লাহ (রাহঃ) হতে তার বাবার সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, উহূদের দিন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ “হে আল্লাহ! আবূ সুফ্‌ইয়ানের প্রতি অভিশাপ বর্ষণ করুন। হে আল্লাহ! আল-হারিস ইবনু হিশামের প্রতি অভিশাপ বর্ষণ করুন। হে আল্লাহ! সাফওয়ান ইবনু উমাইয়্যার প্রতি অভিশাপ বর্ষণ করুন।” বর্ণনাকারী বলেন, তখন এ আয়াত অবতীর্ণ হয় ঃ “তিনি তাদের প্রতি ক্ষমাশীল হবেন অথবা তাদেরকে শাস্তি দিবেন এ বিষয়ে তোমার করণীয় কিছু নেই.....”– (সূরা আ-লি ‘ইমরান ১২৮)। অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা তাদের তাওবাহ্ ক্ববূল করেন এবং তারা ইসলাম গ্রহণ করে উত্তম মুসলিম হন।

সহীহ ঃ বুখারী (৪০৬৯)।

আবূ ‘ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান গারীব। ‘উমার ইবনু হামযা কর্তৃক সালিম (রাহঃ) হতে তার বাবার সূত্রে বর্ণিত হাদীস হিসেবে এটিকে গারীব গণ্য করা হয়। যুহরী ও সালিম হতে, তার পিতার সূত্রে এটি বর্ণনা করেছেন। মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈল (আল-বুখারী) এটি ‘উমার ইবনু হামযাহ্ কর্তৃক বর্ণিত হাদীস হিসেবে অবহিত নন। তিনি এটি যুহরী কর্তৃক বর্ণিত হাদীস হিসেবে অবহিত আছেন।

٣٠٠٥ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيْبِ بْنِ عَرَبِيٍّ الْبَصْرِيُّ : حَدَّثَنَا خَالِدُ ابْنُ الْحَارِثِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ : أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَدْعُوْ عَلَى أَرْبَعَةِ نَفَرٍ، فَأَنْزَلَ اللّٰهُ - تَبَارَكَ وَتَعَالَى - ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُوْنَ﴾، فَهَدَاهُمُ اللّٰهُ لِلإِسْلاَمِ.

- حسن صحيح : خ (٤٠٦٩، ٤٠٧٠).

৩০০৫। 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, চারজন ব্যক্তিকে রাসূলুল্লাহ ﷺ বদদু'আ করছিলেন। এ সম্পর্কেই বারকতাময় আল্লাহ তা'আলা অবতীর্ণ করেন ঃ "তিনি তাদের প্রতি ক্ষমাশীল হবেন অথবা তাদেরকে শাস্তি প্রদান করবেন এ বিষয়ে তোমার করণীয় কিছু নেই। কারণ তারা যালিম"– (সূরা আ-লি 'ইমরান:১২৮)। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ইসলাম গ্রহণের তাওফীক্ব দান করেছিলেন।

হাসান সহীহ ঃ বুখারী (৪০৬৯, ৪০৭০)।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান গারীব সহীহ। এটিকে নাফি' (রাহঃ) কর্তৃক ইবনু 'উমার (রাযিঃ) সূত্রে বর্ণিত হাদীস হিসেবে 'গারীব' গণ্য করা হয়। এ হাদীসটি ইয়াহ্ইয়া ইবনু আইয়ূবও ইবনু আজলানের সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

٣٠٠٦ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْمُغِيْرَةِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبِيْعَةَ، عَنْ أَسْمَاءَ بْنِ الْحَكَمِ الْفَزَارِيِّ، قَالَ : سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُوْلُ : إِنِّيْ كُنْتُ رَجُلاً إِذَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ حَدِيْثًا نَفَعَنِيَ اللّٰهُ مِنْهُ بِمَا شَاءَ أَنْ يَنْفَعَنِيْ، وَإِذَا حَدَّثَنِيْ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ؛ اسْتَحْلَفْتُهُ، فَإِذَا حَلَفَ لِيْ صَدَّقْتُهُ، وَإِنَّهُ حَدَّثَنِيْ أَبُوْ بَكْرٍ، وَصَدَقَ أَبُوْ

بَكْرٍ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : «مَا مِنْ رَجُلٍ يُذْنِبُ ذَنْبًا، ثُمَّ يَقُوْمُ فَيَتَطَهَّرُ، ثُمَّ يُصَلِّيْ، ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ؛ إِلَّا غَفَرَ لَهُ»، ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ ﴿وَالَّذِيْنَ إِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوْا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوْا اللّٰهَ﴾ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ.

- حسن : «ابن ماجه» (١٣٩٥).

৩০০৬। আসমা ইবনুল হাকাম আল-ফাযারী (রাহঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ‘আলী (রাযিঃ)-কে বলতে শুনেছি ঃ আমি এমন লোক ছিলাম যে, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট কোন হাদীস শুনলে আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছায় আমি তার দ্বারা প্রভূত উপকৃত হতাম। আর আমার নিকট তাঁর কোন সাহাবী হাদীস বর্ণনা করলে আমি তাকে শপথ করতে বলতাম। আমার কথায় তিনি শপথ করলে, আমি তার সত্যতা স্বীকার করতাম। অতএব আবূ বাক্‌র (রাযিঃ) আমার নিকট হাদীস বর্ণনা করেন। বলা বাহুল্য, আবূ বাক্‌র (রাযিঃ) সত্য কথাই বলেছেন। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি ঃ কোন লোক যদি গুনাহ্ করার পর পবিত্রতা অর্জন করে নামায আদায় করে, তারপর আল্লাহ্ তা'আলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে তবে তাকে আল্লাহ্ তা'আলা অবশ্যই ক্ষমা করে দেন। তারপর তিনি এ আয়াত পড়েন (অনুবাদ) ঃ “যাদের অবস্থা এমন যে, তারা কখনো অশ্লীল কর্ম করে ফেললে অথবা নিজেদের প্রতি যুলুম করলে পরে আল্লাহ্ তা'আলাকে স্মরণ করে এবং নিজেদের গুনাহের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে (তাদেরকে ক্ষমা করা হয়)। আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত কে গুনাহ্ মাফ করতে পারে? আর তারা যা করে ফেলেছে জ্ঞাতসারে তার পুনরাবৃত্তি করে না”– (সূরা আ-লি ‘ইমরান:১৩৫)।

হাসান ঃ ইবনু মা-জাহ (১৩৯৫)।

আবূ ‘ঈসা বলেন, এ হাদীসটি ‘উসমান ইবনুল মুগীরাহ্ (রাহঃ)-এর সূত্রে শু'বাহ্ প্রমুখ বর্ণনাকারীগণ মারফূ'রূপে বর্ণনা করেছেন। মিস'আর ও সুফ্ইয়ানও ‘উসমান ইবনুল মুগীরার সূত্রে এটি রিওয়ায়াত করেছেন, তবে মারফূ হিসেবে নয়। কিছু বর্ণনাকারী এই হাদীসটি মিস'আর হতে মাওকূফ

হিসেবে বর্ণনা করেছেন, আর কিছু বর্ণনাকারী মারফূ‘ হিসেবে বর্ণনা করেছেন। সুফ্ইয়ান সাওরী তা ‘উসমান ইবনুল মুগীরাহ্ হতে মাওকূফ হিসেবে বর্ণনা করেছেন। উক্ত হাদীস ব্যতীত আসমা ইবনুল হাকাম কর্তৃক বর্ণিত আর কোন হাদীস আমাদের জানা নেই।

٣٠٠٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ : حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، عَنْ حَمَّادِ ابْنِ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، عَنْ أَبِيْ طَلْحَةَ، قَالَ : رَفَعْتُ رَأْسِي يَوْمَ أُحُدٍ، فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ، وَمَا مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ أَحَدٌ؛ إِلاَّ يَمِيْدُ تَحْتَ حَجَفَتِهِ مِنَ النُّعَاسِ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ - عَزَّ وَجَلَّ - : ﴿ ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُعَاسًا ﴾.

- صحيح الإسناد.

৩০০৭। আনাস (রাযিঃ) হতে আবূ তালহা (রাযিঃ)-এর সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, উহুদের দিন আমি মাথা তুলে তাকিয়ে দেখলাম, সকলে তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে নিজ নিজ ঢালের নিচে ঢলে পড়েছেন। আল্লাহ তা‘আলার নিম্নোক্ত বাণীর তাৎপর্য তাই ঃ “দুঃখ-কষ্টের পর আবার আল্লাহ তা‘আলা তোমাদেরকে তন্দ্রারূপে প্রশান্তি দান করলেন”–(সূরা আ-লি ‘ইমরান ১৫৪)।

সনদ সহীহ।

আবূ ‘ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ। ‘আব্দ ইবনু হুমাইদ-রাওহ ইবনু ‘উবাদাহ্ হতে, তিনি হাম্মাদ ইবনু সালামাহ্ হতে, তিনি হিশাম ইবনু ‘উরওয়াহ্ হতে, তিনি তার বাবা হতে, তিনি আবুয যুবাইর (রাহঃ) হতেও উপরোক্ত হাদীসের একই রকম বর্ণনা করেছেন। এ হাদীসটি হাসান সহীহ।

٣٠٠٨ - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ حَمَّادٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ سَعِيْدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ قَالَ : غُشِيْنَا

Contents

وَنَحْنُ فِيْ مَصَافِّنَا يَوْمَ أُحُدٍ؛ حَدَّثَ أَنَّهُ كَانَ فِيْمَنْ غَشِيَهُ النُّعَاسُ يَوْمَئِذٍ، قَالَ : فَجَعَلَ سَيْفِيْ يَسْقُطُ مِنْ يَدِيْ وَآخُذُهُ، وَيَسْقُطُ مِنْ يَدِيْ وَآخُذُهُ، وَالطَّائِفَةُ الْأُخْرَى الْمُنَافِقُوْنَ؛ لَيْسَ لَهُمْ هَمٌّ إِلاَّ أَنْفُسَهُمْ؛ أَجْبَنُ قَوْمٍ وَأَرْعَبُهُ، وَأَخْذَلُهُ لِلْحَقِّ.

- صحيح : خ (٤٠٨٦، ٤٥٦٢).

৩০০৮। আনাস (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, আবূ তালহা (রাযিঃ) বলেন, উহূদের যুদ্ধের দিন যুদ্ধের কাতারে আমরা তন্দ্রাগ্রস্ত হয়ে পড়ি। তিনি বলেন, আমিও সেদিন তন্দ্রাচ্ছন্ন লোকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম। ফলে বারবার আমার তরবারি আমার হাত হতে পড়ে যাচ্ছিল আর আমি তা তুলে নিচ্ছিলাম। আবার পড়ে যাচ্ছিল আবার তুলে নিচ্ছিলাম। অপর দলটি ছিল মুনাফিক্বদের। তাদের নিজ জানের চিন্তা ব্যতীত আর কোন চিন্তাই ছিল না। এরা ছিল সবচেয়ে কাপুরুষ ও ভীরু এবং সত্যের সাহায্য ত্যাগকারী।

সহীহ ঃ বুখারী (৪০৮৬, ৪৫৬২)।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ।

٣٠٠٩ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ عَنْ خُصَيْفٍ : حَدَّثَنَا مِقْسَمٌ، قَالَ : قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ ﴿وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ﴾ فِيْ قَطِيْفَةٍ حَمْرَاءَ، افْتُقِدَتْ يَوْمَ بَدْرٍ، فَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ : لَعَلَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ أَخَذَهَا! فَأَنْزَلَ اللّٰهُ ﴿وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ﴾ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ.

- صحيح : «الصحيحة» (٢٧٨٨).

৩০০৯। ইবনু 'আব্বাস (রাযিঃ) বলেন, "অন্যায়ভাবে কোন বস্তু আত্মসাৎ করা কোন নাবীর কাজ হতে পারে না"– (সূরা আ-লি 'ইমরান ১৬১) আয়াত বাদ্‌র যুদ্ধকালে হারিয়ে যাওয়া একটি লাল চাদর প্রসঙ্গে

অবতীর্ণ হয়েছে। কেউ কেউ বলল যে, হয়ত তা রাসূলুল্লাহ ﷺ নিয়েছেন। এ প্রসঙ্গেই বারকাতময় আল্লাহ তা'আলা অবতীর্ণ করেন ঃ "খিয়ানাত (আত্মসাৎ) করা কোন নাবীর কাজ হতে পারে না। আর যে ব্যক্তি খিয়ানাত করবে, কিয়ামাতের দিন সে তার খিয়ানাতসহ হাযির হবে। তারপর প্রত্যেক ব্যক্তিই তার কৃতকর্মের পুরাপুরি প্রতিফল লাভ করবে। কারো প্রতি যুলুম করা হবে না"– (সূরা আ-লি 'ইমরান ১৬১)।

সহীহ ঃ সহীহাহ্ (২৭৮৮)।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান গারীব। 'আবদুস সালাম ইবনু হারব (রাহঃ) খুসাইফির সূত্রে একই রকম বর্ণনা করেছেন। কেউ কেউ খুসাইফ হতে, তিনি মিক্বসাম হতে এই সূত্রে এ হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন, কিন্তু তাতে ইবনু 'আব্বাস (রাযিঃ)-এর উল্লেখ করেননি।

٣٠١٠ – حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيْبِ بْنِ عَرَبِيٍّ : حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ كَثِيرٍ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ : سَمِعْتُ طَلْحَةَ بْنَ خِرَاشٍ، قَالَ : سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ : لَقِيَنِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ، فَقَالَ لِيْ : «يَا جَابِرُ! مَا لِيْ أَرَاكَ مُنْكَسِرًا؟»، قُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! اسْتُشْهِدَ أَبِيْ؛ قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ، وَتَرَكَ عِيَالاً وَدَيْنًا، قَالَ : «أَفَلاَ أُبَشِّرُكَ بِمَا لَقِيَ اللّٰهُ بِهِ أَبَاكَ؟!»، قَالَ : قُلْتُ : بَلَى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! قَالَ : «مَا كَلَّمَ اللّٰهُ أَحَدًا -قَطُّ- إِلاَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، وَأَحْيَا أَبَاكَ، فَكَلَّمَهُ كِفَاحًا، فَقَالَ : يَا عَبْدِيْ! تَمَنَّ عَلَيَّ؛ أُعْطِكَ، قَالَ : يَا رَبِّ! تُحْيِيْنِيْ فَأُقْتَلُ فِيْكَ ثَانِيَةً، قَالَ الرَّبُّ - عَزَّ وَجَلَّ -: إِنَّهُ قَدْ سَبَقَ مِنِّيْ : أَنَّهُمْ إِلَيْهَا لاَ يُرْجَعُوْنَ»، قَالَ : وَأُنْزِلَتْ هٰذِهِ الْآيَةُ ﴿وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ أَمْوَاتًا﴾ الْآيَة.

– حسن : «ابن ماجه» (١٩٠، ٢٨٠٠).

৩০১০। জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার সাথে সাক্ষাৎ করে আমাকে বললেন ঃ হে জাবির! কি ব্যাপার, আমি তোমাকে ভগ্নহৃদয় দেখছি কেন? আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমার আব্বা (উহুদের যুদ্ধে) শহীদ হয়েছেন এবং অসহায় পরিবার-পরিজনও কর্জ রেখে গেছেন। তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা কিভাবে তোমার আব্বার সাথে মিলিত হয়েছেন আমি কি তোমাকে সেই সুসংবাদ দিব না? আমি বললাম, হ্যাঁ, হে আল্লাহর রাসূল! তিনি বললেন ঃ আল্লাহ তা'আলা কখনো কারো সাথে তাঁর পর্দার অন্তরাল ব্যতীত (সরাসরি) কথা বলেননি কিন্তু তিনি তোমার বাবাকে জীবন দান করে তার সাথে সরাসরি কথা বলেছেন। তাকে তিনি বললেন ঃ তুমি আমার নিকট (যা ইচ্ছা) চাও, আমি তোমাকে তা দান করব। সে বলল, হে প্রভু! আপনি আমাকে জীবনদান করুন, যাতে আমি আবার আপনার রাহে নিহত হতে পারি। বারাকাতময় আল্লাহ্ তা'আলা বললেন ঃ আমার পক্ষ থেকে আগে হতেই এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়ে আছে যে, তারা আবার (দুনিয়ায়) ফিরে যাবে না। এ প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয় ঃ "যারা আল্লাহ্ তা'আলার পথে নিহত হয়েছে, তোমরা তাদেরকে মৃত মনে করো না, বরং তারা জীবিত এবং তাদের প্রতিপালকের নিকট হতে তারা রিযিকপ্রাপ্ত"– (সূরা আ-লি 'ইমরান ১৬৯)।

হাসান ঃ ইবনু মা-জাহ (১৯০, ২৮০০)।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি উপরোক্ত সনদসূত্রে হাসান গারীব। 'আবদুল্লাহ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু আক্বীল (রাহঃ) জাবির (রাযিঃ)-এর সূত্রে এ হাদীসের অংশবিশেষ বর্ণনা করেছেন। এটিকে আমরা মূসা ইবনু ইবরাহীমের সূত্রে জেনেছি। 'আলী ইবনু 'আবদুল্লাহ আল-মাদীনীসহ অপরাপর হাদীসবিদগণ মূসা ইবনু ইবরাহীমের সূত্রে একই রকম রিওয়ায়াত করেছেন।

٣٠١١ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ

قَوْلِه : ﴿وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ﴾؟ فَقَالَ : أَمَا إِنَّا قَدْ سَأَلْنَا عَنْ ذَلِكَ؟ فَأُخْبِرْنَا : «أَنَّ أَرْوَاحَهُمْ فِيْ طَيْرٍ خُضْرٍ، تَسْرَحُ فِيْ الْجَنَّةِ حَيْثُ شَاءَتْ، وَتَأْوِيْ إِلَى قَنَادِيْلَ مُعَلَّقَةٍ بِالْعَرْشِ، فَاطَّلَعَ إِلَيْهِمْ رَبُّكَ اطِّلاَعَةً، فَقَالَ : هَلْ تَسْتَزِيْدُوْنَ شَيْئًا؟! فَأَزِيْدُكُمْ؟ قَالُوْا : رَبَّنَا! وَمَا نَسْتَزِيْدُ، وَنَحْنُ فِيْ الْجَنَّةِ نَسْرَحُ حَيْثُ شِئْنَا، ثُمَّ اطَّلَعَ إِلَيْهِمُ الثَّانِيَةَ، فَقَالَ : هَلْ تَسْتَزِيْدُوْنَ شَيْئًا، فَأَزِيْدُكُمْ؟ فَلَمَّا رَأَوْا أَنَّهُمْ لَمْ يُتْرَكُوْا؛ قَالُوْا : تُعِيْدُ أَرْوَاحَنَا فِيْ أَجْسَادِنَا، حَتَّى نَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا، فَنُقْتَلَ فِيْ سَبِيْلِكَ مَرَّةً أُخْرَى».

- صحيح : «ابن ماجه» (٢٨٠١) م.

৩০১১। ‘আবদুল্লাহ ইবনু মাস‘ঊদ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, নিম্নোক্ত আয়াত বিষয়ে তাকে প্রশ্ন করা হল (অনুবাদ) ঃ “যারা আল্লাহ তা‘আলার পথে নিহত হয়েছে তোমরা তাদেরকে মৃত মনে করো না, বরং তারা জীবিত এবং তাদের প্রতিপালকের নিকট হতে রিযিকপ্রাপ্ত”– (সূরা আ-লি ‘ইমরান ১৬৯)। তিনি বললেন, আমরাও অবশ্যি এ প্রসঙ্গে প্রশ্ন করেছিলাম। আমাদেরকে অবহিত করা হয় যে, জান্নাতের মধ্যে তাদের রূহগুলো সবুজ পাখির আকারে যথা ইচ্ছা ঘুরে বেড়ায়, আরশের সাথে ঝুলানো ঝারবাতিসমূহে (বসে) আরাম করে। একবার তোমার প্রভু তাদের প্রতি উঁকি দিয়ে প্রশ্ন করেন ঃ তোমরা আরো কিছু চাও কি? তাহলে আমি তোমাদের আরো বাড়িয়ে দিব। তারা বলল, হে আমাদের প্রভু! আমরা এর চাইতে বেশি আর কি চাইব। আমরা জান্নাতের মধ্যে যেখানে ইচ্ছা ঘুরে বেড়াচ্ছি। আল্লাহ তা‘আলা আবার উঁকি দিয়ে বলেন ঃ তোমাদের আরো কিছু চাওয়ার আছে কি, তাহলে আমি আরো বাড়িয়ে দিব। যখন তারা দেখলো যে, কিছু চাওয়া ব্যতীত তাদের রেহাই নেই তখন তারা বলল, আপনি

আমাদের দেহে প্রাণ সঞ্চার করে দিন যাতে আমরা আবার দুনিয়ায় ফিরে যেতে পারি এবং আবার আপনার পথে পুনরায় শহীদ হতে পারি।

সহীহ ঃ ইবনু মা-জাহ (২৮০১), মুসলিম।

আবূ ‘ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ।

٣٠١٢ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ جَامِعٍ -وَهُوَ ابْنُ أَبِي رَاشِدٍ-، وَعَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَعْيَنَ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ، قَالَ : «مَا مِنْ رَجُلٍ لاَ يُؤَدِّيْ زَكَاةَ مَالِهِ؛ إِلاَّ جَعَلَ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيْ عُنُقِهِ شُجَاعًا»، ثُمَّ قَرَأَ عَلَيْنَا مِصْدَاقَهُ مِنْ كِتَابِ اللّٰهِ - عَزَّ وَجَلَّ - ﴿وَلاَ يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُوْنَ بِمَا آتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾» الآيَةَ -وَقَالَ مَرَّةً : قَرَأَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِصْدَاقَهُ ﴿سَيُطَوَّقُوْنَ مَا بَخِلُوْا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾- «وَمَنِ اقْتَطَعَ مَالَ أَخِيْهِ الْمُسْلِمِ بِيَمِيْنٍ؛ لَقِيَ اللّٰهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ»، ثُمَّ قَرَأَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِصْدَاقَهُ مِنْ كِتَابِ اللّٰهِ ﴿إِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ﴾ الآيَةَ.

- صحيح : «مشكلة الفقر» (٦٠)، «التعليق الرغيب» (١/٦٨)، والشطر الثاني منه عند خ (٧٤٤٥)، م (١/٨٦).

৩০১২। ‘আবদুল্লাহ ইবনু মাস‘ঊদ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নাবী ﷺ বলেন ঃ যে লোক তার সম্পদের যাকাত প্রদান করে না, আল্লাহ তা‘আলা ক্বিয়ামাতের দিন তার (মালকে তার) ঘাড়ে বিষধর অজগর সাপরূপে স্থাপন করবেন। তারপর তিনি এই কথার সত্যতা প্রমাণে আল্লাহ তা‘আলার কিতাবের এ আয়াত আমাদেরকে শুনান (অনুবাদ) ঃ “তাদেরকে আল্লাহ তা‘আলা নিজ অনুগ্রহে যা দান করেছেন তাতে যারা কৃপণতা করে তারা যেন মনে না করে যে, এটা তাদের পক্ষে কল্যাণকর। না, এটা তাদের

পক্ষে অকল্যাণকর। যাতে তারা কৃপণতা করে ক্বিয়ামাতের দিন তাই তাদের গলার বেড়ি হবে। আসমান ও যমীনের স্বত্বাধিকার একমাত্র আল্লাহ তা'আলার জন্য। তোমরা যা কর আল্লাহ তা'আলা তা বিশেষভাবে অবহিত"– (সূরা আ-লি 'ইমরান ১৮০)। বর্ণনাকারী কখনো বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সমর্থনে এ আয়াতাংশ পাঠ করেন (অনুবাদ) ঃ "যাতে তারা কৃপণতা করে ক্বিয়ামাতের দিন তা তাদের গলায় বেড়ী হবে।" তিনি আরো বলেন ঃ যে ব্যক্তি মিথ্যা শপথের মধ্যেমে তার মুসলিম ভাইয়ের মাল আত্মসাৎ করে, সে আল্লাহ তা'আলার সাথে এরূপ অবস্থায় মিলিত হবে যে, আল্লাহ তা'আলা তার প্রতি অসন্তুষ্ট। এর সত্যতার সমর্থনে রাসূলুল্লাহ ﷺ আল্লাহ তা'আলার কিতাবের এ আয়াত পাঠ করেন (অনুবাদ) ঃ "যারা আল্লাহ তা'আলার সাথে কৃত প্রতিশ্রুতি এবং নিজেদের শপথসমূহকে তুচ্ছ মূল্যে বিক্রয় করে, পরকালে তাদের জন্য কোন অংশ নেই। ক্বিয়ামাতের দিন আল্লাহ তা'আলা না তাদের সাথে কথা বলবেন, না তাদের প্রতি তাকাবেন, আর না তাদেরকে পবিত্র করবেন। তাদের জন্য রয়েছে উৎপীড়ক শাস্তি"– (সূরা আ-লি 'ইমরান ৭৭)।

সহীহ ঃ মুশকিলাতুল ফাক্‌র (৬০), তা'লীকুর রাগীব (১/৬৮) হাদীসের ২য় অংশ বুখারী (৭৪৪৫), মুসলিম (১/৮৬)।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ। "শুজা'আন আকরাআ" অর্থ সাপ।

٣٠١٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ : حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ، وَسَعِيْدُ ابْنُ عَامِرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «إِنَّ مَوْضِعَ سَوْطٍ فِي الْجَنَّةِ؛ لَخَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا، اقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ ﴿فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلاَّ مَتَاعُ الْغُرُوْرِ﴾».

- حسن : «الصحيحة» (١٩٨٧) خ.

৩০১৩। আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ একটি চাবুক রাখার সমপরিমাণ জান্নাতের জায়গা সমগ্র পৃথিবী ও তার মধ্যকার সব কিছুর চাইতে উত্তম। তোমরা চাইলে এ আয়াত পাঠ করতে পারো (অনুবাদ) ঃ "(কি্বয়ামাতের দিন) যাকে আগুন হতে দূরে রাখা হবে এবং জান্নাতে দাখিল করানো হবে সেই সফলকাম। বস্তুত পার্থিব জীবন ছলনাময় ভোগ ব্যতীত কিছুই নয়"– (সূরা আ-লি 'ইমরান ১৮৫)।

হাসান ঃ সহীহাহ (১৯৮৭), বুখারী।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ।

٣٠١٤ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ : حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ : قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : أَخْبَرَنِيْ ابْنُ أَبِيْ مُلَيْكَةَ، أَنَّ حُمَيْدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ أَخْبَرَهُ : أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ قَالَ : اذْهَبْ يَا رَافِعُ -لِبَوَّابِهِ-! إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، فَقُلْ لَهُ : لَئِنْ كَانَ كُلُّ امْرِئٍ فَرِحَ بِمَا أُوْتِيَ، وَأَحَبَّ أَنْ يُحْمَدَ بِمَا لَمْ يَفْعَلْ مُعَذَّبًا؛ لَنُعَذَّبَنَّ أَجْمَعُوْنَ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : مَا لَكُم وَلِهَذِهِ الْآيَةِ؟! إِنَّمَا أُنْزِلَتْ هَذِهِ فِيْ أَهْلِ الْكِتَابِ، ثُمَّ تَلاَ ابْنُ عَبَّاسٍ ﴿وَإِذْ أَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ الَّذِيْنَ أُوْتُوْا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلاَ تَكْتُمُوْنَهُ﴾، وَتَلَا ﴿لاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَفْرَحُوْنَ بِمَا أَتَوْا وَيُحِبُّوْنَ أَنْ يُحْمَدُوْا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوْا﴾، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : سَأَلَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ شَيْءٍ؟ فَكَتَمُوْهُ وَأَخْبَرُوْهُ بِغَيْرِهِ، فَخَرَجُوْا وَقَدْ أَرَوْهُ أَنْ قَدْ أَخْبَرُوْهُ بِمَا قَدْ سَأَلَهُمْ عَنْهُ، فَاسْتُحْمِدُوْا بِذَلِكَ إِلَيْهِ، وَفَرِحُوْا بِمَا أُوْتُوا مِنْ كِتْمَانِهِمْ مَا سَأَلَهُمْ عَنْهُ.

- صحيح؛ ق.

৩০১৪। হুমাইদ ইবনু 'আবদুর রাহমান ইবনু 'আওফ (রাহঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, মারওয়ান ইবনুল হাকাম তার দ্বাররক্ষীকে বললেন, হে আবূ রাফি'! ইবনু 'আব্বাস (রাযিঃ)-এর নিকট যাও এবং তাকে বল, যে লোক তার প্রাপ্তীর জন্য খুশী হয় এবং কোন কাজ না করেও তার জন্য প্রশংসা কুড়াতে চায় সে শাস্তিযোগ্য হলে তো আমরা সকলেই শাস্তিযোগ্য হব। ইবনু 'আব্বাস (রাযিঃ) বললেন, এ আয়াতের সাথে তোমাদের কি সম্পর্ক, এ আয়াত তো কিতাবধারীদের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে। এরপর ইবনু 'আব্বাস (রাযিঃ) তিলাওয়াত করেন (অনুবাদ), "যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছিল আল্লাহ তা'আলা তাদের নিকট হতে প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলেন ঃ তোমরা তা মানুষের নিকট স্পষ্টভাবে প্রকাশ করবে এবং তা গোপন করবে না। এরপরও তারা তা অগ্রাহ্য করে এবং তুচ্ছ মূল্যে তা বিক্রয় করে। সুতরাং তারা যা ক্রয় করে তা কত নিকৃষ্ট"– (সূরা আ-লি 'ইমরান ১৮৭)। তিনি আরো তিলাওয়াত করেন (অনুবাদ) ঃ "তুমি কখনো এরূপ ধারণা করো না যে, যেসব লোক স্বয়ং যা করেছে তাতে আনন্দ প্রকাশ করে এবং স্বয়ং যা করেনি এমন কাজের জন্য প্রশংসিত হতে ভালোবাসে তারা শাস্তি হতে মুক্তি পাবে, বরং তাদের জন্য রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি"– (সূরা আ-লি 'ইমরান ১৮৮)। ইবনু 'আব্বাস (রাযিঃ) বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের (আহলে কিতাব) নিকট কোন বিষয়ে জানতে চাইলে তারা তা গোপন করে তার বিপরীত তথ্য তাঁকে অবহিত করে চলে যায়। তারা তাকে এ ধারণা দেয় যে, তিনি যে বিষয়ে তাদের নিকট জানতে চেয়েছেন তারা তাই তাঁকে জানিয়েছেন। বিনিময়ে তারা তাঁর নিকট হতে প্রশংসা কামনা করে এবং তাদের কিতাব হতে তথ্য প্রদানের বিষয়টি ও তাদের নিকট রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জানতে চাওয়ার বিষয়টিতে সত্য গোপন করে তারা আনন্দ বোধ করে।

সহীহ ঃ বুখারী (৪৫৬৮), মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান গরীব সহীহ।

٥ - بَابٌ وَمِنْ سُورَةِ النِّسَاءِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৫ ॥ সূরা আন-নিসা

٣٠١٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، قَالَ : سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُوْلُ : مَرِضْتُ، فَأَتَانِي رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ يَعُوْدُنِيْ؛ وَقَدْ أُغْمِيَ عَلَيَّ، فَلَمَّا أَفَقْتُ؛ قُلْتُ : كَيْفَ أَقْضِيْ فِيْ مَالِيْ؟ فَسَكَتَ عَنِّيْ، حَتَّى نَزَلَتْ ﴿يُوْصِيْكُمُ اللَّهُ فِيْ أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾.

- صحيح : «صحيح أبي داود» (٢٧٢٨) ق.

৩০১৫। মুহাম্মাদ ইবনুল মুনকাদির (রাহঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ (রাযিঃ)-কে বলতে শুনেছি, আমি অসুস্থ হলে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে দেখতে আসেন। আমি অজ্ঞান অবস্থায় ছিলাম। আমার চেতনা ফিরে পাওয়ার পর আমি বললাম, আমি আমার ধন-সম্পদ প্রসঙ্গে কিভাবে সিদ্ধান্ত করব? রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার বিষয়ে নীরব থাকলেন। তারপর আয়াত অবতীর্ণ হয় (অনুবাদ) ঃ "আল্লাহ তা'আলা তোমাদের সন্তানদের সম্পর্কে তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন ঃ এক পুরুষের (পুত্রের) অংশ দু'জন মহিলার (কন্যার) সমান"– (সূরা আন্-নিসা ১১)।

সহীহ ঃ সহীহ আবূ দাঊদ (২৭২৮), বুখারী (৪৫৭৭), মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ। এ হাদীসটি মুহাম্মাদ ইবনুল মুনকাদির হতে একাধিক বর্ণনাকারী বর্ণনা করেছেন। আল-ফাযল ইবনুস সাব্বাহ আল-বাগদাদী-সুফ্ইয়ান ইবনু 'উয়াইনাহ্ হতে, তিনি মুহাম্মাদ ইবনুল মুনকাদির হতে, তিনি জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ (রাযিঃ) হতে, তিনি নাবী ﷺ হতে এই সূত্রে উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। আল-ফাযল ইবনুস সাব্বাহর হাদীসে এ হাদীসের চেয়ে আরো বেশী বর্ণনা আছে।

٣٠١٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ : أَخْبَرَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلاَلٍ : حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى : حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَبِي الْخَلِيْلِ، عَنْ أَبِي عَلْقَمَةَ الْهَاشِمِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ، قَالَ : لَمَّا كَانَ يَوْمُ أَوْطَاسٍ؛ أَصَبْنَا نِسَاءً لَهُنَّ أَزْوَاجٌ فِيْ الْمُشْرِكِيْنَ، فَكَرِهَهُنَّ رِجَالٌ مِنَّا، فَأَنْزَلَ اللّٰهُ ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾.

- صحيح : «صحيح أبي داود» (١٨٧١) م.

৩০১৬। আবূ সা'ঈদ আল-খুদরী (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, কয়েকজন মহিলা আওতাস যুদ্ধের দিন আমাদের হস্তগত হয়, যাদের স্বামীরা মুশরিকদের মধ্যে বর্তমান ছিল। তাই ঐ সব মহিলাকে আমাদের কিছু সংখ্যক লোক অপছন্দ করল। এ প্রসঙ্গেই আল্লাহ তা'আলা অবতীর্ণ করেন ঃ "এবং নারীদের মধ্যে তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসীগণ ব্যতীত সকল সধবা তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ"– (সূরা আন্-নিসা ২৪)।

সহীহ ঃ সহীহ আবূ দাঊদ (১৮৭১), মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান।

٣٠١٧ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ : أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ الْبَتِّيُّ، عَنْ أَبِي الْخَلِيْلِ، عَنْ أَبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ، قَالَ : أَصَبْنَا سَبَايَا يَوْمَ أَوْطَاسٍ، لَهُنَّ أَزْوَاجٌ فِيْ قَوْمِهِنَّ، فَذَكَرُوْا ذَلِكَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ؟ فَنَزَلَتْ ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾.

- صحيح : انظر ما قبله.

৩০১৭। আবূ সা'ঈদ আল-খুদরী (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আওতাস যুদ্ধের দিন কয়েকজন বন্দী মহিলা আমাদের হাতে আসে যাদের স্বামীরা তাদের সম্প্রদায়ে বর্তমান ছিল। সাহাবীগণ বিষয়টি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে অবহিত করেন। তখন এ আয়াত অবতীর্ণ হয় ঃ "এবং নারীদের

মধ্যে তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসীগণ ব্যতীত সকল সধবা নারী তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ"– (সূরা আন্-নিসা ২৪)।

সহীহ ঃ দেখুন পূর্বের হাদীস।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান। সুফ্ইয়ান সাওরী (রাহঃ) এভাবে 'উসমান আল-বাত্তী হতে, তিনি আবুল খালীল হতে, তিনি আবূ সা'ঈদ আল-খুদরী (রাযিঃ) হতে, তিনি নাবী ﷺ হতে এই সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের মত বর্ণনা করেছেন। অবশ্য এ হাদীসে আবূ 'আলক্বামার উল্লেখ নেই। ক্বাতাদাহ্ (রাহঃ)-এর সূত্রে হাম্মাম ব্যতীত অপর কেউ এ হাদীসের সনদে আবূ 'আলক্বামার উল্লেখ করেছেন বলে আমার জানা নেই। আবুল খালীলের নাম সালিহ্ ইবনু আবূ মার্ইয়াম।

٣٠١٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ : حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ شُعْبَةَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ أَبِيْ بَكْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَنَسِ ابْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ : فِيْ الْكَبَائِرِ، قَالَ : «الشِّرْكُ بِاللّٰهِ، وَعُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، وَقَوْلُ الزُّوْرِ».

- صحيح : «غاية المرام» (٢٧٧) ق.

৩০১৮। আনাস ইবনু মালিক (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নাবী ﷺ কাবীরা গুনাহ প্রসঙ্গে বলেন ঃ তা হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার সাথে শারীক করা, বাবা-মার অবাধ্য হওয়া, নরহত্যা করা ও মিথ্যা বলা।

সহীহ ঃ গাইয়াতুল মারাম (২৭৭), বুখারী ও মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান গারীব সহীহ। রাওহ ইবনু 'উবাদাহ্ (রাহঃ) শু'বাহ্ (রাহঃ) হতে এটি বর্ণনা করেছেন। তিনি সনদে (বর্ণনাকারীর নাম 'উবাইদুল্লাহ ইবনু আবূ বাক্র-এর পরিবর্তে) 'আবদুল্লাহ ইবনু আবূ বাক্র বলেছেন, তা সঠিক নয়।

٣٠١٩ - حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ -بَصْرِيٌّ- : حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ : حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِيْ بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيْهِ،

قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «أَلاَ أُحَدِّثُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ؟!»، قَالُوْا : بَلَى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! قَالَ : «الْإِشْرَاكُ بِاللّٰهِ، وَعُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ»، قَالَ : وَجَلَسَ؛ وَكَانَ مُتَّكِئًا، قَالَ : «وَشَهَادَةُ الزُّوْرِ -أَوْ قَالَ : قَوْلُ الزُّوْرِ-»، قَالَ : فَمَا زَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُهَا، حَتَّى قُلْنَا : لَيْتَهُ سَكَتَ!

- صحيح : المصدر نفسه، ق.

৩০১৯। 'আবদুর রাহমান ইবনু আবূ বাক্‌রাহ (রাহঃ) হতে তাঁর বাবার সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ আমি কি সবচাইতে মারাত্মক কাবীরা গুনাহগুলো প্রসঙ্গে তোমাদেরকে অবহিত করবো না? সাহাবীগণ বললেন, হ্যাঁ, অবশ্যই হে আল্লাহ্‌র রাসূল! তিনি বললেন ঃ আল্লাহ তা'আলার সাথে অংশীদার স্থাপন, বাবা-মার অবাধ্য হওয়া। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি হেলান দেয়া অবস্থায় ছিলেন, এবার উঠে সোজা হয়ে বসে বললেন ঃ মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া, অথবা বলেছেন ঃ মিথ্যা কথা বলা। আবূ বাক্‌র (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এ কথাটি বারবার বলে যাচ্ছিলেন। এমনকি আমরা বললাম, আহা! তিনি যদি চুপ হতেন।

সহীহ ঃ প্রাগুক্ত, বুখারী, মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ গারীব।

٣٠٢٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ : حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ مُهَاجِرِ بْنِ قُنْفُذٍ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أُنَيْسٍ الْجُهَنِيِّ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ : الشِّرْكُ بِاللّٰهِ، وَعُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ، وَالْيَمِيْنُ الْغَمُوْسُ، وَمَا حَلَفَ حَالِفٌ بِاللّٰهِ يَمِيْنَ صَبْرٍ، فَأَدْخَلَ فِيْهَا مِثْلَ جَنَاحِ بَعُوْضَةٍ؛ إِلاَّ جُعِلَتْ نُكْتَةٌ فِيْ قَلْبِهِ إِلَى يَوْمِ

الْقِيَامَةِ».

- حسن : «المشكاة» (٣٧٧٧ - التحقيق الثاني).

৩০২০। 'আবদুল্লাহ ইবনু উনাইস আল-জুহানী (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ মারাত্মক মারাত্মক কাবীরা গুনাহ হল–আল্লাহ তা'আলার সাথে অংশীদার স্থাপন করা, বাবা-মার নাফারমানী করা এবং মিথ্যা শপথ করা। কেউ আল্লাহ্ তা'আলার নামে অপরিবর্তনীয় ও অবশ্যম্ভাবীরূপে প্রযুক্ত হওয়ার মত শপথ করলে এবং তাতে মশার পাখা বরাবর নগণ্য মিথ্যাও যোগ করলে তা তার অন্তরে ক্বিয়ামাত পর্যন্ত একটি কলংকময় দাগ হয়ে বিরাজিত থাকবে।

হাসান ঃ মিশকাত তাহক্বীক্ব সানী (৩৭৭৭)।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান গারীব। আবূ উমামা আল-আনসারী (রাযিঃ) হলেন সা'লাবার ছেলে। তার নাম আমাদের জানা নেই। তিনি নাবী ﷺ হতে বেশ কিছু হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٣٠٢١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : «الْكَبَائِرُ : الْإِشْرَاكُ بِاللّٰهِ، وَعُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ - أَوْ قَالَ : الْيَمِيْنُ الْغَمُوْسُ - ».شَكَّ شُعْبَةُ.

- صحيح : خ.

৩০২১। 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আম্‌র (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নাবী ﷺ বলেছেন ঃ কাবীরা গুনাহসমূহের মধ্যে রয়েছে আল্লাহ তা'আলার সাথে অংশীদার স্থাপন করা, বাবা-মায়ের অবাধ্য হওয়া, অথবা বলেছেন ঃ মিথ্যা শপথ করা। বর্ণনাকারী শু'বাহ্‌র সন্দেহ যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ শেষোক্ত দু'টি কথার কোনটি বলেছেন।

সহীহ ঃ বুখারী।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ।

٣٠٢٢ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ : أَنَّهَا قَالَتْ : يَغْزُوْ الرِّجَالُ وَلاَ تَغْزُوْ النِّسَاءُ، وَإِنَّمَا لَنَا نِصْفُ الْمِيرَاثِ؟! فَأَنْزَلَ اللّٰهُ - تَبَارَكَ وَتَعَالَى- : ﴿وَلاَ تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللّٰهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾.

قَالَ مُجَاهِدٌ : وَأَنْزَلَ فِيْهَا : ﴿إِنَّ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ﴾، وَكَانَتْ أُمُّ سَلَمَةَ أَوَّلَ ظَعِينَةٍ قَدِمَتِ الْمَدِينَةَ مُهَاجِرَةً.

- صحيح الإسناد.

৩০২২। মুজাহিদ (রাহঃ) হতে বর্ণিত, উম্মু সালামাহ্ (রাযিঃ) বলেন, পুরুষরা জিহাদ করে কিন্তু মহিলারা জিহাদ করে না। মীরাসের (উত্তরাধিকার) ক্ষেত্রেও মহিলারা (পুরুষের তুলনায়) অর্ধেক পায়। এ প্রসঙ্গেই কল্যাণময় আল্লাহ তা'আলা অবতীর্ণ করেন (অনুবাদ) ঃ "আল্লাহ তা'আলা যদ্দ্বারা তোমাদের কাউকে অপর কারো উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন, তোমরা তার লোভ করো না। যা পুরুষ অর্জন করেছে তা তার প্রাপ্য অংশ আর নারী যা অর্জন করেছে তা তার প্রাপ্য অংশ। তোমরা আল্লাহ তা'আলার নিকট তার অনুগ্রহ প্রার্থনা কর। আল্লাহ তা'আলা নিশ্চয়ই সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ"– (সূরা আন্-নিসা ৩২)। মুজাহিদ (রাহঃ) বলেন, একই প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত আয়াতও অবতীর্ণ হয় (অনুবাদ) ঃ 'আত্মসমর্পণকারী পুরুষ ও আত্মসমর্পণকারী নারী, মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারী, অনুগত পুরুষ ও অনুগত নারী, সত্যবাদী পুরুষ ও সতবাদী নারী, ধৈর্যশীল পুরুষ ও ধৈর্যশীল নারী, বিনীত পুরুষ ও বিনীত নারী, লজ্জাস্থান হিফাযাতকারী পুরুষ ও লজ্জাস্থান হিফাযাতকারী নারী, আল্লাহ্ তা'আলাকে বেশী স্মরণকারী পুরুষ ও আল্লাহ তা'আলাকে বেশী স্মরণকারী নারী এদের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা রেখেছেন ক্ষমা ও মহাপ্রতিদান"– (সূরা আল-আহ্যাব ৩৫)। উম্মু সালামাহ্ (রাযিঃ)-ই ছিলেন মাদীনায় হিজরতকারিনী প্রথম মহিলা।

সনদ সহীহ।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি মুরসাল। কেউ কেউ ইবনু আবূ নাজীহ কর্তৃক মুজাহিদ (রাহঃ) সূত্রে এটি মুরসাল হিসেবে বর্ণনা করেছেন যে, উম্মু সালামা (রাযিঃ) এই কথা বলেছেন।

٣٠٢٣ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ وَلَدِ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ : قَالَتْ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! لاَ أَسْمَعُ اللّٰهَ ذَكَرَ النِّسَاءَ فِي الْهِجْرَةِ؟! فَأَنْزَلَ اللّٰهُ -تَعَالَى- : ﴿أَنِّي لاَ أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ﴾.

- صحيح بما قبله.

৩০২৩। উম্মু সালামাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আল্লাহ্ তা'আলা স্ত্রীলোকদের হিজরাত প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন বলে আমি শুনিনি। তখন আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াত অবতীর্ণ করেন (অনুবাদ) ঃ "আমি তোমাদের মধ্যে কর্মে নিষ্ঠ কোন নর বা নারীর কাজকে বিফল করি না। তোমরা একে অপরের অংশ। অতএব যারা হিজরাত করেছে, নিজেদের আবাস হতে উৎখাৎ হয়েছে, আমার পথে নির্যাতিত হয়েছে....."— (সূরা আ-লি 'ইমরান ১৯৫)।

পূর্বের হাদীসের সহায়তায় সহীহ্।

٣٠٢٤ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ : حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ : أَمَرَنِي رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَنْ أَقْرَأَ عَلَيْهِ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ مِنْ سُوْرَةِ النِّسَاءِ، حَتَّى إِذَا بَلَغْتُ : ﴿فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلاَءِ شَهِيدًا﴾؛ غَمَزَنِي رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِيَدِهِ، فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ؛ وَعَيْنَاهُ تَدْمَعَانِ.

- صحيح الإسناد.

৩০২৪। 'আবদুল্লাহ (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে হুকুম দিলেন তাঁকে কুরআন তিলাওয়াত করে শুনানোর জন্য। তখন তিনি মিম্বরে বসা ছিলেন। আমি তাঁকে সূরা আন-নিসা হতে তিলাওয়াত করে শুনালাম। আমি যখন এ আয়াত পর্যন্ত পৌঁছলাম (অনুবাদ) ঃ "আমি যখন প্রত্যেক উম্মাত হতে একজন করে সাক্ষী হাযির করব এবং তোমাকে তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষী হিসেবে উপস্থিত করব, তখন কি অবস্থা হবে?" (সূরা আন-নিসা ৪১), তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে তাঁর হাত দিয়ে চাপ দেন। আমি তাঁর প্রতি তাকিয়ে দেখলাম, তাঁর দু'চোখ বেয়ে অশ্রু ঝরছে।

সনদ সহীহ।

আবূ 'ঈসা বলেন, আবুল আহওয়াস (রাহঃ) আ'মাশ হতে, তিনি ইব্‌রাহীম হতে, তিনি 'আলক্বামাহ্ হতে, তিনি 'আবদুল্লাহ (রাযিঃ) হতে এই সূত্রে এরূপই বর্ণনা করেছেন। মূলত তা হবে ঃ ইবরাহীম-'উবাইদাহ্ হতে, তিনি 'আবদুল্লাহ (রাযিঃ) হতে।

٣٠٢٥ - حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ : حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ، عَنْ عَبِيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ، قَالَ : قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «اقْرَأْ عَلَيَّ»، فَقُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! أَقْرَأُ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ أُنْزِلَ؟!، قَالَ : «إِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِيْ»، فَقَرَأْتُ سُوْرَةَ النِّسَاءِ، حَتَّى إِذَا بَلَغْتُ : ﴿وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيْدًا﴾؛ قَالَ : فَرَأَيْتُ عَيْنَيِ النَّبِيِّ ﷺ تَهْمِلَانِ.

- صحيح : ق.

৩০২৫। 'আবদুল্লাহ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ আমাকে কুরআন হতে তিলাওয়াত করে শুনাও। আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনার উপরই তো কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে, আর আমি আপনাকে তা তিলাওয়াত করে শুনাব! তিনি বললেন ঃ অন্যের তিলাওয়াত শুনতে আমি পছন্দ করি। অতএব আমি সূরা আন-নিসা

তিলাওয়াত করতে শুরু করলাম। আমি পাঠ করতে করতে যখন (অনুবাদ) "এবং আমি তোমাকে তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষীরূপে উপস্থিত করব", তখন নাবী ﷺ-এর দিকে তাকিয়ে দেখলাম তাঁর দুই চোখ দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে।

সহীহ ঃ বুখারী (৪৫৮২), মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ রিওয়ায়াতটি আবুল আহওয়াসের হাদীসের তুলনায় অনেক বেশি সহীহ। সুওয়াইদ ইবনু নাসর-ইবনুল মুবারাক হতে, তিনি সুফ্ইয়ান হতে, তিনি আমাশ (রাহঃ) হতে মু'আবিয়াহ্ ইবনু হিশামের হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٣٠٢٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيْ جَعْفَرٍ الرَّازِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِيْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ السُّلَمِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِيْ طَالِبٍ، قَالَ : صَنَعَ لَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ طَعَامًا، فَدَعَانَا وَسَقَانَا مِنَ الْخَمْرِ، فَأَخَذَتِ الْخَمْرُ مِنَّا، وَحَضَرَتِ الصَّلاَةُ، فَقَدَّمُوْنِي، فَقَرَأْتُ : ﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ. لاَ أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ ﴾، وَنَحْنُ نَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ، قَالَ : فَأَنْزَلَ اللّٰهُ - تَعَالَى - : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لاَ تَقْرَبُوْا الصَّلاَةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتّٰى تَعْلَمُوْا مَا تَقُوْلُوْنَ ﴾.

- صحيح.

৩০২৬। 'আলী ইবনু আবী তালিব (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আবদুর রাহমান ইবনু 'আওফ (রাযিঃ) আমাদের জন্য খাবারের আয়োজন করলেন এবং আমাদেরকে দাওয়াত করে শরাব পান করান। আমাদেরকে এই শরাবের নেশায় ধরে। ইতোমধ্যে নামাযের ওয়াক্ত হয়ে যায়। লোকজন আমাকেই ইমামতি করতে এগিয়ে দেয়। আমি পাঠ করলাম ঃ "কুল ইয়া আয়্যুহাল কাফিরূন। লা আ'বুদু মা তা'বুদূন। ওয়া নাহ্নু না'বুদু মা

তা'বুদূন।" অর্থাৎ "ওয়ালা নাবুদু" (তোমরা যাদের 'ইবাদাত কর আমরা তাদের 'ইবাদাত করি না)-এর স্থলে আমি "ওয়া নাহ্নু না'বুদু মা তা'বুদূন" (তোমরা যাদের 'ইবাদাত কর, আমরাও তাদের 'ইবাদাত করি) পড়ে ফেললাম। তখন আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াত অবতীর্ণ করেন (অনুবাদ) ঃ "হে ঈমানদারগণ! তোমরা নেশাগ্রস্ত অবস্থায় নামাযের নিকটেও যেয়ো না, যতক্ষণ না তোমরা যা বল তা বুঝতে পার" (সূরা আন্-নিসা ৪৩)।

সহীহ।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান গারীব সহীহ।

٣٠٢٧ – حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ حَدَّثَهُ، أَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ : أَنَّ رَجُلاً مِنَ الْأَنْصَارِ خَاصَمَ الزُّبَيْرَ فِيْ شِرَاجِ الْحَرَّةِ، الَّتِي يَسْقُوْنَ بِهَا النَّخْلَ، فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ : سَرِّحِ الْمَاءَ يَمُرُّ، فَأَبَى عَلَيْهِ، فَاخْتَصَمُوْا إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِلزُّبَيْرِ : «اسْقِ يَا زُبَيْرُ! وَأَرْسِلِ الْمَاءَ إِلَى جَارِكَ»، فَغَضِبَ الْأَنْصَارِيُّ، وَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! أَنْ كَانَ ابْنَ عَمَّتِكَ؟! فَتَغَيَّرَ وَجْهُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ، ثُمَّ قَالَ : «يَا زُبَيْرُ! اسْقِ، وَاحْبِسِ الْمَاءَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى الْجُدُرِ».

فَقَالَ الزُّبَيْرُ : وَاللّٰهِ إِنِّيْ لَأَحْسِبُ هَذِهِ الآيَةَ نَزَلَتْ فِيْ ذَلِكَ : ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ حَتَّى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ﴾ الْآيَةَ.

– صحيح : ق.

৩০২৭। 'আবদুল্লাহ ইবনুয যুবাইর (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, কংকরময় হাররা এলাকার একটি (পানিসেচের) নালা নিয়ে এক আনসারীর সাথে তার ঝগড়া বাধে। উক্ত নালার মাধ্যমে তারা খেজুর

বাগানে পানি দিতেন। আনসারী বললেন, পানি আসতে নালাটি আপনি ছেড়ে দিন। যুবাইর (রাযিঃ) তা মানলেন না। দু'জনেই বিষয়টি নিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ যুবাইর (রাযিঃ)-কে বললেন ঃ হে যুবাইর! তোমার বাগানে পানি দিয়ে তোমার প্রতিবেশীর জন্য পানি ছেড়ে দিও। এতে আনসারী ব্যক্তি রাগান্বিত হয়ে বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! ইনি আপনার ফুফাতো ভাই বলেই (এরূপ ফাইসালা করছেন)। এ কথায় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেল। তিনি বললেন ঃ হে যুবাইর! তুমি তোমার বাগানের পানি প্রবাহিত করে আলগুলো পর্যন্ত পানি জমা না হওয়া পর্যন্ত নালা অন্যত্র প্রবাহিত হতে দিবে না। যুবাইর (রাযিঃ) বলেন, আল্লাহ্র শপথ! আমার মনে হয় এ ঘটনা প্রসঙ্গেই এ আয়াত অবতীর্ণ হয় (অনুবাদ) ঃ "কিন্তু না, তোমার প্রভুর শপথ! তারা ঈমানদার হতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তাদের পারস্পরিক মতভেদের ব্যাপারসমূহের বিচারভার তোমার উপর অর্পণ না করে....."– (সূরা আন-নিসা ৬৫)।

সহীহ ঃ বুখারী (৪৫৮৫), মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন, আমি মুহাম্মাদ (বুখারী)-কে বলতে শুনেছি, ইবনু ওয়াহ্ব (রাহঃ) এ হাদীসটি লাইস ইবনু সা'দ হতে এবং ইউনুস (রাহঃ) যুহরী হতে, তিনি উরওয়া হতে, তিনি 'আবদুল্লাহ ইবনুয যুবাইর (রাযিঃ) হতে, এই সূত্রে উক্ত হাদীসের একই রকম বর্ণনা করেছেন। অপর দিকে শু'আইব ইবনু আবী হামযাহ্ (রাহঃ) যুহরী হতে, তিনি 'উরওয়াহ্ হতে, তিনি যুবাইর (রাযিঃ) হতে, এই সূত্রে এ হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন, কিন্তু তাতে 'আবদুল্লাহ ইবনুয যুবাইর (রাযিঃ)-এর উল্লেখ করেননি।

٣٠٢٨ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ يَزِيْدَ يُحَدِّثُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ : فِيْ هَذِهِ الْآيَةِ ﴿فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِيْنَ فِئَتَيْنِ﴾؛ قَالَ : رَجَعَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ أُحُدٍ، فَكَانَ النَّاسُ فِيْهِمْ

فَرِيْقَيْنِ : فَرِيْقٌ يَقُوْلُ : اقْتُلْهُمْ، وَفَرِيْقٌ يَقُوْلُ : لاَ، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ : ﴿فَمَا لَكُمْ فِيْ الْمُنَافِقِيْنَ فِئَتَيْنِ﴾، وَقَالَ : «إِنَّهَا طَيْبَةُ»، وَقَالَ : «إِنَّهَا تَنْفِيْ الْخَبَثَ؛ كَمَا تَنْفِي النَّارُ خَبَثَ الْحَدِيْدِ».

- صحيح : ق.

৩০২৮। যাইদ ইবনু সাবিত (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, "তোমাদের কি হল যে, মুনাফিক্বদের প্রসঙ্গে তোমরা দুই দল হয়ে গেলে....."- (সূরা আন্-নিসা ৮৮) আয়াত প্রসঙ্গে তিনি বলেন, উহূদ যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবীদের (মুসলিম বাহিনীর) মধ্য হতে কিছু সংখ্যক লোক (যুদ্ধক্ষেত্র হতে) ফিরে আসে। তাদের প্রসঙ্গে সাহাবীগণ দুই দলে বিভক্ত হয়ে যান। এক দলের বক্তব্য ছিল, তাদেরকে হত্যা কর। অন্য দলের মত ছিল, তাদেরকে হত্যার প্রয়োজন নেই। এ প্রসঙ্গেই এ আয়াত অবতীর্ণ হয় (অনুবাদ) ঃ "তোমাদের কি হল যে, মুনাফিক্বদের ব্যাপারে তোমরা দুই দল হয়ে গেলে...."- (সূরা আন্-নিসা ৮৮)। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ মাদীনা হল তাইবাহ-পবিত্র নগরী। তা ময়লা আবর্জনা (অপবিত্রতা মুনাফিক্বী) এমনভাবে দূর করে দেয় যেভাবে আগুন লোহার ময়লা দূর করে দেয়।

সহীহ ঃ বুখারী (৪৫৮৯), মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ। 'আবদুল্লাহ ইবনু ইয়াযীদ হলেন একজন আনসারী আল-খাত্বমী, তিনি নাবী ﷺ-এর সাহচার্য পেয়েছেন।

٣٠٢٩ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ : حَدَّثَنَا شَبَابَةُ : حَدَّثَنَا، وَرْقَاءُ بْنُ عُمَرَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : «يَجِيْءُ الْمَقْتُوْلُ بِالْقَاتِلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؛ نَاصِيَتُهُ وَرَأْسُهُ بِيَدِهِ، وَأَوْدَاجُهُ تَشْخَبُ دَمًا، يَقُوْلُ : يَا رَبِّ! هَذَا قَتَلَنِيْ، حَتَّى يُدْنِيَهُ مِنَ الْعَرْشِ»، قَالَ : فَذَكَرُوْا لِابْنِ عَبَّاسٍ التَّوْبَةَ؛ فَتَلاَ هَذِهِ الْآيَةَ : ﴿وَمَنْ

Contents

يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ﴾، قَالَ : مَا نُسِخَتْ هَذِهِ الْآيَةُ، وَلاَ بُدِّلَتْ، وَأَنَّى لَهُ التَّوْبَةُ؟!.

– صحيح : «المشكاة» (٣٤٦٥ – التحقيق الثاني)، «التعليق الرغيب» (٢٠٣/٣).

৩০২৯। ইবনু 'আব্বাস (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নাবী ﷺ বলেছেন ঃ ক্বিয়ামাতের দিন নিহত ব্যক্তি নিজ হাতে তার হত্যাকারীকে তার কপালের চুল ও মাথা ধরে নিয়ে আসবে। তার ঘাড়ের কর্তিত রগসমূহ হতে রক্ত বের হতে থাকবে। সে বলবে, হে আমার প্রতিপালক! এ লোক আমাকে হত্যা করেছে। এমনকি সে তার হত্যাকারীকে নিয়ে আরশের নিকট পৌছে যাবে। 'আম্‌র ইবনু দীনার বলেন, লোকেরা ইবনু 'আব্বাস (রাযিঃ)-এর নিকট (হত্যাকারীর) তাওবার বিষয়ে আলোচনা করলে তিনি এ আয়াত তিলাওয়াত করেন (অনুবাদ) ঃ "কোন ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে কোন মু'মিনকে হত্যা করলে তার শাস্তি জাহান্নাম। সেখানে সে স্থায়ী হবে এবং আল্লাহ তা'আলা তার প্রতি রুষ্ট হবেন, তাকে অভিসম্পাত করবেন এবং তার জন্য মহাশাস্তি প্রস্তুত রাখবেন"– (সূরা আন্-নিসা ঃ ৯৩)। তিনি বলেন, এ আয়াত মানসূখও হয়নি বা তার বিধান পরিবর্তিতও হয়নি। অতএব তার আর তাওবা কিসের।

সহীহ ঃ মিশকাত তাহক্বীক্ব সানী (৩৪৬৫), তা'লীকুর রাগীব (৩/২০৩)।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান (গরীব)। কেউ কেউ এ হাদীসটি 'আম্‌র ইবনু দীনার হতে, তিনি ইবনু 'আব্বাস (রাযিঃ) হতে এই সূত্রে একই রকম বর্ণনা করেছেন, কিন্তু তা মারফূ হিসেবে নয়।

٣٠٣٠ – حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي رِزْمَةَ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : مَرَّ

رَجُلٌ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ عَلَى نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ؛ وَمَعَهُ غَنَمٌ لَهُ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ، قَالُوْا : مَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ لِيَتَعَوَّذَ مِنْكُمْ، فَقَامُوْا فَقَتَلُوْهُ، وَأَخَذُوْا غَنَمَهُ، فَأَتَوْا بِهَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ، فَأَنْزَلَ اللّٰهُ - تَعَالَى - : ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَتَبَيَّنُوْا وَلاَ تَقُوْلُوْا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلاَمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا﴾.

- حسن صحيح : «التعليق على الإحسان» (١٢٢/٧) : ق ببعض اختصار.

৩০৩০। ইবনু 'আব্বাস (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, সুলাইম বংশের এক লোক তার এক পাল ছাগল নিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এক দল সাহাবীর সামনে দিয়ে যাচ্ছিল। সে তাদেরকে সালাম দিল। তারা (পরস্পর) বলল, এ লোক তোমাদের হাত হতে বাঁচার জন্যই তোমাদেরকে সালাম দিয়েছে। এই বলে তারা উঠে গিয়ে লোকটিকে হত্যা করল এবং তার ছাগলগুলো নিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে হাযির হল। তখন আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত অবতীর্ণ করেন (অনুবাদ) ঃ "হে ঈমানদারগণ! তোমরা যখন আল্লাহ তা'আলার পথে (জিহাদের জন্য) বের হবে, তখন অবশ্যই পরীক্ষা করে নিবে এবং কেউ তোমাদের সালাম দিলে (পার্থিব জীবনের সম্পদের আকাঙ্ক্ষায়) তাকে বলবে না যে, তুমি মু'মিন নও"– (সূরা আন্-নিসা ৯৪)।

হাসান সহীহ ঃ তা'লীক 'আলাল ইহসান (৭/১২২), বুখারী (২৫৯১) সংক্ষেপে, মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান। উসামাহ্ ইবনু যাইদ (রাযিঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে।

٣٠٣١ - حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ : حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِيْ إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ : لَمَّا نَزَلَتْ : ﴿لاَ يَسْتَوِيْ

الْقَاعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ﴾ الْآيَةُ؛ جَاءَ عَمْرُو بْنُ أُمِّ مَكْتُوْمٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : وَكَانَ ضَرِيْرَ الْبَصَرِ، فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! مَا تَأْمُرُنِيْ؛ إِنِّيْ ضَرِيْرُ الْبَصَرِ؟ فَأَنْزَلَ اللّٰهُ - تَعَالَى - هَذِهِ الْآيَةَ : ﴿غَيْرُ أُوْلِي الضَّرَرِ﴾ الْآيَةَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : «ائْتُوْنِيْ بِالْكَتِفِ وَالدَّوَاةِ، - أَوِ اللَّوْحِ وَالدَّوَاةِ- ».

- صحيح : ق، ومضى (١٦٧٠).

৩০৩১। আল-বারাআ ইবনু 'আযিব (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, "মু'মিনদের মধ্যে যারা ঘরে বসে থাকে তারা সমান নয়"– (সূরা আন্-নিসা ৯৫) আয়াত অবতীর্ণ হলে 'আম্‌র ইবনু উম্মি মাকতূম (রাযিঃ) নাবী ﷺ-এর নিকট আসলেন। তিনি ছিলেন দৃষ্টিশক্তিহীন (অন্ধ)। তিনি বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি তো দৃষ্টিশক্তিহীন। আমাকে আপনি কি নির্দেশ দেন? তখন আল্লাহ তা'আলা নিম্নোক্ত আয়াত অবতীর্ণ করেন (অনুবাদ) ঃ "তবে যারা অক্ষম তাদের কথা স্বতন্ত্র"– (সূরা আন্-নিসা ৯৫)। নাবী ﷺ বললেন ঃ (আয়াতটি লিপিবদ্ধ করতে) তোমরা আমার জন্য কাঁধের হাড় ও দোয়াত অথবা (বললেন) তখতি ও দোয়াত নিয়ে এসো।

সহীহ ঃ বুখারী (৪৫৯৩-৪৫৯৪), মুসলিম, ১৬৭০ নং পূর্বে উল্লেখ হয়েছে।

'আম্‌র ইবনু উম্মি মাকতূম (রাযিঃ) 'আবদুল্লাহ ইবনু উম্মি মাক্‌তূম বলেও কথিত। তিনি হলেন 'আবদুল্লাহ ইবনু যায়িদাহ্ এবং উম্মি মাকতূম তাঁর মা।

٣٠٣٢ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ : حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ : أَخْبَرَنِيْ عَبْدُ الْكَرِيْمِ، سَمِعَ مِقْسَمًا -مَوْلَى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَارِثِ- يُحَدِّثُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ : ﴿لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ غَيْرُ أُوْلِي الضَّرَرِ﴾ عَنْ بَدْرٍ، وَالْخَارِجُوْنَ إِلَى

بَدْرٍ، لَمَّا نَزَلَتْ غَزْوَةُ بَدْرٍ؛ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ جَحْشٍ، وَابْنُ أُمِّ مَكْتُوْمٍ : اِنَّا أَعْمَيَانِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! فَهَلْ لَنَا رُخْصَةٌ؟ فَنَزَلَت ﴿لاَ يَسْتَوِي الْقَاعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ غَيْرُ أُوْلِي الضَّرَرِ﴾، وَ ﴿فَضَّلَ اللّٰهُ الْمُجَاهِدِيْنَ﴾ ﴿عَلَى الْقَاعِدِيْنَ دَرَجَةً﴾، فَهَؤُلاَءِ الْقَاعِدُوْنَ غَيْرُ أُوْلِي الضَّرَرِ، ﴿وَفَضَّلَ اللّٰهُ الْمُجَاهِدِيْنَ عَلَى الْقَاعِدِيْنَ أَجْرًا عَظِيْمًا. دَرَجَاتٍ مِنْهُ﴾ عَلَى الْقَاعِدِيْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ غَيْرِ أُوْلِي الضَّرَرِ.

- صحيح : خ (٤٥٩٥).

৩০৩২। ইবনু 'আব্বাস (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, "মু'মিনদের মধ্যে যারা অক্ষম নয় অথচ ঘরে বসে থাকে"– (সূরা আন্-নিসা ৯৫) আয়াত প্রসঙ্গে তিনি বলেন, যারা অক্ষম হয়েও ঘরে বসে ছিল তারা এবং যারা বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে তারা (মর্যাদায়) এক সমান নয়। এখানে তাদের কথাই বলা হয়েছে। বদর যুদ্ধের নির্দেশ সম্বলিত আয়াত অবতীর্ণ হলে 'আবদুল্লাহ ইবনু জাহ্‌শ ও ইবনু উম্মি মাকতূম (রাযিঃ) বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমরা তো উভয়েই অন্ধ! এক্ষেত্রে আমাদের দু'জনের জন্য কি কোনরূপ সুযোগ আছে? তখন এ আয়াত অবতীর্ণ হয় (অনুবাদ) ঃ "মু'মিনদের মধ্যে যারা অক্ষম নয় অথচ ঘরে বসে থাকে তারা সমান নয় এবং যারা জিহাদ করে তাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা মহাপুরস্কারের ক্ষেত্রে যারা ঘরে বসে থাকে তাদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন"– (সূরা আন্-নিসা ৯৫)। যারা অক্ষম না হওয়া সত্ত্বেও ঘরে বসে থাকে, এখানে তাদের কথা বলা হয়েছে।

সহীহ ঃ বুখারী (৪৫৯৫)।

আবূ 'ঈসা বলেন, ইবনু 'আব্বাস (রাযিঃ)-এর হাদীস হিসেবে উক্ত সূত্রে এই হাদীসটি হাসান সহীহ। মিক্বসাম প্রসঙ্গে বলা হয় যে, ইনি 'আবদুল্লাহ ইবনুল হারিসের মুক্তদাস। তিনি 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রাযিঃ)-এর মুক্তদাস বলেও কথিত। তার উপনাম আবুল কাসিম।

Contents

٣٠٣٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ : حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ : حَدَّثَنِي سَهْلُ ابْنُ سَعْدٍ، قَالَ : رَأَيْتُ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ جَالِسًا فِي الْمَسْجِدِ، فَأَقْبَلْتُ حَتَّى جَلَسْتُ إِلَى جَنْبِهِ، فَأَخْبَرَنَا، أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ أَخْبَرَهُ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمْلَى عَلَيْهِ ﴿لاَ يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ ﴿وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾، قَالَ : فَجَاءَهُ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ، وَهُوَ يُمْلِيهَا عَلَيَّ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَاللَّهِ لَوْ أَسْتَطِيعُ الْجِهَادَ لَجَاهَدْتُ، وَكَانَ رَجُلاً أَعْمَى؟ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ ﷺ؛ وَفَخِذُهُ عَلَى فَخِذِي، فَثَقُلَتْ حَتَّى هَمَّتْ تَرُضُّ فَخِذِي، ثُمَّ سُرِّيَ عَنْهُ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ : ﴿غَيْرُ أُوْلِي الضَّرَرِ﴾.

- صحيح : خ(٤٥٩٢).

৩০৩৩। সাহল ইবনু সা'দ আস্-সা'ঈদী (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, মারওয়ান ইবনুল হাকামকে মাসজিদে বসা দেখে আমি তাঁর নিকট এগিয়ে গিয়ে তার পাশে বসলাম। তিনি আমাদের বললেন, যাইদ ইবনু সাবিত (রাযিঃ) আমাকে জানিয়েছেন যে, নাবী, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার দ্বারা লেখাচ্ছিলেন ঃ "লা ইয়াসতাবিল কা'ইদূনা মিনাল মু'মিনীনা ওয়াল মুজাহিদূনা ফী সাবীলিল্লাহ"। তখন তাঁর নিকট ইবনু উম্মি মাকতূম (রাযিঃ) এসে বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আল্লাহ্র শপথ! আমি যদি জিহাদ করতে পারতাম, তাহলে অবশ্যই জিহাদ করতাম। তিনি ছিলেন অন্ধ। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূলের উপর ওয়াহী অবতীর্ণ করলেন, তখন তাঁর উরু আমার উরুর উপর ছিল। তা এত ভারী লাগছিল যে, এতে আমার উরু ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়। কিছুক্ষণ পর তাঁর এ অবস্থা দূরীভূত হয়। আল্লাহ তা'আলা তাঁর উপর অবতীর্ণ করেন ঃ "গাইরু উলিয যারারি"।

সহীহ ঃ বুখারী (৪৫৯২)।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ। একাধিক বর্ণনাকারী এ হাদীসটি যুহরী হতে সাহ্ল ইবনু সা'দের বরাতে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। মা'মার এটি বর্ণনা করেছেন যুহরী হতে, তিনি কাবীসাহ্ ইবনু যুয়াইব হতে, তিনি যাইদ ইবনু সাবিত হতে এই সূত্রে। তিনি আরো বলেন, এ হাদীসটি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর একজন সাহাবী কর্তৃক একজন তাবিঈ হতে বর্ণিত অর্থাৎ সাহল ইবনু সা'দ আস-সাইদী আল-আনসারী (রাযিঃ) রিওয়ায়াত করেছেন মারওয়ান ইবনুল হাকাম হতে। মারওয়ান রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে সরাসরি হাদীস শুনেননি। তিনি তাবিঈদের অন্তর্ভুক্ত।

٣٠٣٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ يُحَدِّثُ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بَابَاهُ، عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ، قَالَ : قُلْتُ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ : إِنَّمَا قَالَ اللّٰهُ : ﴿أَنْ تَقْصُرُوْا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمْ﴾، وَقَدْ أَمِنَ النَّاسُ؟! فَقَالَ عُمَرُ : عَجِبْتُ مِمَّا عَجِبْتَ مِنْهُ، فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ؟! فَقَالَ : «صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللّٰهُ بِهَا عَلَيْكُمْ؛ فَاقْبَلُوْا صَدَقَتَهُ».

- صحيح : «ابن ماجه» (١٠٦٥) م.

৩০৩৪। ইয়া'লা ইবনু উমাইয়্যাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি 'উমার (রাযিঃ)-কে বললাম, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন ঃ "তোমরা যখন শত্রুর আশংকা করবে তখন নামায কসর করবে"– (সূরা আন্-নিসা ১০১)। এখন তো মানুষ নিরাপদ ও ভীতিমুক্ত হয়ে গেছে (এখন নামায কসর করার কি প্রয়োজন)। 'উমার (রাযিঃ) বললেন, তুমি যে বিষয়ে বিস্ময়বোধ করছ আমিও একই বিষয়ে বিস্ময়বোধ করেছি এবং বিষয়টি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট উত্থাপন করেছি। তিনি বলেছেন ঃ এটা তো তোমাদের জন্য আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে সাদাক্বাহ্। অতএব তোমরা তাঁর সাদাক্বাহ্ (অনুগ্রহ) গ্রহণ কর।

সহীহ ঃ ইবনু মা-জাহ (১০৬৫), মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ।

٣٠٣٥ - حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ : حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْهُنَائِيُّ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ شَقِيْقٍ : حَدَّثَنَا أَبُوْ هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَزَلَ بَيْنَ ضُجْنَانَ وَعُسْفَانَ، فَقَالَ الْمُشْرِكُوْنَ : إِنَّ لِهَؤُلاَءِ صَلاَةً هِيَ أَحَبُّ إِلَيْهِمْ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَبْنَائِهِمْ؛ هِيَ الْعَصْرُ، فَأَجْمِعُوْا أَمْرَكُمْ، فَمِيْلُوْا عَلَيْهِمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً، وَأَنَّ جِبْرِيْلَ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَقْسِمَ أَصْحَابَهُ شَطْرَيْنِ، فَيُصَلِّيَ بِهِمْ، وَتَقُوْمُ طَائِفَةٌ أُخْرَى وَرَاءَهُمْ، وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ، ثُمَّ يَأْتِيْ الْآخَرُوْنَ، وَيُصَلُّوْنَ مَعَهُ رَكْعَةً وَاحِدَةً، ثُمَّ يَأْخُذُ هَؤُلاَءِ حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ، فَتَكُوْنُ لَهُمْ رَكْعَةٌ رَكْعَةٌ، وَلِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ رَكْعَتَانِ.

- صحيح الإسناد.

৩০৩৫। 'আবদুল্লাহ ইবনু শাক্বীক্ব (রাহঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) আমার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যুজনান ও 'উসফান নামক জায়গার মাঝে যাত্রাবিরতি করলেন। মুশরিকরা বলল, তাদের নিকট একটি নামায আছে যা তাদের বাপ-দাদা ও সন্তান-সন্ততির চাইতেও বেশি প্রিয়। সেটি হচ্ছে 'আসরের নামায। কাজেই তোমরা নিজেদের যাবতীয় সাজ সরঞ্জাম প্রস্তুত করে সংকল্পবদ্ধ হয়ে থাক এবং তাদের উপর (নামাযরত অবস্থায়) ঝটিকা আক্রমণ চালাও। এদিকে জিবরীল (আঃ) নাবী ﷺ-কে নির্দেশ দিলেন, আপনার সংগীদের দু'ভাগে বিভক্ত করুন। এক অংশকে নিয়ে আপনি নামায আদায় করুন। অন্য দল নামাযরতদের পেছনে তাদের ঢাল ও অস্ত্র নিয়ে সতর্কাবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকবে। এরপর দ্বিতীয় দল (যারা নামায আদায় করেনি) আসবে। তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে এক রাক'আত নামায আদায় করবে। তারপর

তারা তাদের অস্ত্রশস্ত্রসহ সতর্কাবস্থায় থাকবে। ফলে তাদের (উভয় দলের) এক এক রাক'আত হবে। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হবে দুই রাক'আত।

সনদ সহীহ।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ, আবূ হুরাইরাহ্‌র বরাতে 'আবদুল্লাহ ইবনু শাক্বীক্বের হাদীস হিসেবে গারীব। 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস'উদ, যাইদ ইবনু সাবিত, ইবনু 'আব্বাস, জাবির, আবূ 'আইয়্যাশ আয-যুরাকী, ইবনু 'উমার, হুযাইফাহ্‌, আবূ বাকরাহ ও সাহল ইবনু আবী হাসমা (রাযিঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ 'আইয়্যাশ আয-যুরাকীর নাম যাইদ ইবনু সামিত।

٣٠٣٦ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِيْ شُعَيْبٍ أَبُوْ مُسْلِمٍ الْحَرَّانِيُّ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْحَرَّانِيُّ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ قَتَادَةَ بْنِ النُّعْمَانِ، قَالَ : كَانَ أَهْلُ بَيْتٍ مِنَّا -يُقَالُ لَهُمْ : بَنُوْ أُبَيْرِقٍ؛ بِشْرٌ، وَبُشَيْرٌ وَمُبَشِّرٌ-، وَكَانَ بُشَيْرٌ رَجُلاً مُنَافِقًا يَقُوْلُ الشِّعْرَ، يَهْجُوْ بِهِ أَصْحَابَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ، ثُمَّ يَنْحَلُهُ بَعْضَ الْعَرَبِ، ثُمَّ يَقُوْلُ : قَالَ فُلاَنٌ كَذَا وَكَذَا، قَالَ فُلاَنٌ كَذَا وَكَذَا، فَإِذَا سَمِعَ أَصْحَابُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ذَلِكَ الشِّعْرَ؛ قَالُوْا : وَاللّٰهِ مَا يَقُوْلُ هَذَا الشِّعْرَ؛ إِلاَّ هَذَا الْخَبِيْثُ، أَوْ كَمَا قَالَ الرَّجُلُ-، وَقَالُوْا : ابْنُ الْأُبَيْرِقِ قَالَهَا، قَالَ : وَكَانُوْا أَهْلَ بَيْتِ حَاجَةٍ وَفَاقَةٍ فِيْ الْجَاهِلِيَّةِ وَالْإِسْلاَمِ، وَكَانَ النَّاسُ إِنَّمَا طَعَامُهُمْ بِالْمَدِيْنَةِ التَّمْرُ وَالشَّعِيْرُ، وَكَانَ الرَّجُلُ إِذَا كَانَ لَهُ يَسَارٌ، فَقَدِمَتْ ضَافِطَةٌ مِنَ الشَّامِ مِنَ الدَّرْمَكِ؛ ابْتَاعَ الرَّجُلُ مِنْهَا، فَخَصَّ بِهَا نَفْسَهُ، وَأَمَّا الْعِيَالُ؛ فَإِنَّمَا طَعَامُهُمُ التَّمْرُ

وَالشَّعِيْرُ، فَقَدِمَتْ ضَافِطَةٌ مِنَ الشَّامِ، فَابْتَاعَ عَمِّيْ رِفَاعَةُ بْنُ زَيْدٍ حِمْلاً مِنَ الدَّرْمَكِ، فَجَعَلَهُ فِيْ مَشْرَبَةٍ لَهُ، وَفِيْ الْمَشْرَبَةِ سِلاَحٌ وَدِرْعٌ وَسَيْفٌ، فَعُدِيَ عَلَيْهِ مِنْ تَحْتِ الْبَيْتِ، فَنُقِبَتِ الْمَشْرَبَةُ، وَأُخِذَ الطَّعَامُ وَالسِّلاَحُ، فَلَمَّا أَصْبَحَ أَتَانِيْ عَمِّيْ رِفَاعَةُ، فَقَالَ : يَا ابْنَ أَخِي! إِنَّهُ قَدْ عُدِيَ عَلَيْنَا فِيْ لَيْلَتِنَا هَذِهِ، فَنُقِبَتْ مَشْرَبَتُنَا، وَذُهِبَ بِطَعَامِنَا وَسِلاَحِنَا، قَالَ : فَتَحَسَّسْنَا فِي الدَّارِ وَسَأَلْنَا؟ فَقِيْلَ لَنَا : قَدْ رَأَيْنَا بَنِيْ أُبَيْرِقٍ اسْتَوْقَدُوْا فِيْ هَذِهِ اللَّيْلَةِ، وَلاَ نَرَى فِيْمَا نَرَى؛ إِلاَّ عَلَى بَعْضِ طَعَامِكُمْ، قَالَ : وَكَانَ بَنُوْ أُبَيْرِقٍ قَالُوْا : وَنَحْنُ نَسْأَلُ فِيْ الدَّارِ، وَاللّٰهِ مَا نُرَى صَاحِبَكُمْ إِلاَّ لَبِيْدَ ابْنَ سَهْلٍ -رَجُلٌ مِنَّا لَهُ صَلاَحٌ وَإِسْلاَمٌ-، فَلَمَّا سَمِعَ لَبِيْدٌ اخْتَرَطَ سَيْفَهُ، وَقَالَ : أَنَا أَسْرِقُ؟! فَوَاللّٰهِ لَيُخَالِطَنَّكُمْ هَذَا السَّيْفُ، أَوْ لَتُبَيِّنُنَّ هَذِهِ السَّرِقَةَ، قَالُوْا : إِلَيْكَ عَنْهَا أَيُّهَا الرَّجُلُ، فَمَا أَنْتَ بِصَاحِبِهَا، فَسَأَلْنَا فِيْ الدَّارِ؟ حَتَّى لَمْ نَشُكَّ أَنَّهُمْ أَصْحَابُهَا، فَقَالَ لِيْ عَمِّيْ : يَا ابْنَ أَخِيْ! لَوْ أَتَيْتَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ، فَذَكَرْتَ ذَلِكَ لَهُ، قَالَ قَتَادَةُ : فَأَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ، فَقُلْتُ : إِنَّ أَهْلَ بَيْتٍ مِنَّا -أَهْلَ جَفَاءٍ- عَمَدُوْا إِلَى عَمِّيْ رِفَاعَةَ بْنِ زَيْدٍ، فَنَقَبُوْا مَشْرَبَةً لَهُ، وَأَخَذُوْا سِلاَحَهُ وَطَعَامَهُ، فَلْيَرُدُّوْا عَلَيْنَا سِلاَحَنَا، فَأَمَّا الطَّعَامُ؛ فَلاَ حَاجَةَ لَنَا فِيْهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : «سَآمُرُ فِيْ ذَلِكَ»، فَلَمَّا سَمِعَ بَنُوْ أُبَيْرِقٍ؛ أَتَوْا رَجُلاً مِنْهُمْ -يُقَالُ لَهُ : أُسَيْرُ بْنُ عُرْوَةَ-، فَكَلَّمُوْهُ فِيْ ذَلِكَ، فَاجْتَمَعَ فِيْ ذَلِكَ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الدَّارِ، فَقَالُوْا :

يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! إِنَّ قَتَادَةَ ابْنَ النُّعْمَانِ، وَعَمَّهُ عَمَدَا إِلَى أَهْلِ بَيْتٍ مِنَّا -أَهْلِ إِسْلَامٍ وَصَلَاحٍ- يَرْمُوْنَهُمْ بِالسَّرِقَةِ مِنْ غَيْرِ بَيِّنَةٍ وَلَا ثَبْتٍ، قَالَ قَتَادَةُ : فَأَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ، فَكَلَّمْتُهُ، فَقَالَ : «عَمَدْتَ إِلَى أَهْلِ بَيْتٍ ذُكِرَ مِنْهُمْ إِسْلَامٌ وَصَلَاحٌ تَرْمِيْهِمْ بِالسَّرِقَةِ عَلَى غَيْرِ ثَبْتٍ وَلَا بَيِّنَةٍ؟!»، قَالَ : فَرَجَعْتُ، وَلَوَدِدْتُ أَنِّيْ خَرَجْتُ مِنْ بَعْضِ مَالِيْ، وَلَمْ أُكَلِّمْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فِيْ ذَلِكَ! فَأَتَانِيْ عَمِّيْ رِفَاعَةُ، فَقَالَ : يَا ابْنَ أَخِيْ! مَا صَنَعْتَ؟ فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ، فَقَالَ : اللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ، فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ نَزَلَ الْقُرْآنُ ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللّٰهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِيْنَ خَصِيْمًا﴾؛ بَنِي أُبَيْرِقٍ، ﴿وَاسْتَغْفِرِ اللّٰهَ﴾؛ أَيْ : مِمَّا قُلْتَ لِقَتَادَةَ ﴿إِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَحِيْمًا. وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِيْنَ يَخْتَانُوْنَ أَنْفُسَهُمْ إِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيْمًا. يَسْتَخْفُوْنَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُوْنَ مِنَ اللّٰهِ﴾ إِلَى قَوْلِهِ ﴿غَفُوْرًا رَحِيْمًا﴾ أَيْ : لَوِ اسْتَغْفَرُوْا اللّٰهَ لَغَفَرَ لَهُمْ ﴿، وَمَنْ يَكْسِبْ إِثْمًا؛ فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ﴾ إِلَى قَوْلِهِ : ﴿إِثْمًا مُبِيْنًا﴾؛ قَوْلَهُ لِلَبِيْدٍ، ﴿وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ﴾ إِلَى قَوْلِهِ : ﴿فَسَوْفَ نُؤْتِيْهِ أَجْرًا عَظِيْمًا﴾، فَلَمَّا نَزَلَ الْقُرْآنُ؛ أُتِيَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِالسِّلَاحِ، فَرَدَّهُ إِلَى رِفَاعَةَ، فَقَالَ قَتَادَةُ : «لَمَّا أَتَيْتُ عَمِّيْ بِالسِّلَاحِ؛ وَكَانَ شَيْخًا قَدْ عَشَا -أَوْ عَسَى- فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَكُنْتُ

أَرَى إِسْلاَمَهُ مَدْخُوْلاً، فَلَمَّا أَتَيْتُهُ بِالسِّلاَحِ؛ قَالَ : يَا ابْنَ أَخِيْ! هُوَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ، فَعَرَفْتُ أَنَّ إِسْلاَمَهُ كَانَ صَحِيْحًا، فَلَمَّا نَزَلَ الْقُرْآنُ؛ لَحِقَ بُشَيْرٌ بِالْمُشْرِكِيْنَ، فَنَزَلَ عَلَى سُلاَفَةَ بِنْتِ سَعْدِ ابْنِ سُمَيَّةَ، فَأَنْزَلَ اللّٰهُ ﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُوْلَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيْرًا. إِنَّ اللّٰهَ لاَ يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً بَعِيْدًا﴾، فَلَمَّا نَزَلَ عَلَى سُلاَفَةَ؛ رَمَاهَا حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ بِأَبْيَاتٍ مِنْ شِعْرِهِ، فَأَخَذَتْ رَحْلَهُ، فَوَضَعَتْهُ عَلَى رَأْسِهَا، ثُمَّ خَرَجَتْ بِهِ، فَرَمَتْ بِهِ فِيْ الْأَبْطَحِ، ثُمَّ قَالَتْ : أَهْدَيْتَ لِيْ شِعْرَ حَسَّانَ؛ مَا كُنْتَ تَأْتِيْنِيْ بِخَيْرٍ!

–حسن.

৩০৩৬। ক্বাতাদাহ্ ইবনুন নু'মান (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাদের মধ্যে বানূ উবাইরিক্ব নামে একটি পরিবার ছিল। ঐ পরিবারে বিশ্‌র, বুশাইর ও মুবাশ্‌শির নামে তিনজন লোক ছিল। বুশাইর ছিল মুনাফিক্ব। সে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গী সাথীদের কুৎসা বর্ণনামূলক কবিতা রচনা করত, তারপর অপরাপর আরবদের প্রতি সেগুলো আরোপ করে বলত, অমুকে এরূপ এরূপ কথা বলেছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবীগণ যখন তা শুনতেন তখন বলতেন, আল্লাহ্‌র শপথ! ঐ অপদার্থ (খবীস) লোকটি ব্যতীত আর কেউ এ কবিতা রচনা করেনি বা একই রকম কোন মন্তব্য করতেন। যাই হোক তারা বলতেন, এটা ইবনুল উবাইরক্বেরই (বুশাইর) কবিতা। বর্ণনাকারী বলেন, জাহিলী ও ইসলামী উভয় যুগে এ পরিবারটি ছিল অভাবগ্রস্ত ও দুর্ভিক্ষ পীড়িত। মাদীনায় লোকদের প্রধান খাদ্য ছিল খেজুর ও আটা। কেউ সম্পদশালী হলে সিরিয়া হতে কোন খাদ্যদ্রব্যের ব্যবসায়ী সাদা আটা বা ময়দা নিয়ে এলে সে ঐ (ব্যবসায়ী) কাফিলা হতে

ময়দা কিনে নিয়ে সঞ্চয় করে রাখত নিজের ব্যবহারের জন্য। অবশিষ্ট পরিবার-পরিজনের জন্য থাকতো খেজুর ও গম।

এক বারের ঘটনা, সিরিয়া হতে একটি খাদ্য ব্যবসায়ী কাফিলা এলো। আমার চাচা রিফা'আহ্ ইবনু যাইদ (তাদের হতে) এক বস্তা ময়দা কিনলেন এবং ভাঁড়ার ঘরে রেখে দিলেন। একই জায়গায় অস্ত্রশস্ত্র, বর্ম ও তলোয়ারও ছিল। এদিকে ঘরের নিচ দিয়ে তার মাল আসবাব চুরি হয়ে গেল। গোপনে সিঁদ কেটে উক্ত ঘরে রক্ষিত ময়দা ও অস্ত্রশস্ত্র লাপাত্তা হয়ে গেল। ভোরবেলা আমার চাচা রিফা'আহ্ আমার নিকট আসলেন এবং বললেন, হে ভাতিজা! আমার উপর তো এ রাতে যুলুম হয়ে গেল। আমার ভাঁড়ারের ঘরে সিঁদ কেটে খাবার (ময়দা) ও অস্ত্রশস্ত্র চুরি করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। মহল্লায় অনুসন্ধান চালিয়ে দেখলাম ও জিজ্ঞাসাবাদ করলাম। আমাদের বলা হল, আমরা আজ রাতে বানূ উবাইরিক্বদের ঘরে আলো জ্বালাতে দেখেছি। আমাদের ধারণা মতে তারা তোমাদের খাদ্যাদির তালাশেই আলো জ্বালিয়েছিল। রিফা'আহ্ বললেন, আমরা যখন এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করছিলাম তখন উবাইরিক্বের লোকেরা বলল, আল্লাহ্র শপথ! আমরা মনে করি তোমাদের এই চোর লাবীদ ইবনু সাহল ব্যতীত আর কেউ নয়। আমরা আগেই মহল্লাবাসীদের এ বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করেছি। লাবীদ ছিলেন আমাদেরই মধ্যকার একজন সৎ ও ভালো মুসলিম। লাবীদ এ কথা শুনামাত্র খাপ হতে তলোয়ার বের করে বললেন, আমি চুরি করি? আল্লাহ্র কসম! হয় আমার এ তলোয়ারের সাথে তোমার সাক্ষাত হবে অথবা তোমরা এ চুরির সাক্ষ্য-প্রমাণ হাযির করবে। তখন লোকেরা বলল, যাও তুমি আমাদের সামনে থেকে সরে দাঁড়াও। তুমি এ কাজ করোনি। এরপরও আমরা এ ব্যাপারে মহল্লায় জিজ্ঞাসাবাদ করে নিশ্চিত হলাম যে, বানূ উবাইরিক্বই এ কাণ্ড ঘটিয়েছে। অবশেষে আমার চাচা আমাকে বললেন, হে ভাতিজা! তুমি ঘটনার বৃত্তান্ত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট জানালে ভালো হত। ক্বাতাদাহ্ (রাযিঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে তাঁকে বললাম, আমাদের মহল্লায় একটি যালিম পরিবার আছে এবং তারা আমার চাচা রিফা'আহ্ ইবনু যাইদের ভাণ্ডার কক্ষে সিঁদ কেটে তাঁর অস্ত্রশস্ত্র ও খাদ্যাদি

চুরি করে নিয়ে গেছে। আমাদের অস্ত্রশস্ত্র ফিরিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করুন, খাদ্যদ্রব্যাদির প্রয়োজন নেই। নাবী ﷺ বললেন ঃ আমি শীঘ্রই এ ব্যাপারে একটা ফাইসালা করে দিচ্ছি। বনূ উবাইরিক্ব এ কথা শুনার পর তাদের নিজেদের এক লোকের নিকট এলো, যার নাম ছিল উসাইর ইবনু 'উরওয়াহ্। তারা তার সাথে এ বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করল। এ বাড়ির কিছু লোক একত্র হয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! ক্বাতাদাহ্ ইবনুন নু'মান ও তার চাচা আমাদের এক সৎ ও মুসলিম পরিবারের পেছনে লেগেছে এবং কোন প্রমাণ ব্যতীতই তারা তাদের বিরুদ্ধে চুরির অভিযোগ করছে। ক্বাতাদাহ্ (রাযিঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে (বিষয়টি নিয়ে) তাঁর সাথে কথা বললাম। তিনি বললেন ঃ তুমি এমন এক পরিবারের বিরুদ্ধে বিনা প্রমাণে চুরির অপবাদ দিচ্ছ, যাদের সততা ও ইসলাম সম্পর্কে সুনাম আছে। ক্বাতাদাহ্ (রাযিঃ) বলেন, আমি ফিরে আসলাম। আমি মনে মনে বললাম, আমার এ সামান্য মাল হাতছাড়া হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও আমি যদি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে এ বিষয়ে আলাপ না করতাম! এরপর আমার চাচা রিফা'আহ্ আমার নিকট এসে বললেন, হে ভাতিজা! (আমার ব্যাপারে) কি করেছ? রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে যা কিছু বলেছেন, আমি তাকে তা জানালাম। তিনি বললেন, আল্লাহ তা'আলাই প্রকৃত সাহায্যকারী। এরপর কিছু সময় না যেতেই কুরআনের আয়াত অবতীর্ণ হয় (ব্যাখ্যাসহ অনুবাদ) ঃ "নিশ্চয়ই আমি এ কিতাব সত্য সহকারে তোমার প্রতি অবতীর্ণ করেছি, যেন আল্লাহ তা'আলা তোমাকে যা জ্ঞাত করেছেন তদনুসারে লোকদের মধ্যে মীমাংসা করতে পার। তুমি খিয়ানাতকারীদের পক্ষে (যেমন বনূ উবাইরিক্বের সমর্থনে) বিতর্ককারী হয়ো না। আর তুমি আল্লাহ তা'আলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর (ক্বাতাদাহ্‌কে যা বলেছ তার জন্য)। নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা বড়ই ক্ষমাশীল ও দয়াবান। যারা নিজেদেরকে প্রতারিত করে তুমি তাদের সাহায্য করো না। আল্লাহ তা'আলা খিয়ানাতকারী পাপিষ্ঠদেরকে পছন্দ করেন না। এরা মানুষের হতে লুকাতে পারে, কিন্তু আল্লাহ তা'আলা হতে গোপন হতে পারে না, কেননা তিনি তাদের সঙ্গেই থাকেন, যখন তারা রাতের বেলা গোপনে গোপনে তাঁর মর্জি

বিরুদ্ধ পরামর্শ করে। এদের সমস্ত কাজই আল্লাহ তা'আলা জ্ঞাত। আহা! তোমরাই এসব অপরাধীর পক্ষ সমর্থনে পার্থিব জীবনে বিতর্ক করছ, কিন্তু ক্বিয়ামাতের দিন আল্লাহ তা'আলার সামনে এদের পক্ষে কে ঝগড়া করবে অথবা কে তাদের উকিল হবে? কেউ কোন পাপকর্ম করলে বা নিজের উপর যুলুম করলে তারপর আল্লাহ তা'আলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করলে সে আল্লাহ তা'আলাকে ক্ষমাকারী ও অনুগ্রহশীল পাবে (অর্থাৎ তারা আল্লাহ তা'আলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করলে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ক্ষমা করে দিবেন)। কেউ গুনাহের কাজ করলে সে তা নিজের ক্ষতির জন্যই করে। আল্লাহ তা'আলা সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। কেউ কোন সমস্যা বা পাপকর্ম করে তারপর তা কোন নির্দোষ ব্যক্তির প্রতি আরোপ করলে (যেমন লাবীদ প্রসঙ্গে তাদের বক্তব্য) সে তো সাংঘাতিক মিথ্যা অপবাদ ও প্রকাশ্য পাপের বোঝা বহন করে। তোমার প্রতি আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ ও দয়া না থাকলে তাদের একটি দল তোমাকে পথভ্রষ্ট করতে চাইত। কিন্তু তারা নিজেদের ব্যতীত অন্য কাউকে পথভ্রষ্ট করতে পারে না এবং তোমার কোন ক্ষতিও করতে পারে না। আল্লাহ তা'আলা তোমার প্রতি কিতাব ও হিকমাত অবতীর্ণ করেছেন এবং তোমাকে এমন জ্ঞান জানিয়ে দিয়েছেন যা তুমি জানতে না। তোমার প্রতি আল্লাহ তা'আলার বিরাট অনুগ্রহ আছে। তাদের বেশির ভাগ গোপন সলা-পরামর্শে কোন কল্যাণ নেই। অবশ্য কেউ কাউকে দান-খাইরাতের কিংবা কোন ভালো কাজের জন্য অথবা লোকদের মাঝে শান্তি স্থাপনের উপদেশ দিলে তাতে কল্যাণ আছে। আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভের জন্য যে কেউ এরূপ করলে তাকে অবশ্যই আমি মহাপুরস্কার দিব।"

(সূরা আন্-নিসা ১০৫-১১৪)

কুরআনের আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট অপহৃত অস্ত্র ফেরত আনা হল। তিনি তা রিফা'আহ্ (রাযিঃ)-কে ফিরিয়ে দিলেন। ক্বাতাদাহ্ (রাযিঃ) বলেন, আমার চাচা ছিলেন বৃদ্ধ। জাহিলিয়াতের যুগে তার রাতকানা রোগ হয়েছিল, অথবা বলেছেন, জাহিলিয়াতের আমলেই বৃদ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন (আবূ 'ঈসার সন্দেহ)। আমার ধারণা ছিল যে, তিনি ইসলামে দাখিল ছিলেন। আমি তার নিকট অস্ত্র ফেরত নিয়ে আসলে তিনি

বললেন, হে ভাতিজা! এটা আমি আল্লাহ্ তা'আলার রাস্তায় দান করে দিলাম। এবার আমার প্রত্যয় জন্মালো যে, নিঃসন্দেহে তিনি একজন খাঁটি মুসলিম। কুরআনের উক্ত আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হওয়ার পর বুশাইর মুশরিকদের সাথে গিয়ে মিলিত হয় এবং সা'দ ইবনু সুমাইয়্যার কন্যা সুলাফার নিকট অবস্থান গ্রহণ করে। তখন আল্লাহ্ তা'আলা অবতীর্ণ করেন ঃ 'কারো নিকট সৎপথ প্রকাশিত হওয়ার পর সে যদি রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে এবং মু'মিনদের পথ ব্যতীত অন্য পথের অনুসরণ করে, তবে যে দিকে সে ফিরে যায় আমরা সেদিকেই তাকে ফিরিয়ে দিব এবং জাহান্নামে তাকে দগ্ধ করব। আর তা কত মন্দ আবাস। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর সাথে শারীক করাকে ক্ষমা করেন না, তা ব্যতীত সবকিছু যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন এবং কেউ আল্লাহ্ তা'আলার সাথে শারীক করলে সে ভীষণভাবে পথভ্রষ্ট হয়"– (সূরা আন্-নিসা ১১৫-১১৬)।

বুশাইর যখন সুলাফার নিকট আশ্রয় নিল, তখন হাস্সান ইবনু সাবিত (রাযিঃ) কিছু কবিতার চরণ দ্বারা সুলাফার নিন্দাবাদ করেন। এতে সুলাফা বুশাইরের মালপত্র নিজ মাথায় তুলে নিয়ে তা আবতাহ্ নামক স্থানে গিয়ে ফেলে দিল। সে আরো বলল, তুমি আমার জন্য হাস্সানের (নিন্দাসূচক) কবিতা উপহার নিয়ে এলে, আমার জন্য উত্তম কিছু নিয়ে আসতে পারলে না।

হাসান।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গারীব। মুহাম্মাদ ইবনু সালামাহ্ আল-হাররানী ব্যতীত আর কেউ এটিকে মুসনাদরূপে রিওয়ায়াত করেছেন বলে আমাদের জানা নেই। এ হাদীসটি মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক্ব-'আসিম ইবনু 'উমার ইবনু ক্বাতাদাহ্ সূত্রে ইউনুস ইবনু বুকাইর প্রমুখ মুরসালরূপে বর্ণনা করেছেন। তাতে 'তাঁর বাবা-তার দাদা' সূত্রের উল্লেখ নেই। ক্বাতাদাহ্ ইবনুন নু'মান মাতার দিক হতে আবূ সা'ঈদ আল-খুদরী (রাযিঃ)-এর ভাই। আবূ সা'ঈদ (রাযিঃ)-এর নাম সা'দ ইবনু মালিক ইবনু সিনান।

٣٠٣٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبِي عُمَرَ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي زِيَادٍ - الْمَعْنَى وَاحِدٌ -، قَالاَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ مُحَيْصِنٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسِ بْنِ مَخْرَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : لَمَّا نَزَلَ ﴿مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ﴾؛ شَقَّ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ، فَشَكَوْا ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ : «قَارِبُوا وَسَدِّدُوا، وَفِي كُلِّ مَا يُصِيبُ الْمُؤْمِنَ كَفَّارَةٌ؛ حَتَّى الشَّوْكَةَ يُشَاكُهَا، أَوِ النَّكْبَةَ يُنْكَبُهَا».

- صحيح : «تخريج الطحاوية» (٣٩٠)، «الضعيفة» تحت الحديث (٢٩٢٤) م.

৩০৩৮। আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, "কেউ মন্দ কাজ করলে তার প্রতিফল সে পাবে"– (সূরা আন্-নিসা ১২৩) আয়াত অবতীর্ণ হলে মুসলিমদের নিকট বিষয়টি খুবই গুরতর মনে হয়। তাই তারা নাবী ﷺ-এর নিকট এ ব্যাপারে অভিযোগ করেন। তিনি বললেন ঃ তোমরা সত্যের নিকটবর্তী থাক এবং সরল সোজা পথ তালাশ কর। মু'মিনের প্রতিটি বিপদ-মুসীবত ও কষ্ট-ক্লেশ, এমনকি তার দেহে কোন কাঁটা বিদ্ধ হলে বা তার উপর কোন আকস্মিক বিপদ এলে তার দ্বারাও তার গুনাহ্র কাফ্ফারা (ক্ষতিপূরণ) হয়ে যায়।

সহীহ ঃ তাখরীজুত্ তাহাবীয়া (৩৯০), যঈফাহ্ (২৯২৪)নং হাদীসের অধিনে, মুসলিম।

ইবনু মুহাইসিনের নাম 'আম্র ইবনু 'আবদুর রাহমান ইবনু মুহাইসিন। আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান গারীব।

٣٠٤٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مُعَاذٍ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : خَشِيَتْ

سَوْدَةُ أَنْ يُطَلِّقَهَا النَّبِيُّ ﷺ، فَقَالَتْ : لاَ تُطَلِّقْنِي وَأَمْسِكْنِي، وَاجْعَلْ يَوْمِي لِعَائِشَةَ، فَفَعَلَ، فَنَزَلَتْ ﴿فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ﴾، فَمَا اصْطَلَحَا عَلَيْهِ مِنْ شَيْءٍ؛ فَهُوَ جَائِزٌ.

- صحيح : «الإرواء» (٢٠٢٠).

৩০৪০। ইবনু ‘আব্বাস (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, সাওদা (রাযিঃ)-এর আশংকা হল যে, নাবী ﷺ তাকে তালাক দিবেন। তাই তিনি বললেন, আপনি আমাকে তালাক না দিয়ে আপনার বিবাহবন্ধনে স্থির রাখুন। আমার জন্য নির্দ্ধারিত দিনটি আপনি ‘আয়িশাহ্‌র নিকটই থাকুন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাই করলেন। এ প্রসঙ্গেই অবতীর্ণ হয় ঃ ‘তবে তারা (স্বামী-স্ত্রী) আপোস-নিষ্পত্তি করতে চাইলে তাদের কোন গুনাহ নেই এবং আপোস-নিষ্পত্তিই শ্রেয়”– (সূরা আন্-নিসা ১২৮)। যে বিষয়ের উপর তারা আপোষ করবে তা জায়িয। শেষের বক্তব্যটুকু ইবনু ‘আব্বাস (রাযিঃ)-এর।

সহীহ ঃ ইরওয়াহ্ (২০২০)।

আবূ ‘ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান গারীব।

٣٠٤١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ : حَدَّثَنَا أَبُوْ نُعَيْمٍ : حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ، عَنْ أَبِيْ السَّفَرِ، عَنِ الْبَرَاءِ، قَالَ : آخِرُ آيَةٍ أُنْزِلَتْ -أَوْ آخِرُ شَيْءٍ نَزَلَ- : ﴿يَسْتَفْتُوْنَكَ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِيْ الْكَلاَلَةِ﴾.

- صحيح : «صحيح أبي داود» (٢٥٧٠)ق.

৩০৪১। আল-বারাআ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, (উত্তরাধিকার প্রসঙ্গে) সবশেষে যে আয়াত অবতীর্ণ হয় তা হল ঃ “লোকেরা তোমার নিকট বিধান জানতে চায়। বল, পিতা-মাতাহীন নিঃসন্তান ব্যক্তি প্রসঙ্গে আল্লাহ তা‘আলা তোমাদেরকে বিধান দিচ্ছেন...” (সূরা আন্-নিসা ১৭৬)।

সহীহ ঃ সহীহ আবূ দাউদ (২৫৭০), বুখারী (৪৬০৫), মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান। আবুস সাফারের নাম সা'ঈদ ইবনু আহ্মাদ আস্-সাওরী। তিনি ইবনু ইউহ্মিদ আস-সাওরী বলেও কথিত।

٣٠٤٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ، فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! ﴿يَسْتَفْتُوْنَكَ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِي الْكَلَالَةِ﴾؟ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ : «تُجْزِئُكَ آيَةُ الصَّيْفِ».

- صحيح : «صحيح أبي داود» (٢٥٧١)، م عمر.

৩০৪২। আল বারাআ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! "লোকেরা আপনার নিকট বিধান জানতে চায়। বলুন, পিতা-মাতাহীন নিঃসন্তান ব্যক্তি প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের বিধান দিচ্ছেন....."– (সূরা আন্-নিসা ১৭৬)। নাবী ﷺ তাকে বললেন ঃ তোমার জন্য এ ব্যাপারে গ্রীষ্মকালীন ঐ আয়াতটিই (সূরা আন্-নিসা ১৭৬) যথেষ্ট।

সহীহ ঃ সহীহ আবূ দাউদ (২৫৭১), মুসলিম 'উমার (রাযিঃ) হতে।

ইমাম বাগাবী বলেন, এ আয়াত (সূরা আন্-নিসা ১৭৬), বিদায় হাজ্জের সময় গ্রীষ্মকালে অবতীর্ণ হয়, তাই একে গ্রীষ্মকালীন আয়াত বলা হয়। (অনুবাদক)

٦ - بَابٌ وَمِنْ سُوْرَةِ الْمَائِدَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৬ ॥ সূরা আল-মায়িদাহ্

٣٠٤٣ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مِسْعَرٍ، وَغَيْرِهِ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، قَالَ : قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْيَهُوْدِ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ : يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ! لَوْ عَلَيْنَا أُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ :

﴿ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِيْنًا ﴾؛ لَاتَّخَذْنَا ذَلِكَ الْيَوْمَ عِيْدًا، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : إِنِّي أَعْلَمُ أَيَّ يَوْمٍ أُنْزِلَتْ هَذِهِ الآيَةُ : أُنْزِلَتْ يَوْمَ عَرَفَةَ فِيْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ.

- صحيح : ق.

৩০৪৩। তারিক্ব ইবনু শিহাব (রাহঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ইয়াহূদী 'উমার ইবনুল খাত্তাব (রাযিঃ)-কে বলল, হে আমীরুল মু'মিনীন! "আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীন পূর্ণাঙ্গ করলাম, তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দীন মনোনীত করলাম"– (সূরা আল-মায়িদাহ্ ৩) আয়াতটি যদি আমাদের উপর অবতীর্ণ হত তাহলে আমরা উক্ত দিনকে ঈদের (উৎসবের) দিন হিসেবে নির্দ্ধারণ করতাম। 'উমার (রাযিঃ) বললেন, নিশ্চয়ই আমি জানি কোন দিন এ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। এটি (বিদায় হাজ্জে) 'আরাফার দিন শুক্রবারে অবতীর্ণ হয়েছিল।

সহীহ ঃ বুখারী (৪৬০৬), মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ।

٣٠٤٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ : أَخْبَرَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ : أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ أَبِيْ عَمَّارٍ، قَالَ : قَرَأَ ابْنُ عَبَّاسٍ ﴿ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِيْنًا ﴾، وَعِنْدَهُ يَهُوْدِيٌّ، فَقَالَ : لَوْ أُنْزِلَتْ هَذِهِ عَلَيْنَا؛ لَاتَّخَذْنَا يَوْمَهَا عِيدًا، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : فَإِنَّهَا نَزَلَتْ فِيْ يَوْمِ عِيْدٍ فِيْ يَوْمِ جُمُعَةٍ، وَيَوْمِ عَرَفَةَ.

- صحيح الإسناد.

৩০৪৪। 'আম্মার ইবনু আবী 'আম্মার (রাহঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইবনু 'আব্বাস (রাযিঃ) নিম্নোক্ত আয়াতটি পাঠ করলেন (অনুবাদ) ঃ "আজ আমি তোমাদের দীনকে তোমাদের জন্য পূর্ণাঙ্গ করলাম, তোমাদের প্রতি

আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দ্বীন মনোনীত করলাম"– (সূরা আল-মায়িদাহ্ ৩)। তাঁর নিকট এক ইয়াহূদী উপস্থিত ছিল। সে বলল, আমাদের উপর এরূপ একটি আয়াত অবতীর্ণ হলে সেই দিনকে আমরা অবশ্যই 'ঈদের দিন হিসেবে পালন করতাম। ইবনু 'আব্বাস (রাযিঃ) বলেন, এটি তো (আমাদের) 'ঈদের দিনেই অবতীর্ণ হয়েছে ঃ জুমুআর দিন ও 'আরাফার দিন।

সনদ সহীহ।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি ইবনু 'আব্বাস (রাযিঃ)-এর রিওয়ায়াত হিসেবে হাসান গারীব। হাদীসটি সহীহ।

٣٠٤٥ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «يَمِينُ الرَّحْمٰنِ مَلْأَى سَحَّاءُ؛ لاَ يَغِيضُهَا اللَّيْلُ، وَالنَّهَارُ»، قَالَ : «أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْفَقَ مُنْذُ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ؟! فَإِنَّهُ لَمْ يَغِضْ مَا فِي يَمِينِهِ، وَعَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، وَبِيَدِهِ الْأُخْرَى الْمِيزَانُ يَخْفِضُ وَيَرْفَعُ».

– صحيح : «ابن ماجه» (١٩٧)ق.

৩০৪৫। আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ দয়াময় আল্লাহ তা'আলার ডান হাত পূর্ণ। সর্বদা তা অনুগ্রহ ঢালছে। রাত দিনের অবিরাম দান তাতে কখনো কমতি ঘটাতে পারে না। তিনি আরো বলেন, তোমরা লক্ষ্য করেছ কি যেদিন থেকে তিনি আসমান-যামীন সৃষ্টি করেছেন সেদিন হতে কত না দান করে আসছেন, অথচ তাঁর ডান হাতে যা আছে তাতে কিছুই কমতি হয়নি। (সৃষ্টির পূর্বে) তাঁর 'আর্শ ছিল পানির উপর। তাঁর অপর হাতে রয়েছে মীযান (দাড়ি-পাল্লা)। তিনি তা নীচু করেন ও উত্তোলন করেন (সৃষ্টির রিযিক নির্ধারণ করেন)।

সহীহ ঃ ইবনু মা-জাহ (১৯৭)।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ। এ হাদীসটি হল নিম্নোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যাস্বরূপ ঃ "ইয়াহূদীরা বলে, আল্লাহ তা'আলার হাত রুদ্ধ। ওরাই আসলে রুদ্ধহস্ত এবং ওরা যা বলে তজ্জন্য ওরা অভিশপ্ত। বরং আল্লাহ তা'আলার উভয় হাতই প্রসারিত, যেভাবে ইচ্ছা তিনি দান করেন"– (সূরা আল-মায়িদাহ্ ৬৪)।

ইমামগণ বলেন, এ হাদীস যেরূপে (আমাদের নিকট) এসেছে, কোনরূপ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও সন্দেহ-সংশয় ব্যতীতই তার উপর সেভাবেই ঈমান আনতে হবে। একাধিক ইমাম এ কথা বলেছেন। তাদের মধ্যে রয়েছেন সুফ্ইয়ান সাওরী, মালিক ইবনু আনাস, ইবনু 'উয়াইনাহ্, ইবনুল মুবারাক (রাহঃ) প্রমুখ। তাদের মতে এরূপ বিষয় বর্ণনা করা যাবে, এগুলোর উপর ঈমান রাখতে হবে, কিন্তু তা কেমন এ কথা বলা যাবে না।

٣٠٤٦ – حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ : حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ : حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ سَعِيْدٍ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَقِيْقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُحْرَسُ، حَتَّى نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ ﴿وَاللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ﴾، فَأَخْرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَأْسَهُ مِنَ الْقُبَّةِ، فَقَالَ لَهُمْ : «يَا أَيُّهَا النَّاسُ! انْصَرِفُوْا؛ فَقَدْ عَصَمَنِيَ اللّٰهُ».

– حسن.

৩০৪৬। 'আয়িশাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নাবী ﷺ-কে (নিরাপত্তামূলক) পাহারা দেয়া হত। তারপর আয়াত অবতীর্ণ হল (অনুবাদ) ঃ "আল্লাহ তা'আলা তোমাকে মানুষ হতে তাঁর রক্ষা করবেন"– (সূরা আল-মায়িদাহ্ ৬৭)। রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজের ঘর হতে মাথা বের করে পাহারাদারগণকে বললেন, হে লোকজন! তোমরা (আমার পাহারা হতে) চলে যাও। কারণ আল্লাহ তা'আলাই আমার হিফাজাতের দায়িত্ব নিয়েছেন।

হাসান।

নাসর ইবনু 'আলী মুসলিম ইবনু ইব্রাহীম হতে উক্ত সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গারীব। এ হাদীসটি কেউ কেউ জুরাইরী হতে 'আবদুল্লাহ ইবনু শাক্বীক্বের সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, "নাবী ﷺ-কে পাহারা দেয়া হত"। তাতে তারা 'আয়িশাহ্ (রাযিঃ)-এর উল্লেখ করেননি।

٣٠٤٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ : أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيْلُ : حَدَّثَنَا أَبُوْ إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيْلَ أَبِي مَيْسَرَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ : أَنَّهُ قَالَ : اللّٰهُمَّ! بَيِّنْ لَنَا فِيْ الْخَمْرِ بَيَانَ شِفَاءٍ، فَنَزَلَتِ الَّتِيْ فِيْ الْبَقَرَةِ ﴿يَسْأَلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ﴾ الْآيَةُ، فَدُعِيَ عُمَرُ، فَقُرِئَتْ عَلَيْهِ، فَقَالَ : اللّٰهُمَّ! بَيِّنْ لَنَا فِي الْخَمْرِ بَيَانَ شِفَاءٍ، فَنَزَلَتِ الَّتِيْ فِي النِّسَاءِ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لاَ تَقْرَبُوْا الصَّلاَةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى﴾، فَدُعِيَ عُمَرُ، فَقُرِئَتْ عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ : اللّٰهُمَّ! بَيِّنَ لَنَا فِيْ الْخَمْرِ بَيَانَ شِفَاءٍ، فَنَزَلَتِ الَّتِي فِيْ الْمَائِدَةِ ﴿إِنَّمَا يُرِيْدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوْقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِيْ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ﴾ إِلَى قَوْلِهِ : ﴿فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُوْنَ﴾، فَدُعِيَ عُمَرُ، فَقُرِئَتْ عَلَيْهِ، فَقَالَ : انْتَهَيْنَا، انْتَهَيْنَا.

- صحيح : «الصحيحة» (٢٣٤٨).

৩০৪৯। 'উমার ইবনুল খাত্তাব (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হে আল্লাহ! শরাবের ব্যাপারে আমাদের জন্য পরিপূর্ণ ও সুস্পষ্ট বর্ণনা দিন। এ প্রসঙ্গেই সূরা আল-বাক্বারার নিম্নোক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয় (অনুবাদ) ঃ "লোকে তোমাকে মদ ও জুয়া প্রসঙ্গে প্রশ্ন করে। বল, উভয়ের মধ্যে আছে মহাপাপ এবং মানুষের জন্য উপকারও। কিন্তু এগুলোর পাপ এগুলোর উপকার অপেক্ষা বেশি" (সূরা আল-বাক্বারাহ্ ২১৯)।

'উমার (রাযিঃ)-কে ডেকে এনে তাকে উক্ত আয়াত তিলাওয়াত করে শুনানো হল। তিনি বললেন, হে আল্লাহ! শরাবের ব্যাপারে আমাদের আরও সুস্পষ্ট ও পূর্ণাঙ্গ বিবরণ দিন। তখন সূরা আন-নিসার নিম্নোক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয় (অনুবাদ) ঃ "হে ঈমানদারগণ! তোমরা নেশাগ্রস্ত অবস্থায় নামাযের নিকটেও যেও না, যতক্ষণ না তোমরা যা বল তা বুঝতে পার"– (সূরা আন্-নিসা ৪৩)। 'উমার (রাযিঃ)-কে ডেকে এনে তাকে উক্ত আয়াত পাঠ করে শুনানো হল। 'উমার (রাযিঃ) আবারো বললেন, হে আল্লাহ! শরাবের ব্যাপারে আমাদের সুস্পষ্ট ও পূর্ণ বিবরণ দিন। তারপর সূরা আল-মাইদার এ আয়াত অবতীর্ণ হয় (অনুবাদ) ঃ 'শাইতান তো শরাব ও জুয়ার মাধ্যমে তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ ঘটাতে চায় এবং তোমাদেরকে আল্লাহ তা'আলার স্মরণে ও নামাযে বাধা দিতে চায়। তবে কি তোমরা নিবৃত্ত হবে না?"– (সূরা আল-মায়িদাহ্ ৯১) 'উমার (রাযিঃ)-কে ডেকে এনে তাকে এ আয়াত পাঠ করে শুনানো হল। তিনি বললেন, আমরা নিবৃত হলাম, আমরা নিবৃত হলাম।

সহীহ ঃ সহীহাহ্ (২৩৪৮)।

আবূ 'ঈসা বলেন, ইসরাঈলের সূত্রে এটি মুরসালরূপে বর্ণিত হয়েছে। মুহাম্মাদ ইবনুল 'আলা-ওয়াকী' হতে, তিনি ইসরাঈল হতে, তিনি আবূ ইসহাক হতে, তিনি আবূ মাইসারাহ্ (রাহঃ) হতে এই সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'উমার ইবনুল খাত্তাব (রাযিঃ) বললেন, হে আল্লাহ! শরাব ও মাদক দ্রব্য প্রসঙ্গে আমাদের জন্য সুস্পষ্ট ও পূর্ণাঙ্গ বিবরণ দিন..... তারপর তিনি পূর্বোক্ত হাদীসের একই রকম বর্ণনা করেছেন। এটি মুহাম্মাদ ইবনু ইউসুফের হাদীসের চাইতে অনেক বেশি সহীহ।

٣٠٥٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ، قَالَ : مَاتَ رِجَالٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ قَبْلَ أَنْ تُحَرَّمَ الْخَمْرُ، فَلَمَّا حُرِّمَتِ الْخَمْرُ؛ قَالَ رِجَالٌ : كَيْفَ

بِأَصْحَابِنَا؛ وَقَدْ مَاتُوا يَشْرَبُونَ الْخَمْرَ؟! فَنَزَلَتْ ﴿لَيْسَ عَلَى الَّذِيْنَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيْمَا طَعِمُوْا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوْا وَعَمِلُوْا الصَّالِحَاتِ﴾.

- صحيح بما بعده.

৩০৫০। আল-বারাআ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, শরাব হারাম হওয়ার পূর্বেই নাবী ﷺ-এর সাহাবীদের বেশ কয়েকজন মারা যান। শরাব হারাম হওয়ার পর লোকেরা বলাবলি করতে লাগল, আমাদের ঐ সকল সাথীদের কি হবে, যারা শরাব পানে অভ্যস্ত থাকা অবস্থায় মারা গেছেন! তখন এ আয়াত অবতীর্ণ হয় (অনুবাদ) ঃ "যারা ঈমান এনেছে ও নেক কাজ করেছে, তারা পূর্বে যা ভক্ষণ করেছে সেজন্য তাদের কোনরূপ গুনাহ নেই, যদি তারা সাবধান হয় এবং ঈমান আনে ও উত্তম কাজ করে, সাবধান হয় ও ঈমান আনে, আবার সাবধান হয় ও সৎকর্ম করে এবং আল্লাহ তা'আলা সৎকর্মশীলদের ভালোবাসেন"– (সূরা আল-মায়িদাহ্ ৯৩)।

পরবর্তী হাদীসের সহায়তায় সহীহ।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ। শু'বাহ্ (রাহঃ) আবূ ঈসহাক (রাহঃ) এর বরাতে এটি আল-বারাআ (রাযিঃ) সূত্রে বর্ণনা করেছেন। বুন্দার এটি আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন।

٣٠٥١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ. قَالَ الْبَرَاءُ : مَاتَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ؛ وَهُمْ يَشْرَبُوْنَ الْخَمْرَ، فَلَمَّا نَزَلَ تَحْرِيْمُهَا؛ قَالَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ : فَكَيْفَ بِأَصْحَابِنَا الَّذِيْنَ مَاتُوا وَهُمْ يَشْرَبُوْنَهَا؟! فَنَزَلَتْ ﴿لَيْسَ عَلَى الَّذِيْنَ آمَنُوا وَعَمِلُوْا الصَّالِحَاتِ﴾ الْآيَةُ.

- صحيح الإسناد.

৩০৫১। আবূ ইসহাক (রাহঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল-বারাআ ইবনু 'আযিব (রাযিঃ) বলেছেন, নাবী ﷺ-এর বেশ কিছু সাহাবী শরাব নিষিদ্ধ হওয়ার পূর্বে মদ্যপানে অভ্যস্ত অবস্থায় মারা যান। শরাব হারাম হওয়া সম্পর্কিত আয়াত অবতীর্ণ হলে নাবী ﷺ-এর সাথীদের কেউ কেউ বলেন, আমাদের ঐসব সাথীদের কি হবে, যারা শরাব পানে অভ্যস্ত থাকাকালে মারা গেছেন! তখন এ আয়াত অবতীর্ণ হয় (অনুবাদ) ঃ "যারা ঈমান এনেছে ও নেক কাজ করেছে তারা পূর্বে যা ভক্ষণ করেছে, সেজন্য তাদের কোন গুনাহ নেই....."– (সূরা আল-মায়িদাহ্ ৯৩)।

সনদ সহীহ।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ।

٣٠٥٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ أَبِي رِزْمَةَ، عَنْ إِسْرَائِيْلَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : قَالُوْا : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! أَرَأَيْتَ الَّذِيْنَ مَاتُوْا وَهُمْ يَشْرَبُوْنَ الْخَمْرَ؛ لَمَّا نَزَلَ تَحْرِيْمُ الْخَمْرِ؟! فَنَزَلَتْ ﴿لَيْسَ عَلَى الَّذِيْنَ آمَنُوْا وَعَمِلُوْا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيْمَا طَعِمُوْا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوْا وَعَمِلُوْا الصَّالِحَاتِ﴾.

- صحيح بما قبله.

৩০৫২। ইবনু 'আব্বাস (রাযিঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মদ্যপান হারাম হওয়ার পর লোকেরা বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল" মদ্যপান হারাম হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত যারা শরাবপানে অভ্যস্ত থাকাকালে মারা গেছে তাদের সম্পর্কে আপনার অভিমত কি? তখন নিম্নোক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয় (অনুবাদ) ঃ "যারা ঈমান এনেছে ও নেক কাজ করেছে তারা পূর্বে যা ভক্ষণ করেছে সেজন্য তাদের কোনরূপ গুনাহ নেই, যদি তারা সাবধান হয় এবং ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে"– (সূরা মায়িদাহ্ ৯৩)।

পূর্বের হাদীসের সহায়তায় সহীহ।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ।

٣٠٥٣ - حَدَّثَنَ سُفْيَانُ بْنُ وَكِيْعٍ : حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنْ عَلِيِّ ابْنِ مُسْهِرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ، قَالَ : لَمَّا نَزَلَتْ ﴿لَيْسَ عَلَى الَّذِيْنَ آمَنُوْا وَعَمِلُوْا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيْمَا طَعِمُوْا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوْا الصَّالِحَاتِ﴾؛ قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «أَنْتَ مِنْهُمْ».

- صحيح : م (١٤٧/٧).

৩০৫৩। 'আবদুল্লাহ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, "যারা ঈমান এনেছে ও নেক কাজ করেছে তারা পূর্বে যা ভক্ষণ করেছে সেজন্য তাদের কোন গুনাহ নেই...." (সূরা আল-মায়িদাহ্ ৯৩), এই আয়াত অবতীর্ণ হলে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বলেন, তুমিও তাদের অন্তর্ভুক্ত।

সহীহ ঃ মুসলিম (১/১৪৭)।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ।

٣٠٥٤ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ أَبُوْ حَفْصٍ الْفَلَّاسُ : حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ : حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعْدٍ : حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! إِنِّي إِذَا أَصَبْتُ اللَّحْمَ؛ انْتَشَرْتُ لِلنِّسَاءِ، وَأَخَذَتْنِيْ شَهْوَتِيْ، فَحَرَّمْتُ عَلَيَّ اللَّحْمَ؟ فَأَنْزَلَ اللّٰهُ : ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لاَ تُحَرِّمُوْا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللّٰهُ لَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُوْا إِنَّ اللّٰهَ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ. وَكُلُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ حَلاَلاً طَيِّباً﴾.

- صحيح.

৩০৫৪। ইবনু 'আব্বাস (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তি নাবী ﷺ-এর নিকট এসে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি গোশ্ত খেলে

স্ত্রীসহবাসের জন্য অস্থির হয়ে পড়ি এবং যৌনাবেগ আমাকে ব্যাকুল করে তোলে। তাই আমি নিজের জন্য গোশ্ত খাওয়া হারাম করে নিয়েছি। এ প্রসঙ্গেই আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত অবতীর্ণ করেন (অনুবাদ) ঃ "হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্য উৎকৃষ্ট ও পবিত্র যেসব বস্তু হালাল করেছেন, তোমরা সেগুলোকে হারাম করে নিও না এবং সীমালঙ্ঘন করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা সীমালঙ্ঘনকারীদের পছন্দ করেন না। আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে যা কিছু হালাল ও উৎকৃষ্ট রিযিক দান করেছেন তোমরা তা হতে খাও এবং আল্লাহ্ তা'আলাকে ভয় কর, যার প্রতি তোমরা ঈমান এনেছ"– (সূরা আল-মায়িদাহ্ ৮৭, ৮৮)।

সহীহ।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান গারীব। 'উসমান ইবনু সা'দ হতে কেউ কেউ এটিকে মুরসালরূপে বর্ণনা করেছেন। তাতে ইবনু 'আব্বাস (রাযিঃ)-এর উল্লেখ নেই। খালিদ এ হাদীসটি ইকরিমাহ্ (রাহঃ) হতে মুরসাল হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

٣٠٥٦ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ أَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ الْبَصْرِيُّ : حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ : أَخْبَرَنِي مُوْسَى بْنُ أَنَسٍ، قَالَ : سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ : قَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! مَنْ أَبِيْ؟ قَالَ : أَبُوْكَ فُلاَنٌ، فَنَزَلَتْ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لاَ تَسْأَلُوْا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ﴾.

– صحيح : ق.

৩০৫৬। আনাস ইবনু মালিক (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমার বাবা কে? তিনি বললেন ঃ তোমার বাবা অমুক। তখন এ আয়াত অবতীর্ণ হয় (অনুবাদ) ঃ "হে ঈমানদারগণ! তোমরা এমন কোন বিষয়ে প্রশ্ন করো না, যা তোমাদের নিকট প্রকাশিত হলে তা তোমাদের কষ্ট দিবে"– (সূরা আল-মায়িদাহ্ ১০১)।

সহীহ ঃ বুখারী (২৬২১), মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ গারীব।

٣٠٥٧ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ : أَنَّهُ قَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّكُمْ تَقْرَءُونَ هَذِهِ الْآيَةَ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ﴾، وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : «إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوْا ظَالِمًا، فَلَمْ يَأْخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ؛ أَوْشَكَ أَنْ يَعُمَّهُمُ اللَّهُ بِعِقَابٍ مِنْهُ».

- صحيح.

৩০৫৭। আবূ বাক্‌র সিদ্দীক (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হে লোকসকল! তোমরা এ আয়াত পাঠ করে থাক (অনুবাদ) ঃ "হে ঈমানদারগণ! তোমাদের দায়িত্ব তোমাদেরই উপর। তোমরা যদি সৎপথে পরিচালিত হও তবে যে পথভ্রষ্ট হয়েছে সে তোমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না" (সূরা আল-মায়িদাহ্ ১০৫)। অথচ আমি রাসূলুল্লাহ ﷺকে বলতে শুনেছি ঃ মানুষ কোন যালিমকে যুলুম ও অত্যাচার করতে দেখেও তার হাত ধরে তাকে নিবৃত্ত না করলে অচিরেই আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ব্যাপকভাবে শাস্তি দিবেন।

সহীহ।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ। ইসমাঈল ইবনু আবী খালিদের সূত্রে অপরাপর বর্ণনাকারীও এটিকে মারফূরূপে একই রকম বর্ণনা করেছেন। কেউ কেউ ইসমাঈল হতে কাইস (রাহঃ)-এর সূত্রে এটিকে আবূ বাক্‌র (রাযিঃ)-এর বক্তব্য হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তারা এটিকে মারফূরূপে বর্ণনা করেননি।

٣٠٦٠ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيْعٍ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنِ ابْنِ أَبِيْ زَائِدَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِيْ الْقَاسِمِ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سَعِيْدٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : خَرَجَ رَجُلٌ مِنْ بَنِيْ سَهْمٍ مَعَ تَمِيْمٍ الدَّارِيِّ، وَعَدِيِّ بْنِ بَدَّاءٍ، فَمَاتَ السَّهْمِيُّ بِأَرْضٍ لَيْسَ فِيْهَا مُسْلِمٌ، فَلَمَّا قَدِمَا بِتَرِكَتِهِ؛ فَقَدُوْا جَامًا مِنْ فِضَّةٍ مُخَوَّصًا بِالذَّهَبِ، فَأَحْلَفَهُمَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ، ثُمَّ وُجِدَ الْجَامُ بِمَكَّةَ، فَقِيْلَ : اشْتَرَيْنَاهُ مِنْ عَدِيٍّ وَتَمِيْمٍ، فَقَامَ رَجُلَانِ مِنْ أَوْلِيَاءِ السَّهْمِيِّ، فَحَلَفَا بِاللّٰهِ : لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا، وَأَنَّ الْجَامَ لِصَاحِبِهِمْ، قَالَ : وَفِيْهِمْ نَزَلَتْ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ﴾.

- صحيح : خ (٢٧٨٠).

৩০৬০। ইবনু ‘আব্বাস্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, বানূ সাহ্মের এক লোক তামীমুদ দারী (রা) ও ‘আদী ইবনু বাদ্দার সাথে (সফরে) বের হয়। বানূ সাহমের লোকটি এমন এক এলাকায় মারা গেল, যেখানে কোন মুসলিম ছিল না। ঐ দুই ব্যক্তি তার পরিত্যক্ত সম্পদ নিয়ে তার পরিজনের নিকট ফিরে এলে তারা তার মধ্যে স্বর্ণখচিত রূপার পানপাত্রটি খুজেঁ পেল না। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের উভয়কে শপথ করালেন। তার ওয়ারিশরা পরে মক্কায় ঐ পানপাত্রটি দেখতে পায়। তাদের বলা হয়, আমরা এটি তামীম ও আদীর নিকট হতে কিনেছি। সাহমীর ওয়ারিশদের মধ্য হতে দুইজন লোক দাবি নিয়ে উঠে এবং আল্লাহ্র শপথ করে বলে, আমাদের সাক্ষ্য উক্ত দুইজনের সাক্ষ্যের চাইতে অনেক বেশি সত্য ও গ্রহণযোগ্য। নিঃসন্দেহে এ পানপাত্রটি তাদের সাথীরই। এদের সম্পর্কেই এ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে (অনুবাদ) ঃ “হে মু’মিনগণ! তোমাদের কারও যখন

মৃত্যু উপস্থিত হয় তখন ওয়াসিয়াত করার সময় তোমাদের মধ্য হতে দু'জন ন্যায়পরায়ণ লোককে সাক্ষী রাখবে....."– (সূরা আল-মায়িদাহ্ ১০৬)।

সহীহ ঃ বুখারী (২৭৮০)।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান গারীব। এটি হল ইবনু আবী যায়িদার রিওয়ায়াত।

٣٠٦٢ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ عُمَرَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ، عَنْ طَاوُوْسٍ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، قَالَ : يُلَقَّى عِيْسَى حُجَّتَهُ، فَلَقَّاهُ اللّٰهُ فِيْ قَوْلِهِ : ﴿وَإِذْ قَالَ اللّٰهُ يَا عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُوْنِيْ وَأُمِّيَ إِلٰهَيْنِ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ﴾، قَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ : فَلَقَّاهُ اللّٰهُ ﴿سُبْحَانَكَ مَا يَكُوْنُ لِيْ أَنْ أَقُوْلَ مَا لَيْسَ لِيْ بِحَقٍّ﴾» الآيَةَ كُلَّهَا.

- صحيح الإسناد.

৩০৬২। আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'ঈসা (আঃ)-কে তাঁর যুক্তি-প্রমাণ শিখিয়ে দেয়া হয়। আল্লাহ তা'আলাই তাঁকে তা শিখিয়ে দেন। যেমন নিম্নোক্ত আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন (অনুবাদ) ঃ "আল্লাহ তা'আলা যখন বললেন ঃ হে 'ঈসা ইবনু মারিয়াম! তুমি কি লোকদের বলেছিলে, তোমরা আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত আমাকে এবং আমার মাকে ইলাহরূপে গ্রহণ কর"– (সূরা আল-মায়িদাহ্ ১১৬)? আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) নাবী ﷺ হতে বর্ণনা করেন ঃ তখন আল্লাহ তা'আলাই 'ঈসা (আঃ)-কে উত্তর শিক্ষা দিলেন ঃ "তিনি বললেন, তুমি মহিমান্বিত! যা বলার অধিকার আমার নেই তা বলা আমার পক্ষে শোভনীয় নয়..... তবে তুমি তো পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়"– (সূরা আল-মায়িদাহ্ ১১৬-১১৮)।

সনদ সহীহ।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ।

Contents

٣٠٦٣ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ، عَنْ حُيَيٍّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ : آخِرُ سُوْرَةٍ أُنْزِلَتِ الْمَائِدَةُ.

- حسن الإسناد : وصححه الحاكم دون «الفتح»، وروى له شاهداً وصححه أيضاً، ووافقه الذهبي.

৩০৬৩। 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আম্‌র (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, সর্বশেষ অবতীর্ণ সূরা হল সূরা আল-মায়িদাহ্।

সনদ হাসান, হাকিম এটিকে সহীহ বলেছেন এবং এর একটি শাহিদ বর্ণনা করেছেন। ইমাম যাহাবী তাকে সমর্থন করেছেন।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান গারীব। এ ছাড়া ইবনু 'আব্বাস (রাযিঃ) হতেও একটি বর্ণনা করেছেন। তাতে তিনি বলেছেন, সবশেষে অবতীর্ণ সূরা হচ্ছে "ইযা জা-য়া নাস্‌রুল্লা-হ"– (সূরা নাস্‌র)।

٧ - بَابٌ «وَمِنْ سُوْرَةِ الْأَنْعَامِ»

অনুচ্ছেদ ঃ ৭ ॥ সূরা আল-আন'আম

٣٠٦٥ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ، سَمِعَ جَابِرَ ابْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ : لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ ﴿قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ﴾؛ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : «أَعُوْذُ بِوَجْهِكَ»!، فَلَمَّا نَزَلَتْ ﴿أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ﴾؛ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : «هَاتَانِ أَهْوَنُ - أَوْ هَاتَانِ أَيْسَرُ -!».

- صحيح : «صحيح أبي داود» (٢٠٥٨، ٢٠٥٩).

৩০৬৫। 'আম্‌র ইবনু দীনার (রাহঃ) হতে বর্ণিত, তিনি জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ (রাযিঃ)-কে বলতে শুনেছেন, যখন এ আয়াত অবতীর্ণ হল (অনুবাদ) ঃ "বল তিনি তোমাদের ঊর্ধ্বদেশ অথবা পাদদেশ হতে তোমাদের উপর শাস্তি প্রেরণ করতে সক্ষম", তখন নাবী ﷺ বললেন ঃ "(হে আল্লাহ!) আমি আপনার (মর্যাদাবান) মুখমণ্ডলের (সত্বার) নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি"। পরে আবার অবতীর্ণ হল (অনুবাদ) ঃ "অথবা তোমাদেরকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করতে এবং এক দলকে অপর দলের সংঘর্ষের স্বাদ আস্বাদন করাতে সক্ষম"– (সূরা আল-আন'আম ৬৫)। তখন নাবী ﷺ বললেন ঃ এ দু'টিই অপেক্ষাকৃত সহজতর।

সহীহ ঃ সহীহ আবূ দাঊদ (২০৫৮, ২০৫৯)।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ।

٣٠٦٧ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ : أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ، قَالَ : لَمَّا نَزَلَتْ ﴿الَّذِيْنَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوْا إِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ﴾؛ شَقَّ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ، فَقَالُوْا : يَا رَسُولَ اللّٰهِ! وَأَيُّنَا لاَ يَظْلِمُ نَفْسَهُ؟! قَالَ : «لَيْسَ ذَلِكَ؛ إِنَّمَا هُوَ الشِّرْكُ؛ أَلَمْ تَسْمَعُوا مَا قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ : ﴿يَا بُنَيَّ لاَ تُشْرِكْ بِاللّٰهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾؟!».

- صحيح : ق.

৩০৬৭। 'আবদুল্লাহ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন অবতীর্ণ হল ঃ "যারা ঈমান এনেছে এবং নিজেদের ঈমানকে যুলুম দ্বারা কলুষিত করেনি..."– (সূরা আল-আন'আম ৮২), তখন মুসলিমদের নিকট তা খুবই কঠিন মনে হল। তাই তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমাদের মধ্যে এমন কে আছে যে নিজের উপর যুলুম করেনি? রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ বিষয়টি আসলে তা নয়। এখানে যুলুম অর্থ হল শিরক। তোমরা কি শুনোনি যা লোক্‌মান তাঁর ছেলেকে বলেছিলেন ঃ "হে পুত্র!

আল্লাহ তা'আলার সাথে কাউকে শরীক করবে না। নিশ্চয়ই শিরক অতি বড় যুলুম"— (সূরা লোক্বমান ১৩)।

সহীহ ঃ বুখারী (৪৬২৯), মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ।

٣٠٦٨ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ : حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ : كُنْتُ مُتَّكِئًا عِنْدَ عَائِشَةَ، فَقَالَتْ : يَا أَبَا عَائِشَةَ! ثَلاَثٌ مَنْ تَكَلَّمَ بِوَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ؛ فَقَدْ أَعْظَمَ عَلَى اللّٰهِ الْفِرْيَةَ : مَنْ زَعَمَ أَنَّ مُحَمَّدًا رَأَى رَبَّهُ؛ فَقَدْ أَعْظَمَ الْفِرْيَةَ عَلَى اللّٰهِ، وَاللّٰهُ يَقُوْلُ : ﴿لاَ تُدْرِكُهُ الأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ﴾، ﴿وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللّٰهُ إِلاَّ وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ﴾، وَكُنْتُ مُتَّكِئًا، فَجَلَسْتُ، فَقُلْتُ : يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ! أَنْظِرِيْنِي وَلاَ تَعْجِلِيْنِي؛ أَلَيْسَ يَقُوْلُ اللّٰهُ – تَعَالَى – : ﴿وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى﴾، ﴿وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِيْنِ﴾، قَالَتْ : أَنَا –وَاللّٰهِ– أَوَّلُ مَنْ سَأَلَ عَنْ هَذَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ؟ قَالَ : «إِنَّمَا ذَاكَ جِبْرِيْلُ؛ مَا رَأَيْتُهُ فِي الصُّوْرَةِ الَّتِيْ خُلِقَ فِيهَا؛ غَيْرَ هَاتَيْنِ الْمَرَّتَيْنِ؛ رَأَيْتُهُ مُنْهَبِطًا مِنَ السَّمَاءِ، سَادًّا عِظَمُ خَلْقِهِ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ»، وَمَنْ زَعَمَ أَنَّ مُحَمَّدًا كَتَمَ شَيْئًا مِمَّا أَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَيْهِ؛ فَقَدْ أَعْظَمَ الْفِرْيَةَ عَلَى اللّٰهِ، يَقُوْلُ اللّٰهُ ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ﴾، وَمَنْ زَعَمَ أَنَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ؛ فَقَدْ أَعْظَمَ الْفِرْيَةَ عَلَى اللّٰهِ، وَاللّٰهُ يَقُولُ : ﴿قُلْ لاَ يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ، وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلاَّ اللّٰهُ﴾.

– صحيح : ق.

৩০৬৮। মাসরূক (রাহঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি 'আয়িশাহ্ (রাযিঃ)-এর নিকটে হেলান দিয়ে বসা ছিলাম। তিনি বললেন, হে আবূ 'আয়িশাহ্! তিনটি বিষয় এমন যে, কোন ব্যক্তি এগুলোর কোনটি বললে সে আল্লাহ তা'আলার উপর ভীষণ (মিথ্যা) অপবাদ চাপালো। যে ব্যক্তি এ ধারণা পোষণ করে যে, মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর প্রভুকে দেখেছেন, সে আল্লাহ তা'আলার উপর ভীষণ অপবাদ আরোপ করল। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ "দৃষ্টিসমূহ তাঁকে প্রত্যক্ষ করতে পারে না, কিন্তু তিনি দৃষ্টিসমূহকে অনুধাবণ করেন। তিনি অতিশয় সূক্ষ্মদর্শী, সম্যক ওয়াকিফহাল"– (সূরা আল-আন'আম ১০৩); "কোন মানুষের এমন মর্যাদা নেই যে, আল্লাহ তা'আলা তার সাথে কথা বলবেন ওয়াহীর মাধ্যম ব্যতীত অথবা পর্দার অন্তরাল ব্যতীত"– (সূরা আশ্-শূরা ৫১)। আমি হেলান দেয়া অবস্থায় ছিলাম। আমি উঠে সোজা হয়ে বসে বললাম, হে উম্মুল মু'মিনীন! থামুন, আমাকে বলার সুযোগ দিন, তাড়াহুড়া করবেন না। আল্লাহ্ তা'আলা কি বলেননি? "নিশ্চয়ই সে তাকে আরেকবার দেখেছিল"– (সূরা আন্-নাজ্ম ঃ ১৩)। 'সে তো তাকে উজ্জ্বল দিগন্তে দেখেছে"– (সূরা আত্-তাকবীর ২৩)।

'আয়িশাহ্ (রাযিঃ) বললেন, আল্লাহ্র শপথ! রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে আমিই সর্বপ্রথম এ বিষয়ে প্রশ্ন করেছি। তিনি বলেছেন ঃ সে তো জিবরীল। আমি তাকে তার আসল আকৃতিতে এ দু'বারই দেখেছি। আমি তাকে আসমান হতে অবতরণ করতে দেখেছি। তার দেহাবয়ব এতো প্রকাণ্ড যে, তা আসমান ও যামীনের মাঝখানের সবটুকু স্থান ঢেকে ফেলেছিল।

(দুই) যে ব্যক্তি এ ধারণা করে যে, আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উপর যা অবতীর্ণ করেছেন, তিনি তার কিছুটা গোপন করেছেন, সেও আল্লাহ্ তা'আলার উপর ভীষণ অপবাদ আরোপ করল। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন ঃ "হে রাসূল! তোমার প্রতিপালকের পক্ষ হতে তোমার উপর যা অবতীর্ণ করা হয়েছে, তা (লোকদের নিকট) পৌঁছে দাও....." (সূরা আল-মায়িদাহ্ ঃ ৬৭)।

(তিন) যে ব্যক্তি ধারণা করে যে, আগামী কাল কি ঘটবে তিনি (মুহাম্মাদ) তা জানেন, সেও আল্লাহ্ তা'আলার উপর ভীষণ মিথ্যারোপ

করল। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেছেন ঃ "বল, আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত আসমান-যামীনে কেউই অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান রাখে না"– (সূরা আন-নাম্‌ল ৬৫)।

সহীহ ঃ বুখারী, মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ। মাসরূক ইবনুল আজদা'র ডাকনাম আবূ 'আয়িশাহ্। তিনি হলেন মাসরূক ইবনু 'আবদুর রহমান।

٣٠٦٩ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الْبَصْرِيُّ الْحَرَشِيُّ : حَدَّثَنَا زِيَادُ ابْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْبَكَّائِيُّ : حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : أَتَى أُنَاسٌ النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالُوْا : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! أَنَأْكُلُ مَا نَقْتُلُ، وَلاَ نَأْكُلُ مَا يَقْتُلُ اللّٰهُ؟ فَأَنْزَلَ اللّٰهُ ﴿فَكُلُوْا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِيْنَ﴾ إِلَى قَوْلِهِ : ﴿وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ﴾.

– صحيح : «صحيح أبي داود» (٢٠٥٨، ٢٠٥٩).

৩০৬৯। 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নাবী ﷺ-এর নিকট কয়েকজন লোক এসে বলল ঃ হে আল্লাহর রাসূল! আমরা যা হত্যা করি তা খাবো আর আল্লাহ তা'আলা যা হত্যা করেন তা খাবো না? তখন আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত অবতীর্ণ করেন (অনুবাদ) ঃ 'তোমরা তাঁর নিদর্শনসমূহে বিশ্বাসী হলে যার উপর আল্লাহ তা'আলার নাম নেয়া হয়েছে তা হতে খাও.... তোমরা যদি তাদের কথামত চল তবে অবশ্যই তোমরা মুশরিক হয়ে যাবে" (সূরা আল-আন'আম ১১৮-১২১)।

সহীহ ঃ সহীহ আবূ দাঊদ (২০৫৮, ২০৫৯)।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান গারীব। এ হাদীসটি ইবনু 'আব্বাস (রাযিঃ) হতে অন্যভাবেও বর্ণিত হয়েছে। কেউ কেউ এটিকে আতা ইবনুস সায়িব হতে, তিনি সা'ঈদ ইবনু যুবাইর হতে, তিনি নাবী ﷺ হতে এই সূত্রে মুরসালরূপে বর্ণনা করেছেন।

٣٠٧١ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ : حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابن أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ : فِي قَوْلِ اللَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ - ﴿أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ﴾، قَالَ : «طُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا».

- صحيح : م (٩٥/١)، عن أبي هريرة بأتم منه.

৩০৭১। আবূ সা'ঈদ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নাবী ﷺ আল্লাহ তা'আলার বাণী "অথবা তোমার প্রতিপালকের কোন নিদর্শন আসবে" (সূরা আন'আম ১৫৮) প্রসঙ্গে বলেন, তা হচ্ছে পশ্চিম দিগন্ত হতে সূর্যোদয়।

সহীহ ঃ মুসলিম (১/৯৫), আবূ হুরাইরাহ্ হতে আরো পূর্ণাঙ্গ রূপে।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান গারীব। কেউ কেউ এটিকে বর্ণনা করেছেন তবে তা মারফূ' হিসেবে নয়।

٣٠٧٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ : حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ فُضَيْلِ ابْنِ غَزْوَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : «ثَلاَثٌ إِذَا خَرَجْنَ؛ لَمْ يَنْفَعْ ﴿نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ﴾ الآيَةُ : الدَّجَّالُ، وَالدَّابَّةُ، وَطُلُوعُ الشَّمْسِ مِنَ الْمَغْرِبِ - أَوْ مِنْ مَغْرِبِهَا -».

- صحيح : م (٩٥/١-٩٦).

৩০৭২। আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নাবী ﷺ বলেছেন ঃ তিনটি নিদর্শন যখন প্রকাশিত হবে "তখন কারো ঈমান আনয়ন তার কোন উপকারে আসবে না-যারা ইতিপূর্বে ঈমান আনেনি বা যারা নিজেদের ঈমান মতো নেক 'আমাল করেনি" (সূরা আন'আম ১৫৮)। সেই তিনটি নিদর্শন হল দাজ্জাল, দাব্বাতুল আরয ও পশ্চিম দিগন্ত হতে সূর্যোদয়।

সহীহ ঃ মুসলিম (১/৯৫-৯৬)।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ। আবূ হাযিম, তিনি হলেন আল-আশযা'ঈ আল-কুফী তাঁর নাম সালমান, তিনি 'আযযাহ্ আল-আশজা'ঈয়্যার মুক্তদাস।

Contents

٣٠٧٣ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ عُمَرَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ، قَالَ : «قَالَ اللّٰهُ - عَزَّ وَجَلَّ -؛ وَقَوْلُهُ الْحَقُّ : إِذَا هَمَّ عَبْدِيْ بِحَسَنَةٍ؛ فَاكْتُبُوْهَا لَهُ حَسَنَةً، فَإِنْ عَمِلَهَا؛ فَاكْتُبُوْهَا لَهُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، وَإِذَا هَمَّ بِسَيِّئَةٍ؛ فَلاَ تَكْتُبُوْهَا، فَإِنْ عَمِلَهَا؛ فَاكْتُبُوْهَا بِمِثْلِهَا، فَإِنْ تَرَكَهَا - وَرُبَّمَا قَالَ : لَمْ يَعْمَلْ بِهَا -؛ فَاكْتُبُوْهَا لَهُ حَسَنَةً»، ثُمَّ قَرَأَ : ﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا﴾.

- صحيح : «الروض النضير» (٧٤٢/٢) ق.

৩০৭৩। আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ বারাকাতময় আল্লাহ তা'আলা বলেন, আর তাঁর বাণী সম্পূর্ণ সত্য ঃ আমার কোন বান্দা যখন কোন ভালো কাজের ইচ্ছা পোষণ করে তখনই (বলেন) হে ফেরেশতাগণ! তোমরা তার জন্য একটি নেকি লিখো এবং সে যখন কাজটি করে তখন তার দশ গুণ নেকি তার জন্য লিখো। পক্ষান্তরে সে কোন মন্দ কাজের ইচ্ছা পোষণ করলে তবে তোমরা তার কোন গুনাহ লিখো না, যদি সে তা করে তবে একটি মাত্র গুনাহই লিখো এবং যদি সে তা বর্জন করে বা কার্যকর না করে তার জন্য একটি নেকি লিখো। তারপর তিনি এ আয়াত পাঠ করেন (অনুবাদ) ঃ "কেউ কোন সৎকাজ করলে সে তার দশ গুণ পাবে এবং কেউ কোন অসৎ কাজ করলে তাকে শুধু এর প্রতিফল দেয়া হবে"– (সূরা আন'আম ঃ ১৬০)।

সহীহ ঃ রাওযুন নাযীর (২/৭৪২), বুখারী, মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ।

٨ - بَابٌ وَمِنْ سُوْرَةِ الْأَعْرَافِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৮ ॥ সূরা আল-আ'রাফ

٣٠٧٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ : أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَرَأَ

هَذِهِ الآيَةَ : ﴿فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا﴾- قَالَ حَمَّادٌ هَكَذَا، وَأَمْسَكَ سُلَيْمَانُ بِطَرَفِ إِبْهَامِهِ عَلَى أَنْمُلَةِ إِصْبَعِهِ الْيُمْنَى-، قَالَ : «فَسَاخَ الْجَبَلُ ﴿وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا﴾».

- صحيح : «ظلال الجنة» (٤٨٠).

৩০৭৪। আনাস (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নাবী ﷺ এ আয়াত পাঠ করলেন (অনুবাদ) ঃ "যখন তার প্রতিপালক পাহাড়ের উপর জ্যোতি প্রকাশ করলেন তখন তা একে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিল"– (সূরা আল-আ'রাফ ঃ ১৪৩)। হাম্মাদ (রাহঃ) তাজাল্লীর ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দেন এবং সুলাইমান বৃদ্ধাঙ্গুলির কিনারা দিয়ে ডান হাতের আঙ্গুলগুলোর মাথা স্পর্শ করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ এই জ্যোতিতে পাহাড় ধ্বসে গেল এবং মূসা (আঃ) চেতনা হারিয়ে ফেললেন।

সহীহ ঃ যিলা-লুল জান্নাত (৪৮০)।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ গারীব। হাম্মাদ ইবনু সালামার রিওয়ায়াত ব্যতীত অন্য কোনভাবে আমরা এটিকে জানতে পারিনি। 'আবদুল ওয়াহ্হাব আল-ওয়াররাক আল-বাগদাদী-মু'আয ইবনু মু'আয হতে, তিনি হাম্মাদ ইবনু সালামাহ্ হতে, তিনি সাবিত হতে, তিনি আনাস (রাযিঃ) হতে, তিনি নাবী ﷺ হতে এই সূত্রে একই রকম বর্ণনা করেছেন। আবূ 'ঈসা বলেন ঃ এই সনদে বর্ণিত হাদীসটি হাসান।

٣٠٧٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ : حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ؛ مَسَحَ ظَهْرَهُ، فَسَقَطَ مِنْ ظَهْرِهِ كُلُّ نَسَمَةٍ هُوَ خَالِقُهَا مِنْ ذُرِّيَّتِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَجَعَلَ بَيْنَ عَيْنَيْ كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ وَبِيصًا مِنْ نُورٍ، ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى آدَمَ، فَقَالَ : أَيْ رَبِّ! مَنْ

هَؤُلاَءِ؟ قَالَ : هَؤُلاَءِ ذُرِّيَّتُكَ، فَرَأَى رَجُلاً مِنْهُمْ، فَأَعْجَبَهُ وَبِيْصُ مَا بَيْنَ عَيْنَيْهِ، فَقَالَ : أَيْ رَبِّ! مَنْ هَذَا؟ فَقَالَ : هَذَا رَجُلٌ مِنْ آخِرِ الْأُمَمِ مِنْ ذُرِّيَّتِكَ -يُقَالُ لَهُ : دَاوُدُ-، فَقَالَ : رَبِّ! كَمْ جَعَلْتَ عُمْرَهُ؟ قَالَ : سِتِّيْنَ سَنَةً، قَالَ : أَيْ رَبِّ! زِدْهُ مِنْ عُمْرِي أَرْبَعِيْنَ سَنَةً، فَلَمَّا قُضِيَ عُمْرُ آدَمَ؛ جَاءَهُ مَلَكُ الْمَوْتِ، فَقَالَ : أَوَلَمْ يَبْقَ مِنْ عُمْرِي أَرْبَعُونَ سَنَةً؟ قَالَ : أَوَلَمْ تُعْطِهَا ابْنَكَ دَاوُدَ؟! قَالَ : فَجَحَدَ آدَمُ، فَجَحَدَتْ ذُرِّيَّتُهُ، وَنَسِيَ آدَمُ، فَنَسِيَتْ ذُرِّيَّتُهُ، وَخَطِئَ آدَمُ، فَخَطِئَتْ ذُرِّيَّتُهُ».

- صحيح : «الظلال» (٢٠٦)، «تخريج الطحاوية» (٢٢٠، ٢٢١).

৩০৭৬। আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যখন আল্লাহ তা'আলা আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করলেন তখন তিনি তার পিঠ মাসেহ করলেন। এতে তাঁর পিঠ থেকে তাঁর সমস্ত সন্তান বের হলো, যাদের তিনি ক্বিয়ামাত পর্যন্ত সৃষ্টি করবেন। তিনি তাদের প্রত্যেকের দুই চোখের মাঝখানে নূরের ঔজ্জ্বল্য সৃষ্টি করলেন, অতঃপর তাদেরকে আদম (আঃ)-এর সামনে পেশ করলেন। আদম (আঃ) বললেন ঃ হে প্রভু! এরা কারা? আল্লাহ বললেন, এরা তোমার সন্তান। আদমের দৃষ্টি তার সন্তানদের একজনের উপর পড়লো যাঁর দুই চোখের মাঝখানের ঔজ্জ্বল্যে তিনি বিস্মিত হলেন। তিনি বললেন, হে আমার প্রভু! ইনি কে? আল্লাহ তা'আলা বললেন ঃ শেষ যামানার উম্মাতের অন্তর্গত তোমার সন্তানদের একজন। তার নাম দাঊদ ('আঃ)। আদম (আঃ) বললেন, হে আমার রব! আপনি তাঁর বয়স কত নির্ধারণ করেছেন? আল্লাহ বললেন, ৬০ বছর। আদম ('আঃ) বললেন ঃ পরোয়ারদিগার! আমার বয়স থেকে ৪০ বছর (কেটে) তাকে দিন। আদম ('আঃ)-এর বয়স শেষ হয়ে গেলে তাঁর নিকট মালাকুল মাওত (আযরাঈল) এসে হাযির হন। আদম ('আঃ) বললেন ঃ আমার বয়সের কি আরো ৪০ বছর অবশিষ্ট নেই? তিনি বললেন, আপনি

কি তা আপনার সন্তান দাউদকে দান করেননি? রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ আদম ('আঃ) অস্বীকার করলেন, তাই তার সন্তানরাও অস্বীকার করে থাকে। আদম ('আঃ) ভুলে গিয়েছিলেন, ফলে তার সন্তানরাও ভুলে যায়। আদমের ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়েছিল, তাই তাঁর সন্তানদেরও ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়ে থাকে।

সহীহ ঃ আয্ যিলাল (২০৬), তাখরীজুত্ তাহাবীয়াহ (২২০, ২২১)।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ। আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ)-এর বরাতে নাবী ﷺ হতে অন্যভাবেও এটি বর্ণিত হয়েছে।

٣٠٧٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ : حَدَّثَنَا أَبُوْ نُعَيْمٍ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ؛ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «لَمَّا خُلِقَ آدَمُ . . . .» الْحَدِيْثَ.

৩০৭৮। 'আব্দ ইবনু হুমাইদ আবূ নু'আইম হতে, তিনি হিশাম ইবনু সা'দ হতে, তিনি যাইদ ইবনু আসলাম হতে, তিনি আবূ সালিহ হতে, তিনি আবূ হুরাইরাহ্ হতে বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যখন আদম ('আঃ)-কে সৃষ্টি করা হল.... পূর্বে বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ।

٩ - بَابٌ وَمِنْ سُوْرَةِ الْأَنْفَالِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৯ ॥ সূরা আল-আনফাল

٣٠٧٩ - حَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ : حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَاصِمِ ابْنِ بَهْدَلَةَ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيْهِ، قَالَ : لَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْرٍ؛ جِئْتُ بِسَيْفٍ، فَقُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! إِنَّ اللّٰهَ قَدْ شَفَى صَدْرِيْ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ - أَوْ نَحْوَ هَذَا -، هَبْ لِيْ هَذَا السَّيْفَ، فَقَالَ : «هَذَا لَيْسَ لِيْ وَلَا لَكَ»، فَقُلْت : عَسَى أَنْ يُعْطَى هَذَا مَنْ لَا يُبْلِيْ بَلَائِيْ؟! فَجَاءَنِيْ

الرَّسُوْلُ، فَقَالَ : «إِنَّكَ سَأَلْتَنِيْ؛ وَلَيْسَ لِيْ، وَإِنَّهُ قَدْ صَارَ لِيْ، وَهُوَ لَكَ»، قَالَ : فَنَزَلَتْ ﴿يَسْأَلُوْنَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ﴾ الْآيَةُ.

– حسن صحيح : «صحيح أبي داود» (٢٧٤٧) م.

৩০৭৯। মুস'আব ইবনু সা'দ (রাহঃ) হতে তার বাবার সূত্রে বর্ণিত, **তিনি বলেন,** বদরের যুদ্ধের দিন আমি একটি তলোয়ার নিয়ে আসলাম। **আমি বললাম,** হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আল্লাহ তা'আলা আমার হৃদয়কে **মুশরিকদের** পরাজিত করে প্রশান্তি দান করবেন, অথবা অনুরূপ বলেছেন। **আপনি** আমাকে এ তলোয়ারটি দিন। তিনি বললেন ঃ এটা তো আমারও নয়, **তোমারও** নয়। আমি (মনে মনে) বললাম, তলোয়ারটি হয় তো এমন **কাউকে** দেয়া হবে যে আমার মত পরীক্ষার মুখোমুখী হতে পারবে না। **এমন** সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার নিকট এসে বললেন ঃ তুমি আমার **নিকট** এ তলোয়ারটি চেয়েছিলে। তখন এটি আমার ছিল না, কিন্তু এখন তা আমার হয়েছে। অতএব এটি তোমাকে দিলাম। বর্ণনাকারী বলেন, এ প্রসঙ্গেই অবতীর্ণ হল (অনুবাদ) ঃ "লোকেরা তোমার নিকট যুদ্ধলব্ধ মাল প্রসঙ্গে প্রশ্ন করে। বল, যুদ্ধলব্ধ মাল আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের....."– (সূরা আল-আনফাল ১)।

হাসান সহীহ ঃ সহীহ আবূ দাউদ (২৭৪৭), মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ। সিমাক ইবনু হারব (রাহঃ) এ হাদীস মুস'আব ইবনু সা'দ (রাহঃ) হতে বর্ণনা করেছেন। 'উবাদাহ্ ইবনুস সামিত (রাযিঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে।

٣٠٨١ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ الْيَمَامِيُّ : حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ : حَدَّثَنَا أَبُوْ زُمَيْلٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ : حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، قَالَ : نَظَرَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ إِلَى الْمُشْرِكِيْنَ؛ وَهُمْ أَلْفٌ، وَأَصْحَابُهُ ثَلَاثُ مِئَةٍ، وَبِضْعَةَ عَشَرَ رَجُلاً، فَاسْتَقْبَلَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ

الْقِبْلَةَ، ثُمَّ مَدَّ يَدَيْهِ، وَجَعَلَ يَهْتِفُ بِرَبِّهِ : «اللّٰهُمَّ! أَنْجِزْ لِيْ مَا وَعَدْتَنِيْ، اللّٰهُمَّ! آتِنِيْ مَا وَعَدْتَنِيْ، اللّٰهُمَّ! إِنْ تُهْلِكْ هَذِهِ الْعِصَابَةَ مِنْ أَهْلِ الإِسْلاَمِ؛ لاَ تُعْبَدُ فِيْ الأَرْضِ»، فَمَا زَالَ يَهْتِفُ بِرَبِّهِ، مَادًّا يَدَيْهِ، مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ، حَتَّى سَقَطَ رِدَاؤُهُ مِنْ مَنْكِبَيْهِ، فَأَتَاهُ أَبُوْ بَكْرٍ، فَأَخَذَ رِدَاءَهُ، فَأَلْقَاهُ عَلَى مَنْكِبَيْهِ، ثُمَّ الْتَزَمَهُ مِنْ وَرَائِهِ، فَقَالَ : يَا نَبِيَّ اللّٰهِ! كَفَاكَ مُنَاشَدَتَكَ رَبَّكَ؛ إِنَّهُ سَيُنْجِزُ لَكَ مَا وَعَدَكَ! فَأَنْزَلَ اللّٰهُ - تَبَارَكَ وَتَعَالَى - ﴿إِذْ تَسْتَغِيْثُوْنَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّيْ مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلاَئِكَةِ مُرْدِفِيْنَ﴾، فَأَمَدَّهُمُ اللّٰهُ بِالْمَلاَئِكَةِ.

- حسن : م (٥/١٥٦).

৩০৮১। ‘উমার ইবনুল খাত্তাব (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, (বদ্‌র যুদ্ধের দিন) মুশরিকদের উপর নাবী ﷺ দৃষ্টিপাত করলেন। তারা (সংখ্যায়) ছিল এক হাজার। আর তাঁর সাথীরা ছিলেন তিন শত দশজনের কিছু বেশি। আল্লাহ্‌র নাবী ﷺ ক্বিবলার দিকে মুখ করে দুই হাত তুলে তাঁর প্রভুর নিকট দু‘আ করতে লাগলেন ঃ “হে আল্লাহ! তুমি আমার সাথে যে ওয়া‘দাহ্ করেছিলে তা পূর্ণ কর। হে আল্লাহ্! তুমি আমাকে তা দান কর যার ওয়া‘দাহ্ তুমি করেছ। হে আল্লাহ! যদি কতিপয় মুসলিমের এ ক্ষুদ্র দলটি ধ্বংস করে দাও তাহলে যমিনে তোমার ‘ইবাদাত অনুষ্ঠিত হবে না”। রাসূলুল্লাহ ﷺ ক্বিবলামুখী হয়ে দুই হাত তুলে এমনভাবে তাঁর প্রভুর নিকট ফারিয়াদ করেন, তাঁর উভয় কাঁধ হতে তাঁর চাদর গড়িয়ে পড়ে গেল। তখন আবূ বাক্‌র (রাযিঃ) তাঁর কাছে এসে চাদরটি উঠিয়ে তাঁর কাঁধে তুলে দিলেন এবং তাঁর পেছন দিক হতে তাঁকে চেপে ধরে বললেন, হে আল্লাহ্‌র নাবী! আপনার প্রভুর সমীপে আপনার যথেষ্ট পরিমাণ ফরিয়াদ করা হয়েছে। আপনার সাথে আল্লাহ তা‘আলা যে ওয়া‘দাহ্ করেছেন তা অবশ্যই তিনি পূর্ণ করবেন। এ প্রসঙ্গে বারকাতময় আল্লাহ তা‘আলা নিম্নোক্ত আয়াত অবতীর্ণ

করেন (অনুবাদ) ঃ "স্মরণ কর যখন তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করছিলে তখন তিনি তোমাদের ডাকে সাড়া দিলেন, আমি তোমাদেরকে পর্যায়ক্রমে এক হাজার ফেরেশতা দ্বারা সাহায্য করব" (সূরা আল-আনফাল ৯)। অতএব আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতাদের পাঠিয়ে তাদেরকে সাহায্য করেন।

হাসান ঃ মুসলিম (৫/১৫৬)।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ গারীব। 'উমার (রাযিঃ)-এর এ হাদীস বিষয়ে ইকরিমা ইবনু আম্মার-আবূ যুমাইল (রাহঃ) সূত্র ব্যতীত আমাদের কিছু জানা নেই। আবূ যুমাইলের নাম সিমাক আল-হানাফী। বর্ণনাকারী (তিরমিযী) বলেন, এটা বদর যুদ্ধের সময়কার ঘটনা।

٣٠٨٣ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ رَجُلٍ -لَمْ يُسَمِّهِ-، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ : أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ عَلَى الْمِنْبَرِ : ﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ﴾، قَالَ : «أَلاَ إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ - ثَلاَثَ مَرَّاتٍ -، أَلاَ إِنَّ اللّٰهَ سَيَفْتَحُ لَكُمُ الْأَرْضَ، وَسَتُكْفَوْنَ الْمُؤْنَةَ؛ فَلاَ يَعْجِزَنَّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَلْهُوَ بِأَسْهُمِهِ».

- حسن صحيح : «ابن ماجه» (٢٨١٣) م.

৩০৮৩। 'উক্ববাহ্ ইবনু 'আমির (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মিম্বারে দাঁড়িয়ে এ আয়াত পাঠ করেন (অনুবাদ) ঃ "তোমরা যথাসাধ্য তাদের মুকাবিলার জন্য শক্তি ও অশ্ববাহিনী প্রস্তুত রাখবে....."- (সূরা আল-আনফাল ৬০)। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ জেনে রেখ, শক্তি হল তীর নিক্ষেপ। তিনি তিন তিনবার এ কথা বললেন। তিনি আরো বললেন ঃ জেনে রেখ, আল্লাহ তা'আলা খুব শীঘ্রই দুনিয়াতে তোমাদেরকে বিজয় দান করবেন এবং তোমাদেরকে নিজেদের ব্যয়ভার সংকুলানের চিন্তা

হতে মুক্ত করে দেয়া হবে। সুতরাং তীরন্দাজির অনুশীলন হতে তোমাদের কেউ যেন কাতর হয়ে না পড়ে।

হাসান সহীহ ঃ ইবনু মা-জাহ (২৮১৩), মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি উসামা ইবনু যাইদ আল-লাইসী হতে সালিহ ইবনু কাইসান সূত্রে কোন কোন বর্ণনাকারী বর্ণনা করেছেন। 'উক্ববাহ্ ইবনু 'আমির হতে আবূ উসামা এবং আরো অনেকে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তবে ওয়াকী'র রিওয়ায়াতটি অনেক বেশি সহীহ। সালিহ ইবনু কাইসান (রাহঃ) 'উক্ববাহ্ ইবনু 'আমির (রাযিঃ)-এর সাক্ষাৎ পাননি। তবে তিনি ইবনু 'উমার (রাহঃ)-এর সাক্ষাত পেয়েছেন।

٣٠٨٥ – حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ : أَخْبَرَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ زَائِدَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : «لَمْ تَحِلَّ الْغَنَائِمُ لِأَحَدٍ سُوْدِ الرُّءُوسِ مِنْ قَبْلِكُمْ؛ كَانَتْ تَنْزِلُ نَارٌ مِنَ السَّمَاءِ فَتَأْكُلُهَا»- قَالَ سُلَيْمَانُ الْأَعْمَشُ : فَمَنْ يَقُوْلُ هَذَا إِلاَّ أَبُو هُرَيْرَةَ الْآنَ؟-، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْرٍ؛ وَقَعُوْا فِيْ الْغَنَائِمِ قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ لَهُمْ، فَأَنْزَلَ اللّٰهُ - تَعَالَى - ﴿لَوْلاَ كِتَابٌ مِنَ اللّٰهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيْمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ﴾.

- صحيح : «الصحيحة» (٢١٥٥).

৩০৮৫। আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নাবী ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের পূর্ববর্তী কোন উম্মাতের লোকদের জন্য গানীমাতের সম্পদ বৈধ ছিল না। আকাশ হতে আগুন অবতীর্ণ হত এবং তা পুড়িয়ে ফেলত। বর্ণনাকারী সুলাইমান আল-আ'মাশ বলেন, আজকের দিনে এ হাদীস আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) ব্যতীত আর কে বলতে পারে? বাদ্‌র যুদ্ধ সংঘটিত হলে লোকেরা গানীমাতের মাল ব্যবহারে লিপ্ত হন, অথচ গানীমাতের মাল তখন পর্যন্ত তাদের জন্য বৈধ ঘোষিত হয়নি। তখন আল্লাহ

তা'আলা এ প্রসঙ্গে এ আয়াত অবতীর্ণ করেন (অনুবাদ) ঃ "আল্লাহ তা'আলার পূর্ব-বিধান না থাকলে তোমরা যা গ্রহণ করেছ তজ্জন্য তোমাদের উপর মহাশাস্তি আপতিত হত"– (সূরা আনফাল ৬৮)।

সহীহ ঃ সহীহাহ্ (২১৫৫)

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ। আ'মাশের হাদীস হিসেবে গারীব।

١٠ – بَابٌ وَمِنْ سُورَةِ التَّوْبَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১০ ॥ সূরা আত-তাওবাহ্

٣٠٨٦ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ، وَمُحَمَّدُ ابْنُ جَعْفَرٍ، وَابْنُ أَبِيْ عَدِيٍّ، وَسَهْلُ بْنُ يُوْسُفَ، قَالُوْا : حَدَّثَنَا عَوْفُ ابْنُ أَبِيْ جَمِيلَةَ : حَدَّثَنَا يَزِيْدُ الْفَارِسِيُّ : حَدَّثَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ، قَالَ : قُلْتُ لِعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ : مَا حَمَلَكُمْ أَنْ عَمَدْتُمْ إِلَى الْأَنْفَالِ؛ وَهِيَ مِنَ الْمَثَانِيْ، وَإِلَى ﴿بَرَاءَةٍ﴾؛ وَهِيَ مِنَ الْمِئِيْنَ، فَقَرَنْتُمْ بَيْنَهُمَا، وَلَمْ تَكْتُبُوْا بَيْنَهُمَا سَطْرَ : ﴿بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ﴾؛ وَوَضَعْتُمُوْهَا فِيْ السَّبْعِ الطُّوَلِ؛ مَا حَمَلَكُمْ عَلَى ذٰلِكَ؟! فَقَالَ عُثْمَانُ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِمَّا يَأْتِيْ عَلَيْهِ الزَّمَانُ، وَهُوَ تَنْزِلُ عَلَيْهِ السُّوَرُ ذَوَاتُ الْعَدَدِ، فَكَانَ إِذَا نَزَلَ عَلَيْهِ الشَّيْءُ؛ دَعَا بَعْضَ مَنْ كَانَ يَكْتُبُ، فَيَقُوْلُ : «ضَعُوْا هٰؤُلَاءِ الْآيَاتِ فِي السُّوْرَةِ الَّتِي يُذْكَرُ فِيْهَا كَذَا وَكَذَا»، وَإِذَا نَزَلَتْ عَلَيْهِ الْآيَةُ؛ فَيَقُوْلُ : «ضَعُوْا هٰذِهِ الْآيَةَ فِيْ السُّوْرَةِ الَّتِيْ يُذْكَرُ فِيْهَا كَذَا وَكَذَا»، وَكَانَتِ الْأَنْفَالُ مِنْ أَوَائِلِ مَا أُنْزِلَتْ بِالْمَدِيْنَةِ، وَكَانَتْ ﴿بَرَاءَةٌ﴾ مِنْ آخِرِ الْقُرْآنِ، وَكَانَتْ

قِصَّتُهَا شَبِيهَةً بِقِصَّتِهَا، فَظَنَنْتُ أَنَّهَا مِنْهَا، فَقُبِضَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ، وَلَمْ يُبَيِّنْ لَنَا أَنَّهَا مِنْهَا، فَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ؛ قَرَنْتُ بَيْنَهُمَا، وَلَمْ أَكْتُبْ بَيْنَهُمَا سَطْرَ : ﴿بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ﴾، فَوَضَعْتُهَا فِي السَّبْعِ الطُّوَلِ.

- حسن.

৩০৮৬। ইবনু 'আব্বাস (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি 'উসমান ইবনু আফ্‌ফান (রাযিঃ)-কে বললাম, শত আয়াতের চাইতে ক্ষুদ্রতম সূরা আল-আনফালকে শত আয়াত সম্বলিত সূরা বারাআতের পূর্বে স্থাপন করতে কিসে আপনাদেরকে উদ্বুদ্ধ করল? যার ফলে আপনারা এই দু'টি সূরাকে একত্রে মিলিয়ে দিলেন, অথচ উভয়ের মাঝখানে 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' বাক্যটি লিখেননি এবং এটিকে সপ্ত দীর্ঘ সূরার মধ্যে রেখে দিয়েছেন। আপনাদের এরূপ করার কারণ কি? 'উসমান (রাযিঃ) বললেন, একই সময়কালে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উপর অনেকগুলো সূরা অবতীর্ণ হত। অতএব তাঁর উপর কোন আয়াত অবতীর্ণ হলে তিনি লেখকদের কাউকে ডেকে বলতেন, এ আয়াতগুলো অমুক সূরায় যোগ কর যাতে এই এই বিষয়ের বর্ণনা রয়েছে। অতএব তার উপর আয়াত অবতীর্ণ হলে তিনি বলতেন, ঐ সূরাতে এ আয়াতটি শামিল কর যাতে এই এই বিষয়ের বর্ণনা রয়েছে। সূরা আল-আনফাল ছিল মাদীনায় অবতীর্ণ প্রাথমিক সূরাসমূহের অন্তর্ভূক্ত। আর বারাআত ছিল (নাযিলের দিক হতে) কুরআনের শেষ দিকের সূরা। সূরা বারাআতের আলোচ্য বিষয় সূরা আল-আনফালের আলোচ্য বিষয়ের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ ছিল। তাই আমার ধারণা হল, এটি (বারাআত) তার অন্তর্ভূক্ত। এদিকে রাসূলুল্লাহ ﷺ মৃত্যুবরণ করেন। অথচ তিনি আমাদের স্পষ্ট করে বলে যাননি যে, এ সূরা (বারাআত) আনফালের অন্তর্ভুক্ত কি না। তাই আমি উভয় সূরাকে একত্রে মিলিয়ে দিয়েছি এবং সূরাদুটোর মাঝখানে বিসমিল্লাহির রাহমাননির রাহীম বাক্যও লিখিনি, আর এটিকে সপ্ত দীর্ঘ সূরাসমূহের অন্তর্ভুক্ত করেছি।

হাসান।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান। আমরা এ হাদীস শুধু 'আওফ হতে, তিনি ইয়াযীদ আল-ফারিসী হতে, তিনি ইবনু 'আব্বাস (রাযিঃ) হতে এই সূত্রেই জেনেছি। ইয়াযীদ আল-ফারেসী বসরাবাসী তাবিঈগণের অন্তর্ভুক্ত। আর ইয়াযীদ ইবনু আবান আর-রাকাশীও বাসরাবাসী তাবিঈগণের অন্তর্ভুক্ত। তবে তিনি পূর্বোক্ত জনের চাইতে কনিষ্ঠ। ইয়াযীদ আর-রাকাশী (রাহঃ) আনাস ইবনু মালিক (রাযিঃ) হতে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٣٠٨٧ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلاَّلُ : حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْجُعْفِيُّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ شَبِيْبِ بْنِ غَرْقَدَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرِو بْنِ الأَحْوَصِ : حَدَّثَنَا أَبِيْ : أَنَّهُ شَهِدَ حَجَّةَ الْوَدَاعِ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ، فَحَمِدَ اللّٰهَ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ، وَذَكَّرَ، وَوَعَظَ، ثُمَّ قَالَ : «أَيُّ يَوْمٍ أَحْرَمُ؟ أَيُّ يَوْمٍ أَحْرَمُ؟ أَيُّ يَوْمٍ أَحْرَمُ؟»، قَالَ : فَقَالَ النَّاسُ : يَوْمُ الْحَجِّ الأَكْبَرِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! قَالَ : «فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ؛ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِيْ بَلَدِكُمْ هَذَا فِيْ شَهْرِكُمْ هَذَا، أَلاَ لاَ يَجْنِيْ جَانٍ إِلاَّ عَلَى نَفْسِهِ، وَلاَ يَجْنِي وَالِدٌ عَلَى وَلَدِهِ، وَلاَ وَلَدٌ عَلَى وَالِدِهِ، أَلاَ إِنَّ الْمُسْلِمَ أَخُوْ الْمُسْلِمِ؛ فَلَيْسَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ مِنْ أَخِيْهِ شَيْءٌ؛ إِلاَّ مَا أَحَلَّ مِنْ نَفْسِهِ، أَلاَ وَإِنَّ كُلَّ رِبًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوْعٌ؛ لَكُمْ رُؤُوْسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُوْنَ وَلاَ تُظْلَمُوْنَ؛ غَيْرَ رِبَا الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ؛ فَإِنَّهُ مَوْضُوْعٌ كُلُّهُ، أَلاَ وَإِنَّ كُلَّ دَمٍ كَانَ فِيْ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوْعٌ، وَأَوَّلُ دَمٍ وُضِعَ مِنْ دِمَاءِ الْجَاهِلِيَّةِ: دَمُ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ؛ كَانَ مُسْتَرْضَعًا فِيْ بَنِيْ لَيْثٍ فَقَتَلَتْهُ هُذَيْلٌ، أَلاَ وَاسْتَوْصُوْا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا؛ فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانٍ عِنْدَكُمْ؛ لَيْسَ تَمْلِكُوْنَ

مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذَلِكَ؛ إِلاَّ أَنْ يَأْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، فَإِنْ فَعَلْنَ؛ فَاهْجُرُوْهُنَّ فِيْ الْمَضَاجِعِ، وَاضْرِبُوْهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ، فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ؛ فَلاَ تَبْغُوْا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلاً، أَلاَ إِنَّ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقًّا، وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا، فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ؛ فَلاَ يُوْطِئْنَ فُرُشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُوْنَ، وَلاَ يَأْذَنَّ فِيْ بُيُوْتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُوْنَ، أَلاَ وَإِنَّ حَقَّهُنَّ عَلَيْكُمْ؛ أَنْ تُحْسِنُوْا إِلَيْهِنَّ فِيْ كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ».

– حسن : «ابن ماجه» (١٨٥١).

৩০৭৮। সুলাইমান ইবনু 'আম্‌র ইব্‌নুল আহ্‌ওয়াস (রাহঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার বাবা আমার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বিদায় হাজ্জে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে ছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা ও তাঁর গুণগান বর্ণনা করলেন, ওয়াজ-নাসীহাত করলেন ও উপদেশ দিলেন। তারপর তিনি বললেন ঃ আমি কোন্ দিনটির মর্যাদা বর্ণনা করছি, আমি কোন্ দিনটির মর্যাদা বর্ণনা করছি, আমি কোন দিনটির মর্যাদা ঘোষণা করছি? বর্ণনাকারী বলেন, লোকেরা বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! হাজ্জের মহান দিনের। তিনি বললেন ঃ তোমাদের রক্ত, তোমাদের ধন-মাল ও তোমাদের ইজ্জত-সম্মানে হস্তক্ষেপ তোমাদের উপর হারাম, যেরূপ তোমাদের এ দিনে এ শহরে ও এ মাসে হারাম। জেনে রেখ! অপরাধীই অপরাধ কর্মের জন্য দায়ী ও দোষী। ছেলের অপরাধের জন্য বাবা এবং বাবার অপরাধের জন্য ছেলে অপরাধী নয়। জেনে রেখ! এক মুসলিম অন্য মুসলিমের ভাই। কাজেই এক মুসলিমের জন্য তার ভাইয়ের ঐ জিনিসই হালাল যা সে স্বেচ্ছায় তার জন্য হালাল করে (দান করে)। জেনে রেখ! জাহিলী যুগের প্রাপ্য সকল প্রকার সূদ বাতিল ঘোষণা করা হল। তবে তোমাদের মূলধন ফেরত পাবে। তোমরা কারো প্রতি যুলুম করবে না এবং তোমাদের প্রতিও যুলুম করা হবে না। 'আব্বাস ইবনু 'আবদুল মুত্তালিবের সূদের সকল পাওনা বাতিল করা হল। জেনে রেখ! জাহিলিয়াতের সকল

প্রকার রক্তের দাবি বাতিল করা হল। জাহিলিয়াতের সর্বপ্রথম যার রক্ত আমি বাতিল ঘোষণা করছি সে হচ্ছে হারিস ইবনু 'আবদুল মুত্তালিবের রক্ত। সে শিশু অবস্থায় বনূ লাইস গোত্রে দুধ পানরত অবস্থায় হুযাইল গোত্র তাকে হত্যা করেছিল। শোন! আমি তোমাদেরকে নারীদের সাথে ভালো ব্যবহারের উপদেশ দিচ্ছি। তারা তোমাদের নিকট বন্দীর মত যুক্ত। তাদের উপর তোমাদের কোন কর্তৃত্ব নেই, যদি না তারা কোন প্রকাশ্য অশ্লীলতায় জড়িয়ে পড়ে। যদি তারা তাই করে তাহলে তোমরা তাদের বিছানা পৃথক করে দাও এবং একান্ত প্রয়োজন হলে হালকাভাবে আঘাত কর। যদি তারা তোমাদের অনুগত হয়ে যায়, তবে তাদের প্রতি বাড়াবাড়ির পথ অন্বেষণ কর না। জেনে রেখ! তোমাদের যেরূপ অধিকার রয়েছে তোমাদের স্ত্রীদের উপর, তোমাদের স্ত্রীদেরও তদ্রূপ অধিকার রয়েছে তোমাদের উপর (কাজেই উভয়ের প্রতি উভয়ের অধিকার আদায় করা কর্তব্য)। তোমাদের স্ত্রীদের উপর তোমাদের অধিকার এই যে, তারা তোমাদের অপছন্দনীয় লোককে তোমাদের বিছানায় স্থান দিবে না এবং তোমাদের অপছন্দনীয় লোককে তোমাদের ঘরে যাতায়াতের অনুমতি দিবে না। আর তোমাদের উপর তাদের অধিকার এই যে, তোমরা (যথাসম্ভব) তাদের পোশাক-পরিচ্ছদ ও আহারের সুব্যবস্থা করবে।

হাসান ঃ ইবনু মা-জাহ (১৮৫১)

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ। এটি শাবীব ইবনু গারক্বাদাহ্ হতে আবুল আহ্ওয়াস (রাহঃ) বর্ণনা করেছেন।

٣٠٨٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ عَبْدِ الْوَارِثِ : حَدَّثَنَا أَبِيْ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِيْ إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ : سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنْ يَوْمِ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ؟ فَقَالَ : «يَوْمُ النَّحْرِ».

- صحيح : ومضى (٩٥٧).

৩০৮৮। 'আলী (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হাজ্জের মহান দিন প্রসঙ্গে আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন : কুরবানীর দিন।

সহীহ : (৯৫৭) নং হাদীস পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

٣٠٨٩ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ : يَوْمُ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ يَوْمُ النَّحْرِ.

- صحيح : انظر ما قبله.

৩০৮৯। 'আলী (রাহঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হাজ্জের মহান দিন হচ্ছে কুরবানীর দিন।

সহীহ : দেখুন পূর্বের হাদীস।

আবূ 'ঈসা বলেন, মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাকের হাদীসের চাইতে এটি অনেক বেশি সহীহ। কেননা এ হাদীস বিভিন্ন সূত্রে আবূ ইসহাক-আল হারিস হতে, তিনি 'আলী (রাযিঃ) হতে এই সূত্রে মাওকূফভাবে বর্ণিত হয়েছে। মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাকের সূত্র ব্যতীত অন্য কেউ এটিকে মারফূভাবে বর্ণনা করেছেন বলে আমাদের জানা নেই। শু'বাহ্ এ হাদীসটি আবূ ইসহাক হতে, তিনি 'আবদুল্লাহ্ ইবনু মুররাহ্ হতে, তিনি আল-হারিস হতে তিনি 'আলী হতে মাওকূফ হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

٣٠٩٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ، وَعَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِالْوَارِثِ، قَالاَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ : بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ بِ ﴿بَرَاءَةٌ﴾ مَعَ أَبِي بَكْرٍ، ثُمَّ دَعَاهُ، فَقَالَ : «لاَ يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يُبَلِّغَ هَذَا؛ إِلاَّ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِي»، فَدَعَا عَلِيًّا، فَأَعْطَاهُ إِيَّاهَا.

- حسن الإسناد.

৩০৯০। আনাস ইবনু মালিক (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নাবী ﷺ আবূ বাকর (রাযিঃ)-কে সূরা বারাআতের প্রাথমিক আয়াতগুলো সহকারে মক্কা মুআজ্জামায় পাঠান। তারপর তাকে ফেরত ডেকে এনে বললেন ঃ আমার পরিবারের কোন সদস্য ব্যতীত অন্য কাউকে দিয়ে এটা পাঠানো উচিত নয়। এরপর তিনি 'আলী (রাযিঃ)-কে ডাকলেন এবং তাকেই এটি দিলেন।

সনদ হাসান।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান; আনাস (রাযিঃ)-এর রিওয়ায়াত হিসেবে গরীব।

٣٠٩١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ : حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ : حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ أَبَا بَكْرٍ، وَأَمَرَهُ أَنْ يُنَادِيَ بِهَؤُلاَءِ الْكَلِمَاتِ، ثُمَّ أَتْبَعَهُ عَلِيًّا، فَبَيْنَا أَبُوْ بَكْرٍ فِيْ بَعْضِ الطَّرِيْقِ؛ إِذْ سَمِعَ رُغَاءَ نَاقَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ الْقَصْوَاءِ، فَخَرَجَ أَبُوْ بَكْرٍ فَزِعًا، فَظَنَّ أَنَّهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ؛ فَإِذَا هُوَ عَلِيٌّ، فَدَفَعَ إِلَيْهِ كِتَابَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ، وَأَمَرَ عَلِيًّا أَنْ يُنَادِيَ بِهَؤُلاَءِ الْكَلِمَاتِ، فَانْطَلَقَا، فَحَجَّا، فَقَامَ عَلِيٌّ أَيَّامَ التَّشْرِيْقِ، فَنَادَى : ذِمَّةُ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ بَرِيْئَةٌ مِنْ كُلِّ مُشْرِكٍ، فَسِيْحُوْا فِيْ الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ، وَلاَ يَحُجَّنَّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ، وَلاَ يَطُوْفَنَّ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ، وَلاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلاَّ مُؤْمِنٌ، وَكَانَ عَلِيٌّ يُنَادِيْ، فَإِذَا عَيِيَ؛ قَامَ أَبُوْ بَكْرٍ، فَنَادَى بِهَا.

- صحيح الإسناد.

৩০৯১। ইবনু 'আব্বাস (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নাবী ﷺ আবূ বাকর (রাযিঃ)-কে (আমীরুল হাজ্জ নিয়োগ করে) পাঠান এবং এই বাক্যগুলো ঘোষণার জন্যে তাকে নির্দেশ দেন। তারপর তিনি 'আলী (রাযিঃ)-কে পাঠান। আবূ বাকর (রাযিঃ) পথিমধ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উটনী কাস্ওয়ার শব্দ শুনতে পান। আবূ বাকর (রাযিঃ) সন্ত্রস্ত হয়ে বের হলেন। তিনি ভেবেছিলেন হয়ত রাসূলুল্লাহ ﷺ এসেছেন। কিন্তু তিনি ছিলেন 'আলী (রাযিঃ)। 'আলী (রাযিঃ) আবূ বাক্র (রাযিঃ)-কে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর লেখা ফরমানটি দিলেন এবং তাতে তাকে এসব বিষয় ঘোষণা দেয়ার জন্য নির্দেশ দেন। তারা দু'জনেই গন্তব্যের দিকে এগিয়ে গেলেন এবং হাজ্জ সম্পন্ন করলেন। 'আলী (রাযিঃ) আইয়্যামে তাশরীক্বে (কুরবানীর দিন) দাঁড়িয়ে বললেন ঃ প্রত্যেক মুশরিকের সাথে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের সম্পর্কচ্ছেদের ঘোষনা দেয়া হল। অতএব তোমরা আর চার মাস দেশে চলাফেরা কর। এ বছরের পর আর কোন মুশরিক হাজ্জ করতে পারবে না। নগ্ন অবস্থায় কেউ বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করবে না। শুধু মু'মিন ব্যতীত অন্য কেউ জান্নাতে প্রবেশ করবে না। 'আলী (রাযিঃ) এভাবে ঘোষণা দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি ক্লান্ত হয়ে পড়লে আবূ বাকর (রাযিঃ) দাঁড়িয়ে এক্ই রকম ঘোষণা দিতে থাকেন।

সনদ সহীহ।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি ইবনু 'আব্বাস (রাযিঃ)-এর রিওয়ায়াত হিসেবে এই সূত্রে হাসান গারীব।

٣٠٩٢ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ عُمَرَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِيْ إِسْحَاقَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ يُثَيْعٍ، قَالَ : سَأَلْنَا عَلِيًّا : بِأَيِّ شَيْءٍ بُعِثْتَ فِيْ الْحَجَّةِ؟ قَالَ : بُعِثْتُ بِأَرْبَعٍ لاَ يَطُوْفَنَّ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ، وَمَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيِّ ﷺ عَهْدٌ؛ فَهُوَ إِلَى مُدَّتِهِ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَهْدٌ؛ فَأَجَلُهُ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ، وَلاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلاَّ نَفْسٌ مُؤْمِنَةٌ، وَلاَ يَجْتَمِعُ الْمُشْرِكُوْنَ وَالْمُسْلِمُوْنَ بَعْدَ

عَامِهِمْ هَذَا.

– صحيح : وقد مضى (٨٧١).

৩০৯২। যাইদ ইবনু ইউসাই (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা 'আলী (রাযিঃ)-কে প্রশ্ন করলাম, আপনাকে হাজ্জ উপলক্ষে কোন জিনিস সহকারে পাঠানো হয়েছিল। তিনি বললেন, আমাকে (হাজ্জে) চারটি বিষয় সহকারে পাঠানো হয়েছিল ঃ (১) কোন উলঙ্গ ব্যক্তি বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করতে পারবে না; (২) যাদের সাথে নাবী ﷺ-এর চুক্তি আছে তা তার নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত কার্যকর থাকবে আর যাদের সাথে তাঁর কোন চুক্তি নেই তারা চার মাসের অবকাশ পাবে (নিরাপত্তা সহকারে বিচরণ করার); (৩) মু'মিন ব্যতীত কোন ব্যক্তি জান্নাতে যেতে পারবে না এবং (৪) এ বছরের পর মুসলিমগণ ও মুশরিকরা (হাজ্জে) একত্র হতে পারবে না (এরপর হতে মুশরিকদের জন্য হাজ্জে যোগদান চিরতরে নিষিদ্ধ)।

সহীহ ঃ (৮৭১) নং হাদীস পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ। এটি আবূ ইসহাক হতে ইবনু 'উয়াইনার বর্ণিত হাদীস। সুফ্ইয়ান সাওরীও এটি আবূ ইসহাক হতে, তিনি তার কোন সহযোগী হতে, তিনি 'আলী (রাযিঃ) হতে এই সূত্রে বর্ণনা করেছেন। আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। নাসর ইবনু 'আলী প্রমুখ-সুফ্ইয়ান ইবনু 'উয়াইনাহ্ হতে, তিনি আবূ ইসহাক হতে, তিনি যাইদ ইবনু ইউসাই হতে, তিনি 'আলী (রাযিঃ) সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের মত বর্ণনা করেছেন। 'আলী ইবনু খাশরাম-সুফ্ইয়ান ইবনু 'উয়াইনাহ্ হতে, তিনি আবূ ইসহাক হতে, তিনি যাইদ ইবনু উসাই হতে, তিনি 'আলী (রাযিঃ) হতে এই সূত্রে একই রকম বর্ণনা করেছেন। আবূ 'ঈসা বলেন, ইবনু 'উয়াইনাহ্ উভয় রিওয়ায়াত ইবনু উসাই ও ইবনু ইউসাই উভয়ের সূত্রে বর্ণনা করেছেন। সঠিক হল যাইদ ইবনু উসাই। শু'বাহ্ (রাহঃ) উক্ত হাদীস ব্যতীত অন্য হাদীস আবূ ইসহাকের সূত্রে বর্ণনা করেছেন এবং তাতে সন্দেহে পতিত হয়েছেন এবং যাইদ ইবনু উসাইল নাম বলেছেন; কিন্তু এ ক্ষেত্রে শু'বাহ্র অনুসরণ করা হয়নি।

Contents

٣٠٩٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوْسَى، عَنْ إِسْرَائِيْلَ، عَنْ مَنْصُوْرٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ ثَوْبَانَ، قَالَ : لَمَّا نَزَلَتْ ﴿وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ، وَالْفِضَّةَ﴾؛ قَالَ : كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِيْ بَعْضِ أَسْفَارِهِ، فَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِهِ : أُنْزِلَ فِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ مَا أُنْزِلَ، لَوْ عَلِمْنَا أَيُّ الْمَالِ خَيْرٌ، فَنَتَّخِذَهُ؟ فَقَالَ : «أَفْضَلُهُ لِسَانٌ ذَاكِرٌ، وَقَلْبٌ شَاكِرٌ، وَزَوْجَةٌ مُؤْمِنَةٌ تُعِيْنُهُ عَلَى إِيْمَانِهِ».

- صحيح : «ابن ماجه» (١٨٥٦).

৩০৯৪। সাওবান (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, "যারা সোনা ও রূপা জমা করে রাখে এবং তা আল্লাহ্ তা'আলার পথে ব্যায় করে না তাদেরকে পীড়াদায়ক আযাবের সুসংবাদ দাও"– (সূরা আত্-তাওবাহ্ ঃ ৩৪), এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার সময় আমরা নাবী ﷺ-এর সাথে ভ্রমণে ছিলাম। কোন কোন সাহাবী বলেন, এ আয়াতটি সোনা ও রূপার সমালোচনায় অবতীর্ণ হয়েছে। কোন্ সম্পদ উৎকৃষ্ট আমরা তা জানতে পারলে তা জমা করতাম। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, উৎকৃষ্ট সম্পদ হল (আল্লাহ্ তা'আলার) যিক্‌রকারী জিহ্‌বা, কৃতজ্ঞ অন্তর ও ঈমানদার স্ত্রী, যে স্বামীকে দীনদারির ব্যাপারে সহযোগিতা করে।

সহীহ ঃ ইবনু মা-জাহ (১৮৫৬)।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান। আমি মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈলকে প্রশ্ন করে বললাম, সালিম ইবনু আবুল জা'দ (রাহঃ) সাওবান (রাযিঃ) হতে (হাদীস) শুনেছেন কি? তিনি বলেন, না। আমি তাকে বললাম, তাহলে তিনি নাবী ﷺ-এর সাহাবীগণের মধ্যে কার নিকটে শুনেছেন? তিনি বললেন, তিনি জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ ও আনাস ইবনু মালিক (রাযিঃ)-এর নিকট শুনেছেন। নাবী ﷺ-এর আরো কয়েকজন সাহাবীর নামও তিনি উল্লেখ করেছেন।

٣٠٩٥ - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ يَزِيْدَ الْكُوْفِيُّ : حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ غُطَيْفِ بْنِ أَعْيَنَ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، قَالَ : أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ؛ وَفِيْ عُنُقِيْ صَلِيْبٌ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ : «يَا عَدِيُّ! اطْرَحْ عَنْكَ هَذَا الْوَثَنَ»، وَسَمِعْتُهُ يَقْرَأُ فِيْ سُوْرَةِ ﴿بَرَاءَةٌ﴾ : «اتَّخَذُوْا أَحْبَارَهُمْ، وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ﴾»، قَالَ : «أَمَا إِنَّهُمْ لَمْ يَكُوْنُوْا يَعْبُدُوْنَهُمْ، وَلَكِنَّهُمْ كَانُوْا إِذَا أَحَلُّوْا لَهُمْ شَيْئًا؛ اسْتَحَلُّوْهُ، وَإِذَا حَرَّمُوْا عَلَيْهِمْ شَيْئًا؛ حَرَّمُوْهُ».

- حسن.

৩০৯৫। ‘আদী ইবনু হাতিম (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি গলায় স্বর্ণের ক্রুশ পরে নাবী ﷺ-এর সামনে এলাম। তিনি বললেন ঃ হে ‘আদী! তোমার গলা হতে এই প্রতিমা সরিয়ে ফেল। (এই বলে) আমি তাঁকে সূরা বারাআতের নিম্নোক্ত আয়াত পাঠ করতে শুনলাম (অনুবাদ) ঃ “তারা আল্লাহ্ তা‘আলা ব্যতীত তাদের পণ্ডিতগণকে ও সংসারবিরাগীগণকে তাদের প্রভু বানিয়ে নিয়েছে” (সূরা আত-তাওবাহ্ ৩১)। তারপর তিনি বললেন ঃ তারা অবশ্য তাদের পূজা করত না। তবে তারা কোন জিনিসকে যখন তাদের জন্য হালাল বলত তখন সেটাকে তারা হালাল বলে মেনে নিত। আবার তারা কোন জিনিসকে যখন তাদের জন্য হারাম বলত তখন নিজেদের জন্য উহাকে হারাম বলে মেনে নিত।

হাসান।

আবূ ‘ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব। আমরা এ হাদীস শুধু ‘আবদুস সালাম ইবনু হারবের সূত্রে জেনেছি। হাদীস শাস্ত্রে গুতাইফ ইবনু আ‘ইয়ান খুবএকটা প্রসিদ্ধ নন।

٣٠٩٦ - حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوْبَ الْبَغْدَادِيُّ : حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ : حَدَّثَنَا هَمَّامٌ : حَدَّثَنَا ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ حَدَّثَهُ، قَالَ : قُلْتُ

لِلنَّبِيِّ ﷺ وَنَحْنُ فِي الْغَارِ : لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ يَنْظُرُ إِلَى قَدَمَيْهِ؛ لَأَبْصَرَنَا تَحْتَ قَدَمَيْهِ، فَقَالَ : «يَا أَبَا بَكْرٍ! مَا ظَنُّكَ بِاثْنَيْنِ اللّٰهُ ثَالِثُهُمَا؟!».

- صحيح : «تخريج فقه السيرة» (١٧٣) ق.

৩০৯৬। আনাস (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, আবূ বাকর (রাযিঃ) তাকে বলেছেন, আমি নাবী ﷺ-কে (সাওর) গিরিগুহায় অবস্থানকালে বললাম, যদি কাফিরদের কেউ তার পদদ্বয়ের দিকে (নীচের দিকে) তাকায়, তাহলে সে নিশ্চত আমাদেরকে তার পায়ের নীচেই দেখবে। তিনি বললেন ঃ হে আবূ বাকর! যে দু'জনের সাথে তৃতীয়জন হিসেবে আল্লাহ তা'আলা আছেন সেই দু'জনের ব্যাপারে আপনার কি ধারণা?

সহীহ ঃ তাখরীজু ফিক্বহিস্ সীরাহ্ (১৭৩), বুখারী ও মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ গারীব। এ হাদীসটি হাম্মামের সূত্রেই বর্ণিত আছে। একমাত্র তিনিই এটি বর্ণনা করেছেন। হাব্বান ইবনু হিলাল প্রমুখও হাম্মামের সূত্রে এ হাদীস একই রকম বর্ণনা করেছেন।

٣٠٩٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ : حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُوْلُ : لَمَّا تُوُفِّيَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ أُبَيٍّ؛ دُعِيَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِلصَّلَاةِ عَلَيْهِ، فَقَامَ إِلَيْهِ، فَلَمَّا وَقَفَ عَلَيْهِ يُرِيْدُ الصَّلَاةَ؛ تَحَوَّلْتُ حَتَّى قُمْتُ فِيْ صَدْرِهِ، فَقُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! أَعَلَى عَدُوِّ اللّٰهِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أُبَيٍّ الْقَائِلِ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا كَذَا وَكَذَا - يَعُدُّ أَيَّامَهُ -؟! قَالَ : وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَتَبَسَّمُ، حَتَّى إِذَا أَكْثَرْتُ عَلَيْهِ؛ قَالَ : «أَخِّرْ عَنِّي يَا عُمَرُ! إِنِّيْ خُيِّرْتُ فَاخْتَرْتُ، قَدْ قِيْلَ لِيْ

: ﴿اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لاَ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِيْنَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ﴾، لَوْ أَعْلَمُ أَنِّيْ لَوْ زِدْتُ عَلَى السَّبْعِيْنَ غُفِرَ لَهُ؛ لَزِدْتُ»، قَالَ : ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهِ، وَمَشَى مَعَهُ، فَقَامَ عَلَى قَبْرِهِ، حَتَّى فُرِغَ مِنْهُ، قَالَ : فَعُجِبَ لِيْ وَجُرْأَتِيْ عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ؛ وَاللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ، فَوَاللّٰهِ مَا كَانَ إِلاَّ يَسِيْرًا؛ حَتَّى نَزَلَتْ هَاتَانِ الْآيَتَانِ ﴿وَلاَ تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلاَ تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ﴾ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ، قَالَ : فَمَا صَلَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَعْدَهُ عَلَى مُنَافِقٍ، وَلاَ قَامَ عَلَى قَبْرِهِ، حَتَّى قَبَضَهُ اللّٰهُ.

– صحيح : «أحكام الجنائز» (٩٣، ٩٥).

৩০৯৭। ইবনু 'আব্বাস (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'উমার ইবনুল খাত্তাব (রাযিঃ)-কে আমি বলতে শুনেছি ঃ 'আবদুল্লাহ ইবনু উবাই মারা গেলে তার জানাযা আদায়ের জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আবেদন করা হয়। তিনি সেখানে যেতে শুরু করলেন। তিনি জানাযার উদ্দেশে দাঁড়ালে আমি ঘুরে গিয়ে তাঁর বুক বারবার সামনে দাঁড়িয়ে বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আল্লাহ তা'আলার দুশ্মন ইবনু উবাইর জানাযা কি আপনি আদায় করবেন, যে অমুক দিন এই কথা বলেছে, অমুক দিন এই কথা বলেছে? এভাবে নির্দিষ্ট দিন তারিখ উল্লেখ করে 'উমার (রাযিঃ) বলতে লাগলেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ মুচকি হাসি দিতে থাকলেন। এমনকি আমি যখন তাঁকে অনেক কিছু বললাম, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ হে 'উমার! আমার সামনে হতে সরে যাও। আমাকে এখতিয়ার দেয়া হয়েছে। কাজেই আমি (জানাযা আদায়ের) এখতিয়ার গ্রহণ করেছি। আমাকে বলা হয়েছে (আয়াতের অর্থ) ঃ "তুমি এদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর বা না কর, এমনকি তুমি যদি সত্তর বারও তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর, তবুও আল্লাহ তা'আলা তাদের কখনো ক্ষমা করবেন না"– (সূরা আত্-তাওবাহ্ ৮০)। আমি যদি জানতাম তাদের জন্য সত্তর বারের বেশি ক্ষমা প্রার্থনা করলে

আল্লাহ্ তা'আলা তাদের ক্ষমা করে দিবেন, তাহলে আমি তাই করতাম। 'উমার (রাযিঃ) বলেন, এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তার জানাযা আদায় করলেন এবং তার জানাযার সাথে গেলেন। তিনি তার ক্ববরের সামনে দাঁড়ান এবং সকল কাজ শেষ করেন। 'উমার (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে আমার দুঃসাহসিকতায় আশ্চর্যবোধ হল। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন। আল্লাহ্‌র শপথ! কিছুক্ষণ পরেই এ দু'টি আয়াত অবতীর্ণ হয় (অনুবাদ) ঃ "তাদের কোন ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করলে তুমি কখনো তার জানাযা আদায় করবে না এবং তার ক্ববরের পাশে কখনো দাঁড়াবে না। কেননা তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অস্বীকার করেছে এবং পাপাচারী অবস্থায় এদের মৃত্যু হয়েছে" (সূরা আত-তাওবাহ্ ৮৪)। 'উমার (রাযিঃ) বলেন ঃ এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত আর কোন মুনাফিক্বের জানাযা আদায় করেননি এবং এদের ক্ববরের পাশেও দাঁড়াননি।

সহীহ ঃ আহকা-মুল জানা-য়িয (৯৩, ৯৫)।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ গরীব।

٣٠٩٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ : أَخْبَرَنَا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ : جَاءَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ أُبَيٍّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ؛ حِينَ مَاتَ أَبُوهُ، فَقَالَ : أَعْطِنِي قَمِيصَكَ؛ أُكَفِّنْهُ فِيهِ، وَصَلِّ عَلَيْهِ، وَاسْتَغْفِرْ لَهُ، فَأَعْطَاهُ قَمِيصَهُ، وَقَالَ : «إِذَا فَرَغْتُمْ فَآذِنُونِي»، فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ؛ جَذَبَهُ عُمَرُ، وَقَالَ : أَلَيْسَ قَدْ نَهَى اللَّهُ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى الْمُنَافِقِينَ؟! فَقَالَ : أَنَا بَيْنَ خِيرَتَيْنِ : ﴿اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لاَ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ﴾، فَصَلَّى عَلَيْهِ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ ﴿وَلاَ تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلاَ تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ﴾، فَتَرَكَ الصَّلاَةَ عَلَيْهِمْ.

- صحيح : «ابن ماجه» (١٥٢٣) ق.

৩০৯৮। ইবনু 'উমার (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলে, 'আবদুল্লাহ্ (রাযিঃ)-এর বাবা 'আবদুল্লাহ ইবনু উবাই মারা গেলে 'আবদুল্লাহ্ (রাযিঃ) নাবী ﷺ-এর সামনে এসে বলেন, আপনার জামাটি আমাকে দিন, তা দিয়ে তাকে (বাবাকে) কাফন দিব এবং আপনি তার জানাযা আদায় করুন, তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে তাঁর জামা দিলেন এবং বললেন ঃ তোমরা (গোসল, কাফন ইত্যাদি হতে) অবসর হলে আমাকে খবর দিও। তিনি নামায আদায়ের প্রস্তুতি নিলে 'উমার (রাযিঃ) তাঁকে টেনে ধরে বললেন, আল্লাহ্ তা'আলা কি আপনাকে মুনাফিক্বদের জানাযা আদায় করতে নিষেধ করেননি? তিনি বললেন ঃ আমাকে দুটো ব্যাপারেই স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে– "তুমি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর বা না কর"। যাই হোক তিনি তার জানাযা আদায় করলেন। আল্লাহ্ তা'আলা তখন এ আয়াত অবতীর্ণ করেন (অনুবাদ) ঃ "তাদের কোন ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করলে তুমি কখনো তার জানাযা আদায় করবে না এবং তার ক্ববরের পাশেও কখনো দাঁড়াবে না...." (সূরা আত-তাওবাহ্ ৮৪)। এরপর তিনি তাদের জানাযা আদায় করা ছেড়ে দেন।

সহীহ ঃ ইবনু মা-জাহ (১৫২৩), বুখারী (৪৬৭০), মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ।

٣٠٩٩ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي أَنَسٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِيْ سَعِيْدٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّهُ قَالَ : تَمَارَى رَجُلَانِ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِيْ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ، فَقَالَ رَجُلٌ : هُوَ مَسْجِدُ قُبَاءَ، وَقَالَ الْآخَرُ : هُوَ مَسْجِدُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «هُوَ مَسْجِدِيْ هَذَا».

- صحيح : م وتقدم بأتم مما هنا (٣٢٣).

৩০৯৯। আবূ সা'ঈদ আল-খুদরী (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, "যে মাসজিদ প্রথম দিন হতেই তাক্বওয়ার ভিত্তির উপর নির্মিত হয়েছে"

(সূরা আত্-তাওবাহ্ ১০৮), সেই মাসজিদ প্রসঙ্গে দুই ব্যক্তি বিতর্কে লিপ্ত হয়। একজন বলল, তা হচ্ছে মাসজিদে কুবা। অন্যজন বলল, তা হচ্ছে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মাসজিদ (মাসজিদে নাববী)। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ তা আমার এই মাসজিদ।

সহীহ ঃ মুসলিম, এর চেয়ে পুর্ণাঙ্গভাবে (৩২৩) নং হাদীসে পূর্বে উল্লেখ হয়েছে।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ। 'ইমরান ইবনু আবী আনাসের হাদীস হিসেবে গারীব। আবূ সা'ঈদ আল-খুদরী (রাযিঃ) হতে এটি অন্য সূত্রেও বর্ণিত হয়েছে। হাদীসটি উনাইস ইবনু আবী ইয়াহ্ইয়া তার পিতা হতে, তিনি 'আবূ সা'ঈদ (রাযিঃ) হতে বর্ণনা করেছেন।

٣١٠٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ : حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ ابْنُ هِشَامٍ : حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ أَبِيْ مَيْمُوْنَةَ، عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : «نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِيْ أَهْلِ قُبَاءَ : ﴿فِيْهِ رِجَالٌ يُحِبُّوْنَ أَنْ يَتَطَهَّرُوْا وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِيْنَ﴾- قَالَ : -كَانُوْا يَسْتَنْجُوْنَ بِالْمَاءِ، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِيْهِمْ».

- صحيح : «ابن ماجه» (٣٥٧).

৩১০০। আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নাবী ﷺ বলেছেন ঃ কুবাবাসীদের সম্পর্কেই এ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে (অনুবাদ) ঃ "তথায় এমন লোক আছে যারা পবিত্রতা অর্জন করতে ভালোবাসে এবং পবিত্রতা অর্জনকারীদেরকে আল্লাহ তা'আলা ভালোবাসেন"- (সূরা আত্-তাওবাহ্ ঃ ১০৮)। আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) বলেন, এসব লোক পানি দিয়ে ইস্তিনজা করত। তাই তাদের ব্যাপারে উক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়।

সহীহ ঃ ইবনু মা-জাহ (৩৫৭)

আবূ 'ঈসা বলেন, এ সূত্রে হাদীসটি গারীব। আবূ আইয়ূব, আনাস ইবনু মালিক ও মুহাম্মাদ ইবনু 'আবদুল্লাহ ইবনু সালাম (রাযিঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে।

٣١٠١ - حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ : حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْخَلِيْلِ -كُوْفِيٍّ-، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ : سَمِعْتُ رَجُلاً يَسْتَغْفِرُ لِأَبَوَيْهِ وَهُمَا مُشْرِكَانِ، فَقُلْتُ لَهُ : أَتَسْتَغْفِرُ لِأَبَوَيْكَ وَهُمَا مُشْرِكَانِ؟! فَقَالَ : أَوَلَيْسَ اسْتَغْفَرَ إِبْرَاهِيْمُ لِأَبِيْهِ وَهُوَ مُشْرِكٌ؟! فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ؟ فَنَزَلَتْ ﴿مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِيْنَ آمَنُوْا أَنْ يَسْتَغْفِرُوْا لِلْمُشْرِكِيْنَ﴾.

- صحيح : «ابن ماجه» (١٥٢٣) ق.

৩১০১। 'আলী (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি এক ব্যক্তিকে তার (মৃত) মুশরিক পিতা-মাতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে শুনলাম। আমি তাকে বললাম, তোমার মৃত পিতা-মাতার জন্য কি তুমি ক্ষমা প্রার্থনার দু'আ করছ, অথচ তারা ছিল মুশরিক? সে বলল, ইবরাহীম ('আঃ) কি তাঁর বাবার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেননি, অথচ তাঁর বাবা ছিল মুশরিক? আমি বিষয়টি নাবী ﷺ-এর নিকট উল্লেখ করলাম। তখন নিম্নোক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয় (অনুবাদ) ঃ "নাবী ও ঈমানদার লোকদের পক্ষে শোভনীয় নয় যে, তারা মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবে, তারা তাদের আত্মীয়-স্বজনই হোক না কেন....."– (সূরা আত্-তাওবাহ্ ১১৩)।

সহীহ ঃ ইবনু মা-জাহ (১৫২৩), বুখারী, মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান। সা'ঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব (রাহঃ) হতে তার বাবার সূত্রে এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে।

٣١٠٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيْهِ، قَالَ : لَمْ أَتَخَلَّفْ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْ غَزْوَةٍ غَزَاهَا؛ حَتّٰى كَانَتْ غَزْوَةُ تَبُوْكَ

إِلاَّ بَدْرًا؛ وَلَمْ يُعَاتِبِ النَّبِيُّ ﷺ أَحَدًا تَخَلَّفَ عَنْ بَدْرٍ، إِنَّمَا خَرَجَ يُرِيْدُ الْعِيْرَ، فَخَرَجَتْ قُرَيْشٌ مُغِيْثِيْنَ لِعِيْرِهِمْ، فَالْتَقَوْا عَنْ غَيْرِ مَوْعِدٍ؛ كَمَا قَالَ اللّٰهُ - عَزَّ وَجَلَّ -، وَلَعَمْرِي إِنَّ أَشْرَفَ مَشَاهِدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْ النَّاسِ لَبَدْرٌ، وَمَا أُحِبُّ أَنِّيْ كُنْتُ شَهِدْتُهَا مَكَانَ بَيْعَتِيْ لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ؛ حَيْثُ تَوَاثَقْنَا عَلَى الْإِسْلاَمِ، ثُمَّ لَمْ أَتَخَلَّفْ -بَعْدُ- عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، حَتَّى كَانَتْ غَزْوَةُ تَبُوْكَ، وَهِيَ آخِرُ غَزْوَةٍ غَزَاهَا، وَآذَنَ النَّبِيُّ ﷺ النَّاسَ بِالرَّحِيْلِ . . . فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ بِطُوْلِهِ، قَالَ : فَانْطَلَقْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ؛ فَإِذَا هُوَ جَالِسٌ فِيْ الْمَسْجِدِ وَحَوْلَهُ الْمُسْلِمُوْنَ، وَهُوَ يَسْتَنِيْرُ كَاسْتِنَارَةِ الْقَمَرِ، وَكَانَ إِذَا سُرَّ بِالْأَمْرِ اسْتَنَارَ، فَجِئْتُ، فَجَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَقَالَ : «أَبْشِرْ يَا كَعْبُ بْنَ مَالِكٍ! بِخَيْرِ يَوْمٍ أَتَى عَلَيْكَ مُنْذُ وَلَدَتْكَ أُمُّكَ»، فَقُلْتُ : يَا نَبِيَّ اللّٰهِ! أَمِنْ عِنْدِ اللّٰهِ أَمْ مِنْ عِنْدِكَ؟ فَقَالَ : «بَلْ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ»، ثُمَّ تَلاَ هَؤُلاَءِ الْآيَاتِ : ﴿لَقَدْ تَابَ اللّٰهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِيْنَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ فِيْ سَاعَةِ الْعُسْرَةِ﴾، حَتَّى بَلَغَ : ﴿إِنَّ اللّٰهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ﴾، قَالَ : وَفِيْنَا أُنْزِلَتْ - أَيْضاً -﴿اتَّقُوْا اللّٰهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصَّادِقِيْنَ﴾، قَالَ : قُلْتُ : يَا نَبِيَّ اللّٰهِ! إِنَّ مِنْ تَوْبَتِيْ أَنْ لاَ أُحَدِّثَ إِلاَّ صِدْقًا، وَأَنْ أَنْخَلِعَ مِنْ مَالِيْ كُلِّهِ؛ صَدَقَةً إِلَى اللّٰهِ وَإِلَى رَسُوْلِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : «أَمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ؛ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ»، فَقُلْتُ : فَإِنِّي أَمْسِكُ سَهْمِيَ الَّذِيْ بِخَيْبَرَ، قَالَ : فَمَا أَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيَّ نِعْمَةً بَعْدَ الْإِسْلاَمِ؛ أَعْظَمَ فِيْ نَفْسِيْ مِنْ

صِدْقِيْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَ صَدَقْتُهُ أَنَا وَصَاحِبَايَ، وَلاَ نَكُوْنُ كَذَبْنَا، فَهَلَكْنَا كَمَا هَلَكُوْا، وَإِنِّي لَأَرْجُوْ أَنْ لاَ يَكُوْنَ اللّٰهُ أَبْلَى أَحَدًا فِيْ الصِّدْقِ مِثْلَ الَّذِيْ أَبْلاَنِيْ؛ مَا تَعَمَّدْتُ لِكَذِبَةٍ -بَعْدُ-، وَإِنِّي لَأَرْجُوْ أَنْ يَحْفَظَنِيَ اللّٰهُ فِيْمَا بَقِيَ.

- صحيح : «صحيح أبي داود» (١٩١٢) ق.

৩১০২। কা'ব ইবনু মালিক (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যতগুলো যুদ্ধ করেছেন, একমাত্র বদরের যুদ্ধ ব্যতীত অন্য কোন যুদ্ধেই আমি অনুপস্থিত ছিলাম না। এভাবে তাবূকের যুদ্ধ সমুপস্থিত হয়। যারা বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেনি, নাবী ﷺ তাদের কাউকে কোনরূপ ভর্ৎসনা করেননি। কারণ তিনি বের হয়েছিলেন কাফিলা অবরোধের উদ্দেশেই। ওদিকে কুরাইশরাও তাদের কাফিলার সাহায্যার্থে বের হয়েছিল। প্রতিশ্রুত স্থান ব্যতীত উভয় পক্ষ পরস্পর মুকাবিলায় অবতীর্ণ হয়, যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেছেন। আমার জীবনের শপথ! মানুষদের দৃষ্টিতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উপস্থিতির সর্বোৎকৃষ্ট স্থান হচ্ছে বদরই কিন্তু আমি 'আক্বাবার রাতে আমার বাই'আতের উপর মর্যাদা দিয়ে তাতে (বদরে) অংশগ্রহণ করাকে পছন্দ করিনি। কারণ সেই লাইলাতুল 'আক্বাবাতেই আমি বাই'আত করেছি এবং আমরা এখানেই ইসলামের উপর সুদৃঢ় হয়ে গিয়েছি। তারপর আমি কখনো রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে কোন অভিযান হতে পেছনে ছিলাম না। এভাবে তাবূকের যুদ্ধের পালা আসে। আর তাবূক যুদ্ধই ছিল রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নেতৃত্বে পরিচালিত সর্বশেষ যুদ্ধ। যোদ্ধাদের যাত্রা শুরুর জন্যে নাবী ﷺ নির্দেশ দিলেন। তারপর বর্ণনাকারী দীর্ঘ হাদীস বর্ণনা করেন।

আমি নাবী ﷺ-এর নিকট গেলাম। তিনি তখন মাসজিদে বসা ছিলেন। তাঁর আশেপাশে মুসলিমগণ সমবেত ছিল। তাঁর মুখমণ্ডল চাঁদের ন্যায় চমকাচ্ছিল। তিনি কোন বিষয়ে আনন্দিত হলে তাঁর চেহারা মুবারাক

দীপ্তিমান হয়ে উঠত। আমি উপস্থিত হয়ে তাঁর সামনে বসে পড়লাম। তিনি বললেন ঃ "হে কা'ব ইবনু মালিক! তোমার মা তোমাকে প্রসব করার পর হতে যতগুলো দিন তোমার নিকট এসেছে তার মধ্যে একটি সর্বোৎকৃষ্ট দিনের সুসংবাদ তোমার জন্য। আমি বললাম, "হে আল্লাহ্র নাবী! আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে না আপনার পক্ষ হতে? তিনি বললেন ঃ বরং আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে। তারপর তিনি এ আয়াতগুলো তিলাওয়াত করলেন (অনুবাদ) ঃ "আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই অনুগ্রহপরায়ণ হলেন নাবীর প্রতি এবং মুহাজির ও আনসারদের প্রতি, যারা বড় দুঃসময়ে তার অনুসরণ করেছিল, এমনকি যখন তাদের মধ্যকার এক দলের হৃদয়-বক্র হওয়ার উপক্রম হয়েছিল। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা তাদের মাফ করলেন। তিনি তো তাদের প্রতি দয়ার্দ্র, পরম দয়ালু এবং অপর তিনজনকে যাদেরকে পিছনে রাখা হয়েছিল, যখন পৃথিবী বিস্তৃত হওয়া সত্ত্বেও তাদের জন্য সংকুচিত হয়ে গেল এবং তাদের জীবন দুর্বিসহ হয়ে উঠল, তারা বুঝতে পারলো যে, আল্লাহ ব্যতীত আর কোন আশ্রয়স্থল নেই, অতঃপর তিনি তাদের প্রতি সদয় হলেন যাতে তারা ফিরে আসে। অবশ্যই আল্লাহ তাওবাহ্ ক্ববুলকারী দয়াময়।" (সূরা আত্-তাওবাহ্ ১১৭-১১৮)।

বর্ণনাকারী বলেন, এ আয়াতগুলোও আমাদের সম্পর্কেই অবতীর্ণ হয়েছে (অনুবাদ) ঃ "হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরা আল্লাহ তা'আলাকে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের সঙ্গী হও"– (সূরা আত্-তাওবাহ্ ১১৯)। কা'ব (রাযিঃ) বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্র নাবী! আমার তাওবার মধ্যে এও অন্তর্ভুক্ত যে, আমি সর্বদা সত্য কথাই বলব এবং আমি আমার সমস্ত মাল আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উদ্দেশে দান করে দিব। নাবী ﷺ বললেন ঃ তোমার কিছু মাল তোমার নিজের জন্য রাখ। এটাই তোমার জন্য ভালো। আমি বললাম, আমি আমার নিজের জন্য খাইবারের অংশটুকু রেখে দিচ্ছি। কা'ব (রাযিঃ) বলেন, ইসলাম ক্ববূল করার পর হতে আল্লাহ তা'আলা আমাকে যত নি'আমাতে ধন্য করেছেন আমার মতে তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ নি'আমাত হচ্ছে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আমার ও আমার সঙ্গীদ্বয়ের সত্য কথা বলা এবং আমাদের মিথ্যাবাদী না হওয়া। অন্যথায় তারা যেভাবে

ধ্বংস হয়েছে আমরাও তদ্রূপ ধ্বংস হতাম। আমি আশা করি সত্য বলার ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা যেন আমার ন্যায় এতো বড় পরীক্ষায় আর কাউকে না ফেলেন। আমি আর কখনো মিথ্যা বলিনি। আমি আরো আশা করি অবশিষ্ট দিনগুলোও যেন আল্লাহ তা'আলা আমাকে হিফাযাত করেন।

সহীহ ঃ সহীহ আবূ দাউদ (১৯১২), বুখারী (৪৬৭৬), মুসলিম।

এ হাদীস উপরোক্ত সনদের বিপরীত সনদে যুহরী (রাহঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে। কথিত আছে যে, সনদটি 'আবদুর রাহমান ইবনু 'আবদুল্লাহ ইবনু কা'ব ইবনু মালিক–তার চাচা 'উবাইদুল্লাহ হতে, তিনি কা'ব (রাযিঃ) হতে। আবার কেউ কেউ এ ব্যতীত অন্য সূত্রেও বর্ণনা করেছেন। অনন্তর এ হাদীস যুহরী হতে, তিনি 'আবদুর রাহমান ইবনু 'আবদুল্লাহ ইবনু কা'ব ইবনু মালিক হতে, তিনি তার বাবা হতে, তিনি কা'ব ইবনু মালিক (রাযিঃ) হতে এই সূত্রে ইউনুস ইবনু ইয়াযীদ বর্ণনা করেছেন।

٣١٠٣ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ السَّبَّاقِ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ حَدَّثَهُ، قَالَ : بَعَثَ إِلَيَّ أَبُوْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقُ مَقْتَلَ أَهْلِ الْيَمَامَةِ؛ فَإِذَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عِنْدَهُ، فَقَالَ : إِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَدْ أَتَانِيْ، فَقَالَ : إِنَّ الْقَتْلَ قَدِ اسْتَحَرَّ بِقُرَّاءِ الْقُرْآنِ يَوْمَ الْيَمَامَةِ، وَإِنِّيْ لَأَخْشَى أَنْ يَسْتَحِرَّ الْقَتْلُ بِالْقُرَّاءِ فِيْ الْمَوَاطِنِ كُلِّهَا، فَيَذْهَبَ قُرْآنٌ كَثِيرٌ، وَإِنِّي أَرَى أَنْ تَأْمُرَ بِجَمْعِ الْقُرْآنِ، قَالَ أَبُوْ بَكْرٍ لِعُمَرَ : كَيْفَ أَفْعَلُ شَيْئًا لَمْ يَفْعَلْهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ؟! فَقَالَ عُمَرُ : هُوَ – وَاللّٰهِ – خَيْرٌ، فَلَمْ يَزَلْ يُرَاجِعُنِيْ فِيْ ذٰلِك، حَتَّى شَرَحَ اللّٰهُ صَدْرِيْ لِلَّذِيْ شَرَحَ لَهُ صَدْرَ عُمَرَ، وَرَأَيْتُ فِيْهِ الَّذِيْ رَأَى، قَالَ زَيْدٌ : قَالَ أَبُوْ بَكْرٍ : إِنَّكَ شَابٌّ عَاقِلٌ، لاَ نَتَّهِمُكَ، قَدْ كُنْتَ تَكْتُبُ لِرَسُوْلِ

Contents

اللّٰهِ ﷺ الْوَحْيَ، فَتَتَبَّعِ الْقُرْآنَ، قَالَ : فَوَاللّٰهِ لَوْ كَلَّفُوْنِيْ نَقْلَ جَبَلٍ مِنَ الْجِبَالِ؛ مَا كَانَ أَثْقَلَ عَلَيَّ مِنْ ذَلِكَ، قَالَ : قُلْتُ : كَيْفَ تَفْعَلُوْنَ شَيْئًا لَمْ يَفْعَلْهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ؟! فَقَالَ أَبُوْ بَكْرٍ : هوَ - وَاللّٰهِ - خَيْرٌ، فَلَمْ يَزَلْ يُرَاجِعُنِيْ فِيْ ذَلِكَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ، حَتّٰى شَرَحَ اللّٰهُ صَدْرِيْ لِلَّذِيْ شَرَحَ لَهُ صَدْرَهُمَا؛ صَدْرَ أَبِيْ بَكْرٍ وَعُمَرَ، فَتَتَبَّعْتُ الْقُرْآنَ أَجْمَعُهُ مِنَ الرِّقَاعِ وَالْعُسُبِ وَاللِّخَافِ - يَعْنِي : الْحِجَارَةَ -، وَصُدُوْرِ الرِّجَالِ، فَوَجَدْتُ آخِرَ سُورَةِ ﴿بَرَاءَةٌ﴾ مَعَ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ : ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُوْلٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَءُوْفٌ رَحِيْمٌ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللّٰهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ﴾.

- صحيح : ق.

৩১০৩। যাইদ ইবনু সাবিত (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইয়ামামার যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের শাহাদাতের যমানায় আবূ বাক্‌র সিদ্দীক্ব (রাযিঃ) আমাকে ডেকে পাঠান। আমি গিয়ে দেখলাম, 'উমার ইবনুল খাত্তাব (রাযিঃ)-ও তার নিকট উপস্থিত। আবূ বাক্‌র (রাযিঃ) বললেন, 'উমার আমার নিকট এসে বললেন, অসংখ্য কুরআনের ক্বারী (হাফিয) ইয়ামামার যুদ্ধের দিন শহীদ হয়েছেন। আমার আশংকা হচ্ছে, সর্বত্র এভাবে ক্বারীগণ শাহীদ হয়ে গেলে কুরআনের অনেক অংশই বিলুপ্ত হয়ে যেতে পারে। আমি মনে করি আপনি কুরআন সংকলনের নির্দেশ দিন। আবূ বাক্‌র (রাযিঃ) 'উমার (রাযিঃ)-কে বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজে যে কাজ করে যাননি আমি কিভাবে তা করতে পারি? 'উমার (রাযিঃ) বললেন, আল্লাহ্‌র শপথ! এটা খুবই ভালো কাজ। তিনি আমার নিকট বারবার তার কথার পুনরাবৃত্তি করে যাচ্ছিলেন। অবশেষে সেই কাজের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা আমার বক্ষও উন্মুক্ত করে দিলেন, যার জন্য তিনি (আগেই) উমারের বক্ষ উন্মুক্ত করে

দিয়েছিলেন। আমিও উক্ত কাজে সেই কল্যাণ লক্ষ্য করলাম যা তিনি (আমার আগেই) লক্ষ্য করেছিলেন। যাইদ ইবনু সাবিত (রাযিঃ) বলেন, আবূ বাক্র (রাযিঃ) বললেন, তুমি একজন জ্ঞানবান যুবক। আমি তোমাকে কোন বিষয়ে দোষারোপ করিনি। আর তুমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জীবদ্দশায় কুরআন লিপিবদ্ধ করতে। অতএব তুমি কুরআনের (বিভিন্ন অংশ) সন্ধানে লেগে যাও। যাইদ (রাযিঃ) বলেন, আল্লাহ্র শপথ! তারা যদি আমাকে পর্বতমালার মধ্য হতে কোন পাহাড় স্থানান্তরের কষ্টে নিক্ষেপ করতেন তবে তাও আমার জন্য এ মহা দায়িত্বের তুলনায় এত বেশী ভারবহ হত না। আমি বললাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজে যে কাজ করেননি আপনারা তা কিভাবে করতে পারেন? আবূ বাক্র (রাযিঃ) বললেন, আল্লাহ্র শপথ! এটা খুবই ভালো কাজ। আবূ বাক্র ও 'উমার (রাযিঃ) উভয়ে ঐ কথার পুনরাবৃত্তি করে যাচ্ছিলেন। অবশেষে আল্লাহ তা'আলা আবূ বাক্র ও উমারের ন্যায় আমার বক্ষও উন্মুক্ত করে দিলেন। অতএব আমি চামড়ার টুকরাসমূহ, খেজুরপত্র, মসৃণ পাথর ও লোকদের অন্তকরণ হতে খুঁজে খুঁজে সম্পূর্ণ কুরআন একত্র করলাম। সূরা বারাআতের শেষ অংশটুকু আমি খুযাইমাহ্ ইবনু সাবিত (রাযিঃ)-এর নিকট পেলাম। তা হল (অনুবাদ) ঃ "অবশ্যই তোমাদের মধ্য হতে তোমাদের নিকট একজন রাসূল এসেছেন। তোমাদেরকে যা বিপন্ন করে তা তার জন্য কষ্টদায়ক। সে তোমাদের কল্যাণকামী এবং মু'মিনদের প্রতি দয়ার্দ্র ও অত্যন্ত করুণাসক্ত। এতদসত্ত্বেও তারা যদি মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে তুমি বল ঃ আল্লাহ তা'আলাই আমার জন্য যথেষ্ট। তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নেই। আমি তার উপরই নির্ভর করি এবং তিনিই মহান আরশের মালিক"– (সূরা আত্-তাওবাহ্ ১২৮, ১২৯)।

সহীহ বুখারী (৪৬৭৯), মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ।

٣١٠٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسٍ : أَنَّ حُذَيْفَةَ قَدِمَ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، وَكَانَ يُغَازِي أَهْلَ الشَّامِ فِي فَتْحِ أَرْمِينِيَّةَ وَأَذْرَبِيجَانَ

مَعَ أَهْلِ الْعِرَاقِ، فَرَأَى حُذَيْفَةُ اخْتِلاَفَهُمْ فِيْ الْقُرْآنِ، فَقَالَ لِعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ : يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ! أَدْرِكْ هَذِهِ الْأُمَّةَ قَبْلَ أَنْ يَخْتَلِفُوْا فِي الْكِتَابِ كَمَا اخْتَلَفَتِ الْيَهُوْدُ وَالنَّصَارَى، فَأَرْسَلَ إِلَى حَفْصَةَ؛ أَنْ أَرْسِلِيْ إِلَيْنَا بِالصُّحُفِ؛ نَنْسَخُهَا فِيْ الْمَصَاحِفِ، ثُمَّ نَرُدُّهَا إِلَيْكِ، فَأَرْسَلَتْ حَفْصَةُ إِلَى عُثْمَانَ بِالصُّحُفِ، فَأَرْسَلَ عُثْمَانُ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، وَسَعِيْدِ بْنِ الْعَاصِ، وَعَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ؛ أَنِ انْسَخُوْا الصُّحُفَ فِي الْمَصَاحِفِ، وَقَالَ لِلرَّهْطِ الْقُرَشِيِّيْنَ الثَّلاَثَة : مَا اخْتَلَفْتُمْ فِيْهِ أَنْتُم وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ؛ فَاكْتُبُوْهُ بِلِسَانِ قُرَيْشٍ؛ فَإِنَّمَا نَزَلَ بِلِسَانِهِمْ، حَتَّى نَسَخُوا الصُّحُفَ فِيْ الْمَصَاحِفِ، بَعَثَ عُثْمَانُ إِلَى كُلِّ أُفُقٍ بِمُصْحَفٍ مِنْ تِلْكَ الْمَصَاحِفِ الَّتِيْ نَسَخُوْا.

قَالَ الزُّهْرِيُّ : وَحَدَّثَنِيْ خَارِجَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَ : فَقَدْتُ آيَةً مِنْ سُوْرَةِ الْأَحْزَابِ، كُنْتُ أَسْمَعُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقْرَؤُهَا : ﴿مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ صَدَقُوْا مَا عَاهَدُوْا اللّٰهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ...﴾، فَالْتَمَسْتُهَا، فَوَجَدْتُهَا مَعَ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ -أَوْ أَبِيْ خُزَيْمَةَ-، فَأَلْحَقْتُهَا فِيْ سُوْرَتِهَا.

قَالَ الزُّهْرِيُّ : فَاخْتَلَفُوْا يَوْمَئِذٍ فِيْ التَّابُوْتِ وَالتَّابُوْه، فَقَالَ الْقُرَشِيُّوْنَ : التَّابُوْتُ، وَقَالَ زَيْدٌ : التَّابُوْهُ، فَرُفِعَ اخْتِلاَفُهُمْ إِلَى عُثْمَانَ، فَقَالَ : اكْتُبُوْهُ : التَّابُوْتُ؛ فَإِنَّهُ نَزَلَ بِلِسَانِ قُرَيْشٍ.

قَالَ الزُّهْرِيُّ : فَأَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ، أَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ مَسْعُوْدٍ كَرِهَ لِزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ نَسْخَ الْمَصَاحِفِ، وَقَالَ : يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِيْنَ! أُعْزَلُ عَنْ نَسْخِ كِتَابَةِ الْمُصْحَفِ، وَيَتَوَلَّاهَا رَجُلٌ؛ وَاللّٰهِ لَقَدْ أَسْلَمْتُ؛ وَإِنَّهُ لَفِيْ صُلْبِ رَجُلٍ كَافِرٍ -يُرِيْدُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ-! وَلِذَلِكَ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْعُوْدٍ : يَا أَهْلَ الْعِرَاقِ! اكْتُمُوْا الْمَصَاحِفَ الَّتِيْ عِنْدَكُمْ وَغُلُّوْهَا؛ فَإِنَّ اللّٰهَ يَقُوْلُ : ﴿وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾، فَالْقَوُا اللّٰهَ بِالْمَصَاحِفِ. قَالَ الزُّهْرِيُّ : فَبَلَغَنِيْ أَنَّ ذَلِكَ كَرِهَهُ مِنْ مَقَالَةِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رِجَالٌ مِنْ أَفَاضِلِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ.

- صحيح : خ (٤٩٨٧)، (٤٩٨٨)، صحيح مقطوع.

৩১০৪। আনাস (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হুযাইফাহ্ (রাযিঃ) ‘উসমান ইবনু আফফান (রাযিঃ)-এর নিকট এসে উপস্থিতি হলেন। হুযাইফা (রাযিঃ) আর্মেনিয়া ও আযারবাইজানের বিজয় অভিযানে ইরাকীদের সঙ্গী হয়ে সিরীয়দের বিরুদ্ধে জিহাদ করেছিলেন। তখন হুযাইফাহ্ (রাযিঃ) তাদের মধ্যে কুরআন নিয়ে মতের অমিল লক্ষ্য করেন। তিনি (ফিরে এসে) ‘উসমান ইবনু আফফান (রাযিঃ)-কে বললেন, হে আমীরুল মু’মিনীন! যেভাবে ইয়াহূদী-নাসারাগণ তাদের কিতাব নিয়ে মতভেদে লিপ্ত হয়েছিল, সেরূপ এই উম্মাতের লোকদের নিজেদের কিতাব নিয়ে মতভেদে লিপ্ত হওয়ার পূর্বে তাদের খবর নিন। এরপর ‘উসমান (রাযিঃ) এই কথা বলে হাফসাহ্ (রাযিঃ)-এর নিকট লোক পাঠান যে, আপনার নিকট রক্ষিত কুরআনের সহীফাখানি আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিন। আমরা সেটি হতে কপি করার পর তা আপনাকে আবার ফেরত দিব। উম্মুল মু’মিনীন হাফসা (রাযিঃ) তার কপি ‘উসমান ইবনু ‘আফ্ফান (রাযিঃ)-এর নিকট পাঠিয়ে দিলেন। ‘উসমান (রাযিঃ) যাইদ ইবনু সাবিত (রাযিঃ), সা‘ঈদ ইবনুল ‘আস (রাযিঃ),

'আবদুর রাহমান ইবনুল হারিস ইবনু হিশাম (রাযিঃ), 'আবদুল্লাহ ইবনুয যুবাইর (রাযিঃ) প্রমুখের নিকট উক্ত সহীফাখানি পাঠিয়ে দিয়ে বললেন, আপনারা এ সহীফাখানি হতে অনেকগুলো কপি করে নিন। তিনি উক্ত কমিটির তিন কুরাইশ সদস্যকে বললেন, কোন ক্ষেত্রে তোমাদের ও যাইদ ইবনু সাবিতের মধ্যে মতের অমিল হলে তা তোমরা কুরাইশের বাকরীতি মতো লিখবে। কেননা কুরআন তাদের বাকরীতিতে অবতীর্ণ হয়েছে। অবশেষে তারা পূর্ণ কুরআনের কয়েকটি কপি করেন। 'উসমান (রাযিঃ) সেগুলোর এক একটি কপি রাজ্যের এক এক এলাকায় পাঠিয়ে দিলেন।

যুহরী (রাহঃ) বলেন, খারিজা ইবনু যাইদ (রাযিঃ) আমার নিকট বর্ণনা করেছেন; যাইদ ইবনু সাবিত (রাযিঃ) বলেছেন, আমি সূরা আল-আহ্যাবের একটি আয়াত পেলাম না, যেটি আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তিলাওয়াত করতে শুনাতাম। আয়াতটি এই (অনুবাদ) ঃ "মু'মিনদের মধ্যে কিছু লোক আল্লাহ্ তা'আলার সাথে তাদের কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করেছে, তাদের কেউ কেউ শাহাদাত বরণ করেছে এবং কেউ কেউ প্রতীক্ষায় রয়েছে। তারা নিজেদের অঙ্গীকারে কোন পরিবর্তন করেনি" (সূরা আল-আহ্যাব ২৩)।

আমি আয়াতটির খোঁজ করছিলাম। অবশেষে তা খুযাইমাহ্ ইবনু সাবিত (রাযিঃ) বা আবূ খুযাইমাহ্ (রাযিঃ)-এর নিকট পেলাম। আমি সূরার যথাস্থানে আয়াতটি স্থাপন করলাম। যুহরী (রাহঃ) বলেন, তারা ঐ দিন তাবূত ও তাবূহ শব্দ নিয়ে মতের অমিল করেন। কুরাইশীরা বলেন ঃ তাবূত, আর যাইদ (রাযিঃ) বলেন, তাবূহ। তাদের মতের অমিলের বিষয়টি 'উসমান (রাযিঃ)-এর নিকট উত্থাপন করা হলে তিনি বললেন, তোমরা তাবূত লিখ। কেননা কুরআন কুরাইশদের ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছে।

যুহরী (রাহঃ) বলেন, আমাকে 'উবাইদুল্লাহ ইবনু 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উত্বাহ্ খবর দিয়েছেন যে, যাইদ ইবনু সাবিতের কুরআন লিপিবদ্ধ করাকে 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ (রাযিঃ) অপছন্দ করেছেন এবং বলেছেন, হে মুসলিমগণ! কুরআন লিপিবদ্ধ করা হতে আমি বরখাস্ত হবো আর তার দায়িত্বপ্রাপ্ত হবে এমন ব্যক্তি, আল্লাহ্র শপথ! যে আমার ইসলাম গ্রহণের সময় এক কাফির ব্যক্তির পৃষ্ঠদেশে অন্তর্হিত ছিল! এ কথা দ্বারা তিনি যাইদ

ইবনু সাবিত (রাযিঃ)-এর প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। তাই ‘আবদুল্লাহ ইবনু মাস‘উদ (রাযিঃ) বলেন ঃ হে ইরাকবাসী! তোমাদের নিকট রক্ষিত কুরআনের লিপিবদ্ধ সংকলন লুকিয়ে রাখ এবং তালাবদ্ধ করে রাখ। কারণ আল্লাহ তা‘আলা বলেন, (অনুবাদ) ঃ “এবং কেউ অন্যায়ভাবে কিছু আত্মসাৎ করলে, যা সে অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ করেছে ক্বিয়ামাতের দিন সে তা নিয়ে উপস্থিত হবে”– (সূরা আল-‘ইমরান ১৬১)। অতএব তোমরা তোমাদের সংকলনগুলোসহ আল্লাহ তা‘আলার সাথে মিলিত হবে। যুহরী (রাহঃ) বলেন, আমি জেনেছি যে, ইবনু মাস‘উদ (রাযিঃ)-এর এ উক্তিকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বহু প্রবীণ সাহাবী অপছন্দ করেছেন।

সহীহ ঃ বুখারী (৪৯৮৭, ৪৯৮৮) সহীহ মাকতূ’।

আবূ ‘ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ। এটি যুহরীর রিওয়ায়াত। আমরা এই হাদীস শুধু তার সূত্রেই জেনেছি।

وَخِتَامًا سَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

সবশেষে নাবীদের উপর সালাম ও আল্লাহ্র জন্য সকল প্রশংসা

Contents